স্যর বাসুদেব জীবনী

স্যর বাসুদেবের জীবনী

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

এক সহস্র

ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস—কলিকাতা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

প্রকাশক
শ্রীপ্রিয়নাথ দাশ গুপ্ত
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস
২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

উড়িষ্যার শীর্ষস্থানীয় মহাত্মার
আদর্শ জীবনের কাহিনী
উড়িষ্যার শিক্ষিত জনমণ্ডলীর করে,
উড়িষ্যার ও ছত্রিশগড়ের গুণগ্রাহী রাজন্যমণ্ডলীর করে,
বামণ্ডার শোককাতর রাজপরিবারের করে,
অন্যান্য কুমারগণ ও নাগরিকগণের করে,
এবং
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায়
স্বর্গীয়
রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের
জ্যেষ্ঠ পুত্র
স্বর্গীয় রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেবের
স্মৃতিকল্পে,
এবং
তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ও বর্ত্তমান বামণ্ডারাজ
শ্রীযুক্ত রাজা দিব্যশঙ্কর সুঢলদেব
বাহাদুরের করে,
গ্রন্থকারের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির চিহ্নস্বরূপ
এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা

দীর্ঘ পরিশ্রমে সামন্তরাজ বামণ্ডাধিপতি রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব মহোদয়ের এই জীবন চরিতখানি পরিসমাপ্ত হইল। ইহার আয়োজন, গঠন ও পরিসমাপ্তিতে আমার কোন প্রশংসা থাক্ আর না থাক্, প্রশংসা তাঁহার, যিনি রাজসংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া, বর্ত্তমান যুগে এরূপ অমূল্য ও অপূর্ব্ব জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়,—ইহাই প্রশংসার বিষয়।

জীবন চরিত রচনার জন্য এরূপ উত্তমতর উপকরণ সর্ব্বদা সকলের হস্তগত হয় না। বিধাতার কৃপায় আমার জীবনের শেষ ভাগে দ্বিতীয় বার সে সুযোগ ঘটিল। এজন্য আমি আমার ভাগ্যদেবতা ভগবানকে ভক্তিভরে স্মরণ পূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি। তৎপরে যাঁহার অনুগ্রহে এই জীবনী বিষয়ক উপকরণগুলি আমার হস্তগত হইয়াছিল, বামণ্ডাধিপতি সামন্তরাজ সেই সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব আজ এ সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আমার হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জানাইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাত্র ছিলেন তিনি, শাস্ত্রানুসারে তাঁহার অভাবে, আমি আজ তদীয় সৌমমূর্ত্তি, গুণবান ও বিদ্যানুরাগী জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্ত্তমান সামন্তরাজ বামণ্ডাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা দিব্যশঙ্কর সুঢলদেব বাহাদুর সমীপে আমার সেই গভীর কৃতজ্ঞতার নিবেদন করিতেছি। রাজা দিব্যশঙ্কর সুঢলদেব বাহাদুর তদীয় পিতৃকীর্ত্তি স্মরণ পূর্ব্বক, গ্রন্থকারের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিলেই কৃতার্থ হইব।

এই গ্রন্থ রচনায় তৎপরবর্ত্তী স্মরণীয় ব্যক্তি বামড়ারাজের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশ। এরূপ রাজসেবক সংসারে আরও অনেক পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এরূপ প্রভুপরায়নতার পরিচয় অল্পই পাইয়াছি। এই গ্রন্থ প্রণয়ণপক্ষে তাঁহার উদ্যোগ

আয়োজন, উৎসাহ, উদ্যম, শ্রমস্বীকার ও সহকারিতা চিরপ্রশংসনীয়। তাহার পর আর একটা ব্যাপার দেখিয়া আমি অধিকতর আকৃষ্ট, মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়াছি, তাহা এই যে, আজকালকার দিনে, পুত্র, পিতার প্রতি, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি, যে শ্রদ্ধা ভক্তি রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না, স্বর্গীয় রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের প্রতি যোগেশবাবুর সেই দীর্ঘপোষিত পিতৃভক্তি, আর তদীয় মহামান্য জ্যেষ্ঠ পুত্র ও প্রতিনিধি স্বর্গীয় রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেবের প্রতি রাজসম্মান ও প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধসহ সৌম্য সৌভ্রাত্র ভাব স্মরণ ও উল্লেখ যোগ্য। তাই এই গ্রন্থপ্রকাশে তাঁহার অসীম অনুরাগ ও সহকারিতা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

তাহার পর স্বর্গীয় রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেবের দূরদর্শনের ফলে, তদীয় পিতৃদেবের এই জীবন চরিত খানি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত হওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই ঘটনা স্বর্গীয় মহারাজের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের সাক্ষ্যদান করিলেও, বাঙ্গালা সাহিত্য যে বঙ্গের বাহিরের রাজদরবারে আপনার দাবি দাওয়া মঞ্জুর করাইবার শক্তি ধারণ করে, ইহা বাঙ্গালা ভাষার অল্প গৌরবের কথা নহে। কটক কলেজের বিজ্ঞানাচার্য্য রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ, বিদ্যানিধি মহোদয়, বর্ত্তমান জীবনী রচনার সংবাদ অবগত হইয়া, গৌরব ভরে বলিয়াছিলেন "সেই বিরাট পুরুষ রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের জীবন চরিত বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইতেছে, এবং সেই ভার আপনার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, শুনিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলাম,—উত্তম হইয়াছে।"

প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কটক নিবাসী অধুনা লোকান্তরিত ডাক্তার রামকৃষ্ণ সাহা মহাশয় বামণ্ডারাজের আদেশে ওড়িয়া ভাষায় জীবনী রচনার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে রচনাচার্য্য কতকটা অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু

তাহা স্বর্গীয় মহারাজের মনের মত হয় নাই। রামকৃষ্ণের উড়িয়া ভাষায় অধিকার নিতান্ত অল্প ছিল না, সুতরাং সে সংগ্রহের স্থানে স্থানে ওড়িয়া ভাষার মাধুর্য্য সম্ভোগও আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল।

রাজা স্যর বাসুদেবের স্বর্গারোহণে বিয়োগকাতর রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার অনেকাংশ গ্রন্থের নানা স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার একটি উক্তি ভূমিকার জন্য স্বতন্ত্রভাবে ধৃত ছিল, সেটি এই :—"বাসুদেবের জীবন ইউরোপীয় জীবন। এরূপ শিক্ষাপ্রদ জীবন কেবল উড়িষ্যায় কেন, ভারতবর্ষে দুর্লভ। এরূপ জীবনের যেরূপ জীবনী সঙ্কলিত হওয়া উচিত, যথা সময়ে তাহা পুস্তকাকারে প্রচারিত হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।" রায় রাধানাথ রায় বাহাদুরের কথিত "এরূপ জীবনের যেরূপ জীবনী সঙ্কলিত হওয়া উচিত" তাহা হইল কিনা, তাহা আমার পাঠকে ও সমালোচকে বিচার করিবেন। আমি কেবল স্বর্গীয় রাধানাথ বাবুর ও স্বর্গীয় মধুসূদন রাও মহোদয়ের শেষ অনুরোধ রক্ষায় যথাজ্ঞান শ্রমস্বীকার করিলাম। সুবিচারপরায়ণ সাধু সাহিত্যিকগণ ইহার ভাল মন্দ বিচার করিবেন।

বিচারকালে একটি বিষয়ে তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি থাকে, ইহাই আমার করজোড়ে প্রার্থনা। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে স্বর্গীয় রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব বাহাদুর জীবনচরিতের লিখন কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে অবগত হইয়া, আমাকে পুস্তকের অবশিষ্ট অংশ লিখন ও মুদ্রণকার্য্য একযোগে সম্পন্ন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে মুদ্রণকার্য্যও লেখার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিল। মাসাধিককাল ঐ দ্বিবিধ কার্য্য একত্র অগ্রসর হইতে না হইতে, আমার পারিবারিক জীবনের সুখ সম্পদ, মান মর্য্যাদা ও ভাবী প্রতিষ্ঠার আশাতরুশিরে বজ্রঘাত হয়, আমি স্বজনবর্গসহ শয্যাশায়ী হই। আমার নিজ জীবনের ও সঙ্গে সঙ্গে আমার পারিবারিক জীবনের সে যাতনার চিত্র অঙ্কিত করা অপেক্ষা অনুভব করাই

শ্রেয়ঃ ; আমি বিগত ত্রিশবৎসর কালব্যাপী সাহিত্যসেবার দ্বারা বৃটিশ ভারতের বিশ্বাসী ও অনুগত প্রজার কর্ত্তব্য পালনই করিয়াছি। ইংরেজ রাজার আশ্রয়ে, সহায়তায়, সহকারিতায় ও শুভদৃষ্টির ফলে, এ জাতির জাতীয় জীবন ও উত্তমতর পারিবারিক জীবন গড়িয়া উঠিবে, এই বিশ্বাস-জাত আদর্শের পরিস্ফুটনে প্রাণপাত করিয়া খাটিয়াছি। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই যত্নচেষ্টার আংশিক ফল। আমার পুত্র রাজসেবায় বিপন্ন হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলে, এ বিয়োগকাতর হৃদয়ের জ্বালার স্মৃতি সামান্যতর তৃপ্তিরও উদয় করিত, সন্দেহ নাই, কিন্তু গুণবান ও সুশিক্ষিত পুত্র মার্কিনদেশে নিজ মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া, সে দেশে এবং ইংলণ্ডে বহু বন্ধু লাভ করিয়া দেশের কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিতেছিলেন, তাঁহার পিতা, মাতা, পত্নী, ও শিশু পুত্র কন্যারা ব্যাকুল নেত্রে তাঁহার গৃহপ্রত্যাগমন প্রত্যাশায় পথপানে তাকাইয়া দিন গণনা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে নিরপরাধী নরনারী ও বালকবালিকা এমন কি স্তন্যপায়ী শিশুর শোণিতলিপ্সু জার্ম্মাণীর ডুবো জাহাজের আঘাতে "লুসিটানিয়া" জাহাজ আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের আশা ভরসাসহ আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের অতল জলে ডুবিয়াছে। আমি এবং আমার পরিজনবর্গ শয্যাশায়ী হইয়াছি। আমার বহুদিন হইতে রুগ্ন শরীরের উপর এই নিদারুণ পুত্রশোক নিয়ত হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। এই রোগ শোকের আক্রমণে জরজর শরীর মন লইয়া বামণ্ডার সামন্তরাজ স্যর বাসুদেব সুঢলদেব কে, সি, আই ই, মহোদয়ের বিরাট জীবনীর আলোচনা করিলাম, এরূপ অবস্থায় কৃতকার্য্য হওয়ার আশা পোষণ করা অন্যায়। আর অন্য নানা কারণে গ্রন্থ প্রকাশে কিছু বিলম্ব হইলেও, আমার এই অবস্থা বিপর্য্যয় নিবন্ধন বিলম্বের অপরাধ স্বীকার করিতেছি। আর সেইজন্য প্রুফ দেখায়ও কিছু ত্রুটি হইয়াছে। স্থানে স্থানে মুদ্রাঙ্কনে ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হইবে, উদ্ধৃত সংস্কৃত বচন ও শ্লোক সকলের মধ্যেও স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি দোষ প্রবেশ করিয়াছে।

গ্রন্থকারের পূর্ব্বকথিত অবস্থা স্মরণ রাখিয়া পাঠক ও সমালোচক মহোদয়গণ যেন গ্রন্থকারকে ক্ষমা করেন। আরও দীর্ঘজীবন ধারণ সম্ভব হইলে, পরবর্ত্তী সংস্করণে সে গুলির সংশোধন হইবে।

স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের মধ্যমপুত্র বড়কুমার শ্রীযুক্ত বলভদ্রদেব, এই জীবনী সঙ্কলনের শেষ ভাগে, গত এপ্রেল মাসে, পিতৃজীবনী সম্বন্ধে কতকগুলি ঘটনা সংগ্রহ করিয়া পাঠান। বহু বিলম্ব নিবন্ধন সমস্তগুলি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিবার অবসর ঘটিল না। বড় কুমার বাহাদুর প্রদত্ত বিবরণের কতক তাঁহার নিজের সংগ্রহ, আর কতকগুলি সম্বলপুর-হিতৈষিণীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পণ্ডিত নীলমণি বিদ্যারত্নের সংগ্রহ। এই উভয়বিধ সংগ্রহের জন্য বড় কুমার বাহাদুরের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। পরবর্ত্তী সংস্করণে ঐ গুলির সম্যক ব্যবহার করা হইবে।

অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী রাষ্ট্রীয় জীবন যাপনের একটা সুমহৎ আদর্শ ছিল, সে আদর্শ বহুদিকব্যাপী ছিল। তাঁহার শক্তির অনুরূপ ক্ষেত্র ও হৃদয়ের অনুরূপ ধন লাভ ঘটে নাই। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে, ভারত গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাসভাজন বহু বহু সামন্ত রাজগণের নামাবলীর শীর্ষস্থানে আজ সকলে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন। আমার এই গ্রন্থে যদি পাঠক তাঁহার সেই অসীম শক্তি ও বিশাল হৃদয়ের মর্ম্মস্থানের পরিচয় পান, তাহা হইলেই আমার সমগ্র শ্রম সফল হইল বলিয়া মনে করিব।

৪১ শিবনারায়ণ দাস লেন
১লা শ্রাবণ সন ১৩২৩ সাল

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়



স্বর্গীয় রাজা সার স্থচল দেব, কে, সি, আই, ই।

স্তর বাসুদেব জীবনী

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, রাজা প্রজা, পণ্ডিত মূর্খ, ছোট বড়, নরনারী নির্ব্বিশেষে, আপামর সাধারণ সকলেই রাম নামের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। রামের সকল কথা সকলে জানুক আর নাই জানুক, একটা কথা সকলেই জানে। সে কথাটার নাম "রামরাজত্ব"।

রামায়ণরূপ রত্নাকর মন্থনে, রত্নাকর, মহর্ষি বাল্মীকিরূপে যে সকল মহামূল্য রত্ন লাভ করিয়া ভারতীয় নরনারী মণ্ডলীর করে উপহার দিয়া গিয়াছেন, সে সকলের মধ্যমণি "রামরাজত্ব।" মর্ত্ত্য স্থষ্টির প্রারম্ভ কাল হইতে এ পর্য্যন্ত কোনও দেশে কোনও কালে রাজাদর্শে "রামরাজত্ব" কেহ অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় না।

মোগল সম্রাট আকবরের নামে ভারতের হিন্দু সাধারণ যে অপূর্ব্ব বিশেষণ যোগ করিয়া মোগল সম্রাটের মহিমা বৃদ্ধি করিয়াছে, কাল ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে মহিমার সমাদর বর্দ্ধিত হইবে সত্য, ইংরাজ-অধিকৃত ভারতে রমণীকুলের চিরবরণীয়া মহামান্যা মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্‌টোরিয়ার নামে আজ এবং চিরদিন ভারতবাসী পুরুষ রমণী রাজপূজার অর্ঘ্য দান করিবে সত্য, চিরদিন সেই নারীকুলভূষণ ভিক্‌টোরিয়ার শতবিধ সদনুষ্ঠান কেবল যে ইংলণ্ডের মুকুটমণি হইয়া ইতিহাসের গৌরব বর্দ্ধন করিবে, তাহা নহে, সে মহামহিমাময়ী স্মৃতি সমগ্র ভূমণ্ডলের, বিশেষ ভাবে ভারতের পরম সম্পদে পরিণত হইয়াছে। সত্যই সে বরণীয়া ললনা ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে ও ভারতের মহাসিংহাসনে আসন গ্রহণ করিয়া যে রাজাদর্শ— রাজসিংহাসনের যে অসামান্যমর্য্যাদা বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাও কেহ কোন দিন অতিক্রম করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বাল্যকালে আমরা "মহারাণীর প্রজা" বলিতে যে গৌরব অনুভব করিয়াছি ও অপর দশ জনকে যে গৌরব অনুভব করিতে দেখিয়াছি, ভারতে মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার নামেই কেবল তাহা একদিন সম্ভব হইয়াছে। এ সুদুর্ল্লভ সম্মান সম্ভোগ, যখন তখন, যার তার ভাগ্যে, ঘটে না। এ সকলই সত্য, তবুও বলি, রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট রামচন্দ্রের চরিতকাহিনী ভারতীয় জনমণ্ডলীর প্রাণে কি এক অপূর্ব্ব মাধুরীলীলার সৃষ্টি করে, তাহা বুঝাইবার শক্তি কোথায়?

রাজাদর্শে রাম বিরাট পুরুষ, ভারতের পবিত্র দৃষ্টিতে রাম সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, সর্ব্বত্যাগী ও লোকরঞ্জনপ্রিয় নারায়ণের

অবতার বলিয়া, রাজসিংহাসনে রাম ভারতের দেবতা—চির-পূজ্য—চির আরাধ্য। সর্ব্ব গুণাধার রামচরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি লোকরঞ্জন ও প্রজাপালন। প্রজার প্রীতি বৃদ্ধির জন্য কোমলহৃদয় রাম কোমলপ্রাণা জানকীকে চিরবিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, একবিন্দু ইতস্ততঃ করিলেন না। পাষাণ হৃদয় হইয়া নির্ম্মমভাবে সর্ব্বলোকপূজ্যা জনকতনয়ার নির্ব্বাসন দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। এই জন্যই "রামরাজত্ব" কথাটার এত আদর—এত সম্মান, তাই সেকালে ও একালে ভারতবাসীর দৃষ্টিতে রাম বিরাট পুরুষ, তাই রাম নারায়ণের অবতার।

এই "রামরাজত্বের" আদর্শ সমাজ সমক্ষে নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া ভারতের রাজা প্রজা উভয় সম্প্রদায়ের সুশিক্ষা বিধানে চিরদিন সহায়তা করিয়া আসিতেছে; তাই ভারতের সর্ব্বশক্তিমান ইংরাজ রাজশক্তির আশ্রয়ে, পৃষ্ঠপোষকতায় ও সহায়তায় অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজশক্তি আপন আপন রাজ্যে যথা-শক্তি রাজধর্ম্ম পালন করিয়া সাধারণের বিবিধ সুখ ও সুবিধা সাধনে সহায়তা করিতেছেন। ইংরাজশাসিত ভারত-সাম্রাজ্যের চন্দ্রাতপতলে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সামন্তরাজগণ আশ্রয় লাভ করিয়া সুখেস্বচ্ছন্দে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন কার্য্যে, নিজ নিজ জীবনের সার্থকতা সম্পাদনে নিযুক্ত, সেই সকল রাজকাহিনী সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইলে, দেশের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, এখনও সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবার উপযুক্ত লোক বিরল বলিয়া মনে হয়, তাহা না হইলে ভারতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের প্রাতঃস্মরণীয়

নরপতিগণের মধ্যে যাঁহাদের নাম কথঞ্চিৎ সুপরিচিত ও যাঁহারা আদর্শ নরপতি বলিয়া কীর্ত্তিত, তাঁহাদের কথা কেহ বিস্তৃত আকারে আলোচনা করেন না কেন?

আমরা এতাদৃশ এক মহানুভব ক্ষুদ্র সামন্ত নরপতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর, ইনি বর্ত্তমান সামন্তরাজ বামড়াধিপতি শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব মহোদয়ের স্বর্গীয় পিতা সামন্তরাজ স্যর বাসুদেব সুঢলদেব কে, সি, আই, ই। (K. C. I. E.) ইঁহার এবং ইঁহার ন্যায় অনেক রাজসংসারে "রামরাজত্বের" আদর্শ যে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া নির্জ্জনে লুক্কায়িত, স্যর বাসুদেবের রাজজীবনের বিবরণমালা তাহার সাক্ষ্য দান করিবে। রাজসংসারে কিরূপ ব্যক্তির আবির্ভাব হইলে, এখনও রামরাজ্যের আভাস পাইয়া প্রজামণ্ডলী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে? প্রজার সুখে সন্তোষ, তাহাদের আনন্দে উল্লাস প্রকাশ রাজধর্ম্ম—দুঃখে সহানুভূতি, বিপদে সমবেদনা, দুর্ভিক্ষে অন্ন বিতরণ রাজধর্ম্ম। এই উচ্চ রাজধর্ম্ম পালনে স্যর বাসুদেব কিরূপভাবে তাঁহার প্রজাসাধারণের অক্ষুণ্ণ সম্মান ও গভীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন—বামড়ার প্রজাসাধারণের প্রীতির প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া স্যর বাসুদেবের হৃদয়ে সর্ব্বদাই যে আনন্দের মলয়স্নিগ্ধ সুরভি বহন করিত, তাহা জানিবার এবং জানিয়া তাহা হইতে শিখিবার বস্তু লাভ হইবে, তাই বামড়াধিপতি স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের যাপিত জীবন-কাহিনীর আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি।

উড়িষ্যার আঠার গড়, এবং মধ্য প্রদেশের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চল-স্থিত ছত্রিশগড়ের অধিকাংশ ভূভাগ ইংরাজরাজের আশ্রিত সামন্ত

রাজগণের অধিকারভুক্ত। এই শ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। সে সকল রাজ্যের লোক-সংখ্যা ও তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের বিবরণ আমাদের বর্ত্তমান ভারতবর্ষের একটা বিশিষ্ট অংশ, ইহারা কিরূপ অবস্থায় সমাজবদ্ধ হইয়া, কিরূপ শাসনের অধীনে থাকিয়া কালযাপন করে, তাহা বর্ত্তমান সময়ের জানিবার বিষয়। জেলা সম্বলপুরের অন্তর্গত বাম্‌ড়ারাজ্য কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের মধ্য প্রদেশের ইংরাজ শাসনকর্ত্তার অধীনে ছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের শাসনকর্ত্তার অধীনে স্থাপিত হয়। এক্ষণে বিহার ও উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত।

স্যর এনড্রু ফ্রেজার প্রভৃতি বহু বহু প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা তাঁহাদের শাসন সময়ে, তাঁহাদের বাৎসরিক শাসন-বিবরণীর মধ্যে সামন্ত রাজগণের রাজ্যপালন ও সুশাসনের উল্লেখ স্থলে, বাম্‌ড়াধিপতি স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের রাজ্যশাসন প্রণালীর প্রচুর প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "সমগ্র মধ্য প্রদেশের মধ্যে বাম্‌ড়া আদর্শ সামন্ত রাজ্য।" দেশের শাসনকর্ত্তাদের এরূপ ধারণা হওয়ার যে সকল কারণ বর্ত্তমান ছিল, সেই গুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, বাম্‌ড়ার এতাদৃশ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির বিশেষ কারণ বর্ত্তমান আছে। আমরা ক্রমে ক্রমে সেই সকলের আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

ইংরাজ শাসনকর্ত্তার মুখে এতাদৃশ উচ্চ প্রশংসা বাক্যের মূল্য অনেক। যে সকল কারণে বাম্‌ড়ারাজ্য "আদর্শ সামন্ত রাজ্য" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ের

আলোচনা করিতে গেলে, উড়িষ্যার গড়জাত ও মধ্য-প্রদেশের সামন্ত রাজ্যগুলির অনতিপূর্ব্বকালের সাধারণ অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস দিতে হয়। অতি প্রাচীন কাহিনীর আলোচনা পরে হইবে। ইংরাজের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও, ভারতের এই ভূভাগের সামাজিক অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল, এখনও আছে। শাস্ত্রজ্ঞান, সুশিক্ষা ও সদাচার এ প্রদেশে প্রায় অপরিজ্ঞাত ছিল। স্বরাজ্যে শান্তি ও প্রতিবেশী রাজ্য সকলে মৈত্রীভাবের একান্ত অভাব ছিল। প্রজাসাধারণের ধনসম্পদ ও পরিজনসহ সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই লোকের ধারণা ছিল। দ্বেষ, হিংসা ও আত্মকলহে ঐ ভূভাগের সামন্ত নৃপতিবৃন্দ ও প্রধানগণ সর্ব্বদাই লিপ্ত থাকিতেন। সুখ ও শান্তিতে বাস করা ও করিতে দেওয়ার মূল্য ও মর্য্যাদা সে সময়ের প্রধানগণের অপরিজ্ঞাত ছিল।

একদিকে যেমন লোকমণ্ডলী অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, রাজারাও তদ্রূপ বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জনবিমুখ, ব্যসন ও বিলাসপরায়ণ, রাজমর্য্যাদা ও প্রজার অধিকার রক্ষায় উদাসীন, একপ্রকার চলতি জীবন ধারণ করিতেন। এইরূপ দীর্ঘ অবসাদ ও অশান্তির ভারে যখন বঙ্গের এই দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তস্থিত সুবিস্তৃত অঞ্চল বিপন্ন; সেই কোলাহলময় অশান্তির ভিতর, শান্তির স্নিগ্ধ সুরভিভার মস্তকে লইয়া, সেই অজ্ঞতা, ব্যসন ও বিলাসের মধ্যস্থলে, জ্ঞান ও পুণ্যের প্রদীপ হস্তে লইয়া, সেই দ্বেষ, হিংসা ও আত্মকলহের প্রবাহমুখে ভাসমান ও স্বার্থ সর্ব্বস্ব জনগণের মধ্যস্থলে, সেবা ও

সংস্কারের সুসংবাদ লইয়া সামন্তরাজ স্যর বাসুদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুগে, বিবিধ পরিবর্ত্তনপূর্ণ নূতন উন্নতির সাধনাক্ষেত্রে বরদাধিপতি মহারাজ সায়াজী রাওয়ের নাম, মহীশূরাধিপতি মহারাজ শ্রীকৃষ্ণরাজ ওয়াদিয়া বাহাদুরের নাম ভারতব্যাপী সম্মান অর্জ্জন করিয়াছে; সত্য, তাঁহাদের রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন পদ্ধতির সমাদরে দেশ পূর্ণ হইয়াছে এবং তাহা হওয়াই সঙ্গত ও স্বাভাবিক, সত্য, কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে, যখন ইংরাজী শিক্ষা-সূত্রে নূতন রাজনীতির অনুসরণে দেশের রাজন্যবর্গ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও অপারগ ছিলেন, তখনও দেশশাসনে ইংরাজ-রাজের প্রচারিত সাম্য, দেশীয় সামন্ত নরপতিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, তখনও ইংরাজরাজের আসমুদ্র হিমালয় সমগ্র ভারতে শান্তিস্থাপন সঙ্কল্প দেশীয় ভূপতিবৃন্দের হৃদয়ে মৈত্রীভাবের বিশালতার ভাব পরিস্ফুট করে নাই, তখনও ইংরাজরাজের প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত মানব স্বাধীনতার তত্ত্ব দেশীয় নৃপতিবৃন্দের সমদর্শিতার ভাব জাগ্রত করিতে পারে নাই, সেই পূর্ব্ববর্ত্তী কালে, উন্নতির সেই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যুগে, বহু পুণ্যকাহিনী পরিশোভিত প্রথিতনামা রাজগণের নামাবলী কীর্ত্তিত ও পরিশ্রুত হইবার পূর্ব্ব যুগে, যখন বর্ত্তমান বরোদা ও বর্ত্তমান মহীশূরের অভ্যুদয় হয় নাই, সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের সূচনাকালে, কেমন সহজ ও সুন্দর-ভাবে পাশ্চাত্য রীতিপদ্ধতিগুলি ধীরে ধীরে বামণ্ডাধিপতি স্যর বাসুদেব সুঢলদেবকে আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা

চিন্তা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বাঙ্গালা দেশের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহারও পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ এখন হইতে শত বর্ষ পূর্বেও বাঙ্গালায় নূতন শাসনপদ্ধতিসূত্রে শিক্ষা ও সামাজিক রীতিনীতি এবং আচার ব্যবহারে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছিল।

যে সকল কারণে ইংরাজরাজত্বের প্রতিষ্ঠা দেশে এক সুমহান মঙ্গল ফল প্রসব করিয়াছে, সেই সকল কারণসম্ভূত উত্তম ফলের সর্ব্ব প্রথম সুতিকাগার বাঙ্গালা দেশ, বঙ্গেই ইংরাজরাজ সর্ব্ব প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ধীরে ধীরে চারিদিকে আপন শক্তি বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই শক্তি বিস্তারের প্রারম্ভ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে আত্মপ্রতিষ্ঠায় অধিকতর মনোযোগী থাকিতে হইয়াছিল। তাই বঙ্গের বাহিরে ভারত-বর্ষের অন্য সর্ব্বত্র শিক্ষা ও সন্নীতির সুপ্রচারে বহুবিলম্ব হইয়াছে। সেই জন্য সমগ্র দেশে এখনও নানা স্থানে জনমণ্ডলী কথঞ্চিৎ অনুন্নত অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। যে সকল স্থান সত্যই এখনও সুশিক্ষার সুবিমল জ্যোতিতে বঞ্চিত ও তজ্জন্য অনুন্নত জীবন যাপনে বাধ্য, উড়িষ্যা ও উড়িষ্যার পশ্চিম দক্ষিণ দিকের সুবিস্তৃত দেশাংশ এতাদৃশ হীনদশাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। এতদঞ্চলের সামাজিক অবসাদ ও জড়তার দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিতে ইংরাজ রাজাকেও অনেক সময়ে বিব্রত হইতে এবং সময়ে সময়ে ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। সে বিবরণ ও পরে আলোচনা করা যাইবে। এইরূপ সামাজিক জড়তা ও

অবসাদের মধ্যস্থলে, বিবিধ বিঘ্ন ও বিপত্তিবিজড়িত আন্দোলনপূর্ণ সমাজবক্ষে সর্ব্ববিধ সংস্কার কার্য্যে লিপ্ত হইতে এবং তদ্দ্বারা অত্যুত্তম রাজাদর্শ প্রতিষ্ঠায় সফল মনোরথ হইতে যে অসামান্য সামর্থ্যের প্রয়োজন, স্যর বাসুদেব, বিধাতার কৃপায় সেই প্রতিভা লইয়া শক্তিধর পুরুষের ন্যায় বামড়ায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

স্যর বাসুদেবের বহু বিস্তৃত রাজ্যের পশ্চিম সীমায় ইংরাজ রাজ্য। উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে বামড়ার ন্যায় আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এই সকল রাজ্যের রাজা প্রজা উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ সামাজিক অবস্থা একই প্রকার। এই একটানা সমাজ জীবনের মন্দীভূত স্রোতে নবশক্তিসম্পন্ন প্রবল প্রবাহ ছুটাইবার ভার পাইয়া স্যর বাসুদেব সুঢলদেব বামড়ায় রাজাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া কোনও দিন কোন ব্যক্তি, রামচরিত্রে, কোন সমাজ, বা কোন রাজ্য "রামরাজ্যে" পরিণত হয় নাই। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বিলোপ, ভারতীয় আদর্শের অন্তর্ধান ঘটিত না। কেবল পুরুষকারেও কেহ কোন দিন জীবনে সার্থকতা লাভ করে নাই, তাহার প্রমাণ সম্রাট-শক্তিসম্পন্ন মহারাজ দুর্য্যোধন।

সুতরাং দৈব ও পুরুষকারের মিলন সাধনেই যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, তেমনি রাষ্ট্রীয় জীবনে, সাফল্য লাভ সম্ভবপর হইয়া থাকে। ইংরাজরাজ তাহার আদর্শ। এই উচ্চ রাজাদর্শ সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিলেও, ভারতের কত শত আশ্রিত সামন্ত নরপতি, আহার বিহারে ও আমোদ প্রমোদে, মহামূল্য জীবন ক্ষয় করিতেছেন। রাজাসনের মর্য্যাদা রক্ষার

সঙ্গে সঙ্গে প্রজাসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন চেষ্টা যে রাজধর্ম্ম, "রামরাজত্বে"র আদর্শ যে কেবল সেইরূপ রাজ্য-পালনপদ্ধতির অবলম্বনেই প্রকাশ পায়, আর তাতেই যে রাজধর্ম্মের চরিতার্থতা, আর সেই অনুষ্ঠানেই কেবল দৈব ও পুরুষকার পরস্পর পরস্পরের বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ হয়, আক্ষেপের বিষয় অধুনা আমাদের দেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ সামন্ত রাজবুদ্ধিতে এ পরম তত্ত্ব এখনও প্রকাশ পায় নাই। স্যর বাসুদেবের জীবনে এই মহাসত্য জীবন্ত আকার ধারণ করিয়া বামড়ার প্রজামণ্ডলীর সুখ সমৃদ্ধি সাধন ও পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের মধ্যে আদর্শ স্থাপন করিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে। দেবকৃপায় ও আত্মচেষ্টার ফলে, কতদূর কৃতকার্য্য হওয়া যায়, সে জীবনে তাহার একটা বিরাট আদর্শ বর্ত্তমান। আমরা তাই সেই অমূল্য জীবনকাহিনীর আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

যাঁহারা স্যর বাসুদেব সুচলদেবের সঙ্গে নানা সূত্রে সুপরিচিত ছিলেন, উড়িষ্যার এতাদৃশ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে দুই মহাত্মার স্বর্গারোহণ ঘটিয়াছে। উড়িষ্যার ও পরবর্ত্তী কালে, পশ্চিম বাঙ্গালার শিক্ষা-বিভাগের ইন্সপেক্টর স্বর্গীয় রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর এবং উড়িষ্যার শিক্ষাবিভাগের অন্যতম প্রধান রাজকর্ম্মচারী স্বর্গীয় রায় মধুসূদন রাও বাহাদুর। এই দুই মহাত্মার নিকট স্যর বাসুদেবের কীর্ত্তিগাথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া এক সময়ে মোহিত হইয়াছিলাম। তাঁহারা শতমুখে বামড়ারাজের বিবিধ গুণের উল্লেখ করিয়া সে রাজাদর্শের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

বামড়াধিপতি স্যর বাসুদেবের লোকান্তর গমনে যে সমগ্র

দেশব্যাপী আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইয়াছিল, রাধানাথ বাবু সেই শোকোচ্ছাসে মগ্ন হইয়া কাতর হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, "সে সুব্রত মহাপুরুষের যোগ্য পুরস্কার আমাদের দেশে সম্ভবপর নহে। কোন বিদেশীয় রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিলে, আজ পৃথিবীর লোক তাঁহার জন্য শোকাশ্রু বর্ষণ করিত।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

গড়জাত

আজ আর সে দিন নাই। এমন এক দিন, এক সময় ছিল, যখন ভারতের ভুজবলেই ভারত শাসিত ও রক্ষিত হইত। সে দিন বহু দিন হইল চলিয়া গিয়াছে। ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে যখন সবক্‌তগিন্ গিজনী নগরে আত্মপ্রতিষ্ঠা দ্বারা প্রবল হইয়া ভারতের পশ্চিমোত্তর সীমানা অতিক্রম করিয়া পঞ্চনদে প্রবেশলাভ ও দেশ লুণ্ঠনে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই দিন ভারতের পরাধীনতার সূত্রপাত হইয়াছে। সে আজ প্রায় সহস্র বৎসর হইতে চলিল।

আজ বিবিধ গুণগৌরবসম্পন্ন ইংরাজরাজশক্তির চন্দ্রাতপতলে সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও, আসমুদ্র হিমালয়, আব্রহ্ম পঞ্চনদ এক বিচিত্র শক্তিবলে মিলিত হইয়া রাষ্ট্রীয় সুখ ও শান্তি সম্ভোগ করিলেও, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসী জনমণ্ডলী স্বপ্নেও ইহার ছায়াপাত কল্পনা করে নাই। তখন এবং তৎপূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহা সাম্রাজ্য নহে। পৌরাণিক ইতিহাসে কথিত আছে যে, সূর্য্যবংশ সমগ্র ভারতবর্ষ উজ্জ্বল করিয়াছিল। অযোধ্যার সিংহাসন ভারতের রাজসিংহাসন বলিয়া বিদিত, চন্দ্রবংশের স্নিগ্ধ কিরণমালা ভারতের অমানিশার অন্ধকার হরণ করিয়াছিল। ত্রেতার অশ্বমেধ যজ্ঞ ও দ্বাপরের রাজসূয় যজ্ঞে, কেবল ভারতের কেন, ভারতের বাহিরের রাজশক্তি নিচয়ের একত্র সমাবেশের সংবাদ লিপিবদ্ধ থাকিলেও, ঐ উভয়বিধ অনুষ্ঠান সংসৃষ্ট সাম্রাজ্যজ্ঞানে ও বর্ত্তমান ইংরাজশাসিত ভারতসম্রাজ্যের জ্ঞানে অনেক প্রভেদ। আর এই অভূতপূর্ব্ব বিশাল সাম্রাজ্যবক্ষে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারত রাজরাজেশ্বরী" উপাধি

গ্রহণ, তৎপরে সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ড ও সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সিংহাসনারোহণ উপলক্ষে ভারতবক্ষে যে রাজসূয় যজ্ঞত্রয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছে—অধুনা ভারতরাজধানী দিল্লীনগরী সে অসামান্য স্মৃতিগৌরব বক্ষে ধারণ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর সমক্ষে স্পর্দ্ধা করিতে পারে। সে মহাযজ্ঞের তুলনা, আর কোথাও মিলে কি না সন্দেহ। আর এই বর্ত্তমান একই বিধি ব্যবস্থার দ্বারা শাসিত ভারতসাম্রাজ্যের সঙ্গে পৃথিবীর পূর্ব্বতন বা বর্ত্তমান কোন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার তুলনা হয় না। ইংরাজের বাহুবল, ততোধিক ইংরাজের বুদ্ধি কৌশল যে যাদুবিদ্যাবলে সমগ্র ভারতব্যাপী একছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম, মর্ত্ত্যের ইতিহাসে কুত্রাপি তাহার তুলনা মিলে না।

তাই বলিতেছি, সহস্র বৎসরব্যাপী পরাধীনতার ফলে, ভারতের মানবশক্তি, ভারতের নারায়ণী শক্তি, ভারতের বিরাট পুরুষ ভাব ম্লান ও মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। আজ আবার ইংরাজের উচ্চ উদার বিধিব্যবস্থার ফলে, সমগ্র দেশে সেই নারায়ণীশক্তি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। তাই আজ দেশের কথা, দেশের দশের কথা, তাই আজ জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, ছোট বড় রাজা প্রজা নির্ব্বিশেষে, সকলের সংবাদ জানিবার জন্য ভারতবাসীর হৃদয়ে এক গভীর আকাঙ্ক্ষার জাগরণ অনুভূত হইতেছে।

তাই আজ, সাহিত্য সম্মিলন-ক্ষেত্র সকলের ঐতিহাসিক মজ্লিসে, সাম্রাজ্য জ্ঞানের প্রাচীনতম ব্যাখ্যা লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা চলিয়াছে। তাই আমরা আজ রামের "সসাগরা পৃথিবীব্যাপী" সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আত্মহারা—তাই আজ আমরা হস্তিনাপুরের সিংহাসন সম্মুখে বিরাট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্যধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিবার জন্য শ্রবণ পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছি, তাই আমরা মগধ সম্রাজ্যের অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য বিভব ও নলন্দার বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণমালায় আজ মাতোয়ারা হইয়া পড়ি। তাই বলিতেছি, আজ যেমন এক দিকে

ইংরাজ রাজার স্পর্শবলে সমগ্র দেশে একই স্পন্দন অনুভূত হইতেছে, ঠিক তদ্রূপ আজ সেই মহাশক্তির সহায়তায় দেশের পূর্ব্ব হইতে পূর্ব্বতন সংবাদ সকল অবগত হইয়া আমরা ধন্য হইতেছি। এ সকলই ইংরাজ সংস্পর্শের ফল, সেই বিরাট নারায়ণীশক্তি ইংরাজ প্রভুশক্তির মধ্য দিয়া আজ ভারতীয় প্রজামণ্ডলীর প্রাণ স্পর্শ করিতেছে, তাই আজ দেশের অবস্থা সমগ্রভাবে জানিবার জন্য ভারত-প্রজা ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, সাম্যতন্ত্রপ্রধান ইংরাজ রাজশক্তির মন্ত্রৌষধির বলে ভারত আজ জাগরিত, তাই প্রাচীনের পরিচয় লাভে দিন দিন সবল ও প্রবল হইয়া উঠিতেছে, আর এই মহোপকার সাধন জন্য ইংরাজ ভারতবাসীর চির পূজ্য ও চির বরণীয় হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রসার ক্ষেত্রের একটা পরিমাণকে রাজ্য ও তদতিরিক্ত বিস্তৃতি লাভে সাম্রাজ্য আখ্যা প্রাপ্তি সম্ভব ও সঙ্গত হইলে, ছোট বড় অনেক সাম্রাজ্য কল্পনা করা যাইতে পারে, সেই হিসাবে "রামরাজ্য" বৃহত্তর সাম্রাজ্য, সেই হিসাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা সাম্রাজ্যের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে, সেই হিসাবে ঐতিহাসিক যুগের মগধ ও বৃহত্তর সাম্রাজ্য নামে অবিহিত হইবে সন্দেহ নহে। কিন্তু এ সকলের আকার ও আয়তন লইয়া টানাটানি করিলেই বিপদের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই বিশেষণে বিশেষিত সম্রাট আকবরের ভারতশাসন, সাম্রাজ্য নামে অবিহিত হইলেও, উহা সমগ্র ভারতব্যাপী হয় নাই। উহার এক দিক রাখিতে, অন্য দিক হাতছাড়া হইয়াছে, এক দিক গড়িতে অন্য দিক ভাঙ্গিয়াছে—মোগল সাম্রাজ্যের গঠন ও পরিণতির অবস্থায় এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। "ভাঙ্গে না, গড়ে; কমে না, বাড়ে"; এটা কেবল ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান ভারতসাম্রাজ্য গঠনের মূল মন্ত্রের অন্তরালে লুক্কাইত আছে।

একদা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, বহু বিস্তৃত ভারতক্ষেত্রের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম নানা অঞ্চলে, অসংখ্য রাজশক্তি বর্ত্তমান ছিল, এবং সেই সকল রাজ্যের রাজারা আপন আপন শক্তিবলে স্বরাজ্যের সীমানির্দ্দেশ করিয়া, সুখে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিতেন, ঐ সকল রাজশক্তির অবসন্ন দশার সূত্রপাত কালে, সেই মধ্যযুগে, উৎকলে কেশরী বংশের অবসন্ন দশায়, ভারতের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল হইতে এক শক্তিপ্রবাহ ভারতের পূর্ব্বোত্তর উপকূলে অগ্রসর হয়। প্রথম রাজেন্দ্র চোল স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া বেঙ্গীতে আসিয়া এক বৃহত্তর রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইয়াছিলেন। চালুক্যবংশীয় তাঁহারই এক দৌহিত্র পরবর্ত্তী কালে দ্বিতীয় রাজেন্দ্র চোল নাম গ্রহণ করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করেন। কোল্‌হাপুর হইতে সমাগত গঙ্গাবংশীয় কলিঙ্গরাজ রাজরাজের সহিত দ্বিতীয় রাজেন্দ্র চোলের রাজসুন্দরী নাম্নী কন্যার বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে, চোল ও গঙ্গাবংশের মিলন হইয়াছিল। এই শোণিত-সম্বন্ধ-জাত রাজকুমার চোল গঙ্গাদেব * নামে পরিচিত হইয়া সমগ্র উড়িষ্যায় একাধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। দশম শতাব্দীর শেষাংশ হইতে একাদশ শতাব্দীর সমগ্র সময় মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় রাজেন্দ্র চোলের অভ্যুদয় ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা শেষ হইলে পর, চোল গঙ্গাদেব উড়িষ্যায় প্রাধান্য লাভ করেন, এবং ক্রমে উত্তরে ভাগীরথী, দক্ষিণে গোদাবরী, পূর্ব্বদিকে সমুদ্রতট হইতে পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশের কাঙ্কের ও আরাণী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া এক সুবৃহৎ রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। নানা সময়ের শিলালিপি, তাম্রশাসন ও পঞ্জিকা হইতে সংগৃহীত সংবাদের সমন্বয়ে ইহা নিশ্চয়রূপে জানা গিয়াছে যে, দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উড়িষ্যায় এই চোল গঙ্গাদেবের বিশাল রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

---

* চোল রাজকন্যা গর্ভসম্ভূত গঙ্গাগ্রজ অনন্ত বর্ম্মা, মাতৃবংশ ও পিতৃবংশ উভয়ের স্মরণার্থে নিজে চোল গঙ্গ বলিয়া অভিহিত।

ইংরাজ শাসনে ভারতবর্ষ যেরূপ বহু বিস্তৃত সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছে, তাহার বিষয়ে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আর ইহার এবং পূর্ব্বকথিত অন্যান্য সাম্রাজ্যের সহিত তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও, উড়িষ্যায় গঙ্গাবংশীয় রাজ্য এরূপ বিস্তৃত আকারে, এরূপ দৃঢ় ভিত্তি লাভ করিয়াছিল যে, আজ পর্য্যন্ত সেই রাজশক্তির শাখা প্রশাখা সকল মূল বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও জীবিত। আর চোল গঙ্গাদেবের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যকে সেকালের হিসাবে সাম্রাজ্য বলিলে কোনও মতে দোষের কথা হইবে না, কারণ চোল গঙ্গাদেবের রাজ্য প্রতিষ্ঠা, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের রীতি পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ মালা বর্ত্তমান না থাকিলেও, যাহা আছে, তাহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সাম্রাজ্যশক্তির সঞ্চয়ে সক্ষম না হইলে, চোল গঙ্গাদেব ও তদীয় বংশধরগণ যে সকল অতুল কীর্ত্তির অনুষ্ঠানে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা সম্ভবপর হইত না। মহাবিনায়ক, যাজপুর, কণারক, ধউলি, খণ্ডগিরি, ভুবনেশ্বর এবং পুরুষোত্তমের অপূর্ব্ব কীর্ত্তির কতক কেশরী বংশের ও অবশিষ্ট সমস্তই গঙ্গাবংশের বিশাল সাম্রাজ্যশক্তির সাক্ষ্য দান করিতে অদ্যাপি বর্ত্তমান। ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজশক্তি কখন অগণিত ধন ব্যয়ে অনন্ত ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠালাভযোগ্য দেবমন্দির সকল, রাজপথ ও পুষ্করিণী সকল, পান্থনিবাস ইত্যাদির অনুষ্ঠানে সক্ষম হয় না। তাই বলিতেছি চোল গঙ্গাদেবের রাজ্য সাম্রাজ্যশক্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আর সেই সাম্রাজ্য-সম্পদপুষ্ট চোল গঙ্গাদেব যে সকল অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সে সকলের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি সে কালের রাজধানী পুরী নগরীর-জগন্নাথদেবের মন্দির। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বহু বহু লোকের নাম, নানা সময়ে সংসৃষ্ট থাকিলেও, সেগুলির অধিকাংশই কল্পনা, আর পরবর্ত্তী কালের গঙ্গাবংশীয় রাজাদের কেহ কেহ সংস্কারক মাত্র। কিন্তু ঐ মন্দির ও মন্দিরস্থ দেবমূর্ত্তি চোল গঙ্গাদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুপ্রমাণিত

সত্যের উপর সে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উড়িষ্যার বহুস্থানে এবং গোদাবরীর তীর হইতে ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ভূখণ্ডের নানা স্থানে, গাঙ্গেয় রাজগণের বহু কীর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদের অতুল প্রতিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

চোল গঙ্গের প্রতিষ্ঠিত রাজসিংহাসনে ক্রমে আরও নয়জন নৃপতি অসামান্য শক্তিধর পুরুষের ন্যায় বিরাজ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম—প্রতিষ্ঠাতা চোল গঙ্গাদেব, কামার্ণবদেব, রাঘবদেব, দ্বিতীয় রাজরাজ, অত্রিয়ঙ্ক ভীমদেব, তৃতীয় রাজরাজদেব, অনঙ্গ ভীমদেব, নরসিংহদেব, ভানুদেব, দ্বিতীয় নরসিংহদেব। গঙ্গাবংশীয় এই সকল নরপতি একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর সঞ্চার হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল অপ্রতিহত প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সম্রাট-শক্তি পরিচালন করিয়াছিলেন। এই সকল গাঙ্গেয় রাজগণ যে সম্রাটসম্মান সম্ভোগ করিতেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ উৎকল ও গঞ্জামের অসংখ্য রাজা "খটনি"রূপে * নিযুক্ত ছিলেন, ও তৎকালে উৎকল সম্রাটের প্রিয়ভাজন হইয়া উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। সেই সেই উপাধি তাঁহারা অদ্যাপি গৌরবভরে ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বীরারি বীরবর উপাধিধারী নরসিংহ দেবের লোকান্তর গমনে, গঙ্গাবংশীয় রাজশক্তি ক্রমে হীনবল হইতে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে মোগলসাম্রাজ্যের পতনের ন্যায়, ত্বরায় উৎকল খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে। গঙ্গাবংশ বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া, উড়িষ্যার নানা স্থানে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া দীর্ঘকাল আত্মকলহে প্রবৃত্ত রহিল। এই সময়টায় উৎকলে ও সঙ্গে সঙ্গে তৎসংসৃষ্ট বিস্তৃত ভূভাগে অশান্তি ও অরাজকতাই বিরাজ করিয়াছিল।

চোল গঙ্গের সময় হইতে শেষ নরপতি নরসিংহদেবের সময়

* অনুগত করদরাজা।

পর্য্যন্ত কালে, গঙ্গাবংশের যে সকল শাখা প্রশাখা বর্ত্তমান ছিল এবং যাঁহারা এই দীর্ঘকাল পুরীরাজের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহারই আশ্রয়ে বাস করিতেন, তাঁহারা এক্ষণে পুরীর অবসন্ন দশা দর্শনে সুযোগ পাইয়া, উৎকলে ও মধ্যপ্রদেশের পূর্ব্বোত্তর অঞ্চলে স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইতে লাগিলেন।

ভৌগোলিক হিসাবে উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের সমগ্র ভূভাগ একই উপাদানে গঠিত। অরণ্যসম্পদ, বাণিজ্যসম্ভার ও কর্ষণোপযোগী ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বিষয়ে, উভয় দেশের ভূমি একই ধর্ম্মাক্রান্ত। ইংরাজরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যার সমগ্র ভূভাগ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। 'মোগলবন্দী' 'কেল্লাজাত' ও 'গড়জাত'। সম্পূর্ণরূপে সাক্ষাৎভাবে ইংরাজ শাসনের অধীন ভূখণ্ডকে 'মোগলবন্দী' বলে। বিদ্রোহ ও অন্যবিধ অত্যাচার নিবন্ধন যে সকল স্বাধীন রাজ্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ শাসনের অধীন হইয়া, দশশালা বন্দোবস্তের ন্যায় ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে 'কেল্লাজাত' বলে। আর অবশিষ্টাংশ এখনও করদরাজ্যরূপে দেশীয় নরপতিগণের দ্বারা শাসিত, ইহাকেই 'গড়জাত' বলে। উড়িষ্যার গড়জাত মধ্যপ্রদেশের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চল পর্য্যন্ত প্রসারিত। কাজে কাজেই উড়িষ্যার 'গড়' পর্য্যায়ভুক্ত ভূভাগ সাধারণের নিকট দুই নামে পরিচিত, উড়িষ্যা ট্রিবিউটারী ও ছত্রিশগড় ফিউডেটারী রাজ্য। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ব্যবস্থাসূত্রে উভয় প্রদেশের করদ রাজ্যগুলি একই পর্য্যায় ভুক্ত হইয়া এক্ষণে ফিউডেটারী নামে অভিহিত।

গঙ্গাবংশীয় রাজগণের শাখাপ্রশাখা উড়িষ্যার ও মধ্যপ্রদেশের পূর্ব্বোত্তর অঞ্চলের যে ভূভাগ অধিকার করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ভারতের ঐ ভূভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাকৃতিক সুবিধাও যথেষ্ট ছিল। আর সেরূপ সুবিধা ছিল বলিয়াই, একত্র এক সময়ে, অতগুলি স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। ভীষণকায় পর্ব্বতশ্রেণী পরিবেষ্টিত বিশাল অরণ্যানী

মধ্যে, স্থানে স্থানে, উচ্চ মালভূমি ও উর্ব্বরা ক্ষেত্রসকল স্বভাব কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত। যেন কেহ আসিয়া অধিকার করিয়া বসিবে বলিয়া, বিধাতা সেরূপ আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ সকল স্থানের রমণীয়তা ভাষায় বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। মহানদী, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী প্রভৃতি অসংখ্য খরস্রোতবিশিষ্টা পার্ব্বত্যনদী সকল প্রবাহিত হইয়া সমগ্র ভূভাগের সমতলক্ষেত্র সকল উর্ব্বরা করিয়া রাখিয়াছে। কত শত শত জলপ্রপাত, নির্ঝর ও উৎস সমগ্রদেশের উত্তম পানীয়ের অভাব দূর করিয়া সমগ্রদেশকে স্বাস্থ্যকর করিয়া রাখিয়াছে। পর্ব্বত-গাত্রে ও নিবিড় অরণ্যমধ্যে উৎপন্ন বিবিধ ফল শস্য সাধারণ লোকের কত অভাবই পরিপূরণ করিয়া থাকে। সর্ব্ববিধ বন্যজন্তু পরিবৃত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ মানবশক্তির উত্তম পরিচালনার অভাবে, অপেক্ষাকৃত হীনবৃত্তি মানবসন্তানের বনবাস ব্যবস্থায় পরিণয় হইয়া দীর্ঘ—সুদীর্ঘকাল উপেক্ষিতভাবে পড়িয়াছিল। গঙ্গাবংশীয় শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অন্য কোন কোন শক্তিশালী ব্যক্তিরও স্বতন্ত্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রমে সমগ্রদেশ অধিকার করিতে অনেক সময় লাগিয়াছিল।

এইরূপে উড়িষ্যার গড়জাতে ময়ূরভঞ্জ তালচের ঢেঙ্কানেল, বৌধ্ প্রভৃতি অনেকগুলি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ছত্রিশ গড়ের বহুবিস্তৃত ভূভাগে এইরূপে গঙ্গাবংশীয়েরা কলাহণ্ডি, পাটনা, সোনপুর, রায়গড়, রায়পুর, কাঙ্কের প্রভৃতি নানা স্থানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন।

চোল গঙ্গের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, দীর্ঘ কাল যে সকল নৃপতি একযোগে পুরীর প্রাধান্য স্বীকার করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে স্ব স্ব প্রধান হইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ-পূর্ণ বহু বিস্তৃত বিবরণ কেবল ইতিহাসের পর্য্যায়ভুক্ত, তাই সে আলোচনা এখানে পরিত্যক্ত হইল।

গঙ্গাবংশীয় শাখা বিশেষ পাটনায় স্বাধীন রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। পাটনায় স্বাধীন রাজসংসার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাঁচ ছয় পুরুষ পরে, যে সময়ে হট্টহমির দেব পাটনার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে রম্ভাইদেব নামক একজন চৌহানবংশীয় প্রতিভাশালী রাজা তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া পাটনার সিংহাসন অধিকার করেন। উক্ত হট্টহমির দেবের পরাজয় ও নিধন সাধনে পাটনায় গঙ্গাবংশ লোপ পায়। হট্টহমিরের একমাত্র বালক পুত্র সরযুদেব ভিন্ন আর কেহই ছিল না। এই অসহায় গাঙ্গেয় রাজকুমার বামণ্ডা (বামড়া) রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা। পাটনার গঙ্গাবংশীয় হট্টহমিরের পুত্র কিরূপে বামণ্ডার প্রতিষ্ঠাতা হইলেন, এক্ষণে তাহাই লিপিবদ্ধ হইতেছে। বামণ্ডার কটঙ্গপাণি গ্রামের সুনা নামক কন্দ ও কেলিপদর গ্রামের কণ্ঠারু নামক ভূঁয়া পাটনা হইতে গঙ্গাবংশীয় বালক রাজা সরযুদেবকে বামণ্ডায় লইয়া আসে। এবং বামণ্ডার অন্তর্গত টিকিলিপাড়া গ্রামে, সরগাছের মূলে বালককে "বামণ্ডারাজ" বলিয়া অভিষিক্ত করিয়াছিল। সরমূলে অভিষেক নিবন্ধন বালক রাজার নাম হইয়াছিল সরযুদেব। সেই অভিষেকের স্থানে এখনও অভিষেক-বেদিকার পুরাতন ইষ্টকাদি চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। অভিষেকের পর সরযুদেব যে স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, ঐ স্থানের নাম "বামণ্ডা" গ্রাম থাকায়, সরযুদেবের প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর নাম "বামণ্ডাগড়" হইয়াছিল এবং ইঁহার শাসিত ভূখণ্ড বামণ্ডারাজ্য নামে অভিহিত হইয়াছে।

রাজা সরযুদেব অনুগত ভূঁয়া ও কন্দদিগকে পাটনায় পাঠাইয়া পৈতৃক পুরোহিত দেবানন্দ মহাপাত্রকে স্বরাজ্যে আনাইয়াছিলেন। তাঁহাকে রাজপৌরহিত্যে নিযুক্ত করিয়া বাসস্থানরূপে "কিরা" নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। বামণ্ডারাজ সরযুদেবের প্রদত্ত ঐ কিরা গ্রাম অদ্যাপি বামণ্ডারাজের পুরোহিতবংশ ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন। সেই প্রাচীন বংশসম্ভূত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন (শর্ম্মা)

মহাপাত্র বামড়ার রাজসংসারের বর্ত্তমান পুরোহিত। রাজা সরযুদেব হইতে গণনা করিয়া রাজশ্রীসম্পন্ন ও অতুল কীর্ত্তিশোভিত বর্ত্তমান বামণ্ডাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভূবনদেব অষ্টাধিকবিংশ পুরুষ।

প্রায় পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া যে সকল রাজা সরযুদেবের বংশ-ধারা রক্ষা করিয়া বামণ্ডার রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহাদের নামাবলীসহ তদীয় কীর্ত্তিকলাপের আলোচনা করা যাইতেছে। সরযুদেব বঘেলবংশীয় এক রাজকন্যার সহিত পরিণীত হইয়াছিলেন। সরযূদেবের লোকান্তরগমনে রাজা রাজনারায়ণ দেব, রাজা জগন্নাথ দেব ও রাজা গঙ্গাধর দেব ক্রমান্বয়ে রাজসিংহাসন আরোহণ করেন। ইঁহাদের সময়ে বামণ্ডা বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহে কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তৎপরে রাজা জগজ্যেষ্ঠিদেব "ত্রিভূবনদেব" * এই সম্মানজনক উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক রাজসিংহাসন আরোহণ করেন। ইঁহার পর রুদ্রনারায়ণ দেব রাজা হন। এই রাজা সম্বলপুরের অন্তর্গত জয়পুরের হৈহয়বংশীয় রাজা বিশ্বনাথ দেবকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাঁহার শাসিত সমগ্র ভূভাগ বামণ্ডারাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের সূত্রপাতে, বামণ্ডাধিপতি রাজা রুদ্রনারায়ণ দেব জয়পুরের চেম্‌টা নামক জনৈক শূদ্রজাতীয় প্রবল ব্যক্তির সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, ঐ ব্যক্তিকে "দেহুরি" উপাধিসহ জাইগীর দান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি ঐ জমিদার বংশধরগণ "কতরকেল্লা" জমিদার বলিয়া পরিচিত ও সম্মানিত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ঐ সময়ে ঐ প্রদেশ সকলে, শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণের নিতান্ত অভাব ছিল। উৎকলীয় ব্রাহ্মণ-গণের এতাদৃশ হীনদশা নিবন্ধন রাজা রুদ্রনারায়ণ পুরোহিত বংশের

* এই স্বতন্ত্র সম্মানজনক উপাধি গ্রহণের সঙ্গে আর একটি উপাধিও জড়িত হইয়াছে। বামণ্ডার রাজ নামাবলীর মধ্যে দেখা যায় "ত্রিভুবনদেব" ও "মুচলদেব" এই উপাধিদ্বয় ক্রমান্বয়ে পর পর ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

অনুমতি লইয়া ত্রিলোচন চোবে নামক একজন কনৌজ ব্রাহ্মণকে অপরাচার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার বংশধরগণও অদ্যাপি বামণ্ডায় উক্ত সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত আছেন। রাজা রুদ্রনারায়ণ ঐ পুরোহিত ও গুরুকে যথাক্রমে কেন্দুবেরণী ও খণ্ডিবন্দ গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

ইঁহার পর কানফোঁড়া সুঢলদেব রাজা হন। ইঁহারই সময়ে মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজি মহারাজের প্রভুত্ব বিস্তারের ফলে, সমগ্র দাক্ষিণাত্য মহারাষ্ট্রীয় পতাকাতলে মিলিত হইতে বাধ্য হয়। সে সময়ে বর্গীর অত্যাচারে উৎকল ও বঙ্গদেশ আক্রান্ত না হইলেও, সবে সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করে। কানফোঁড়া সুঢলদেবের রাজত্বের অবসানে রাজা রঘুনাথদেব বামণ্ডার রাজসিংহাসন আরোহণ করেন। বামণ্ডার পার্শ্ববর্ত্তী স্বাধীন রাজ্য গাঙ্গপুরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া, রাজা রঘুনাথদেব বামণ্ডার সীমান্তস্থ কন্ধাবার পরগণা নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, রাজা রঘুনাথদেব যে সময়ে বামড়ার রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট, সেই সময়ে নাগপুরের মহারাষ্ট্রবংশীয় ভোসলা রাজ্যের প্রবল অভ্যুদয় এবং উড়িষ্যা ও পশ্চিম বাঙ্গালায় বর্গীর অত্যাচার সূচিত ও ক্রমে ভীষণ হইয়া উঠে। ঐ উভয় দেশে মহারাষ্ট্রীয় অত্যাচারে, প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থকে বিব্রত হইয়া সর্ব্বদা শঙ্কিত চিত্তে কাল হরণ করিতে হইয়াছিল। ঐ সময়েই উৎকল ও বঙ্গের কুলাঙ্গনাগণের স্বর্ণালঙ্কার ধারণও এক প্রকার অসম্ভব হইয়াছিল। ঐ সময়েই মহারাষ্ট্রীয় অত্যাচার হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার তদানিন্তন প্রখ্যাতনামা নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বর্গী-বিতাড়নে বদ্ধপরিকর হইয়া পুনঃ পুনঃ সসৈন্যে উড়িষ্যাযাত্রা করিতে বাধ্য হন। আর ঐ সময়েই কলিকাতার তিন দিকে (উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ) সীমানানির্দ্দেশক খাদ প্রস্তুত হয় এবং সন্ধিসূত্রে স্থিরীকৃত হয় যে, বর্গীরা ঐ খাদ পার হইয়া কলিকাতার

মধ্যে প্রবেশ করিবে না। কলিকাতা এইরূপে নিরাপদ স্থান হওয়াতে, সে সময়ে কোম্পানী বাহাদুরের আশ্রয়ে শান্তিতে বাস করিবার জন্য, কলিকাতার বাহিরের নানা স্থানের বহু লোক পুত্রপরিজন লইয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, সেই সূত্রেই কলিকাতার জনসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সুযোগ লাভে শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী গৃহস্থগণ সেই যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের কর্ম্ম-চারীদের ব্যবহারে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে আরম্ভ করে, সেই বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব আজিও অক্ষুণ্ণ থাকিয়া ইংরাজের পরিচর্য্যায় সদা সন্তুষ্ট। ইহা ইংরাজজাতির সদ্ব্যব-হারের স্থায়ী উত্তম ফল।

এই মহারাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থান ও সেই জন্য উড়িষ্যা ও বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠন সূচিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাটনা, সোণপুর, রেড়াকোল, ও বাম্‌ড়ার রাজগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। প্রয়োজন হইলে, রাজারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্তও হইতেন। এই ভাবে দীর্ঘকাল চলিতে চলিতে, এক সময়ে পাটনার মহারাজ প্রবল হইয়া অপরগুলিকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে, ক্রমে সম্বলপুরের মহারাজ নূতন শক্তি সঞ্চয়ে সবল হইয়া ঐ সকল রাজ্যকে পরাজয় করেন। সে সময়ে পাটনার মহারাজও সম্বলপুরের মহারাজের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ সকল খণ্ডরাজ্যের উপর যখন সম্বলপুরের মহারাজার একছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত, সেই সময়ে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ মধ্যপ্রদেশের প্রধানকেন্দ্র নাগপুরের অধিপতি মহারাষ্ট্রীয় বংশজ রঘুজি ভোঁস্‌লার প্রবল পরাক্রম দমন করিতে না পারিয়া ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যাপ্রদেশ পরিত্যাগ করেন এবং বঙ্গের চৌথ্‌ হিসাবে বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা দান অঙ্গীকার করেন। ইহার পর ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের ফলে সমগ্র দেশের

শাসন শৃঙ্খলা বিধ্বস্ত হয় এবং উৎকল ও মধ্যপ্রদেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ক্ষত্রিয় রাজগণ মহারাষ্ট্রীয় অত্যাচারে নিতান্ত বিব্রত ও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সকলকেই অল্পাধিক মহারাট্টা বশ্যতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অন্যান্য রাজ্য আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে মহারাট্টারা বামণ্ডা রাজ্যও আক্রমণ করিয়াছিল। রাজা রঘুনাথদেব ও তদীয় বংশধরগণ ইহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য বাৎসরিক কর দিতে সম্মত হন এবং যথারীতি কিছুকাল মহারাষ্ট্রীয় প্রাধান্য স্বীকার করেন।

মহারাষ্ট্রীয় প্রাধান্য স্বীকার করিলেও উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের গড়জাত রাজগণের আত্মকলহ ও অন্তর্ব্বিবাদ নিবৃত্তি লাভ করে নাই। আর মহারাষ্ট্রীয় রাজশক্তি সুদূর উড়িষ্যাতে তাদৃশ দৃঢ়ভিত্তি-সম্পন্ন রাজ্য প্রতিষ্ঠায়ও ব্যস্ত হন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্য পাইয়াই সন্তুষ্ট হইতেন। অঙ্গীকৃত অর্থ না পাইলেই, দেশ লুণ্ঠন ও অত্যাচার আরম্ভ হইত। সেই ভয়ে সর্ব্বদাই লোক শঙ্কিত হৃদয়ে কালযাপন করিত, রাজারাও সময় মত প্রাপ্য অর্থ দিয়া মহারাষ্ট্রীয় অত্যাচার হইতে রাজ্য ও রাজসংসার রক্ষা করিতে প্রাণপণ যত্ন করিতেন। এই ভাবে শান্তিতে ও কলহ বিবাদে ১৮০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইয়াছে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় রাজশক্তি ইংরাজের প্রবল আক্রমণে বিধ্বস্ত হইলে পর, উড়িষ্যা ইংরাজের অধিকৃত রাজ্যে পরিণত হয়। ইংরাজ অধিকৃত রাজ্যে পরিণত হওয়ার অর্থ এই যে উড়িষ্যার মোগলবন্দী অংশ মাত্র। অর্থাৎ বালেশ্বর, কটক ও পুরী এই তিন জেলার কতক অংশ মোগলবন্দী নামে অভিহিত হইত, এখনও হইয়া থাকে। উড়িষ্যার গড়জাত ও ছত্রিশ গড়ের রাজারা তখনও পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই সময়ে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের অভিপ্রায় অনুসারে কথিত অঞ্চলের রাজন্যবর্গ আশ্রয়প্রার্থী হইলে পর ঐ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে

সনন্দ দান দ্বারা ছত্রিশগড় ফিউডেটরী ও উড়িষ্যা ট্রিবিউটারীরূপে পরিগৃহীত হয়।

রাজা রঘুনাথের রাজত্বকালে ঘটুয়াল নামধেয় একজন বিদ্রোহী কন্দ দস্যু, রাজা রাজদরবারে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে, দূর হইতে "চিয়াল" নামক স্বর নিক্ষেপ করিয়া রাজার প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল। ঐ শর দরবার গৃহে নিপতিত হওয়ায়, রাজা পুরাতন বামড়া রাজধানী ত্যাগ করিয়া সুগুরা নামক গ্রামে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় স্থানান্তরিত হন। ইঁহার লোকান্তর গমনের পর কস্তুরিদেব রাজা হন, ইহার সময়ে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। কস্তুরিদেবের পর রাজা রামচন্দ্র সিংহাসন আরোহণ করিয়া সুগুরা হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার নির্ব্বাচিত স্থানের নাম "দেগাঁ"। রাজা রামচন্দ্র "দেগাঁয়ে" রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক ইহার নাম দেন "দেবগড়"। রাজা রামচন্দ্র সরযূদেব হইতে দশম পুরুষ। পরে পরে আরও দশ পুরুষ ঐ দেবগড়ে অবস্থান পূর্ব্বক রাজত্ব করার পর একবিংশ পুরুষ রাজা প্রতাপরুদ্রদেব দেবগড়ে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ৺জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ দেবমন্দির অদ্যাপি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত হইয়া বামড়ার প্রাচীন কীর্ত্তিগৌরব ঘোষণা করিতেছে। ঐ দেবালয়ের নিকটবর্ত্তী পুরাতন "দেবগড়" অদ্যাপি ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়া প্রাচীন কাহিনীর সাক্ষ্য দান করিতেছে।

রাজা রামচন্দ্রের লোকান্তর গমনে তুহলাদেব রাজসিংহাসন আরোহণ করেন। ইনি রাজা হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী বনাই রাজ্যের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া বনাই যাত্রা করেন। সেখানে বনাইরাজ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া বনাইরাজার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধে বনাইরাজ জগবন্ধুদেব পরাজিত, ধৃত ও বামণ্ডায় নীত হন। পরে কন্যাদানের অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষর করিয়া মুক্তিলাভ ও

স্বরাজ্যে গমন করেন, এবং যথোপযুক্ত আয়োজনসহ বনাইরাজ বামণ্ডায় আগমন পূর্ব্বক বামণ্ডারাজকে কন্যাদান করেন। এই রাজার লোকান্তর গমনে মুখীদেব রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। মুখীদেব রাজা হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী রেড়াকোলের রাজা ভগবান জেনামণির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আপনার সঙ্গে সসম্মানে বামড়ায় আনিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট কতকগুলি সর্ত্ত লিখাইয়া লইয়া এবং বামণ্ডা রাজের অধীন রাজার ন্যায় বৎসরে দুই বার বামণ্ডায় আগমনপূর্ব্বক রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় সসম্মানে তাঁহার রাজ্যে প্রেরণ করেন। ইহার পর বামণ্ডারাজ মুখীদেব পাল্লাহারার রাজা রঘুনাথ পালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এ যুদ্ধে বামণ্ডাধিপতি জয়লাভ করিয়া পাল্লাহারার রাজা রঘুনাথকে বামণ্ডায় আনিয়া আবদ্ধ করিয়াছিলেন। পরিশেষে পাল্লাহারার রাজা রঘুনাথ বামণ্ডারাজকে কন্যাদানে সম্মত হইয়া এবং সম্পূর্ণরূপে মিত্ররাজার ন্যায় ব্যবহার করিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া অব্যাহতি লাভ করেন। সে আনু-গত্যের সম্বন্ধ বহুকাল সুরক্ষিত হইয়াছিল। মুখীদেবের স্বর্গারোহণে তদীয়পুত্র বিশ্বনাথ দেব বামণ্ডার সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার পর বামণ্ডার রাজসিংহাসনে সদানন্দদেব অভিষিক্ত হন। ইহার রাজত্বকালে হরিশরণ দ্বিবেদী ও হরিহর দাস নামক দুইজন ব্রাহ্মণ জড়াগোলা নামক শাসনভার প্রাপ্ত হন এবং উভয়েই মোকদ্দমরূপে (অমাত্যরূপে) রাজা কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। সদানন্দদেবের অবর্ত্তমানে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বিক্রমদেব ও কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথদেব পর পর রাজা হইয়াছিলেন। তৎপরে বিভূতিদেব ও তদীয় পুত্র ভাগীরথীদেব রাজসিংহাসন আরোহণ করেন। রাজা ভাগীরথীর পুত্র হাড়ুদেব রাজা হন, তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীরনারায়ণ দেবের পুত্র চন্দ্রশেখরদেব জ্যেষ্ঠতাতের সিংহাসন আরোহণ করেন। রাজা

হাড়ুদেব বামণ্ডা ভূভাগের জমিদারগণের উপর অসঙ্গত অত্যাচার করায় "লুঠা" ঠাকুর ও "বরজু" দেহুরী বামণ্ডার ঐ উভয় জমিদার মিলিত হইয়া হাড়ুদেবকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র চন্দ্রশেখর দেবকে লইয়া স্বতন্ত্রভাবে কুলেইগড়ে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিলেন। নূতন রাজা চন্দ্রশেখর দেব সিংহাসন অধিকার করিয়া ঝাণ্টুমাঝি নামক এক গণ্ডকে মহাপাত্রের পদপ্রদান করিয়া জাইগীর দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সদা মহাপাত্র প্রভৃতি তাহারই বংশধরগণ বামণ্ডায় জমীদারি ভোগ করিতেছে।

রাজা চন্দ্রশেখরের পুত্র প্রতাপরুদ্রদেব রাজা হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, ইনিই পুরাতন দুর্গ দেবগড়ের প্রান্তস্থ ৺জগন্নাথদেবের মন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। বামড়ায় রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বকালে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় রাজশক্তির খর্ব্বতা সাধিত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের অনেকাংশ মহারাট্টা অত্যাচারের আক্রমণ হইতে মুক্তি লাভ করে। আর বাম্ড়ার রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্ব কালে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সে সময়ের গবর্ণর জেনারেল মার্‌কুইস্ অব্ ওয়েসলি মহোদয়ের আদেশে উড়িষ্যা ও ছত্রিশগড়ের স্বাধীন রাজা-দিগকে সন্ধিসূত্রে আশ্রিত সামন্তরাজরূপে স্বীকার ও তদনুরূপ সম্বন্ধ-নীতি রক্ষার উপযোগী সনন্দ দান কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইংরাজ রাজশক্তির আশ্রয়ে নিরাপদে বাস, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভোগের জন্য রাজা প্রতাপরুদ্র দেব বৎসর বৎসর পনের শত টাকা কর (Tribute) দিতে সম্মত হন। সেই ব্যবস্থা অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে।

ইনি যে সময়ে বামড়ায় সিংহাসনারূঢ় থাকিয়া রাজ্য পালন করিতে-ছিলেন, সে সময়ের পূর্ব্বেই ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ সতীদাহ প্রথা আর্য্যাবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে,

এবং ক্রমে বঙ্গে ও উৎকলে সতীদাহের প্রবল প্রভাব প্রসারিত হইয়াছে। রাজা প্রতাপরুদ্রদেব যখন বামণ্ডার রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া লোকপালন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত, সেই সময়ে উড়িষ্যায় ও মধ্যপ্রদেশের নানাস্থানে, এক এক করিয়া বহু বহু সতীর সহ মরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইতেছিল। রাজধানীর অনতিদূরে প্রতিষ্ঠিত ৺জগন্নাথদেবের সেবাকল্পে সমর্পিতচিত্ত রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের লোকান্তর গমনে, তদীয় পত্নী রাণী চন্দ্রকুমারী দেবী রাজার অনুগমন করেন। বামণ্ডার প্রজাসাধারণ সমক্ষে রাণী চন্দ্রকুমারীর সতীকীর্ত্তি পুণ্যশ্লোকে পরিণত হইয়াছে। পুরাতন দেবগড়ের অনতি-দূরে প্রবাহিত স্রোতস্বিনী তীরে যে স্থানে এই সতীদাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই দম্পতি-শ্মশানে সতীর স্মৃতিরক্ষা কল্পে যে সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, আজিও সেই সমাধি বর্ত্তমান থাকিয়া রাণী চন্দ্রকুমারী দেবীর পতিভক্তির অসামান্য নিদর্শনের প্রমাণ প্রদান করিতেছে। আর ঐ স্থানের নদীতটে যে ঘাট আছে, তাহা 'সতীঘাট' নামে অভিহিত হইয়া রাণীর স্মৃতি জাগরুক রাখিয়াছে।

পূর্ব্ব শত্রুতা নিবন্ধন রেড়াকোলের একজন গুপ্তচর গোপনে বামড়ায় আসিয়া এই ধার্ম্মিক দম্পতির পুত্র রাজা সর্ব্বেশ্বর দেবকে নিহত করিয়াছিল। যেখানে তাঁহকে হত্যা করিয়াছিল, সেই স্থান চিহ্নিত হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান। ইহার পত্নীও দুর্গের অনতিদূরস্থ "কোড়রকোট" নামক স্থানে জ্বলন্ত চিতারোহণ করিয়াছিলেন। ঐ স্থানও সতীকুণ্ড নামে চিহ্নিত হইয়া বর্ত্তমান।

রাজা সর্ব্বেশ্বরের অকাল মৃত্যুতে তদীয় পুত্র রাজা অর্জ্জুনদেব ও তাঁহার পর তাঁহার পুত্র বালুঙ্কাবৃষভ দেব ক্রমান্বয়ে রাজসিংহাসন অধিরোহণ করেন। এই রাজার ছয় পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন। খগেশ্বর, ব্রজসুন্দর, হরিহর, দেবদুর্লভ, নন্দকিশোর ও গোবিন্দরায়। ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কুমার খগেশ্বর রাজা হইয়া কেবল ১৮ দিন মাত্র রাজত্ব করিয়া সম্বলপুরে

লোকলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার অপুত্রক অবস্থায় অকাল মৃত্যুতে তদীয় মধ্যম ভ্রাতা কুমার ব্রজসুন্দর দেব রাজসিংহাসন অধিকার ও অধিরোহণ করেন। কুমার ব্রজসুন্দর রাজসিংহাসন আরোহণ করায় তৃতীয় কুমার হরিহর দেব বড় কুমার আখ্যা প্রাপ্ত হন।*

রাজা ব্রজসুন্দর দেবের রাজত্বকাল সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হয় নাই। ইনি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য যুগে বামড়ার সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সময়ে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যা সম্যকরূপে সুশাসনের অধীন হইলেও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল হয় নাই। ঐ অঞ্চলে সর্ব্বদাই বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিত এবং তাহা নির্ব্বাণ করিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তদানীন্তন কর্ম্মচারিগণকে অত্যধিক ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। রাজা ব্রজসুন্দর ত্রিভূবনদেবের রাজত্বকালে উড়িষ্যার অন্তর্গত অঙ্গুলে বিপ্লববহ্নি জ্বলিয়াছিল, সেই বিদ্রোহ দমনে রাজা ব্রজসুন্দর ত্রিভুবন-দেব অগ্রসর হইয়া সরকার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সে যুদ্ধজয়ে সরকার পক্ষ বামড়ার রাজসাহচর্য্য লাভে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ বামড়ারাজকে একটি পিত্তলের কামান ও একটি হস্তি উপঢৌকনসহ "রাজাবাহাদুর" উপাধি দান করিয়াছিলেন। সে সুবৃহৎ তোপটি এ পর্য্যন্ত বামড়ার সেই গৌরবস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া রাজধানীতে বিরাজ করিতেছে।

ইহার পর আর একবার সম্বলপুরের রাজগদি বলপূর্ব্বক অধিকার করিবার মানসে সুন্দরসাএ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সম্বলপুর আক্রমণ করেন। রাজাবাহাদুর ব্রজসুন্দর ত্রিভুবনদেব সম্বলপুরের রাজসম্মান রক্ষার সহায়তা করিতে অগ্রসর হন। সুন্দর সাএ কপটতাপূর্ব্বক

* সে কালে ও এ কালে রাজার পরবর্ত্তী কনিষ্ঠ সহোদর "বড়কুমার" এই সম্মানজনক উপাধিতে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। ইহাই এতদঞ্চলের রাজসংসার সকলের রীতি।

রাজাবাহাদুর ব্রজসুন্দর ত্রিভুবন দেবকে স্বশিবিরে আনাইয়া আটক করিয়াছিলেন। কোম্পানী বাহাদুর এই সংবাদ অবগত হইয়া সুন্দর সাএর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। সৈন্যপ্রেরণ সংবাদে সুন্দরসাএ বিব্রত হইয়া, যখন আত্মরক্ষার আয়োজনে ব্যস্ত, রাজা ব্রজসুন্দর ত্রিভুবনদেব বাহাদুর সেই অবসরে নিজ শিবিরে পলায়ন করিয়া, পরে সম্বলপুরের রাজপক্ষে ও সরকার পক্ষে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

রাজা ব্রজসুন্দর ত্রিভুবনদেবের শাসনকালে কয়েকজন দুষ্টলোক মিলিত হইয়া রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছিল, কিন্তু রাজা ব্রজসুন্দর নিজ ভুজবলে ও বুদ্ধিকৌশলে সে চক্রান্তব্যূহ ভেদ করিয়া সেই সকল দস্যুর শাসনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

রাজা ব্রজসুন্দর ত্রিভুবনদেব রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের প্রতিষ্ঠিত ৺জগন্নাথের মন্দির ও দেবমূর্ত্তির সংস্কার ও উন্নতিসাধন করেন। ইঁহার সময়ে বামড়ার নানাস্থানে অনেকানেক নূতন দেবতা প্রতিষ্ঠা হয়। এই রাজা গঙ্গাবংশের পূর্ব্বস্মৃতিজড়িত সহ্যাদ্রি শিখরে "গোকর্ণেশ্বর" মন্দির নির্ম্মাণ এবং তাহাতে "গোকর্ণেশ্বর" দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ব্বস্মৃতির গৌরববৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। ঐ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাস্থান দেবগড়ের প্রান্তপ্রদেশে "ব্রজবিহারীপুর" বলিয়া বিদিত। পুরাতন গড়ের "পাপহরণ" নামক কুণ্ড ও প্রধান পাটের গিরিগোবর্দ্ধনের মন্দিরও রাজা ব্রজসুন্দর ত্রিভুবনদেবের দেবভক্তি ও ধর্ম্মে গভীর নিষ্ঠার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

রাজা ব্রজসুন্দর ত্রিভুবনদেবের রাজত্বকালেই বামড়ার বিবিধ উন্নতির সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করে। রাজা ব্রজসুন্দর নূতন পদ্ধতি অনুযায়ী শতবিধ সদনুষ্ঠান সম্পাদনের সুযোগ পান নাই, এবং তাঁহার সময়ে সে সকলের প্রয়োজনানুভূতিও জাগ্রত হয় নাই, তাঁহার সময়ে যাহা সম্ভব ছিল, সেরূপ অনুষ্ঠানে প্রাণপাত করিয়া নিযুক্ত ছিলেন। তিনিই বামড়ায় সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এইভাবে

রাজা ব্রজসুন্দর ত্রিভুবনদেব ১৮৬৮ খৃঃ পর্য্যন্ত সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

রাজা বাহাদুর ব্রজসুন্দর ত্রিভুবনদেবের রাজকার্য্য পরিচালনায় পরিতুষ্ট হইয়া ও নানা ঘটনায় ইংরাজরাজ তাঁহার সহায়তা লাভ করিয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রদত্ত নূতন সনন্দে রাজাকে ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে কিছু কিছু নূতন অধিকার প্রদানপূর্ব্বক পূর্ব্বের সম্বন্ধ দৃঢ়তর করিয়া ফিউডেটারী রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

রাজা বাহাদুরের লোকান্তর গমনের পূর্ব্বে তাঁহার নির্ব্বাচিত উত্তরাধিকারীকে যেরূপ নিষ্ঠা সহকারে সুশিক্ষাদান করিয়াছিলেন, সেই বিবরণ ও তাঁহার অপঘাত ও অকালমৃত্যু বিষয়ক বিবরণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত করা যাইতেছে। তিনি যখন লোকান্তর গমন করেন, সে সময়েও বামড়া প্রতিষ্ঠার পথে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। তিনি কেবল কোন কোন বিষয়ে প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, আর যে সকল আয়োজনে প্রতিষ্ঠালাভ সহজসাধ্য হয়, তিনি তাহার দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ব্বাচিত কুমার বাসুদেবের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন বিষয়ে একান্ত যত্নই, সেই দৃঢ়ভিত্তির উপাদান-রূপে পরিগৃহীত। অসংখ্য পর্ব্বত ও অরণ্যানী পরিবেষ্টিত বামড়ার প্রজা সাধারণের বিবিধ উন্নতিসাধনের সদুপায় সকল তখনও উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হয় নাই। প্রজা সাধারণ মধ্যে শিক্ষার সুপ্রচার সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া তখনও রাজবুদ্ধিতে স্থানলাভ করে নাই। লেখ্য ও কথ্য ভাষার উন্নতিসাধন জন্য কোনপ্রকার উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন বোধ হয় নাই। বামড়ার সমতল ভূভাগের সমগ্রভাগ শস্যক্ষেত্রে পরিণত করিবার ও তদ্দ্বারা রাজ্যের আর্থিক উন্নতি ও লোক সাধারণের অভাব দূরীকরণের উপায় সকল উদ্ভাবিত হয় নাই। প্রজার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অসংখ্য জলাশয় খনন ও যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাজপথ নির্ম্মাণের প্রয়োজন জ্ঞানের উদয় হয় নাই। কারাবদ্ধ বন্দীদের

স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা ও অর্থকরী বিবিধ শিল্পশিক্ষার সূচনাও হয় নাই।

ঐ সকল সদনুষ্ঠানের সূত্রপাতের জন্য তদীয় নির্ব্বাচিত কুমার বাসুদেবই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাই বলি বাসুদেবের শতবিধ সদনুষ্ঠান দ্বারা রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন কেবলমাত্র তাঁহার রাজপরিবারে জন্মগ্রহণের ফল নহে, তাহা হইলে বামড়ার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সকলের রাজারা তাঁহার অপেক্ষা ধনসম্পদপুষ্ট হইয়াও স্ব স্ব রাজ্যে প্রয়োজনোপযোগী বিবিধ উন্নতিসাধনে সক্ষম হইতেন। তাঁহারা সেরূপ বিশেষ কিছু উন্নতির সাক্ষ্যদানে সক্ষম হইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হন নাই। রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন জন্য রাজ্যের বিবিধ উন্নতিসাধন সম্ভবপর হইলে, বৎসরের পর বৎসর, মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশ গড় রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেণ্ট বাহাদুরের বাৎসরিক শাসন বিবরণ বিশেষভাবে বামড়ার শ্রীবৃদ্ধিসাধন সংবাদে পূর্ণ হইত না। তাই বলি, রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব, অর্জ্জিত জ্ঞানবলে ও বুদ্ধিকৌশলে প্রাপ্ত রাজসিংহাসনের মর্য্যাদা সহস্র গুণে বর্দ্ধিত করিয়া রাজশক্তিসম্পন্ন উচ্চ ও উদার মানব সন্তানের জীবনের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। সে আদর্শ আমাদের দেশে কেন, সমগ্র মানবসংসারের সর্ব্বত্রই বিরল বলিয়া মনে হয়। রাজা ব্রজসুন্দরদেব বাহাদুরের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনের অন্তরালে, সেই রাজকুমারকে নিজের অভিপ্রায় মত সুশিক্ষা দানের পশ্চাতে রাজাবাহাদুর ব্রজসুন্দরদেবের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় বর্ত্তমান।

উড়িষ্যার ও ছত্রিশগড়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ বামণ্ডারাজ্যের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইতিহাস হিসাবে ইহা যথেষ্ট না হইলেও, যে মহাত্মার জীবনী লিপিবদ্ধ হইতেছে, তাঁহার অসামান্য বংশমর্য্যাদা ও বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থার আভাস দিবার জন্য—তাঁহার জীবননাট্যের রঙ্গভূমির

প্রকৃত অবস্থা প্রদর্শন জন্যই ঐ সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদানের প্রয়োজন।

উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের নানাস্থানে, বাম্‌ড়াকে "অখোঁজ্‌ বাম্‌ড়া" বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। অর্থাৎ যে দিক দিয়া যাওনা কেন, সহজে বাম্‌ড়ার সন্ধান পাইবে না। সে কথা সত্য বলিয়াই মনে হয়। বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতমালার যে অংশ পূর্ব্বদিকে প্রসারিত হইতে হইতে, উড়িষ্যার মধ্যদিয়া সাগরতীরে ও সমুদ্রগর্ভে স্থানলাভ করিয়াছে, সেই অবিচ্ছিন্ন পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে চারিদিকে করদরাজ্য পরিবেষ্টিত হইয়া বাম্‌ড়া রাজ্য লুকাইত। ইহার উত্তরে বনাই ও গাংপুর রাজ্য, দক্ষিণে রেড়াকোল, পূর্ব্বদিকে তালচের ও পাল্লাহারা রাজ্য। আর পশ্চিমদিকে বৃটিশশাসিত সম্বলপুর জেলা। এই সম্বলপুরও পূর্ব্বে করদরাজ্য ছিল। সেখানে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে ও পরে, স্থলপথে বাম্‌ড়ায় যাতায়াত সম্বলপুরের পথেই হইত। এখনও সে পথ বর্ত্তমান থাকিলেও, নূতন রেলপথ বাম্‌ড়ারাজ্যের পশ্চিমোত্তর প্রান্তভাগ স্পর্শ করিয়া যাওয়াতে নানাস্থানে যাতায়াতের জন্য দেবগড় (বাম্‌ড়ার রাজধানী) হইতে বাম্‌ড়া রেলওয়ে ষ্টেশনে যাতায়াতের জন্য প্রায় ৬০ মাইল নূতন রাজপথ প্রস্তুত হইয়াছে।

বাম্‌ড়ার প্রাকৃতিক শোভা বিচিত্র ও সে বিচিত্রতা বর্ণনাতীত। আকাশস্পর্শী পর্ব্বতমালা প্রাচীরের পর প্রাচীর হইয়া, বাম্‌ড়াকে যেন অজেয় দুর্গে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। অযত্নসম্ভূত বিশাল বনানীবক্ষে শতবিধ বিকশিত পুষ্পের শোভা ও সৌরভে নিত্যনিয়ত অধিষ্ঠাত্রী বনদেবতার অর্চ্চনা চলিয়াছে। সে শোভা সৌন্দর্য্যে হৃদয়মন এরূপ শান্তরসে মগ্ন হয় যে, মানুষ এ মরণশীল সংসারের সকল শোক তাপ, সকল ভাবনা চিন্তার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করে। সে বিমলানন্দ ভোগের যোগ্য, কিন্তু বর্ণনায় তাহার রসাস্বাদন সম্ভবপর নহে। লেখনীর দ্বারা যাহা বর্ণিত হইতে পারে, তাহা ক্রমে ক্রমে বিবৃত হইতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

জন্ম, বাল্য ও যৌবন,

বিদ্যাশিক্ষা ও রাজপদে অভিষেক,

পরিণয়, পত্নীবিয়োগ ও বৈরাগ্য

সন ১২৫৮ সালের ২৮শে বৈশাখ তারিখে বামড়ার রাজ সংসারে এক রাজকুমারের জন্মগ্রহণ সংঘটন হয়। পুত্র সন্তান লাভে, মানব সংসারে, স্বতঃই একটা আনন্দের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে। রাজপ্রাসাদ হইতে পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত, ধনীর হর্ম্ম্যপ্রান্ত হইতে দিনহীনের প্রান্তরবাস পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই পুত্র লাভে আনন্দের তীব্র বিজলী প্রবাহ ছুটিয়া থাকে। ইহার পুরুষানুক্রমিক সংস্কারগত ধারণা এই যে "পুতের মুতে কড়ি।" "হাজার হউক, বেটা ছেলে।"

পুরুষ প্রধান মানবসমাজে পুরুষের প্রাধান্য চিরদিন সর্ব্বত্রই সমানভাবে স্বীকৃত ও আদৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু উপরি উক্ত তারিখে বামণ্ডার রাজগৃহে কুমার বাসুদেবের জন্মগ্রহণ একটা সাধারণ ঘটনার অধিক কিছু বলিয়া, সে সময়ে কেহ মনে করিবার অবকাশ পান নাই। বাসুদেবের জন্মক্ষণ লোকদৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া তাঁহার ভাবী জীবনাভিনয়ের নাট্যশালা প্রস্তুত করিতে লাগিল।

কুমার বাসুদেবের জনক, বামণ্ডারাজ ব্রজসুন্দর দেবের তৃতীয় ভ্রাতা হরিহর দেব। ব্রজসুন্দর দেবের আরও তিন ভ্রাতা ছিলেন। রাজা ব্রজসুন্দর দেবের রাজপদে বরণ করিবার উপযোগী পুত্র সন্তান না থাকায়, তৃতীয় ভ্রাতার পুত্র ও রাজপরিবারের জ্যেষ্ঠকুমার বাসুদেবকে ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া গ্রহণ করেন। বামণ্ডার ভাবী প্রতিনিধি নির্ব্বাচন কার্য্য স্থিরীকৃত হইলে পর, সে সংবাদ ও তৎসংসৃষ্ট কাগজ

পত্র সম্বলপুরস্থ তদানিন্তন পোলিটিক্যাল এজেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়। তখন কুমার বাসুদেবের (টিকায়েতের) * বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর হইবে। এই সময়ে কুমারের "হাতে খড়ি" হইয়া পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। ওড়িয়া ভাষায় গ্রাম্য শিক্ষা যতদূর হইতে পারে, তাহা হইল। পাঠশালায় অধ্যয়ন কালে ও তৎপরেও অনেক সময়ে, কুমার বাসুদেব পিতার সঙ্গে সুনামণ্ডা নামক উর্ব্বরা ক্ষেত্রের খামারে ভ্রমণ করিতেন। এই সময়ে ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি, সন্তরণ, রাজ্যের নানা স্থান ভ্রমণ ও সময়ে সময়ে স্বদলেবলে "বনভোজন" ইত্যাদি ব্যাপারে সর্ব্বদাই ব্যস্ত ও বিব্রত থাকিতেন। একতিল, শান্তভাবে বসিবার অবসর হইত না।

কুমার বাসুদেব সুস্থ ও সবলদেহ, স্ফূর্ত্তিসম্পন্ন, প্রফুল্লমন, ও চঞ্চল প্রকৃতির বালক ছিলেন। সর্ব্বদাই অন্যান্য কুমারগণে ও অন্য সহচরবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রীড়াকৌতুক ও আমোদ প্রমোদে বাল্যজীবন যাপন করিতেন। আট বৎসর অতীত হইলে, নবমবর্ষে রাজকুমারের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হয়।

কুমার বাসুদেব উত্তর কালে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিবেন, তাহার ইঙ্গিত তাঁহার বাল্যজীবনেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কুমার বাসুদেবের প্রতিভা কেবল ভারতীয় অরণ্যানী পরিবেষ্টিত পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজপ্রতিভার পরিচয়ে পর্য্যবসিত হয় নাই, সেই ক্ষণজন্মা মহাশক্তিশালী রাজপুরুষের উত্তর কালের অভিনয়াবলী নানাবিধ বুদ্ধি কৌশলপূর্ণ রাজনীতির উচ্চ আদর্শ প্রকাশ করে। এই বালকের রাজ্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের গড়জাত মহলের রাজন্যবর্গের সমক্ষে রাজ্যপালনের যে অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের অনুকরণ যোগ্য বলিলে, বোধ হয়, অতিবাদ দোষে দুষ্ট হইতে হইবে না। এই বিবরণমালার

* গড়জাতে রাজার জ্যেষ্ঠপুত্রকে ভাবীরাজ সম্মানে সম্মানিত করিবার জন্য "টিকায়েৎ" এই আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

পূর্ণ পরিস্ফুটনেই তাহা আপনাআপনি প্রামাণীকৃত সত্যে পরিণত হইবে।

উপনয়ন সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে কুমার বাসুদেবের সংস্কৃত শিক্ষার সূত্রপাত হইল। পণ্ডিত আনন্দ ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে ব্যাকরণ শিক্ষার ভার প্রাপ্ত হন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে পণ্ডিত পুরুষোত্তম তর্কালঙ্কার ও পণ্ডিত ভুবনেশ্বর বড়পাণ্ডা কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ন্যায়, বেদ, বেদান্ত, এবং ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ সকল শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করেন। ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে কুমার বাসুদেব উত্তমরূপ শিক্ষা লাভ করিলেন। এই শিক্ষার ফলে, পরে নিজের যত্ন, চেষ্টায় ও গুরুদিগের সাহায্যে, মনু, পরাশর, দায়ভাগ, মিতাক্ষরা, ও শুক্রনীতি ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্র, সমাজ-নীতি, রাজনীতি ও রাজ্যপালন পদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থ সকলে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অবসর সময়ে, রাজা ব্রজসুন্দরের সঙ্গে একযোগে রাজকার্য্য পরিচালন বিষয়েও মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত এই মহাত্মার জীবনে একটা প্রধান গুণের পরিচয় পাইয়া সর্ব্বদাই সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। সে গুণ তাঁহার শিষ্যপ্রকৃতির নিত্য বর্ত্তমানতা। উত্তরকালে রাজনীতি ও রাজকার্য্য পরিচালন ক্ষেত্রে অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি, কর্ম্মপটুতা, ভূয়োদর্শন ও সাধারণ জ্ঞানের ভূরি ভূরি পরিচয় প্রদান করিলেও, সকল ব্যবহারের অন্তরালে, বালসুলভ শিক্ষালোলুপতার পরিচয় পাওয়া যাইত। শিষ্যোপযোগী বিনয় সৌজন্যে তাঁহার স্বভাব ও আচার আচরণ অলঙ্কৃত বলিয়া সর্ব্বদাই অনুভূত হইত। জানিবার ও শিখিবার উপযোগী বুদ্ধিবৃত্তি চিরদিন অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান ছিল। কখন ম্লান হয় নাই।

বামড়া রাজ্যের বিবিধ প্রাকৃতিক দৃশ্যের শোভা সৌন্দর্য্য অতিশয় চিত্তহর। এইরূপ বিবিধ স্বভাবসৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রধান পাটের প্রপাত অন্যতম। ইহার শোভা সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। রেলওয়ের

সাহায্যে যাতায়াতের সুবিধা হওয়ার পূর্ব্বে, বিদেশীয় অভ্যাগতগণ বহুক্লেশ স্বীকার করিয়া বাম্‌ড়া যাইতনে। সে ক্লেশের সীমা ছিল না, কিন্তু বাম্‌ড়ার প্রধান পাটের প্রপাত সন্দর্শন জনিত আনন্দ স্রোতে, পর্য্যটনজাত বিবিধ ক্লেশ ধৌত হইয়া অপরিমেয় তৃপ্তির সঞ্চার করিত ও এখনও করে। * এই প্রপাতের স্বভাব সৌন্দর্য্যে নিত্যমুগ্ধমন রাজা ব্রজসুন্দর দেব সর্ব্বদাই সেখানে ভ্রমণে যাইতেন। একদা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে রাজা বাহাদুর ব্রজসুন্দর দেব প্রপাত সান্নিধ্য-সম্ভোগে দেহমনের শান্তি বিধানের জন্য গিয়াছিলেন। প্রজাদের কেহ কেহ আসিয়া অভিবাদনান্তর মহারাজকে সংবাদ দিল যে, অতি নিকটে এক বৃক্ষে একটি বিষধর সর্প (গোখুরা) রহিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া রাজা ব্রজসুন্দর তৎক্ষণাৎ সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং কৌশল পূর্ব্বক সর্পটিকে ধরিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। রাজা ত্বরায় একটা হাঁড়ি আনিতে বলিলেন। রাজাদেশ পালিত হইবামাত্র, সেই সাপটাকে তিনি হাঁড়ির মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে লাগিলেন। সাপটা হাঁড়ির মধ্যে সুবিধামত স্থান করিয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা ব্রজসুন্দরের হাতের উপর দংশন করিল। এই আকস্মিক বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য, গ্রাম্য উপায় সকল অবলম্বিত হইলেও, সে গুলির কোনটিই কার্য্যকরী হইল না। সর্প-দংশন তাঁহার অন্তিমদশা আনয়ন করিল। সর্প দংশন সংবাদ রাজভবনে প্রেরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সংবাদ পাইয়া কুমার বাসুদেব তৎক্ষণাৎ পিতৃসদনে উপস্থিত হইলেন। এবং কাল বিলম্ব না করিয়া পিতাকে রাজভবনে আনয়ন করিলেন। রাজা ব্রজসুন্দর ত্রিভুবন দেব মৃত্যুকালে পুনরায় সর্ব্ব সমক্ষে বাসুদেবকে আপনার উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন। তাঁহার এই আকস্মিক অপঘাত মৃত্যুতে রাজ পরিবারের সকলে এবং প্রজাসাধারণ

* উৎকল সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর বর্ণিত বিবরণ হইতে গৃহীত।

যৎপরোনাস্তি সন্তাপিত চিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিল। যথাবিধি, যথাশাস্ত্র ও মহাসমারোহে রাজার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল।

রাজকুমার বাসুদেব, "রাজা বাসুদেব সুঢল দেব" নামে অবিহিত হইয়া বাম্‌ড়ার সিংহাসনারোহণ ও রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সকল সময়ে সকল কাজ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রাজা ব্রজসুন্দরেরা সর্ব্বশুদ্ধ ছয় সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ খগেশ্বরের অবর্ত্তমানে ব্রজসুন্দর রাজা হইয়াছিলেন। রাজপদে বরণযোগ্য ঔরসপুত্র না থাকায়, তৃতীয় সহোদর বড়কুমার হরিহর দেবের পুত্র কুমার বাসুদেবকে উত্তরাধিকারীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা ব্রজসুন্দর দেবের চতুর্থ ভ্রাতা, কুমার দেবদুর্লভ, তৃতীয় ভ্রাতা বড়কুমার হরিহর দেবের পুত্রের রাজপদ প্রাপ্তিতে বাধা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু রাজ পরিবারের ও বাম্‌ড়ার প্রজা সাধারণের সৌভাগ্য বলে, চতুর্থ কুমারের উদ্যম ও আগ্রহ ব্যর্থ হইয়াছিল। কারণ দেবদুর্লভের আয়োজন উত্তম ফলপ্রসূ হইলে, আমারা উত্তরকালে শুর বাসুদেব সুঢলদেবের অপূর্ব্ব চরিত্রশোভাপূর্ণ জীবন কাহিনীর রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিতাম।

রাজা ব্রজসুন্দরের বৃন্দাবনচন্দ্র দেব নামে এক ঔরসপুত্র বর্ত্তমান ছিলেন, এবং তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতে পারে, এরূপ অবস্থায় বৃন্দাবনচন্দ্রকে বঞ্চিত করিয়া সহোদয় তনয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করা কেন ন্যায় ও বিধিসঙ্গত হইল? কুমার বৃন্দাবনচন্দ্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় বিকলাঙ্গ ছিলেন না সত্য, কিন্তু বাম্‌ড়ার রাজ সংসারে, বৃন্দাবনচন্দ্র ভারতবর্ণিত বিবরণ মালার মধ্যে মহাভাগ মহাত্মা বিদুরের স্থান অধিকার করেন। সুতরাং ভারতীয় শাস্ত্রানুসারে তাঁহার রাজপদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। তাই রাজা বাহাদুর ব্রজসুন্দর দেব সহোদরের কুমারকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেইজন্য তাহা এ দেশীয় ধর্ম্ম ও সমাজসঙ্গত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল।

চতুর্থ কুমার দেবদুর্ল্লভ রাজা বাহাদুর ব্রজসুন্দরদেবের ঔরসপুত্র বৃন্দাবনচন্দ্রকে লইয়া, সম্বলপুরে তদানিন্তন পোলিটিক্যাল এজেণ্ট কর্ণেল বুইসাহেব বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও বৃন্দাবনচন্দ্রের স্বার্থ সাধন ও রাজপদ প্রাপ্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে গিয়াছিলেন।

রাজাবাহাদুর ব্রজসুন্দরের জীবদ্দশায় কর্ণেল বুই গড়জাত পরিদর্শনকালে একদা বাম্‌ড়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজ্যের অবস্থা বিষয়ের নানা কথাবার্ত্তার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে পোলিটিক্যাল এজেণ্ট বাহাদুর রাজা ব্রজসুন্দর দেবকে "তাঁহার অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তর ঘটিলে, কে উত্তরাধিকারী হইবে," জিজ্ঞাসা করায়, রাজা ব্রজসুন্দর দেব, সম্মুখে দণ্ডায়মান টিকায়েৎ বাসুদেবকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন "এই আমার ভাবী উত্তরাধিকারী।" সুতরাং বুই সাহেব বাসুদেবের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে স্বয়ং সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। কুমার দেবদুর্ল্লভের আবেদনের বিচার কালে, এজেণ্ট সাহেব পূর্ব্ব প্রেরিত কাগজ পত্র এবং নিজ অভিজ্ঞতা নিবন্ধন বাসুদেবের রাজপদ প্রাপ্তিই স্বীকার করিয়া লইলেন। সুতরাং বৃন্দাবন চন্দ্রকে লইয়া দেবদুর্ল্লভ ব্যর্থচেষ্ট ও ভগ্নমনোরথ হইয়া বাম্‌ড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। ভ্রাতুষ্পুত্রসহ পিতৃব্য দেবদুর্ল্লভ লজ্জা ও মনের ক্লেশে কাল যাপন করিলেও, বাসুদেব সুঢলদেব নিজ স্বভাবগুণে ইঁহাদিগকে সর্ব্বদা সদয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট করিতে যত্নবান ছিলেন। কোনও দিন, কোনও কারণে, ইঁহাদের প্রতি রাজপরিবারের আত্মীয়তার অধিকারে বঞ্চিত করেন নাই। বিরুদ্ধপক্ষ মনে করিয়া কখন সদয় ব্যবহার বা আত্মীয়তা প্রদর্শনে বিরত হন নাই। এটিও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ বলিয়া জন সাধারণে বিদিত ছিল।

রাজা ব্রজসুন্দরের লোকান্তর গমন কালে, কুমার বাসুদেবের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর মাত্র ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পিতা বড়কুমার হরিহর দেবের তত্ত্বাবধানে থাকিবার ও তাঁহার পরামর্শ মত রাজকার্য্য পরিচালনার আদেশ প্রদত্ত হয়। কর্ণেল বই এ বিষয়েও

সুবিবেচনার পরিচয় দিলেও, কার্য্যকালে পদে পদে পিতাপুত্রে মতভেদ হইতে লাগিল। রাজা বাসুদেব রাজকার্য্য পরিচালন দ্বারা প্রজামণ্ডলীর প্রীতিভাজন হইবার জন্য ব্যস্ত, বড়কুমার অভিভাবকরূপে ঠিক তদ্বিপরীতাচরণে সর্ব্বদাই কাজের ব্যবস্থা করিতেন। শেষে একদা এক প্রজার বাড়ীঘর লুণ্ঠনের আদেশ দিয়া হরিহর দেব বিপদ ঘটাইলেন। প্রজা, রাজা বাসুদেবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলে পর, বাসুদেব অদেশ দিলেন, বাড়ী ঘর লুণ্ঠিত হইতে দাও, তার পর ক্ষতি পূরণের জন্য আমার নিকট আবেদন কর, আমি চারিগুণ ক্ষতি পূরণের আদেশ দিয়া তোমার সম্পত্তি রক্ষা করিয়া দিব। এই সংবাদ অবগত হইয়া, বড় কুমার অভিমান ভরে, নিরুদ্দেশ হওয়ার মত, স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

রাজা বাসুদেব সুচল দেবের রাজ্যভার গ্রহণের পূর্ব্বে, বাম্ড়া রাজ্যের বাৎসরিক আয় অতি অল্পই ছিল। পাঠক শুনিলে হয়ত মনে করিবেন, বাঙ্গালা দেশের সামান্য জমিদারেরও তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক আয়। প্রকৃত কথা এই, গড়জাতের অনেক রাজ্যেরই অবস্থা একইরূপ ছিল। দুই হাজার বর্গ মাইল ভূখণ্ড এবং ৮১,২৮৬ লোকসংখ্যা বাম্ড়ার প্রাচীন হীনাবস্থার সাক্ষ্যদান করিলেও, বঙ্গদেশে এই পরিমাণ ভূখণ্ড ও এই পরিমাণ লোক সংখ্যায় প্রচুর অর্থাগমের উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বাম্ড়া রাজ্যের তদানিন্তন রাজা, ইংরাজ প্রাধান্য স্বীকার করিয়া কোম্পানী বাহাদুরের সঙ্গে এক সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন। সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশী রাজারাও ইংরাজ আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু এরূপ রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও, আভ্যন্তরিণ কোন বিশেষ কল্যাণ সাধিত হয় নাই। রাজারা নিজ নিজ রাজ্যে স্বল্প আয়ে ও স্বল্প ব্যয়ে ক্ষত্রিয়োচিত সামান্য শক্তির পরিচালনায় সন্তুষ্ট হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং বাম্ড়ার ছয় হাজার টাকা বাৎসরিক আয় বিশেষ আশ্চর্য্যের ব্যাপার বলিয়া কেহ মনে করিত না। প্রজাসাধারণের অবস্থা নিতান্ত হীন ছিল। রাজ সংসারের

সকল কার্য্যই প্রজাগণের ব্যাপারে সম্পন্ন হইত। রাজার অর্থাভাব হইত না। রাজ সংসারে ধনরত্ন ও স্বর্ণ রৌপ্যের নিত্য অভাব অনুভূত না হইলেও, সে সকলের একান্ত প্রাচুর্য্য বা একান্ত অভাব ছিল না। নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশের ক্ষুদ্র রাজ সংসারের প্রয়োজন সাধনোপযোগী অর্থ সর্ব্বদাই সুলভ ছিল। কিন্তু প্রচুর উপার্জ্জন ও বিবিধ উন্নতির জন্য প্রচুর ব্যয়, সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়ের দিকে আদৌ দৃষ্টি ছিল না।

ইহার প্রধান কারণ এই যে, ঐ প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজারা সকলেই ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব হইলেও, বিদ্যা চর্চ্চা ও জ্ঞানার্জ্জন বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন, এবং পৃথিবীর নানাদেশে, বিশেষভাবে ভারতের নানা স্থানে, সুচিন্তা ও জ্ঞানের উন্মেষ নিবন্ধন, বিদ্যাবলে যে বিচিত্র উন্নতি সাধিত হইতেছিল, সে বিষয়ের কোন সংবাদই রাখিতেন না। বহুভার্য্যা পরিবেষ্টিত হইয়া আহার বিহারে দীর্ঘ জীবন যাপন করিয়া কালের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, তাই, কি রাজা কি প্রজা, উভয় সম্প্রদায়ের দীনতা কোন দিনই দূরীভূত হইত না। রাজা ব্রজসুন্দরের সময় পর্য্যন্ত, বামড়া ও তন্নিকটবর্ত্তী রাজ্য সকলের অবস্থা একপ্রকার সমানভাবে পরিবর্ত্তন ও উন্নতির প্রবাহহীন বদ্ধজলে পরিণত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। সেই বদ্ধজলের বিষময় বাষ্প গড়জাতের সমগ্র সমাজ জীবনের শক্তি সামর্থ্য আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, এখনও তাহা একবারে নিবারিত হয় নাই।

রাজা বাসুদেব সুঢলদেবের রাজ্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে, যে অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের খরস্রোত প্রবাহিত হইয়া গড়জাত ও সমগ্র উড়িষ্যার লোক-বুদ্ধি ও লোক-শক্তিকে জাগ্রত করিয়াছে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায়, মনে হয়, রাজা বাসুদেব সমগ্র উড়িষ্যার কল্যাণ সাধনের বীজমন্ত্র বক্ষে ধারণ করিয়া বামড়ার রাজসিংহাসনে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার আবির্ভাব, যে উড়িষ্যার দীর্ঘ অবসাদজাত মনস্তাপ ও তজ্জাত তপস্যার ফল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গভীর দুঃখের বিষয়, রাজা বাসুদেব ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। রাজা ব্রজসুন্দর দেব যে সময়ে কুমার বাসুদেবের সুশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন, তখনও ঐ প্রদেশের কুত্রাপি ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আদৌ অনুভূত হয় নাই। সুতরাং রাজা ব্রজসুন্দরের, যুবরাজের শিক্ষাদানকালে ইংরাজী শিক্ষা দানের আবশ্যকতা বুঝিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু সে সময়ে সংস্কৃত শিক্ষাদানের যতদূর সুযোগ ছিল, রাজা তাহার ব্যবস্থা করিতে বিন্দুমাত্র ক্রটী করেন নাই। তাই রাজা বাসুদেব সুঢলদেব তাঁহার সময়ের একজন অসাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও কবি বলিয়া সমগ্র উড়িষ্যাতে এবং ভারতের অন্যান্য দেশীয় পণ্ডিত সমাজে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়-স্রোত, আপনা আপনি নানা সঙ্গসূত্রে রাজা বাসুদেবের ধর্ম্মবুদ্ধি, সামাজিক জ্ঞান, ও সাধারণ রীতি নীতির প্রাচীন গণ্ডি অল্পে অল্পে প্রসারিত করিয়া দিতেছিল, এবং তিনি বহু বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তির সঙ্গসূত্রে, অতি সহজে সমাজ-জীবনের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া, ধীর পাদ বিক্ষেপে, নানাবিধ উন্নতি-মূলক পরিবর্ত্তন ও সংস্কারের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রাজ্যভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বাসুদেব সুঢলদেব রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। সেকালে রাজসংসারের আয় ব্যয়ের হিসাবপত্র থাকিত না। যাহা কিছু ছিল, পুঁথি পঞ্জিকার ন্যায়, সে সকল খাতা পত্রও, তালপত্রে লিখিত থাকিত। নূতন রাজা সে সকল বাতিল করিয়া, নূতন পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাবপত্র রাখিবার ব্যবস্থার আদেশ দেন, এবং কিরূপে সে সকল কাজ করিতে হইবে, কর্ম্মচারিদিগকে সে সকল শিক্ষা দিয়াছিলেন। রাজসরকারের কর্ম্মচারিদের বেতন মাসিক ১৮৲ টাকার অধিক ছিল না। কাজের গুরুত্ব ও পদের মর্য্যাদা হিসাবে বেতনের উচ্চ নীচ হার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কর্ম্মকাজের শৃঙ্খলা, বিধিব্যবস্থা ও নানা বিষয়ক কর্ত্তব্যগুলি অসঙ্গত পরিশ্রম

সহকারে নিজে নিত্য পরিচালন ও পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে রাজকার্য্যের নূতন গঠন সন্দর্শনে কর্ম্মচারী ও সাধারণ প্রজামণ্ডলীমধ্যে নূতন জীবনের লক্ষণ দেখা দিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে লোকচক্ষে রাজার পদমর্য্যাদা ও তজ্জাত একটা সম্ভ্রমের সুবাতাস চারিদিকে প্রবাহিত হইল। প্রজা সাধারণ ত্বরায় অনুভব করিতে বাধ্য হইল, যে রাজা হইলে, এইরূপই হইতে হয়। ত্বরায় প্রাচীন পদ্ধতিবদ্ধ রাজজীবনে ও নূতন রাজার অভ্যুদয়ে সুখসমৃদ্ধির সুতীব্র প্রভেদ জ্ঞান চারিদিকে লোকের চক্ষু ফুটাইয়া তুলিল।

রাজ্য মধ্যে অবলম্বিত নূতন পদ্ধতি অনুযায়ী কার্য্য পরিচালন জন্য ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইল। কৃষিকার্য্যের উপযোগী সমগ্র জমি প্রধান তিনভাগে বিভক্ত করিলেন। ১ম অয়ম্ বা ওল্, ২য় দয়ম্, আর ৩য় সয়ম্ এই তিন শ্রেণীর জমির বিভাগানুযায়ী রাজকরও তিন প্রকার নির্দ্ধারিত হইল। স্থায়ী অস্থায়ী হিসাবেও প্রজাগণের সহিত যথাক্রমে ভৌরিয়া, ওয়ারিজা, একপদিয়া, রক্বা ও তিয়াতা, এই পাঁচ প্রকার স্বত্বের ব্যবস্থা করা হইল। এই প্রকারে আবাদী জমি সকলের নূতন বন্দোবস্ত করিয়া সর্ব্বাগ্রে জমাজরিপ ও রাজস্ব বিভাগ (Land Settlement and Revenue Department) সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে পুলিস এবং শাসন ও বিচার বিভাগ গঠন করিয়া তুলিলেন। অন্যান্য বিভাগ আরও পরে, ধীরে ধীরে সূচিত ও গঠিত হইয়াছিল। রাজা বাসুদেব নবীন রাজারূপে কেবল এই গুলির সূচনা করিয়া সর্ব্বাগ্রে জমির উৎকর্ষ ও প্রজার শ্রীবৃদ্ধি সাধনেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। শান্তস্বভাব ও স্থিরবুদ্ধি রাজা বাসুদেব, ভাবী আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, রাজ্যের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান সকল একটি একটি করিয়া ধরিতে ও গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন।

রাজা বাসুদেব ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে ১৮৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত নাম মাত্র পিতৃপরিচালনায় রাজকার্য্য সমাধা করিয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং সমগ্র

কার্য্য একাকী পরিচালন ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাথমিক কর্ম্মপটুতার বিষয়ে, অধিক কথা না বলিয়া, কেবল একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ১৮৭৪।৭৫ সালের শাসন পদ্ধতির ফলে, রাজকোষে ছয় হাজার টাকার পরিবর্ত্তে তিনগুণ আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বৎসরের শেষে, আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ কালে দেখা গেল, সে বৎসর ১৮,০০০ টাকা আয় হইয়াছে। দ্বাবিংশতি বর্ষীয় যুবক রাজা বাসুদেব স্বয়ং এক বৎসর রাজকার্য্য পরিচালন দ্বারা ছয় হাজার টাকার স্থলে আঠার হাজার টাকা আয় দেখাইয়াছেন, ইহাতে রাজ্যের উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্রেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কালে, রাজা বাসুদেব সুঢলদেব যে এক অসাধারণ কর্ম্মবীরে পরিণত হইবেন, সে সময়ে রাজ্যের প্রধানগণের অনেকেই তাহার লক্ষণ দেখিয়া সেইরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রাজা বাহাদুর ব্রজসুন্দর দেবের লোকান্তর গমনের পূর্ব্বেই টিকায়েৎ বাসুদেবের পরিণয় প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়। কুমার বাসুদেবের জনক বড়কুমার হরিহর দেব এ বিবাহে আপত্তি করিয়াছিলেন। * ব্রজসুন্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার নির্ব্বাচিত পাত্রীর সহিত বিবাহের পরিবর্ত্তে অভিভাবক বড়কুমার হরিহর দেব অন্যত্র বিবাহের ব্যবস্থার প্রস্তাবও করিয়াছিলেন, কিন্তু বাসুদেব জনকের আদেশ পালন করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, মৃত মহারাজ রাজসংসারের ইষ্টানিষ্টে দৃষ্টি রাখিয়া বিবাহ প্রস্তাব স্থির করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ব্যবস্থা আমার পক্ষে রাজাদেশ, সুতরাং অবশ্যই তাহা পালন করিতে হইবে। সেই জন্য পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুযায়ী ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাজা বাসুদেব সুঢলদেবের পরিণয়ানুষ্ঠান রাজোচিত সমারোহে সম্পন্ন হয়।

কলাহাণ্ডির রাজবংশ গড়জাতের অন্যতম প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত রাজ

---

* বামড়ার বর্ত্তমান রাজপুরোহিত পণ্ডিত গোবর্দ্ধন মহাপাত্র মহাশয়ের নিকট এই ঘটনা জানা গিয়াছে।

পরিবার। কলাহাণ্ডির রাজা উদিতপ্রতাপ দেবের মধ্যমা কন্যা রূপে লক্ষ্মী ও গুণে সরস্বতী সদৃশী গিরিরাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া রাজা বাসুদেব সুঢল দেব নিজেকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এই রাজকুমারী বিদ্যাবতী ও গুণবতী ছিলেন। উড়িষ্যার ক্ষত্রিয় রাজবংশ সকলে বাল্যবিবাহ এখনও স্থান পায় নাই। কন্যাগণকে যথাসম্ভব রাজ পরিবারের বধূ হইবার উপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও আছে। তাই রাণী গিরিরাজকুমারী বিবাহের পূর্ব্বে, পিতৃভবনে অবস্থান কালে, সংস্কৃত ও ওড়িয়া ভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং শিক্ষা-গুণে তাঁহার সুকণ্ঠে সংগীতের অমৃত ধারা প্রবাহিত হইত। সে তানলয়সঙ্গত গীতলহরী রাজা বাসুদেব দীর্ঘ জীবন ভোগ করিতে না পাইলেও, সে স্মৃতি রাজা বাসুদেবকে চিরজীবন পাগল করিয়া রাখিয়াছিল। রাজা বাসুদেব উত্তর কালে বিবিধ উন্নতি বিষয়ে যেরূপ অসাধারণ গুণপনার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সময়ে গ্রামোফনের রেকর্ডের সৃষ্টি হইলে হয় ত, তাঁহার প্রিয়তমা রাণীর সে মধুর বাণী—সে সংগীত সুধা—সে অমৃত হিল্লোল কলাহাণ্ডি ও বামড়ার অরণ্যবেষ্টিত রাজ-পরিবারের সাময়িক প্রীতি বর্দ্ধনেই ফুরাইত না, রাজা বাসুদেব সে মধুর স্বরসুধা ধরিয়া রাখিবার সুযোগ কখনই ত্যাগ করিতেন না। রাণী গিরিরাজকুমারীর সংস্কৃত সাহিত্যে এতটা প্রবেশলাভ ঘটিয়াছিল যে, তিনি সংস্কৃতে শ্লোক রচনা করিয়া সংস্কৃতানুরাগী মহারাজের চিত্তবিনোদন করিতেন। সে শ্লোক সকল সম্পূর্ণরূপ নির্দ্দোষ ও সুন্দর হইত। অনেক অনুসন্ধানে আজ সে গুলির একটিও পাওয়া যায় নাই।

রাজা বাসুদেব এই বিবাহে রাজা উদিতপ্রতাপ দেবে এক উত্তম অভিভাবক ও পরামর্শদাতা পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বৎসরাধিক কাল পরে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে বামড়ার রাজ সংসারে এক নবকুমার জন্মগ্রহণ করিলেন। ইঁহারই নাম হইল টিকায়েৎ সচ্চিদানন্দ। এই শিশু

কুমারের জন্মগ্রহণে বামড়ার রাজসংসারে এক অভিনব আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইল। ব্রজসুন্দরের আমল হইতে এই রাজপরিবারে এরূপ আনন্দকর ঘটনা ঘটে নাই। পর্ণকুটীরেই মানুষ সন্তানাভাবে বিশেষতঃ পুত্রাভাবে হাহাকার করে ও আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে কাতরতা-ব্যঞ্জক দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। রাজভবন রাজকুমারে অলঙ্কৃত না হইলে, সুখের সংসারে পৌরজনবর্গকে যে দারুণ দাবানল নিয়ত দগ্ধ করে, রামায়ণেই তাহার মর্ম্মান্তিক মর্ম্মবেদনার চিত্র অঙ্কিত আছে। পুত্রশোকে মৃত্যুরূপ অভিসম্পাত গ্রস্ত হইয়া রাজা দশরথের ও তদীয় রাজপরিবারের আনন্দ ধরে না। অপুত্রকের পুত্রশোক! কি সৌভাগ্য! তাই বলিতেছি, বামড়ার রাজ পরিবারের আনন্দ প্রবাহ অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত রহিল। রাজ পরিবারে হুলু-ধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিসহ হরিদ্রা বিতরণ ও আনন্দ কোলাহল হইতে লাগিল। দীন দুঃখী জনে নানা উপহারে আপ্যায়িত হইল। নবকুমারের জন্মগ্রহণ নিবন্ধন প্রজামণ্ডলী নানাবিধ উৎসবানুষ্ঠানে মাতিয়া গেল। রাজা বাসুদেব সুঢলদেব সকল শ্রেণীর লোকমণ্ডলীর প্রীতি বিধানে প্রাণ-পণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এ আনন্দ, দীর্ঘস্থায়ী হইতে না হইতে, সহসা গভীর বিষাদের অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইল। কুমার সচ্চিদানন্দ দুই বর্ষব্যাপী জীবন যাপন করিতে না করিতে মাতৃহীন হইলেন। বসন্তানীলসদৃশ মধুর আনন্দ প্রবাহ অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে রাজভবনকে যেমন পুলকিত করিয়াছিল, হাসির হিল্লোলে নিয়ত যেমন চারিদিক মুখরিত হইতেছিল। সহসা কন্‌কনে শীতের বিশুষ্ক ভাব আসিয়া রাজা ও রাজপরিবারকে, প্রজামণ্ডলী ও অন্য সাধারণ জনমণ্ডলীকে আক্রমণ করিল। চারিদিকে হাহাকার ও অশ্রুজল। বিশেষতঃ বস্তু ও ব্যক্তি বিশেষের গুণবত্তা হিসাবে যাতনার পরিমাণও অধিক, অত্যন্ত গাঢ় ও দীর্ঘ স্থায়ী হয়। আজ এই নবীনা রাণী গিরিরাজকুমারীর

বিয়োগ বেদনা তেমনি দারুণ বজ্রাঘাতের ন্যায় পৌরজন ও জানপদ বর্গের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। রাজামাত্য, আত্মীয় ও বন্ধুবেষ্টিত রাজা বাসুদেব সুঢলদেব নবীন জীবনে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলশায়ী হইলেন। রাণী গিরিরাজকুমারী অত্যল্পকালস্থায়ী জীবনযাপনেও বাম্‌ড়ার রাজ সংসারে ছুইটি উত্তম স্মরণ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন।

রাজকুমার সচ্চিদানন্দের (বর্ত্তমান রাজা) জন্মগ্রহণে, যথন সমগ্র রাজ্য আনন্দে উৎফুল্ল, রাণী, সূতিকাগারে অবস্থিতি কালে, জানিতে পারিলেন যে, রাজসংসারে ভাবী উত্তরাধিকারীর শুভাগমন উপলক্ষে, আনন্দোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য রাজকর্ম্মচারী ও সমগ্র প্রজামণ্ডলীর রাজাকে প্রচুর অর্থ নজর দিতে হয়। নবীনা রাণী এই সংবাদ অবগত হইয়া রাজা বাসুদেব সুঢলদেবকে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া বলিলেন, "এই আনন্দোৎসবের সময়ে মহারাজকে আমার একটা আব্‌দার পূর্ণ করিতে হইবে।" রাজা বাসুদেব হৃষ্টচিত্তে অনুরোধ রক্ষায় সম্মতি জ্ঞাপন করিবামাত্র, রাণী গিরিরাজকুমারী বলিলেন, "রাজ সংসারে নবকুমারের জন্মগ্রহণ, রাজ্যের আপামর সাধারণ জনমণ্ডলীর পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের কারণ হউক। ইহাই আমার প্রার্থনা। রাজ-কর্ম্মচারী ও প্রজাসাধারণকে যদি এ সময়ে রাজসম্মান রক্ষার জন্য, রাজসংসারে অর্থ দান করিতে হয়, তাহা হইলে, তাহাদের আনন্দ, কর্ম্মভোগে পরিণত হইল। এই অর্থ গ্রহণ ও দণ্ড দান সমান কথা। আমার এই কুমারের কল্যাণে, আজ হইতে এই প্রথা রহিত করিলেই, আমি বাম্‌ড়ার প্রজাসাধারণের আনন্দোৎসবে সানন্দে যোগ দিতে পারি। আর এই কুপ্রথা রহিত করিতে যদি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাহা হইলে আমাকে ছুই মাসের সময় দিলে, আমি সে ক্ষতিপূরণের ভার লইতে প্রস্তুত। আমার পুত্র লাভে আমার পিতা মাতারও অসীম আনন্দ হইল। আমি আমার পিতৃগৃহ হইতে যৌতুকরূপে সেই পরিমাণ অর্থ আনাইয়া দিব।"

রাণী গিরিরাজকুমারীর এই প্রস্তাবে পরিতুষ্ট হইয়া, রাজা বাসুদেব সুঢলদেব বামড়ার রাজ সংসারের এই দীর্ঘ প্রচলিত কুপ্রথা রহিত করিয়া, প্রজাসাধারণকে বিমল আনন্দ সম্ভোগের সুযোগ দিয়া, রাণীকে বলিয়াছিলেন, "তোমার এই সুসঙ্গত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া তোমাকে, বা তোমার পিতামাতাকে ঐ পরিমাণ অর্থের জন্য বিব্রত করা কি আর একটা কুপ্রথার প্রবর্ত্তন নহে? এজন্য আর কাহাকেও বিব্রত হইতে না হইলেই, আমি অপরিসীম আনন্দ লাভ করিব। তোমার তৃপ্তি বিধানের জন্য, তোমার অভিপ্রায়মত, আজ হইতে এই প্রথা রহিত করা গেল।"

রাণী গিরিরাজকুমারীর চিহ্নদ্বয়ের অপরটি টিকায়েৎ সচ্চিদানন্দ। এক বৎসর কয়েক মাসের শিশু রাখিয়া রাণী লোকান্তরিত হন। সে সময়ে কেহই আশা করে নাই যে, মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত শিশু সচ্চিদানন্দ দীর্ঘজীবী হইবেন। রাজা বাসুদেব ও তদীয় অপর পরিজনবর্গ কুমারের মাতৃবিয়োগে বিধ্বস্ত হইয়াও কুমারের জীবন রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রাজমাতা (রাজা ব্রজসুন্দরের মহিষী) শিশুর লালন পালন ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহারই ঐকান্তিক স্নেহের আশ্রয়ে কুমারের শৈশব জীবন ধীরে ধীরে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

.. এই শিশু রক্ষা পাইয়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, নানা সুশিক্ষার ফলে, রাজোচিত বিবিধ গুণে অলঙ্কৃত হইয়া আজ বামড়ার প্রজাসাধারণের ও সমগ্র উড়িষ্যার রাজন্যবর্গের সমক্ষে রাজজীবনের অত্যুত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা দ্বারা সমগ্র প্রদেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন, রাণী গিরিরাজকুমারী নিজ জীবনের যে দুটি চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দীর্ঘ স্থায়ী হইয়া বামড়ার রাজ সংসারের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ইহাই সেই গরিয়সী নবীনা রাজবধূর সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্মৃতি চিহ্নরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রজাসাধারণের ও রাজকর্ম্মচারীবৃন্দের অপরিমেয় আনন্দ বিধান করিতেছে।

রাজমাতার স্নেহ প্রাবল্যে, টিকায়েৎ সচ্চিদানন্দ অত অল্প বয়সে, মাতৃস্নেহের অভাব অনুভব করিতে না পাইলেও, মাতৃস্তন্যের অভাবে ক্রমশঃ ক্ষীণকায় হইয়া পড়িতে লাগিলেন। রাজা বাসুদেব সুঢলদেব কুমারের প্রাণরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার স্বাস্থ্য রক্ষা ও বলবিধানের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বিবিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক কুমারের শারীরিক উন্নতির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। শেষে যখন বুঝিলেন, শিশুর মাতৃবিয়োগ নিবন্ধন জীবনের আর কোন আশঙ্কা নাই, তখন রাজা বাসুদেবের পত্নী বিয়োগ শোক নবীভূত হইয়া, তদীয় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ও রাজকার্য্য পরিচালন একেবারে অসম্ভব করিয়া তুলিল। ক্রমশঃ কার্য্যে অনাস্থা ও বৈরাগ্যমার্গ অবলম্বনের স্পৃহা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই অবস্থায় আবার বড়কুমার হরিহর দেবের দীর্ঘ নিরুদ্দেশের চিন্তা হৃদয়ের রুদ্ধ শোকাবেগে ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। রাজা বাসুদেব এইরূপে নানাদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া রাজাদর্শ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ভবিষ্যতের জন্য তুলিয়া রাখিয়া, ভগ্ন হৃদয় ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া তীর্থ পর্য্যটন ও দেশ ভ্রমণের জন্য যাত্রা করিলেন।

রাজমাতা প্রবীণা রাণীর রক্ষণাবেক্ষণে টিকায়েৎ সচ্চিদানন্দ নিরাপদে কাল যাপন করিতে পারিবেন, এইরূপ প্রত্যয় জন্মিলে পর, রাজা বাসুদেব সুঢলদেব প্রধান কর্ম্মচারীর উপর রাজকার্য্য পরিচালনার ভার দিয়া সম্বলপুরের পথে তীর্থ যাত্রা ও দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। সে সময়ে মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড়ের রাজাদিগের উপর দৃষ্টি রাখিবার ভার প্রাপ্ত পোলিটিক্যাল এজেণ্ট কর্ণেল বুই সাহেব বাহাদুর সম্বলপুরেই অবস্থিতি করিতেন। রাজা সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া ও রাজ্যের তদানিস্তন ব্যবস্থার বিষয়ে তাঁহার অনুকূল পরামর্শ লাভ করিয়া কটক যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

তীর্থদর্শন ও দেশভ্রমণ

মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড়ের পূর্ব্বোত্তর অংশের ও উড়িষ্যার গড়জাত মহলের রাজাদিগের মাতৃভাষা এক। ওড়িয়া ভাষা সর্ব্বত্রই লেখ্য ও কথ্য ভাষা। রাজারা সকলেই ক্ষত্রিয় বংশের বিভিন্ন শাখা হইতে উদ্ভূত। সুতরাং সামাজিক ক্রিয়া কলাপ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সামাজিক রীতি নীতি বিষয়ে সকলেই একই প্রকার নিয়ম পদ্ধতির অধীন হইয়া চলিয়া আসিতেছেন। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধও বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বাঙ্গলাদেশে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত কতকগুলি সামাজিক রীতি নীতি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, প্রসঙ্গক্রমে যথাস্থানে সে সকলের আলোচনা হইবে। এক্ষণে রাজা বাসুদেব সম্বলপুর হইতে মহানদীর পথে কটক যাত্রা করিলেন। সঙ্গে পাচক ও ভৃত্যবর্গ ভিন্ন, সঙ্গীরূপে পণ্ডিত বলরাম বিদ্যারত্ন, পূর্ণানন্দ মহাতি, চক্রধর দাস, সম্ভূপতি ইত্যাদি বহুলোক সহযাত্রী ছিলেন।

অরণ্যানী পরিবেষ্টিত পর্ব্বত মালার মধ্যে স্থানে স্থানে সমতল উর্ব্বরা ক্ষেত্র ও সুন্দর পল্লী সমূহ প্রতিষ্ঠিত। বহুসংখ্যক রাজাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজবাটী সকলে, রাজারা নিরাপদে ও নিরুপদ্রবে দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐ সকল পার্ব্বত্য প্রদেশের অভ্যন্তরে স্বপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া রাজ্য পালন করিয়া আসিতেছেন। এক রাজ্যের সহিত ভিন্ন রাজ্যের বৈবাহিক সম্বন্ধ থাকিলেও, ঐ অঞ্চলের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে, এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে গমনাগমনের সুগম পথ সকল একবারেই ছিলনা, এখনও বিরল। হয় হস্তিপৃষ্ঠে বনভূমি অতিক্রম করিতে হয়,

নতুবা সম্ভব হইলে, নদীপথে যাতায়াত চলিয়া আসিতেছে। রাজা বাসুদেব তাই মহানদীর পথে কটক যাত্রা করিয়াছিলেন।

গভীর ও অনন্ত পারাবার সদৃশ সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন দ্বারা রাজা বাসুদেব সুঢলদেব অসীম বিদ্যাবত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও, তাঁহার হৃদয় কেবল শাস্ত্র চর্চ্চায় আনন্দ উপভোগ করিত না। তাঁহার হৃদয় কবি-হৃদয় ছিল, সে হৃদয়ে প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্যের অত্যুত্তম ছায়া পাত হইত। সেই সৌন্দর্য্য সম্ভোগ-তৃষ্ণা, মহানদীর পথে, মহানদীর প্রবলস্রোতের ন্যায় বলবতী হইয়া উঠিল। মহানদীর আর এক নাম চিত্রোৎপলা। এই চিত্রোৎপলার উভয়তীর অননুভূতপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া রাজার কবি-হৃদয়ে সুধা সেচন করিতে লাগিল। এই জল-যাত্রার পথে, তাঁহার হৃদয়ে বিধাতার বিচিত্র লীলার ভাব প্রকটিত হইয়াছিল, সে ভাব চিরদিন তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিল, কখনও তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই।

শোণপুর মহানদীর উপর অবস্থিত। এটিও একটি সামন্ত রাজ্য, এই শোণপুরের রাজা নীলাদ্রিদেব বামড়ার রাজজামাতা। ইনি অতি সৌখিন রাজা ছিলেন। ব্যবহারোপযোগী পুষ্প সংগ্রহে প্রতিদিন প্রায় পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইত, আতর গোলাপ প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্যেও প্রায় এই পরিমাণ ব্যয় হইত। রাজা সদাশয় ও লোকবৎসল ছিলেন। ইনি ইঁহার মহিষীকে এরূপ সম্মান করিতেন যে, ঐ মহিষীর লোকান্তর গমনে মস্তকে পাগড়ী ব্যবহার রহিত করিয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে, বেশভূষার সময়ে রাণী রাজার অত্যুত্তম পাগড়ী রচনা করিয়া দিতেন। সেরূপ সুন্দর পাগড়ী রচনা আর কাহারও দ্বারা হইত না। তাই তাঁহার নিত্য স্মরণ জন্য পাগড়ী ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজা বাসুদেব শোণপুরে আসিয়া পৌঁছিবা-মাত্র রাজা নীলাদ্রিদেব কর্ত্তৃক রাজ সম্মানে ও বহু সমাদরে পরিগৃহীত হইলেন। সে স্থানের আদর আপ্যায়ন ও পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া প্রায়

এক সপ্তাহ কাল, রাজা, রাজ-আতিথ্যে যাপন করিয়া, পুনরায় জলযাত্রা করিলেন। পথে মহানদী ক্রমশঃ ভীষণ হইতে ভীষণতর গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিয়া রাজা বাসুদেবের হৃদয় অভিভূত ও মোহিত করিল। তাঁহার শোক তাপদগ্ধ হৃদয় ক্রমশঃ জুড়াইতে লাগিল। মহানদীর উভয় তীরস্থ পার্ব্বত্য বনভূমির বিচিত্র সৌন্দর্য্য তাঁহার নয়ন মনের প্রীতিবৃদ্ধি করিতে করিতে তাঁহার অন্তরে রসের সঞ্চার করিল। নদীপথে কটকে পৌছিবার পূর্ব্বেই, প্রকৃতির সেই রমণীয়তা সম্ভোগ করিতে করিতে, রাজ-হৃদয়ে উড়িষ্যার সাহিত্য-ভাণ্ডারের নাতিদীর্ঘ কলেবর কাব্য গ্রন্থ "চিত্রোৎপলা"র ভ্রূণ সঞ্চার হইয়াছিল। মহানদীর অশেষবিধ সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধচিত্ত রাজা বাসুদেবের কাব্যগ্রন্থ ঐ নদীর নামেই সাহিত্য সংসারে পরিচয় লাভ করিয়াছে। রাজা অলঙ্কার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাই মহানদীর মহামূল্য অলঙ্কার গুলিকে সযত্নে চয়ন করিয়া অপূর্ব্ব সুন্দর মাল্য রচনা করিয়া মাতৃভাষার অলঙ্কার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থে ভাবসম্পদ যেমন প্রচুর, ছন্দের বহুলতা ও বিচিত্রতা এবং অলঙ্কারের মধুর নিক্কণও তেমনি অতীব মনোহর। প্রকৃতির শোভা বর্ণনায়, এতাদৃশ নিপুণতা সহকারে সর্ব্ববিধ অলঙ্কারের প্রয়োগ যেমন তেমন শক্তির কার্য্য নহে। এই ক্ষুদ্রকায়া তটিনীসদৃশী "চিত্রোৎপলা"র রচনা মাধুর্য্যে ওড়িয়া ভাষা অলঙ্কৃত হইয়াছে। উড়িষ্যার অন্যতম পণ্ডিত ও কবি রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর, এই গ্রন্থখানিকে উড়িষ্যার সাহিত্য সংসারের অমূল্য সম্পদ বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সত্যই ইহা মূল্যবান কাব্যগ্রন্থ। রাজার সাহিত্য সেবার আলোচনা কালে চিত্রোৎপলার বিশদ আলোচনা করা যাইবে।

নদীপথে রাজা বাসুদেব যখন বৌধে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন রাত্রিকাল ও বৃষ্টি হইতেছিল। বৌধও অন্যতম সামন্ত রাজার রাজধানী। এখানে রাজা বাসুদেব নিজের আগমন বার্ত্তা প্রচার করেন নাই। রাত্রিতে আহারাদির কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকালে

রাজা বাসুদেব নৌকা ছাড়িয়া কটকাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে বৌধ ও দশপাল্লা, এই উভয় সামন্তরাজ্যের সীমানা নির্দ্দেশ স্থলে ডেমুরিয়া নামক সঙ্কীর্ণ গিরিপথ। ঐ পথ এখানে মহানদীর ক্রোড় আশ্রয় করিয়াছে। পরে, পরপারে আবার পর্ব্বত মালা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে চলিয়াছে। এই পথ প্রাচীন ঐতিহাসিক পথ। এই পথে মহারাট্টা সৈন্য সকল উড়িষ্যায় প্রবেশ করিত। পথ অতি দুর্গম ও ভয়ঙ্কর। হস্তি ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর নিয়ত বিচরণে, স্থানটি দিনে রেতে সমান বিপদসঙ্কুল বলিয়া, সর্ব্বদাই লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার করে। কিন্তু জঠরানল, অন্নচিন্তা, অন্ন সংস্থান, ঐশ্বর্য্যসম্পদ অর্জ্জন ও প্রতিষ্ঠালাভ মানব সমাজের ভীষণ ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া, এই দুর্গম গিরিপথেও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য সকল নির্ভয়ে যাতায়াত করিত। তাহাদের অগ্রগমনে বাধা দিবার জন্য ঐ স্থানে মহানদীর পূর্ব্বপারে চারিটি বিশালদেহ কামান বসান ছিল। অদ্যাপি সেগুলি সেখানে বর্ত্তমান থাকিয়া উড়িষ্যার পূর্ব্ব গৌরব, ও শত্রুদমনের ব্যবস্থার সাক্ষ্য দান করিতেছে। বড়ম্বার রাজার উপর ঐ গিরিপথ রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত ছিল।

এখানে অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তনা মহানদীর গভীর জলস্রোত প্রবল বেগ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়াছে। দেখিলেই সহজে লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। ভয়ে অভিভূত পারিষদ ও অনুচরবর্গ পরিবেষ্টিত রাজা বাসুদেব, উভয় তীরস্থ সেই গগনস্পর্শী পর্ব্বত মালার রমণীয়তা দর্শন ও উপভোগ করিতে করিতে, স্তম্ভিত হৃদয়ে সেই দিবান্ধকারে আচ্ছন্ন নদীপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রকৃতির জীবন্ত মানচিত্র, সকল হৃদয়ে, সমান ভাবের সঞ্চার করে না। একই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ প্রাকৃতিক শোভার বিচিত্রতা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে, শিক্ষা ও রুচি প্রবৃত্তির অনুরূপ বিভিন্ন ভাবের সৃষ্টি করিয়া থাকে। পার্শ্বচরদিগের হৃদয়ে অসঙ্গত ভয়ের সঞ্চার করিলেও, রাজা বাসুদেবের কবি-হৃদয়ে, এই ঘননিবিড়

পাদপশ্রেণী পরিশোভিত অত্যুন্নত পর্ব্বত মালার কুক্ষিগতা মহানদীর অল্প পরিসর নিবন্ধন প্রবলতর স্রোত রাজহৃদয়ে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আনন্দ রসের সঞ্চার করিয়াছিল, তাই তিনি এই সৌন্দর্য্যের গভীর ভাব সম্ভোগের জন্য ডেমুরিয়া ঘাটের অনতিদূরে দশপাল্লা রাজ্যের অন্তর্গত সাতকুসিয়া ঘাটে একদিন যাপন করিয়াছিলেন।

আরো দুই তিন দিন নদীবক্ষে অতিবাহিত করিয়া "চিত্রোৎপলা" কাব্যগ্রন্থের কলেবর দানের সূত্রপাত করিয়া, ক্রমে রাজা বাসুদেব কটকে আসিয়া পৌছিলেন। তথায় সহরের জুব্‌রা নামক স্থানে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বাসভবনে বাস করিতে লাগিলেন। উৎকল দীপিকার সম্পাদক গৌরীশঙ্কর রায়ের সাহায্যে কটকের নানাস্থান পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। "কটক প্রিন্টিং" নামক উড়িষ্যার সে সময়ের একটি উৎকৃষ্ট মুদ্রাযন্ত্র ও তাহার কার্য্য কলাপ দর্শন করেন, তৎপরে উড়িষ্যার সে সময়ের অন্যতম মুদ্রাযন্ত্র "মিশন প্রেস" ও তাহার কার্য্য পদ্ধতি পরিদর্শন করেন। এই দুই মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও তাহাদের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাজা বাহাদুর নিজরাজ্যের রাজধানী দেবগড়ে ঐরূপ মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প মনে মনে পোষণ করিতে লাগিলেন। ইহার পর রাজা বাহাদুর কটকস্থ খৃষ্টীয় সম্প্রদায় সকলের ভিন্ন ভিন্ন ভজনালয়গুলি ও সে স্থানের উপাসনা পদ্ধতির পরিচয় লাভ করিলেন। কটকের কমিশনর সাহেবের আদালত ও আফিস গৃহ, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির আদালত-গৃহ সকল পরিদর্শন করিলেন।

গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের রাষ্ট্রীয় শক্তির বিলোপ সাধনের পর, বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার প্রজামণ্ডলীর মিলিত ও কেন্দ্রীভূত স্বার্থ ও সুখ সাধন ভার বাঙ্গালার নবাব নাজীমের উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু সেই বহুবিস্তৃত রাজ্যের উপর নবাবের সম্যক শাসন কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। এজন্য সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ ও তাহাতে অত্যাচার ও অশান্তি রাজ্য মধ্যে একস্থানে বা অন্যত্র নিয়তই সংঘটিত

হইত। এইরূপ শিথিল শাসন নিবন্ধন অরাজকতার ক্ষেত্রে, মহারাষ্ট্রীয় শক্তি বিস্তার ও দেশ লুণ্ঠন দীর্ঘকাল ধরিয়া অবাধে চলিয়াছিল। মধ্য প্রদেশের ছত্রিশগড় ও উড়িষ্যার করদ রাজ্য সকলের রাজন্যবর্গ মহারাষ্ট্রীয় অত্যাচারে যে সময়ে সর্ব্বদাই বিব্রত ও বিপন্ন হইয়া কাল যাপন করিয়াছেন, সেই সময়ে উড়িষ্যার বর্ত্তমান রাজধানী কটকনগরে মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রশক্তি কিছুকাল প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। সে সময়ে উড়িষ্যার সাধারণ অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল।

কটকনগর মহানদী ও কাঠজুড়ি এই উভয় নদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত। কটক সহরের একদিকের সম্মুখবর্ত্তী মহানদীর সুবিস্তৃত প্রসারের, পর পারে বহুবিস্তৃত প্রান্তরের, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র পল্লী প্রতিষ্ঠিত। অপর দিকে কাঠজুড়ির অপর পারে অত্যুন্নত পর্ব্বত শ্রেণী গগন স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান। দূরে—অতিদূরে কপিলাস পর্ব্বত আকাশ পথে অগ্রসর হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্যের মিলন সাধন করিতেছে। সে পর্ব্বত শিখর এত উচ্চ যে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসের প্রখর উত্তাপেও সেস্থানের শীতলতা নাশ করিতে পারে না। কটকের কাঠজুড়ি নদীর তীরে দাঁড়াইয়া পর্ব্বতশ্রেণীর শোভা বড়ই মনোহর। কিন্তু বর্ষার বারি-প্রবাহে কাঠজুড়ি পূর্ণকলেবরা হইলে, পরপারের পর্ব্বতমালা নিবন্ধন বন্যার জলে কটকনগর প্লাবিত হইয়া যাইত। সে জলপ্রবাহের গতি-রোধ করার কোন সহজ উপায় ছিল না। মহারাষ্ট্রীয় উদ্যম ও আয়োজনের ফলে কাঠজুড়ির তীরে যে দীর্ঘস্থায়ী অত্যুচ্চ অক্ষয় বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা প্রত্যেক কটক যাত্রীর দেখিবার জিনিষ। রাজা বাসুদেব মহারাষ্ট্রীয় অধ্যবসায়ের স্থায়ী ফল কটকের বাঁধ পরিদর্শন করিয়া আশ্বর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। আজ মহারাষ্ট্রীয় অত্যাচার মানুষ ভুলিয়াছে, তাহাদের স্থায়ীকীর্ত্তি সেই স্থপতিবিদ্যার নিদর্শন সন্দর্শন করিয়া লোক চমৎকৃত হইয়া থাকে। রাজা বাহাদুর কটকের এই সকল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নিজ রাজ্যের বিবিধ উন্নতির উপায় উদ্ভাবনে সক্ষম

হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী নানাবিধ বিবরণ সে সকলের পরিচয় প্রদান করিবে।

রাজা বাসুদেব কটক পরিদর্শনান্তর ক্যানেল পথে নৌকাযোগে চাঁদবালি যাত্রা করিলেন। পথে ছদ্মবেশে আইঠার আলিরাজার রাজবাটী ও দরবার দেখিয়া বৈতরণী তীরে চাঁদবালিতে উপস্থিত হন। চাঁদবালি উড়িষ্যার একটি প্রধান বন্দর। সেকালে কলিকাতা হইতে সমুদ্রপথে চাঁদবালিই উড়িষ্যার দ্বার স্বরূপ ছিল। এই বন্দর বালেশ্বর জেলায় বৈতরণীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। বালেশ্বরের সেকালের ম্যাজিষ্ট্রেট জন বিম্‌স্‌ সাহেব কর্ত্তৃক এই বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান হইতে কলিকাতায় ও কলিকাতা হইতে চাঁদবালিতে সপ্তাহে দুইদিন জাহাজ যাইত ও আসিত। সেকালে রাজধানীর শিক্ষা ও সভ্যতাজাত সর্ব্ববিধ সুখ সম্ভোগের উপকরণগুলি চাঁদবালির পথে উড়িষ্যার নানাস্থানে নীত হইত। রাজা বাসুদেব চাঁদবালিতে পৌঁছিয়া কলিকাতার তদানিন্তন ক্যানিং লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তারযোগে কলিকাতা যাত্রার সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহার বাসোপযোগী স্থান নির্দ্দেশ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে যোগেশ বাবু জোড়াসাঁকো ৺কালিপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটিতে স্থিত সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারির একাংশে সুবিস্তৃত কক্ষে তাঁহার কলিকাতা প্রবাস কাল যাপনের ব্যবস্থা করেন।

রাজা বাসুদেব সমুদ্রপথে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। বঙ্গোপসাগরে জাহাজের যাত্রীদিগকে বড়ই ক্লেশ পাইতে হয়, শারীরিক বিকার নিবন্ধন যাত্রীরা সমুদ্রশোভা দর্শনেও অপটু হইয়া শায়িত থাকে এবং বমি করিতে করিতে তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। রাজাবাহাদুর সম্পূর্ণ রূপে প্রকৃতিস্থ থাকিয়া সাগর সৌন্দর্য্য দর্শন ও উপভোগ করিতে করিতে নিরাপদে গঙ্গাসাগরে উপস্থিত হন। নদী মুখে প্রবেশ করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে কলিকাতা প্রবেশের পূর্ব্বেই গঙ্গার উভয়তীরস্থ

ঐশ্বর্য্য, সম্পদ ও ব্যবসায় বাণিজ্যের বিচিত্র উন্নতির লক্ষণ সকল সন্দর্শন করিয়া তিনি আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

রাজাবাহাদুর কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক যে সকল মহানুভব ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ও সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়। রাজা বাসুদেব সুঢলদেব সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে বিশেষভাবে ব্যুৎপন্ন বলিয়া সাগর-সদনে বিশেষ প্রতিপত্তিভাজন ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ত্বরায় উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার সূত্রপাত হয়, এবং পরে তাহা গাঢ়তা লাভ করিয়া দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। প্রসঙ্গ-ক্রমে পরে সে সকল বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে। রাজাবাহাদুর একমাস কাল কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কেমন স্বভাব, এই এক মাসের একটি দিনও রাজযোগ্য বিশ্রামে যাপন করেন নাই। নিয়ত নানাস্থান পরিদর্শনে নিযুক্ত থাকিয়া বিবিধ জ্ঞানো-পার্জ্জনে রত ছিলেন।

রাজা বাসুদেব কলিকাতায় পৌছিয়া সর্ব্বাগ্রে কালীঘাটে দেবতা দর্শন ও পূজার জন্য গমন করেন, পরে রাজাবাহাদুর সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিতে যান। সেখানে অধ্যক্ষ স্বর্গীয় ন্যায়রত্ন ও ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়দ্বয়ের সহিত পরিচিত ও তাঁহাদের কর্ত্তৃক সমাদরে পরিগৃহীত হন। বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও সংস্কৃত পুঁথি সকলের প্রচুর সমাবেশ সন্দর্শনে তিনি আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পর হিন্দু ও হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজ দেখিতে যান। ঐ সকল বিদ্যালয় পরিদর্শন করার ফলে, বামড়ায় আধুনিক ব্যবস্থানুযায়ী সুশিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে। তাহার পর এসিয়াটিক্‌সোসাইটির সভাগৃহ ও যাদুঘর দেখিতে যান। এসিয়া ভূখণ্ডের বিবিধ তত্ত্বের আলোচনার জন্য ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যর

উইলিয়ম্ জোন্স কর্ত্তৃক এই এসিয়াটিক্সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা বাসুদেব পূর্ব্ববর্ত্তী শত বৎসরে সংগৃহীত বিবিধ তত্ত্বের সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া, ও যাদুঘরে ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব ও অন্য বিবিধ তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান লাভের প্রচুর আয়োজন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি, তাঁহার শিক্ষালোলুপ হৃদয় মন লইয়া, জ্ঞানলাভের এইরূপ বিবিধ সরঞ্জামের একত্র সমাবেশ সন্দর্শনে, মুগ্ধ মনে, পুনঃ পুনঃ সেই সকল স্থানে গমন করিয়াছেন। তিনি একটা স্থান, একস্থানের একটি বিষয়, একবার দেখিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই, বার বার দেখিয়া ও সে বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া ছাড়িয়াছেন। ওটা তাঁহার স্বাভাবিক গুণ ছিল। তিনি অরণ্যপরিবেষ্টিত পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজা হইলেও, এবং কলিকাতা প্রবাসকালের পূর্ব্বে, স্বহস্তে ব্যাঘ্র ও ভল্লুকাদি শিকার করিলেও, আলিপুরের পশুশালা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সে উদ্যানের জীবগণ, সে সকলের প্রতিপালন ব্যবস্থার পারিপাট্য, ব্যাঘ্র ও ভল্লুক হইতে আরম্ভ করিয়া বনমানুষ, ও নানাশ্রেণীর জীব হইতে আরম্ভ করিয়া চটক টুণ্টুনি পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ, চতুর্হস্ত ও হস্তপদহীন, খেচর, ভূচর, জলচর, উভচর সর্ব্ববিধ জীবের এই বিচিত্র নিবাস দর্শন ও তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরি-চর্য্যার সুব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গভীর আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিবিধ শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরাজ রাজ শক্তির প্রচুর প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহার পর কলিকাতার ইডেন উদ্যানের রমণীয়তা ও শিবপুরের সুবিস্তৃত বৃক্ষবাটিকা পরিশোভিত উদ্যানের (Botanical Gardens) শান্ত কান্তি দর্শন ও সম্ভোগ করিতে গিয়াছিলেন। ঐ সকল উদ্যান সন্দর্শনে তাঁহার মনে যে স্থায়ীভাব স্থান পাইয়াছিল, এবং সে ভাব পরবর্ত্তী কালে কিরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে সকলের বিবরণ বাম্ড়ারাজ্যের রাজধানী দেবগড়ের সৌষ্টব ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন ক্ষেত্রে আপনা আপনি প্রকাশ পাইবে।

রাজা বাসুদেব সুঢলদেব যে কেবল ব্যক্তি গত ভাবে জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত ছিলেন, তাহা নহে, কেবল ব্যাকরণ, সাহিত্য কাব্য, দর্শন ও শাস্ত্র শিক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন, তাহা নহে, সাধারণ ভাবে দৃষ্টি শক্তির পরিচালন ও সুপ্রণালীবদ্ধ পদ্ধতি ক্রমে দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয় সকলের মীমাংসা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহার রাজোচিত গুণসম্পন্ন হৃদয় মন, সর্ব্বদাই অর্জ্জিত বিদ্যা ও জ্ঞানবলে নিজের ও জনসাধারণের হিতসাধনে সর্ব্বদা তৎপর ছিল। তাই ভারতের রাজধানীর শ্রেষ্ঠতর শিক্ষাকেন্দ্র সকল পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। ইংরাজ সওদাগরদিগের কার্য্যালয় সকল, কলিকাতার বড় বাজারে মাড়ওয়ারী ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কর্ম্মক্ষেত্র ও হাটখোলার কারবার স্থান সকলও তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন। অল্প মূলধনে বহুশ্রম সহকারে কর্য্যে সুসিদ্ধি লাভের উপায় সকল জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, কেবল নিজের জ্ঞানবৃদ্ধিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, রাজ্যের ও প্রজামণ্ডলীর সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধনের সহজ উপায় সকল অবগত হওয়াও তাঁহার এই অসঙ্গত ক্লেশ স্বীকারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

রাজা বাসুদেব কোন বিষয়ের সংবাদ বা মর্ম্মকথা লোকমুখে শুনিয়া কিংবা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রদত্ত বিবরণে নির্ভর করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। সকল বিষয় স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিয়া ও সে সকলের তাৎপর্য্য মুষ্টিগত করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। কোন বিষয় সহজে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তাই কলিকাতা অবস্থান কালে তাঁহার জানিবার বিবিধ বিষয় কলিকাতার সীমা মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তিনি কলিকাতা বাস কালে, শ্রীরামপুরে কাগজের কল, চট্‌কল ও ফ্লাইসটল্ তাঁত দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে কাগজ প্রস্তুত করার নিয়ম পদ্ধতি ও তাঁতে বস্ত্রবয়ন দেখিয়া যে নূতন

জ্ঞান অৰ্জ্জন করিয়া ছিলেন, পরবর্ত্তী কালে নিজরাজ্যে সেই সকল উপায়ের অবলম্বনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সে সকল বিষয় তাঁহার রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিবরণের মধ্যে আলোচিত হইবে।

তিনি কেবল এইগুলি জানিয়া শুনিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। কলিকাতা বন্দরে ভাগীরথী বক্ষে বিদেশীয় বাণিজ্য পোত সকল সারিবন্দি হইয়া সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছে। কিরূপ ব্যবস্থা সূত্রে কোন্ কোন্ দ্রব্য কোন্ দেশ হইতে আমাদের দেশে আসিতেছে,—এবং তৎ-পরিবর্ত্তে স্বদেশজাত যে সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, সে গুলি, ও সে বিদেশীয় দ্রব্যের আম্‌দানি ও দেশীয় দ্রব্য সম্ভারের রপ্তানির নিয়ম পদ্ধতি পর্য্যন্ত জানিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর রাজা বাসুদেবের এই সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্র ও কর্ম্মক্ষেত্র পরিদর্শনটা, বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার সাধারণ ও পদস্থ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দেখার মত দেখা নহে। আমাদের দেশের ধনসম্পদসম্পন্ন বাবুরা, আলস্যভরে হাই তুলিতে তুলিতে, তুড়িদিয়া ঐশ্বর্য্য সম্পদ বৃদ্ধির ঐ সকল অসামান্য আয়োজনের প্রতি উদাস উপেক্ষার দৃষ্টিপাত করিয়া কৃতার্থ হন, ও আয়োজন কর্ত্তাদের অপূর্ব্ব শক্তি সামর্থ্যের প্রশংসা করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। রাজা বাসুদেব সুঢলদেব এই শ্রেণীর সৌখিন ব্যক্তি ছিলেন না। এই হতভাগ্য-দেশের অসংখ্যকোটী জীবমণ্ডলীর মধ্যস্থলে রাজা বাসুদেব জন্মগ্রহণ করিয়া ভীষণ অরণ্যবেষ্টিত পাষাণক্ষেত্রকে জনসাধারণের সুখসৌভাগ্য সম্ভোগের উপযোগী আনন্দ নিকেতনে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন পদ্ধতির পুনঃ পুনঃ প্রশংসায় মধ্য ভারতের বাৎসরিক শাসন বিবরণী পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, রাজা, আপন রাজকীর্ত্তি বলে, ভারতের বর্ত্তমান সম্রাট্‌শক্তিসম্পন্ন ইংরাজ রাজচক্রবর্ত্তীর প্রীতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় জনমণ্ডলীর গভীর ভক্তি ও স্থায়ী

সমাদরের পাত্র হইয়া ছিলেন, ইহা যেমন তেমন সৌভাগ্য নহে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, রাজা বাসুদেব উন্নততর রাষ্ট্রনীতিক ছিলেন। রাজ্যের পরিমাণ ফল অধিক নহে, কিন্তু বিবিধ উপায়ে আপন রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানির পন্থা উদ্ভাবন করিয়া রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধি ও ধনাগমের নিত্য নূতন উপায় অবলম্বন করিতেন। আর সেই বর্দ্ধিত অর্থের সাহায্যে রাজপথ রচনা, পুষ্করিণী খনন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন, রাজ কর্ম্মচারীদের আর্থিক দুরবস্থার পরিবর্ত্তন, রাজ সংসারের সম্পর্কিত ব্যক্তিবৃন্দের অলসভাবে বসিয়া অন্নজল গ্রহণ নিবারণ, তাঁহাদিগকে নূতন পদ্ধতি অনুযায়ী জীবিকা অর্জ্জনের পন্থা দেখাইয়া মূলধন দেওয়া, ও স্থানীয় লোকদিগকে রাজকার্য্যের উপযোগী করিয়া তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করায়, রাজা বাসুদেবের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সংক্ষেপে ইহাই রাজা বাসুদেব সুঢলদেবের জীবনের আদর্শ ছিল।

কলিকাতার সহিত পরিচিত হইয়া, রাজধানীর একটা ছাপ্ বক্ষে ধারণ করিয়া রাজাবাহাদুর পশ্চিম ভারতের পথে অগ্রসর হইলেন। কলিকাতা হইতে রাজা বাসুদেব কাশী যাত্রা করেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে পুণ্যক্ষেত্রের ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্য সম্পন্ন করেন। মণিকর্ণিকা স্নান, বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণাদর্শন, তীর্থশ্রাদ্ধ সম্পাদন, দীন দুঃখীদিগকে দান, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ্য ও অধ্যাপক-বিদায় দান ইত্যাদি স্থানীয় লৌকিক ও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন করিয়া পরে নগরদর্শন, ও পণ্ডিতগণের সহিত পুনঃপুনঃ ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক সদালাপ ইত্যাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। কাশীর কুইন্স্ কলেজ ও শিখ্রোলের ইংরাজ নিবাস সম্বলিত প্রাচীন ক্যাণ্টন-মেণ্টের প্রান্তর পরিদর্শন কার্য্য চলিতে লাগিল। এখানকার মানমন্দির ও জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যাপনার ব্যবস্থা দেখিয়া অতিশয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মক্ষেত্র কাশীর ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত সাধু-

জনমণ্ডলীর সংবাদ লইতে রাজাবাহাদুর ত্রুটি করেন নাই। উত্তর কালে বামড়ায় বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠার উল্লেখকালে পুনরায় কাশীর উল্লেখের প্রয়োজন হইবে।

রাজাবাহাদুর এখান হইতে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেন, পথে প্রাচীন অযোধ্যা বা ফয়জাবাদ অবতরণপূর্ব্বক গোমতীস্নান দেবদর্শন ও রামকাহিনী সংসৃষ্ট নানা বিবরণ পরিজ্ঞাত হইয়া লক্ষ্ণৌ উপস্থিত হন। লক্ষ্ণৌ নগরে দেখিবার বিষয় অনেক। লক্ষ্ণৌএর শেষ নবাব মহামান্য ওয়াজেদ্ আলি সাহের রাজভবন দেখিবার জিনিস। সম্পদ ও সৌভাগ্যজাত সখের ক্ষেত্র লক্ষ্ণৌনগর। নবাব বলিলেই উহার অন্তরালে এমন একটা বিলাস বাসনার চরিতার্থতা সম্পাদন বুঝায়, যে আজকাল কাহারও সংসার যাত্রা নির্ব্বাহে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি দেখিলেই লোক লোককে নবাব বলিয়া তিরস্কার করিয়া থাকে। বলে "লোকটার নবাবী চাল দেখেছ?" এই নবাবীর চাল্ চল্তির পূর্ণাঙ্গ চিত্র লক্ষ্ণৌএর কেইশর বাগে বর্ত্তমান। রাজাবাহাদুর লক্ষ্ণৌএর লীলা-নিকেতন কেইশরবাগ দর্শন করিয়া বেশ বুঝিয়াছিলেন, কোন্ পাপে মুসলমান রাজশক্তি ভারতলক্ষ্মীর অঙ্কচ্যুত হইয়াছিল। কলিকাতার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী মেটিয়াব্রুজের নবাব নিকেতনে নজরবন্দী নবাব ওয়াজেদ্ আলির লক্ষ্ণৌএর রাজভবনের বেগম মহলে তিনশত পঁয়ষট্টিটি পৃথক পৃথক বেগম নিকেতন। এই গুলির প্রত্যেকটিতে এক এক বেগম বাস করিতেন। তাঁহাদের মোট সংখ্যা তিনশত পঁয়ষট্টি! এই গুলিই আউদের অধঃপতনের প্রশস্ত সোপানরূপে দীর্ঘকাল বর্ত্তমান ছিল। রাজাবাসুদেব স্থঢলদেব এগুলি দেখিবার সময় অবশ্যই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ভরে ভারতের সে কালের ভাগ্যাকাশে মহাপরিবর্ত্তনের চিহ্ন সকল অঙ্কিত দেখিয়াছিলেন। সে পরিত্যক্ত রাজভবনে বিলাস প্রমাদের চিহ্নরূপে কেবল ইহাই কি দেখিয়াছিলেন? না, আরও দেখিয়াছিলেন, সে রাজঅন্তঃপুরের অঙ্গনে নবাবের মহিষীসহ জলক্রীড়ার

জন্য মর্ম্মর নির্ম্মিত কৃত্রিম জলাশয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। আকণ্ঠ মগ্ন হইবার উপযোগী জলাশয়ে সন্তরণ কালে, সঞ্চিত জলরাশি সহসা তিরোহিত হইলে, নবাব সদনে মর্য্যাদা রক্ষা ও লজ্জা নিবারণে অসমর্থ বেগমগণের অসহায় অবস্থা নবাবের অসীম প্রীতি বৃদ্ধি করিত। সে কৃত্রিম জলাশয় ও দীর্ঘকাল বর্ত্তমান থাকিয়া নবাবী ইতিহাসের সাক্ষ্যদান করিয়াছে। রাজা এ সকল দেখিয়া হৃদয়ের লুক্কাইত কক্ষে কাতরতা অনুভব করিয়াছিলেন।

ইংরাজ রাজশক্তির ভারতীয় পরিচালকগণের মধ্যে অক্ষয় কীর্ত্তি-সম্পন্ন কয়েক মহাত্মার অন্যতম প্রাতঃস্মরণীয় লর্ড ক্যানিংএর নাম সংযুক্ত ক্যানিংকলেজ পরিদর্শন করেন। লক্ষ্ণৌএর লামাটিনিয়া বিদ্যালয় ভবন অতি সুন্দর। তাহাও দেখিয়াছিলেন। ছত্রমঞ্জিল নামক (এক্ষণে বিচারালয়ে পরিণত) সুদৃশ্য প্রাচীন স্বর্ণচূড় হর্ম্ম্যের নির্ম্মাণ পারিপাট্য দর্শনে প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌএর প্রসিদ্ধ ইমাম্‌বাড়ী দেখিবার বস্তু, সেখানে প্রবেশের দ্বার এত উচ্চ যে বিস্ময় সহকারে উপর দিকে বহুক্ষণ ধরিয়া দৃষ্টিপাত না করিলে, তাহার সৌন্দর্য্য সম্ভোগ সম্ভবপর নহে। সে প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করিয়া ভিতরের কারুকার্য্য খচিত ইমারৎ মনোমুগ্ধকর, তাহার মধ্যে ভজনালয়। সেখানে কত মণিমুক্তা সংগৃহীত ও সুসজ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে, তাহা না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। রাজাবাহাদুর এ সকল দেখিয়া বেলীগার্ড দেখিতে যান। সিপাই বিদ্রোহের সময়ে ইংরাজগণ এই উদ্যান ভবনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া অমর কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। বাহির হইতে সিপাইগণ আক্রমণকালে সে সকল গোলা গুলি নিক্ষেপ করিয়াছিল, সে সকলের চিহ্ন অদ্যাপি সযত্নে সুরক্ষিত। যাঁহারা লক্ষ্ণৌ গমন করেন, তাঁহারা বেলীগার্ডে আবদ্ধ ইংরাজগণের বীরত্বের চিহ্ন সকল দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। রাজাবাসুদেব এখানে

সহিষ্ণুতা সহকারে জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ইংরাজের প্রাণ বিসর্জ্জন ও শেষে সুদূর-সমাগত ইংরাজ সৈন্যের সহায়তায় অবশিষ্টাংশের প্রাণ রক্ষার বিবরণ অবগত হইয়া বিস্ময় ও শ্রদ্ধাসহকারে সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়াছিলেন। যে গোমতী তীরে প্রাচীন অযোধ্যা নগরী ও বর্ত্তমান ফয়জাবাদ অবস্থিত, লক্ষৌনগরও সেই গোমতী তীরে প্রতিষ্ঠিত। এখানে নদী পার হইবার জন্য গোমতীর উপর সুন্দর সেতু প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল স্থান পরিদর্শন ও অন্য নানাবিধ বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া তিনি কানপুর যাত্রা করিয়াছিলেন।

রাজা বাসুদেব সুঢলদেব যে সময়ে কানপুর ভ্রমণে গিয়াছিলেন, সে সময়ে কানপুর ইংরাজের বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয় নাই। সে সময়ে ইংরাজ ব্যবসায়ীদের জন্য কেবল কার্পাস তুলার ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল। সুতরাং লক্ষৌ ও কানপুরে দেশীয়দিগের ব্যবসায় ও বাণিজ্য কেন্দ্র সকল দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল মাত্র। বৈদেশীক বণিকগণ তখনও এ অঞ্চলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। রাজা বাসুদেব সিপাই বিদ্রোহের প্রধান স্থান কানপুরে ইংরাজগণের প্রতি, ইংরাজ রমণী ও শিশুগণের প্রতি এ দেশীয় সিপাইগণের নির্ম্মম অত্যাচার কাহিনীর জীবন্ত সাক্ষ্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। অতীত ঘটনা হইলেও, ইংরাজ জাতির জাতীয় সম্মান বোধ, যেরূপ শ্রদ্ধাসহকারে সে সকলের স্মৃতি রক্ষায় যত্নবান, তাহাতে সে গুলির নূতনত্ব দীর্ঘ স্থায়ী হইয়া সাধারণ জনগণের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতেছে। রাজা বাহাদুর এই সকল ব্যাপার ও অন্য নানাবিধ জ্ঞাতব্য তত্ত্ব অবগত হইয়া দিল্লী যাত্রা করেন। দিল্লী ভারতের পাঠান ও মোগল রাজধানী। তৎপূর্ব্বে দিল্লীর অনতিদূরে ভারতের হিন্দু সম্রাট মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ ও হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজাবাহাদুর পাঠান ও মোগল কীর্ত্তি সকল পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক

ভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ ও হস্তিনাপুরের ধ্বংসস্তূপ ও কুরুক্ষেত্র দর্শন করেন। উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা বাসুদেব সুঢলদেবের হৃদয়ে ঐ সকল প্রাচীন স্মৃতি কি ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল, আজ তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে তিনি যেরূপ স্বদেশানুরাগী ও প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে যে অবসাদের সঞ্চার হয় নাই, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

দিল্লী হইতে রাজাবাহাদুর আগ্রায় মোগল রাজশক্তির অতুলকীর্ত্তি জগতের সপ্তখ্যাতির অন্যতম মমতাজমহল দেখিতে যান। স্থপতিবিদ্যা ও শিল্পচাতুরীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, জগতের জনমণ্ডলীর বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ তাজ পূর্ব্ব গৌরবে, সে মণিমাণিক্য ও হীরকালঙ্কারে বঞ্চিত হইলেও, অপূর্ব্ব দৃশ্য, রাজা সেই জগজ্জন সমাদৃত অপূর্ব্ব শিল্প সৌন্দর্য্যের অক্ষয় নিকেতন তাজমহল দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। দিল্লীর ন্যায় আগ্রাও মোগল সাম্রাজ্যের কীর্ত্তি নিকেতন। এখানকার দেখিবার বিষয় সকলের পূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া রাজাবাহাদুর মথুরা ও বৃন্দাবন যাত্রা করেন। মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল ইত্যাদি সম্বলিত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হিন্দু তীর্থ ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান স্থান। মথুরা ও বৃন্দাবনে তীর্থ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেবদর্শন ও বৈষ্ণব তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য অবগত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। এখান হইতে প্রয়াগে আগমন করেন। এখানে বেণীতীর্থে স্নানদান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া, অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। প্রয়াগের অক্ষয় বটবৃক্ষ এলাহাবাদের দুর্গ মধ্যে অবস্থিত। সেই বৃক্ষ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে এলাহাবাদের দুর্গ দর্শনও হইল। এখানে ইংরাজরাজের একটি শস্ত্রাগার প্রতিষ্ঠিত। সেই শস্ত্রাগার দর্শনের অধিকার সকলের নাই। রাজাবাহাদুর, পূর্ব্ব হইতে তাহা দর্শনের অনুমতি পত্র পাইয়া পরে, দুর্গ দেখিতে গিয়াছিলেন। সে শস্ত্রাগারে যুদ্ধের সকল সরঞ্জামই প্রস্তুত হইয়া

সুসজ্জিত রহিয়াছে। ভারতের নানাস্থানে অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োজন হইলে, এখান হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে। এখানে প্রাচীন সেনানিবাস-স্থান, আল্‌বার্ট পার্ক, খসরুবাগ, মিয়র কলেজ, যমুনার সেতু ইত্যাতি সমস্ত দেখিয়া পরে পূর্ব্বাভিমুখে গয়া যাত্রা করেন। গয়াতে আসিয়া বিষ্ণুপাদে পিণ্ডদান ও তীর্থ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, পরে বুদ্ধ-গয়া দেখিতে যান। এখানে বুদ্ধদেবের সমাধিস্থ সুন্দর মূর্ত্তি ও মন্দির দর্শন করিয়া, বুদ্ধদেবের সাধনা ও সিদ্ধিলাভের স্থান দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। এখান হইতে বৈদ্যনাথ যাত্রা করেন। বৈদ্যনাথে কয়েক দিন বাস করেন। সেখানকার প্রধান পাণ্ডার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। এখানে কুষ্ঠরোগীদের জনতা অধিক। কুষ্ঠরোগীর বিশ্বাস বাবা বৈদ্যনাথের দ্বারে পড়িয়া থাকিলে, বাবা বৈদ্যনাথের কৃপায় তাহারা রোগ মুক্ত হইবে। এখানে ধর্ম্মকর্ম্মে, ব্রাহ্মণ ভোজনে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া ও রোগীদের সেবায় সাহায্যদান করিয়া সিংহভূমের পথে রাজাবাহাদুর স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথে নানা স্থানে পিতার অনুসন্ধান করিয়া কোথাও তাঁহার সংবাদ পান নাই। শেষে রাজধানীতে সমাগত হইয়া শুনিলেন, হরিহর দেব পীড়িত হইয়া অজ্ঞাত বাসে, সম্বলপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। রাজা বাসুদেব সংবাদ পাইয়া ত্বরায় সম্বলপুর যাত্রা করিলেন এবং নানাপ্রকারে পিতার বিরক্তির তীব্রতা দূর করিয়া ও নির্জ্জনবাসের পণ ভঙ্গ করাইয়া তাঁহাকে রাজধানীতে আনয়ন করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় উন্নতির সূচনা

রাজা বাসুদেব সুঢলদেব এই দীর্ঘ ভ্রমণে নানা দেশদর্শন, তীর্থ পর্য্যটন, এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে, বিবিধ বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া, স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। পিতার সংবাদ না পাইয়া যে একটা গ্লানি গোপনে গোপনে অন্তর্দাহ উৎপাদন করিতে ছিল, পিতার সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়া, সে মানসিক অশান্তিও তিরোহিত হইল। রাজধানীতে আসিয়া কুমার সচ্চিদানন্দের শারীরিক সুস্থতা সন্দর্শনে নিশ্চিন্ত হইয়া, এইবার তিনি বিশেষ অনুরাগ ভরে রাজকার্য্যে মনোনিশেষ করিলেন। এইবার তাঁহার বিবিধ নূতন পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইল। রাজা বাসুদেব এইবার আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি ও অর্জ্জিত জ্ঞানের প্রভাবে যে উচ্চ রাজাদর্শ সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন, তাহাই পূর্ণাবয়বে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য 'মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন' পণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। তিনি অদূরদর্শী রাজা ছিলেন না। তিনি বেশ জানিতেন ও অনুভব করিতেন, রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ শ্রীবৃদ্ধি সাধন, বিপুল অর্থ সাপেক্ষ। তাঁহার আদর্শ পরিপূরণের উপযোগী অর্থ রাজকোষে সর্ব্বদা সংগৃহীত থাকিত না, তাই অল্পে অল্পে কার্য্যারম্ভ করিলেন, ও অল্পে অল্পে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজা বাসুদেব সুঢলদেব সর্ব্বাগ্রে সমগ্র বামড়ারাজ্য, তিন তহসিলে বিভক্ত করিলেন। দেবগড় তহসিলের কার্য্য পরিচালনার জন্য একজন ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হইলেন, আর তাঁহার কার্য্যের সহায়তার জন্য অন্যান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। কোচিণ্ডা নামক ২য় তহসিলে একজন ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। ৩য় বারকোট্ তহসিলে একজন ২য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও অন্যান্য

কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট্‌গণ কালেক্‌টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যের সুবন্দোবস্ত ও নানাকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন।

এতদ্ভিন্ন ঐ সকল তহসিলে, এবং নৈকুল, গোড়পালি ও গোবিন্দপুরে পুলিশ ষ্টেসন প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজধানী দেবগড়ে আপিল আদালত, জেলখানা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্টিত হইল। ইতিপূর্ব্বে যে এ সকল কিছু ছিল না, এমন নহে, তবে সে গুলি কেবল নামে ছিল মাত্র। আইন আদালত বিচার আচার সবই অতি সামান্য আকারে বর্ত্তমান ছিল। পূর্ব্বে রাজার বাচনিক আদেশে প্রায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হইত। আর, কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, উড়িষ্যার গড়জাত ও মধ্যপ্রদেশের রাজন্যবর্গের আভ্যন্তরিণ কার্য্যকলাপ ঐ প্রকারেই সম্পন্ন হইত। রাজা বাসুদেবের রাজ্যপালন পদ্ধতির অবলম্বন দৃষ্টি করিয়া ইংরাজ রাজ ঐ সকল দেশীয় রাজ্যে নূতন পদ্ধতি অনুযায়ী বিধি ব্যবস্থার সুপ্রতিষ্ঠার জন্য বার বার ইঙ্গিত করিয়াও উত্তম ফল লাভ না হওয়াতে, পরিণামে গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা সেই সকল পরিবর্ত্তন আনয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজা বাসুদেব সুঢলদেব নিজবুদ্ধিবলে ও আত্ম-প্রভাব কৌশলে, বাহিরের উপদেশ ও সে সকল পরিপালনের আদেশের হাত হইতে চিরদিনই অব্যাহতি লাভ করিয়া, আপন মনে রাজ্যের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তী রাজারা, রাজা বাসুদেবের অবলম্বিত পদ্ধতির অনুকরণে নিজ নিজ রাজ্য শাসনে ও প্রজার উন্নতি সাধনে অগ্রসর হইলে, রাজ্যের অনেক ধন সম্পদ, রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি ও প্রজার হিতসাধনে নিয়োজিত হইতে পারিত, কিন্তু উন্নতি বিমুখ ভারত প্রধানগণ সর্ব্বদাই অবসাঙ্গে আত্মসুখে রত, তাই ইংরাজ রাজ বাধ্য হইয়া ঐ সকল দেশীয় রাজ্যের মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করিতে ও সেস্থানের আবর্জ্জনা যথাসম্ভব দূর করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এ হস্তক্ষেপ ইংরাজ রাজার ইচ্ছাকৃত নহে, দেশীয় নৃপতিবৃন্দের অমনোযোগিতার ফল। রাজা বাসুদেব সুঢলদেব নিজকে ও নিজ

রাজ্যকে এই বাহিরের দৃষ্টিপাত হইতে রক্ষা করিয়া, স্বেচ্ছামত রাজ্যের উন্নতি সাধন করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ রাজশক্তির পুনঃ পুনঃ প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনার পাত্র হইয়াছেন। ইহাই রাজা বাসুদেবের ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব, আর এই জন্যই সে রাজজীবনী দেশের লোকের জ্ঞানক্ষেত্র পরিস্ফুটনে আদর্শস্থল। নিজের ও জন সাধারণের প্রকৃত উন্নতিকামী মহাত্মা ব্যক্তির স্বাবলম্বনের ফলে, দেশের কতটা কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, এই রাজজীবনী সে বিষয়ে, প্রতি বৎসরের নূতন পঞ্জিকার ন্যায়, শুভ ফলপ্রদ।

সেই জন্যই এ মহামূল্য জীবন যাপনের আলোচনার প্রয়োজন। পাঠক! যতই এই মহাত্মার যাপিত জীবনের মূলমন্ত্র ও সে মন্ত্রের সাধনার তত্ত্ব অবগত হইবেন, ততই আপনার হৃদয় মন বিস্ময়ে ও আনন্দে পূর্ণ হইবে। কিরূপভাবে তিনি বহু বিঘ্নের মধ্যস্থলে আত্মস্থ পুরুষের ন্যায় স্বকর্ত্তব্য সাধন করিয়া বর্ত্তমান যুগে ভারতীয় রাজ জীবনের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত হওয়া ও তাহা হইতে এ অন্নহীন জাতির অন্ন সংস্থান-মন্ত্র শিক্ষা করা, অবশ্য কর্ত্তব্য। এই জন্যই এ জীবনের আলোচনার প্রয়োজন।

দেবগড়ে উচ্চ ও নিম্ন আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল। পূর্ব্বে একটা মৃত্তিকানির্ম্মিত ও মৃত্তিকার প্রাচীর বেষ্টিত গৃহে জেলখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেটা একটা খোকা বাবুর ছেলে খেলাগোছের ব্যাপার ছিল। রাজা বাহাদুর কয়েদীদের জন্য সুন্দর স্বাস্থ্যকর ইষ্টকনির্ম্মিত কারানিবাস প্রস্তুত করাইয়াছেন। বিচারালয় ও পুলিশ গৃহ সকল মৃত্তিকা নির্ম্মিত ছিল। এ গুলিকে শোভনদৃশ্য উত্তম অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বামড়ার রাজধানী দেবগড়ের সৌষ্ঠব ও শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। এই সকল ও এইরূপ বিবিধ পরিবর্ত্তন সাধনে রাজার প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। দুইটি উপবিভাগের মধ্যে কোচিণ্ডার আয় প্রচুর,

সুতরাং কাজের পরিমাণও অনেক অধিক। এই মহকুমা রাজধানী হইতে পশ্চিমোত্তর দিকে প্রায় ১৩।১৪ ক্রোশ হইবে। বাম্‌ড়া রেল ষ্টেশন হইতে রাজধানী দেবগড়ে যাইতে কোচিণ্ডা প্রায় অর্দ্ধ পথ। এ অঞ্চলে জঙ্গল ও পর্ব্বতের সংখ্যা অল্প। শস্য ক্ষেত্রের পরিমাণ অধিক, ভূমি উর্ব্বরা, বৎসর দুইটা ফসল হইয়া থাকে। এজন্য এখানকার আফিস, আদালত, পুলিশ ইত্যাদি সমস্তই পাকা বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের দ্বিতীয় মহকুমা বারকোটও এই সকল নূতন সুব্যবস্থার অধিকারে, অধিক দিন বঞ্চিত রহিল না। রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শাসন পদ্ধতিরও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। প্রত্যেক দশবৎসর পরে পরে, রাজ্যের সমগ্র আবাদী জমির উন্নতি অবনতি, নিদ্ধারিত করের হ্রাস বৃদ্ধি, জমির পরিমাণানুসন্ধান ও নূতন আবাদী জমির কর নির্দ্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার জন্য, ও এই বিষয়ের বাৎসরিক বিবরণ প্রস্তুত করার জন্য একজন উচ্চশ্রেণীর সেটল্‌মেণ্ট আফিসার নিযুক্ত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে অমাত্য পরিবেষ্টিত রাজ সভাকে "বাম্‌ড়ার রাজ দরবার" বলিয়া অবিহিত করা হইত। ইংরাজ রাজ-সরকালের সহিত পত্রালাপে সর্ব্বদা "দরবার" শব্দই ব্যবহৃত হইত। রাজা বাসুদেব ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই "দরবার" শব্দ রহিত করিয়া ইহার স্থানে "কাউন্সেল" শব্দ ব্যবহার করার আদেশ দেন। ঐ কাউন্সেলে সর্ব্বপ্রথম নয় জন সদস্য আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই কাউন্সেলের সভাপতি ছিলেন রাজা বাসুদেব সুঢলদেব। রাজাবাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী, সেক্রেটারীরূপে কাউন্সেলের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবার ভার প্রাপ্ত হন।

সে কালের সম্বলপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ, সরকারি চাকরি হইতে অবসর লইয়া টিকায়েৎ সচ্চিদানন্দের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বাম্‌ড়ায় আগমন করেন। ইনি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান

লোক ছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়াও আইনজ্ঞ লোক ছিলেন। গভর্ণমেণ্টের কার্য্য কলাপের রীতি পদ্ধতি বিষয়েও তাঁহার বেশ অভিজ্ঞতা ছিল। কাউন্সেলের গঠন কার্য্যে তাঁহার সুপরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। রাজা বাসুদেব আইন ঘটিত অনেক জটিল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বিশেষ বিশেষ আপিলের মামলায় গিরীশবাবুর সিদ্ধান্ত অনেক সময়ে রাজার মনঃপুত হইত। তিনি তদনুসারে বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। বামড়ার রাজা বাহাদুরের হস্তে অপরাধীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবার অধিকার ন্যস্ত আছে। এখনও সে ক্ষমতা পরিচালনায় কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই, এবং সন্ধিসূত্রে এ অধিকার চিরদিনই আছে এবং থাকিবে।

হিংস্র জন্তুর অত্যাচারে ও সর্প দংশনে বৎসরের মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও, নানাবিধ রোগে লোক ক্ষয় নিতান্ত অল্প ছিল না। অতি প্রাচীনকাল হইতে রাজা বাসুদেবের রাজ্যভার গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিপদের সঙ্গে সঙ্গে, স্বাস্থ্যরক্ষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ প্রজামণ্ডলীর সংক্রামক রোগে, উত্তম চিকিৎসকের অভাবে, ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থার দোষে, জীবন বিসর্জ্জন সহজ ছিল। চিকিৎসক ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা ছিল না। অজ্ঞ গ্রাম্য চিকিৎসকের অপরীক্ষিত গাছগাছড়া ও অন্যবিধ ঔষধের উপর জনমণ্ডলীকে নির্ভর করিতে হইত। তাই মৃত্যুও খুব সহজ ছিল। এইরূপ অবস্থায়, প্রয়োজন হইলে, সম্বলপুর হইতে ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে হইত। তাই রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন বিষয়ে রাজা বাসুদেব মনোযোগী হইয়া দেখিলেন, রাজ সংসারের শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য একজন উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসক নিযুক্ত হইলেও, দাতব্য ঔষধালয়ের অভাবে প্রজামণ্ডলীর বিশেষ উপকার হইতেছে না, এজন্য ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে দেবগড়ে সর্ব্বপ্রথম দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বামড়ার সর্ব্বপ্রথম ডাক্তার নারায়ণপ্রসাদ দেব চিকিৎক নিযুক্ত হইয়া আসিয়া

ছিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে বহু সুচিকিৎসক বামড়ার চিকিৎসকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। দেবগড়ের বর্ত্তমান চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সিংহ এল্ এম্ এস্ মহাশয়ও যোগ্য ও বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। ক্রমে কুচিণ্ডায় দাতব্য ঔষধালয়ের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে ক্রমে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ক্ষেত্রে, ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন ও সংস্কারের স্রোত বহিতে লাগিল। রাজা বাহাদুর যে কেবল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী কতকগুলি অনুষ্ঠান করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। রাজ্যমধ্যে জ্ঞান বিস্তার ও দীর্ঘকালব্যাপী বদ্ধমূল কুসংস্কার সকল দূর করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষাবশে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সমাজের বিবিধ সংস্কার কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিলেন।

ইহার পর উল্লেখযোগ্য শতবিধ ঘটনার মধ্যে অসংখ্য রাজপথ নির্ম্মাণ। বামড়ারাজ্যের একস্থান হইতে অন্যস্থানে ও পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য-সমূহে প্রবেশের উত্তম পথ আদৌ ছিল না। রাজ্যের দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইলে, কিংবা রাজ্যান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন হইলে, হস্তিপৃষ্ঠে বনভূমি অতিক্রম করিয়া শ্বাপদসঙ্কুল অনির্দ্দিষ্ট পথে সর্ব্বদাই বিচরণ করিতে হইত। সেরূপ যাতায়াতের অসুবিধা ও ক্লেশ একদিকে যেমন বর্ণনার দ্বারা বুঝাইবার নহে, অপরদিকে এরূপ অনির্দ্দিষ্ট পথে সর্ব্বদাই যান ও যাত্রী দলের বিনাশ ঘটিত। রাজা শুর বাসুদেব নিজের কায়িক পরিশ্রম ও রাজকোষের অর্থব্যয় করিয়া রাজ্যের এই দীর্ঘস্থায়ী অভাব দূর করিতে অগ্রসর হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রচুর অর্থব্যয় ও মজুরদের সঙ্গে থাকিয়া অসঙ্গত ক্লেশ স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে, নিজেই ঐ সকল রাজপথ রচনায় ইঞ্জিনিয়া-রের কার্য্য করিয়াছেন। বহু অর্থব্যয়ে একজন ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত না করিয়া, নিজে ঐ সকল কার্য্যের মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, কোন্ পথ কেমন ভাবে গঠন করিলে, অল্পব্যয়ে হইবে, অথচ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াতের সুবিধা হইবে, পথে যে সকল ইষ্টক ও

লৌহময় সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে, সে সকলই তাঁহার নিজ বুদ্ধিপ্রসূত। রাজ্যে রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণের প্রয়োজন বোধ হইলে, অনেক রাজাই তাহা করাইয়া থাকেন, কিন্তু স্বয়ং এঞ্জিনিয়ার হইয়া মজুরদের সঙ্গে শ্রম করা ও কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা কোন রাজার পক্ষে সহজসাধ্য ব্যাপার বলিয়া ধারণা হয় না, কিন্তু স্যর বাসুদেব সত্যই এইভাবে নিজের কায়িক ও মানসিক শ্রমের দ্বারা বামড়ার রাজপথগুলি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক পথের সঙ্গে তাঁহার শ্রমস্মৃতি জড়িত থাকিয়া আজ বামড়ার প্রজামণ্ডলীর সমক্ষে স্যর বাসুদেবকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা কূটবুদ্ধিপরায়ণ, তাঁহারা হয়ত মনে করিবেন, রাজা কৃপণ স্বভাবের লোক ছিলনে। উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, কৃপণ ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ রাজপথ সকল নির্ম্মাণের প্রয়োজন বোধই থাকে না, তাহার পর, তিনি অন্য শতবিধ সদনুষ্ঠানে যেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে কার্পণ্য দোষের লেশমাত্রও তাঁহাকে স্পর্শ করে না। ফল কথা এই যে, কোন কাজের অনুষ্ঠান করিয়া, তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে, তাঁহার আন্তরিক যত্ন চেষ্টার প্রবলতাই তাঁহাকে সর্ব্বদা এইরূপ শ্রমকর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে, এ বিষয়ে তিনি শীতাতপ ও বর্ষার বারিধারা সহজেই উপেক্ষা করিতে ও মজুরদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রম করিতে আনন্দ অনুভব করিতেন। রাজপথ, তাই কি দু পাঁচটা? রাজধানী দেবগড়কে কেন্দ্র করিয়া উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম, চারিদিকে অসংখ্য রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়া গিয়াছেন। সকল পথ সমান দীর্ঘ না হইলেও, এমন পথ দু পাঁচটি আছে, যাহাদের দৈর্ঘ্য কলিকাতার রাজধানী হইতে যশোহর যাইবার সে কালের পথের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অল্প নহে। যে রাজপথ অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া, কলিকাতা হইতে যশোহরের যাতায়াতে সাহায্য করিয়া থাকে, সে পথ শ্যামবাজার খালের সেতু পার হইয়া দমদমা ও

বারাশতের মধ্য দিয়া গোবরডাঙ্গা ও বনগ্রাম হইয়া যশোহরে পৌঁছিয়াছে, ইহার দৈর্ঘ্য ৭৫ মাইল। বামড়ার প্রজাসাধারণের যাতাযাতের সুবিধার জন্য, ব্যবসায় বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থে ও ভিন্ন রাজার দেশের সহিত সম্বন্ধ রক্ষার জন্য, স্যর বাসুদেব এরূপ দীর্ঘ রাজপথ সকলও প্রস্তুত করাইয়াছেন। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের বাম্ড়া ষ্টেশন হইতে রাজধানী দেবগড় পর্য্যন্ত যে রাজপথ প্রসারিত, তাহার দৈর্ঘ্য ৫৮ মাইল। এই পথ অনেকস্থলে পাহাড়ের উপর দিয়াও গিয়াছে। ঐ সকল পাহাড়ে পথ নির্ম্মাণে যে স্থপতিবিদ্যার পরিচয় বর্ত্তমান, তাহা কোন বিজ্ঞ ইংরাজ এঞ্জিনিয়ারের বুদ্ধিপ্রসূত বলিয়াই বিশ্বাস হইবে, কোন অনভিজ্ঞ লোকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে যে, সহজে সে সকল কার্য্যের নিয়ম পদ্ধতি স্থান পাইতে পারে, তাহা কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হইবে না। মধ্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তা, রাইপুরের পোলিটিকেল এজেণ্ট ও সম্বলপুরের ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীগণ বাম্ড়ার ষ্টেশন হইতে দেবগড়ের রাজপথ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিস্ময়সহকারে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কোন্ ইংরাজ এঞ্জিনিয়ার এ পথের নক্সা প্রস্তুত ও নির্ম্মাণ পরিদর্শন করিয়াছেন? সকলেই, রাজা স্যর বাসুদেবের বুদ্ধিপ্রসূত প্রণালীর অবলম্বনে, ঐ রাজপথ গঠিত হইয়াছে শুনিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। আমাদের দেশের ঐশ্বর্য্য-সম্পদ-সম্পন্ন, শ্রমবিমুখ, খোসগল্প-প্রিয় বিলাসী ব্যক্তিগণের সমক্ষে কর্ম্মশীলতার, লোকসেবার, অধ্যবসায়ের ও সুকীর্ত্তিপরায়ণতার অত্যুত্তম দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, তাঁহার প্রতি প্রচুর সম্মান প্রদত্ত হইল বলিয়া মনে হয় না। এরূপ মহাত্মা ব্যক্তির জীবনাদর্শ সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পূজাপ্রাপ্ত হইলেই যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার হইল বলিয়া মনে হয়। নেপোলিয়নের সৈন্যদল ইটালীর উত্তর আল্পপর্ব্বত মালা উত্তীর্ণ হইয়া যখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে শিবির স্থাপন করে, তখন সম্রাটের জন্য এক বিশপের গৃহে বিশ্রাম ও রাত্রি যাপনের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। সম্রাট,

বিশপের সে সমাদরপূর্ণ সম্বৰ্দ্ধনা ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী এক কৃষকের গোয়ালঘরে অতি কষ্টে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে সৈন্যমণ্ডলে দেখা দিবামাত্র চারিদিকে আনন্দধ্বনি নিনাদিত হইয়াছিল। সম্রাট-সেনাপতি, বিশপকে প্রশ্নোত্তরে, বলিয়াছিলেন "আমার সর্ব্বস্ব মাঠে অনাহারে শীতক্লিষ্ট, আমি কেমন করিয়া আপনার সেবা গ্রহণ করিব?" রাজা বাসুদেব নেপোলিয়ান-সংবাদ অবগত ছিলেন না, কিন্তু শ্রমজীবীদের সঙ্গে উপবাসে ও সমান আহারে তুষ্ট হইয়া তাহাদের সঙ্গে রৌদ্র-বর্ষায় সমান শ্রম করিয়া রাজচরিত্রের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত, বিদেশে বিরল না হইলেও, আমাদের দেশে নিতান্ত বিরল সন্দেহ নাই।

উড়িষ্যার গড়জাত ও মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় অঞ্চলের পর্ব্বতময় বনভূমির বক্ষে অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ করদ রাজ্যের রাজারা বাস করেন। সেই সকল রাজ্যের রাজা ও প্রজামণ্ডলীর সাধারণ অবস্থা অতি শোচনীয়। সমগ্র ভূভাগের পরিমাণ ফল বহু বহু সহস্র বর্গমাইল। ঐ সমগ্র প্রদেশের জনসংখ্যার ইয়ত্তা নাই, ইহার মধ্যে বাম্‌ড়ার পরিমাণ ফল ও জন-সংখ্যা তুলনায় নিতান্ত অল্প। প্রকৃত কথা এই যে, ঐ বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে এই অল্প পরিসর রাজ্যটুকু ও ঐরূপ অল্প সংখ্যক প্রজা লইয়া প্রভূত আয়ের সৃষ্টি করিয়া রাজ সংসারের ও প্রজাসাধারণের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন চেষ্টা যেমন তেমন লোকের কর্ম্ম নহে। অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর রাজ্যের সুখ সুবিধা সাধনের ভার রাজা স্যর বাসুদেবের ন্যায় কর্ম্মশীল মহাত্মা ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকিলে, না জানি, আরও কত শুভ ফল সম্ভোগ করিয়া বৃহত্তর জনসমাজ উপকৃত হইত। কর্ম্মযোগী স্যর বাসুদেবের অনুষ্ঠিত কর্ম্মক্ষেত্রের সংখ্যা ও পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের প্রজামণ্ডলীর কার্য্যক্ষমতা, কর্ম্মপটুতা ও কর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনে অনলস ও শ্রমশীল, কৃষকেরা কৃষিকার্য্যে রাজাদর্শে নিত্য নূতন পদ্ধতির অব-

লম্বনে অগ্রসর। শ্রমজীবীরা নিত্য নূতন উপার্জ্জনের পথে অগ্রসর। এরূপ ভাবে রাজ্যের প্রজাগণ কার্য্যে নিযুক্ত যে, বাম্ড়ায় সকল সময়ে মজুরের কাজে নিযুক্ত করিবার লোকাভাব হইয়া থাকে, তাই পার্শ্ববর্ত্তী পাল্লাহারা, তালচের, গাংপুর ও বনাই প্রভৃতি রাজ্যের অসংখ্য শ্রমজীবী বাম্ড়ায় কাজ করিবার জন্য আসিয়া থাকে। অথচ বাম্ড়ার এক প্রাণীকেও অন্নসংস্থানের জন্য রাজ্যের বাহিরে যাইতে হয় না। সে কেমন দেশ, যেথানে প্রজামণ্ডলী সুখে এক মুষ্টি অন্ন পায়, অথচ বিদেশীয় জনগণ উপস্থিত হইলে, কাজ পায় ও ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। ভারতব্যাপী অন্নাভাবের হাহাকারের মধ্যস্থলে এরূপ একবিন্দু স্থানকে সাহারা পরিবেষ্টিত শস্যশ্যামল উর্ব্বর ক্ষেত্র বলিয়া মনে হইলে, কি কিছু দোষ হয়? স্যর বাসুদেবের বাম্ড়া সত্যই এতাদৃশ পূণ্য ভূমিতে পরিণত হইয়াছে, আর তদীয় গুণবান পুত্র শ্রীযুক্ত রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব এই পিতৃকীর্ত্তি সম্যক রক্ষায় সর্ব্বদা যত্নতৎপর, তাই সর্ব্বদা স্বর্গীয় পিতার শুভদৃষ্টি ও আশীর্ব্বাদভাজন হইয়া, নিত্য নূতন উন্নতির পথ অবলম্বন করিতেছেন। ইহা পিতা পুত্র উভয়েরই গৌরবের কথা সন্দেহ নাই।

বাম্ড়ার রাজধানী দেবগড়ের রাজপথ সকলের নির্ম্মাণ সৌষ্ঠব, সেই সকল পথে যাতায়াতের আরাম, এবং তাহাদের সংখ্যাধিক্য, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই পার্ব্বত্যপ্রদেশ ও অরণ্য সকলের মধ্য দিয়া যে বিবিধ ক্লেশভোগে, ঐ সকল রাজপথ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে, রাজা স্তর বাসুদেবের অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতা, অর্থব্যয়, উপবাস ভোগ ইত্যাদির প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। নিজের রাজধানী হইতে রাজ্যের সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুবিধা সাধন করিয়া রাজা বাহাদুর ক্ষান্ত হন নাই। দেবগড় হইতে সম্বলপুর ও বাম্ড়া রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইবার প্রশস্ততর রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হন নাই।

তিনি তাঁহার নিজ রাজ্য হইতে পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য রাজাদের রাজ্যমধ্যে প্রবেশের উত্তম রাজপথ সকল নির্ম্মাণ করাইয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। দেবগড় হইতে পাল্লাহারা, বনাই রেড়াকোল, তালচের প্রভৃতি রাজ্যের সীমানা পর্য্যন্ত অক্লেশে যাইবার সহজ সুন্দর রাজপথ সকল রচনা করিয়া ঐ প্রদেশীয় বহু বহু লোকের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়া গিয়াছেন। এই সকল রাজপথ রচনায় যে কত শত পাহাড় কাটিতে ও ড্যায়নামাইট দ্বারা পর্ব্বত উড়াইতে হইয়াছে, কত বন জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিতে হইয়াছে, সে সকলের সংখ্যা হয় না। রাজা স্যর বাসুদেব এই সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার আদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। প্রত্যেক পথ নির্ম্মাণকালে নিজে ষ্টেটের নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারের ন্যায় পথের কাজ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। এতেই তাঁহার আনন্দ ও এতেই তাঁহার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজ পরিবার

রাজা বাসুদেব সুঢলদেবের পাটরাণী রাণী গিরিরাজকুমারীর লোকান্তর গমনে রাজা বাসুদেবের হৃদয়ে দারুণ অবসাদ ও তজ্জাত বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। যে বৈরাগ্যের দীর্ঘ স্থায়িত্ব নিবন্ধন দেবগড়ের রাজভবন তাঁহার পক্ষে বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল, যে অশান্তিকর মানসিক অবস্থার তাড়নায় রাজা দেশ ভ্রমণ ও তীর্থ পর্য্যটন শ্রেয় বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, সেই শ্রেয়ের পথে পদার্পণ করিয়া রাজা বাসুদেব নানাদেশ ও নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া, নানাস্থানে দেবদর্শন ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও সাধু সজ্জনের সঙ্গ লাভ দ্বারা ক্রমশ স্ব-ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নানাস্থানের জনমণ্ডলীর বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন, দেশের প্রাচীন ও আধুনিক ঐতিহাসিক তত্ত্বের সার সংগ্রহ, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্র সকল পর্য্যবেক্ষণ নিবন্ধন, প্রভৃত বৈষয়িক জ্ঞানলাভ করিয়া সবলদেহে ও সুস্থ মনে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর, গুরুজনগণ ও আত্মীয় স্বজন পুনরায় দার পরিগ্রহের জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজা বাসুদেব বিদেশ যাত্রার সময়ে গিয়াছিলেন একভাবে, ফিরিলেন সম্পূর্ণ অন্য ভাবে। বিষয়-কর্ম্মে বীতরাগ ও বৈরাগ্যমার্গ অবলম্বনের ইচ্ছার পরিবর্ত্তে, রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন বাসনা তাঁহার হৃদয় মন অধিকার করিয়াছে। তিনি বুঝিলেন, সংসারে থাকিয়া রাজসংসারের ও প্রজামণ্ডলীর সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধন চেষ্টা যখন তাঁহার লক্ষ্য, তখন সকলের অনুরোধে পুনরায় দারান্তর গ্রহণ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করাই কর্ত্তব্য। তাই পাত্রী অনুসন্ধানের জন্য ঘটক ও পুরোহিত প্রেরিত হইল।

ইহারা নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত রড়ুয়ার ক্ষত্রিয় জমিদার ময়ুরভঞ্জ রাজপরিবারের শাখা বিশেষের দুই কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন। রাজা বাসুদেব সুঢলদেব যথাকালে নির্দ্দিষ্ট দিনে রড়ুয়ায় গমন পূর্ব্বক ঐ ভগ্নীযুগলের পাণি-গ্রহণ করিয়া, বধূসহ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহার পর একদা কলিকাতা পরিভ্রমণান্তর রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তনকালে সিংহভূমের অন্তর্গত খরসুয়ার ঠাকুর নীলমণি বাহাদুরের ভাগিনেয়ীর পাণিগ্রহণ করিয়া বধূসহ রাজভবনে উপস্থিত হন। অতঃপর এই তিন রাণী বামড়ার রাজ সংসারে রাজ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া পরমসুখে ও শান্তিতে কালযাপন করিয়াছেন। "পরমসুখে ও শান্তিতে" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অল্পবয়সেই রাজা বাসুদেব রাণী গিরিরাজকুমারীর লোকান্তর গমনে ভগ্নহৃদয় হইয়া বৈরাগ্যমার্গ অবলম্বন করিয়া দেব-দর্শন, তীর্থপর্য্যটন ও দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, উহাই তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব। তাঁহার তরুণ বয়সের বিরহ বেদনা তাঁহার সুকুমার হৃদয়ে যে পরিবর্ত্তন আনিয়াছিল, সে পরিবর্ত্তনের প্রবল শক্তি তাঁহার উচ্চ শিক্ষাজাত উচ্চভাবসম্পন্ন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার অনাসক্ত হৃদয় মন, পরবর্ত্তী রাণীদের কাহারও নিকট অসঙ্গত আনুগত্য স্বীকার করে নাই। একদিকে যেমন কাহারও প্রতি অবজ্ঞা, অনাদর বা উপেক্ষা প্রদর্শন তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল, ঠিক সেইরূপ আবার কাহাকেও নিজ জীবনের উপর প্রভুত্ব করিতে দেওয়াও তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা ও স্বভাব চরিত্রে কুলাইত না। তাই তিনি নানা সূত্রে পরিচালিত হইয়া, ক্রমান্বয়ে তিন বিবাহ করিলেও, তাঁহাদের প্রতি প্রেমপূর্ণ সদ্ব্যবহার দ্বারা তাঁহাদিগকে সমানভাবে বশে রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। তিন রাণী বর্ত্তমানে অযোধ্যার রাজসংসারে যে দাবানলের সৃষ্টি হইয়াছিল, কৌশল্যা বর্ত্তমানে রামের বনবাসের

ব্যবস্থা হইয়াছিল, এখানে মাতৃহীন জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সচ্চিদানন্দের নির্ব্বাসন ব্যবস্থার চেষ্টা হয় নাই, বরং রাণীত্রয় সর্ব্বদাই ঐ মাতৃহীন জ্যেষ্ঠ তনয়ের প্রতি স্নেহপরায়ণ ছিলেন। নিজেদের বহু পুত্রকন্যা থাকা সত্বেও সকলে মিলিত হইয়া জ্যেষ্ঠরাজকুমার সচ্চিদানন্দের সর্ব্ববিধ সুখ সাধনে সর্ব্বদা যত্নবতী ছিলেন, ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, রাজা বাসুদেবের ব্যক্তিত্ব ও তজ্জাত আচার আচরণ কিরূপ সুন্দর ছিল। তিনি কিরূপ সহজ ও সুন্দরভাবে সংসার ধর্ম্ম পালন করিয়া গিয়াছেন, ইহা হইতে তাহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। যে উচ্চ উদার নীতি তাঁহার বাহিরের কর্ম্মজীবনকে নিয়মিত করিত, সেই পন্থা অবলম্বনে তিনি, তিন রাণী বর্ত্তমানেও, রাজঅন্তঃপুরে সুখে ও শান্তিতে কালাতিপাত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তাঁহার এই তিন রাণীর গর্ভে এগারটি কন্যা ও আটটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয়া রাণীর দুই পুত্র ও তিন কন্যা, তৃতীয়ার পাঁচ কন্যা ও তিন পুত্র এবং চতুর্থী রাণীর তিন কন্যা ও তিন পুত্র। তৃতীয়া রাণীর প্রথমা কন্যাই জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী। রাজা বাসু-দেবের রাজসংসারে এই রাজকুমারীই সর্ব্বপ্রথম কন্যারূপে আনন্দ বিতরণে সংসারকে সরস ও মুখরিত করিয়াছিলেন। রাজা বাসুদেবের যত্ন চেষ্টার ফলে, ইনি সুশিক্ষিতা হইয়া খড়িয়ালের যুবরাজের সহিত পরিণিতা হইয়া ছিলেন, কিন্তু এই রাজবালা ও রাজবধূ দীর্ঘকাল সংসার জীবন যাপন করিতে পান নাই। বিবাহের পর তাঁহার লোকান্তর গমন নিবন্ধন পিতামাতার বিরহ বেদনা দীর্ঘস্থায়ী হইয়া রাজারাণীকে ক্লেশ দিয়াছে। ইহার জন্মগ্রহণের পর ঐ তৃতীয়া রাণীরই এক পুত্র সন্তানলাভে রাজসংসার পুনরায় আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইনিই বড়কুমার শ্রীযুক্ত বলভদ্রদেব। সচরাচর উড়িষ্যার রাজ সংসারে জ্যেষ্ঠ পুত্র টিকায়েৎ ও মধ্যম পুত্র বড়কুমার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অপরাপর কুমার-গণের নামের পূর্ব্বে "লাল" এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লাল



স্বর্গীয় রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব

দুষ্মন্ত দেব, লাল দয়ানিধি দেব, লাল জয়নারায়ণ দেব, লাল রাজিবলোচন দেব, লাল ললিতমোহন দেব, লাল পদ্মলোচন দেব, লাল লালমোহন দেব। এই সকল রাজকুমারের মধ্যে শেষ দুই রাজকুমার পদ্মলোচন দেব ও লালমোহন দেব এখনও অবিবাহিত। কনিষ্ঠ বিদ্যার্জ্জননিরত হইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। অপর রাজকুমারগণ সংসারে প্রবেশ লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অর্জ্জনে বদ্ধ পরিকর। রাজা বাসুদেব ইঁহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেবের রাজ শক্তির চন্দ্রাতপ তলে, কুমারগণ প্রাপ্ত সম্পত্তির পরিরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন দ্বারা নিজ নিজ ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য্য সম্ভোগের এবং রাজাশ্রয়ে সুখ শান্তিতে কাল কর্ত্তনের সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছেন। ধন বৃদ্ধির সদুপায় সকল শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, রাজা স্যর বাসুদেব কুমারগণের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র সম্পত্তি, আবাদী জমি, এবং খামার ইত্যাদি দিয়াছেন এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্বারা ধনাগম ও ধন বৃদ্ধির উপযোগী মূলধন দিয়া, প্রত্যেককে স্বাবলম্বনের পথ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ইঁহারাও পিতৃ উপদেশের ফলে জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছেন।

রাজকুমারীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠার বিষয়ে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রাজার মধ্যমা রাজকুমারী শ্রীমতী দেবীর সহিত সরগুজার যুবরাজের বিবাহ হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশে অল্প বয়সেই এই রাজকুমারী বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হন। সরগুজার যুবরাজের অকাল মৃত্যুতে, সে সংসারে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহার ফলে রাজকুমারী শ্রীমতী দেবীর অবস্থা বিপর্য্যয় নিবন্ধন, তাঁহাকে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। রাজা বাসুদেব স্বয়ং নানা উপায়ে চেষ্টা করিয়া, কন্যাকে গৃহে আনিতে না পারিয়া, নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন। ইতিপূর্ব্বে উড়িষ্যার ও মধ্যপ্রদেশের রাজন্যবর্গের মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে,

বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃগৃহের সঙ্গে রাজকুমারীদের সকল সম্বন্ধ ফুরাইয়া যাইত। কন্যারা, বিবাহের পর দীর্ঘজীবনে, কখনও কোন কারণে, আর পিতৃগৃহে পদার্পণ করিতে পাইতেন না। এ প্রথা যে ভয়ানক কুপ্রথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজ সংসারের কন্যার বিবাহ ও মৃত্যু একই পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। কন্যারা, বিবাহান্তে আর সেই বাল্যস্মৃতিজড়িত পিত্রালয়, ছোট ছোট ভাই ভগিনী, প্রভৃতির কাহাকেও আর দেখিতে পাইতেন না। মা, মাসী, পিসীদের সঙ্গে জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার উপায় ছিল না। এই হিসাবে রাজকন্যাগণের বিবাহ, মৃত্যুর নামান্তরে পরিণত হইয়াছিল। এমন কি পিতা মাতার মৃত্যু কালেও রাজকন্যারা শ্বশুরালয় হইতে পিতৃগৃহে আসিতে ও পিতামাতার শেষ পরিচর্য্যা করিতে বা একবার চোখের দেখা দেখিতেও পাইতেন না। দীর্ঘ—দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐ অঞ্চলের রাজসংসার সকলে এই কুরীতি বাহাল তবিয়তে বর্ত্তমান থাকিয়া পিতামাতার সঙ্গে কন্যাদের সম্বন্ধের বন্ধন বিনাশ করিতেছিল। রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব বিধবা কন্যার বিবিধ ক্লেশভোগের সংবাদ পাইয়া, ও বহু যত্ন চেষ্টার দ্বারা কন্যাকে গৃহে আনিতে না পারিয়া, বড়ই ব্যথিত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে নিরুপায় হইয়া কন্যার উদ্ধার সাধনের জন্য ইংরাজ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাজ কর্ম্মচারীদিগকে প্রকৃত অবস্থা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহাদের দ্বারা সরগুজার রাজার উপর কন্যাকে পিতৃগৃহে আনয়নের আদেশ পাইলেন। তাহার পরও রাজকুমারী শ্রীমতীদেবী, নানা নির্য্যাতন ও ক্লেশ ভোগের পর, পিতৃহস্তে অর্পিত হইলেন।

এই উপলক্ষে, রাজা স্তর বাসুদেবের এই ব্যক্তিগত ক্লেশভোগের পর, হৃদয়ে এক প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল। কি উপায় অবলম্বন করিলে, এই বর্ব্বর প্রথার বিনাশ সাধন করিতে পারিবেন; স্থির-

প্রতিজ্ঞ রাজা বাসুদেব সুঢলদেব একদিকে সংবাদ পত্রে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিলেন, অপর দিকে ঐ অঞ্চলের ক্ষত্রিয় রাজা ও জমিদারদের সকলকেই এই মর্ম্ম বেদনাদায়ক সামাজিক রীতির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী কালে, নিজ পুত্র কন্যাদের বিবাহের সময়ে, এই সামাজিক নিয়মের কঠোরতা বুঝাইয়া, বন্ধনমুক্তি সম্বন্ধে অপর পক্ষকে সম্মত করিয়া, তবে বিবাহ প্রস্তাব স্থির করিতে লাগিলেন। দেবগড়ের রাজ সংসারের নিকট এই কুরীতি এবং এইরূপ নানা অসঙ্গত সামাজিক অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তনের জন্য উড়িষ্যার ও মধ্যপ্রদেশের রাজারা ঋণী। রাজা স্যর বাসুদেব নিজ কুমারগণের বিবাহের অনুষ্ঠান কালে কন্যাপক্ষকে, প্রয়োজন হইলে, কন্যাকে পুনরায় লইয়া যাইবার অধিকার দান করিয়া, সহজে এই চিরনির্ব্বাসন প্রথার মস্তকে কুঠারাঘাত করিতে পারিয়াছিলেন। সংসার সর্ব্বদা কি দেখে? স্বার্থ? রাজা বাসুদেব নিজের কন্যাগুলির বিবাহের সময়ে, বিবাহের পর কন্যা আনয়নের প্রস্তাব করিলে, অপর পক্ষ একটু ইতস্ততঃ করিলেও, বিবাহান্তে তাঁহাদের নিজ কন্যাকে গৃহে পুনরায় পাইবার আশায় সহজেই সম্মত হইতেন। এক রাজা স্যর বাসুদেবের যত্নচেষ্টার ফলে, এক্ষণে সমগ্র প্রদেশের রাজসংসারে ঐ কুপ্রথা একবারে রহিত হইয়া গিয়াছে।

এই কাজটিকে সুসিদ্ধ করিয়া তুলিতে, রাজা স্যর বাসুদেবকে লোকমত পরিবর্ত্তনের জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। যতই নিন্দনীয় হউক না কেন, কোন প্রথা একবার জনসমাজে প্রচলিত হইয়া গেলে, তাহা রহিত করিবার শক্তি অল্প লোকেরই থাকে। ব্যবস্থার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, ন্যায়ান্যায় বিচার বিরহিত ভাবে, সেই প্রথার পায়ে মাথা লুটাইয়া জীবন ধারণ ও জীবন যাপন করাই মানুষের সাধারণ নিয়তি। ন্যায়ান্যায় বুঝিয়া

ন্যায়ের পক্ষ সমর্থনে যে শক্তির প্রয়োজন, সে পুরুষশক্তিবিশিষ্ট মানুষের সংখ্যাই অল্প। তাই রাজা শুর বাসুদেবকে, এই কুপ্রথা উঠাইয়া দিতে, বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পণভঙ্গ করিবার জন্য প্রতিপক্ষ যতই প্রবল হউক না কেন, তাতে তিনি ভীত হইতেন না। তাঁহার হৃদয়ের বল, ও মনের দৃঢ়তার অপরিসীম প্রভাব ছিল, যাহা করিতে হইবে বলিয়া বুঝিতে পারিতেন, যাহা করিবেন বলিয়া স্থির করিতেন, যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন, সে কাজ শেষ না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। এজন্য প্রাণপণ করাই তাঁহার স্বভাব ছিল। বিধবা রাজকুমারীর উদ্ধার সাধন উপলক্ষে, এই সামাজিক কুপ্রথা রহিত করিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়াছিল বলিয়াই, প্রসঙ্গ ক্রমে এখানেই সমাজের এই কুরীতির নিবারণ চেষ্টার আলোচনা করা গেল। কিন্তু পাঠক পরে দেখিবেন, তাঁহার সমাজ সংস্কারের প্রবল উদ্যমের ফলে, তাঁহার রাজ্যে ও সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সকলে কত উন্নীতিকর অনুষ্ঠান স্থান পাইয়া, সমাজের সাধারণ অবস্থা কত উন্নততর করিয়া তুলিয়াছে।

বিবাহান্তে কন্যাগণের পিত্রালয়ে যাওয়ার অধিকারে চিরবঞ্চিত থাকার প্রথা যে উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের রাজসংসার সকলেই সর্ব্বপ্রথম সূচিত হইয়াছিল, এরূপ বোধ হয় না। কারণ ঐ প্রদেশের রাজারা ত ভারতের অন্যান্য প্রদেশীয় রাজাদের হইতে পৃথক সম্প্রদায় নহেন। ইঁহারা সকলেই ভারতীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্ষত্রিয় রাজগণের বংশধর। ভারতে মোগল পাঠানের আবির্ভাবে ও অভ্যুদয়ে, বিশেষ ভাবে সম্রাট আকবরের সময়ে, ক্ষত্রিয় রাজকুমারীগণের মোগল কুলবধূরূপে পরিগৃহীত হওয়ার প্রথা প্রচলিত হওয়াতেই যে, বিবাহান্তে ভারতীয় রাজকুমারীগণের পিত্রালয়ে পদার্পণ সুখ চিরতরে অস্তমিত হইয়াছিল, তাহাও বোধ হয় না। তৎপূর্ব্বেও যে, এ কুপ্রথা প্রচলিত

ছিল না, এরূপ মনে হয় না। দেবকুলে সতী, পিতৃগৃহে যজ্ঞানুষ্ঠানে বিনানিমন্ত্রণে গিয়া, পিতৃমুখে পতিনিন্দায় দেহত্যাগ করিয়া গিরিরাজ-কুমারী রূপে, বৎসরান্তে বসন্তে ও শরৎকালে এক একবার পিত্রালয়ে আগমন করিলেও, ভোজরাজকুমারী ভানুমতী কেবল পিত্রালয়ে কেন, স্বেচ্ছামত সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পাইলেও, সাধারণত রাজকন্যাগণের বিবাহের পর, পিত্রালয়ের স্নেহমমতায় বঞ্চিত থাকিতেই হইত।

রামায়ণের বিবরণে কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা প্রভৃতির পিত্রালয়ে গমনের উল্লেখ নাই। আদর্শ পতি সহবাসে শতবিধ দুঃখক্লেশ, নির্য্যাতন ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও, নারীর আদর্শ সীতাদেবী কোনদিন বিপন্না হইয়া জনকসদনে আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পরিণয়ের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃগৃহের সম্বন্ধচ্ছেদ হইয়াছিল। রাম-বনবাসে, এবং সীতার বনবাসে, জনক কন্যার সংবাদ লইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ নাই। শান্তারও তাহাই। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিলে পর, কন্যা শকুন্তলা পিতা মহর্ষি কণ্বের আশ্রমগতা হয়েন নাই। হেমকুটে মহর্ষি কশ্যপের আশ্রমে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া রাজা দুষ্মন্তের অপেক্ষায় জীবন ধারণ করিয়াছিলেন।

মহাভারতের বিবরণ মালার মধ্যেও ভারত কুলবধূগণের পিত্রালয়ে গমনের সংবাদ পাওয়া যায় না। রাজপুতানার রাজন্যবর্গের কুলবধূরা পিত্রালয়ে যাইতে পাইতেন বলিয়া শুনা যায় না। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরানুষ্ঠানের ন্যায়, জয়চন্দ্রের রাজভবনে সংযুক্তার স্বয়ম্বরক্ষেত্রে, সুবৃহৎ যুদ্ধানুষ্ঠান সহযোগে বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহা হইতে বেশ স্পষ্টই প্রতিয়মান হয়, বিবাহান্তে রাজকন্যাগণের পিতৃগৃহ দর্শন বহু প্রাচীনকাল হইতেই রহিত হইয়া আসিয়াছে। উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের রাজ সংসারেও ঐ প্রথা প্রবল ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব এই কুপ্রথা নিবারণ, ও বিবাহান্তে রাজকন্যাগণের পিতৃগৃহে যাতায়াতের সুযোগ সাধন দ্বারা

উড়িষ্যার রাজসংসারে সুবৃহৎ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ এজন্য তাঁহারই নিকট ঋণী।

অন্যান্য রাজকুমারীগণের মধ্যে রাজার জীবদ্দশায় সুলোচনা জেমা, * আর প্রিয়ম্বদা জেমা ও কুসুম জেমা পরবর্ত্তীকালে, অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া দারুণ দুঃখ শোকে রাজসংসার দগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রিয়ম্বদা দেবী পাল্লাহারার রাণী হইয়াছিলেন। আর ভারতবর্ষের মানচিত্রে হাইদ্রাবাদের পূর্ব্বদিকে ও মধ্যপ্রদেশের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে যে সুবিস্তৃত রাজ্য দেখিতে পাওয়া যায়, উহার নাম বস্তার। ঐ সুবৃহৎ প্রদেশের রাজধানী জগদ্দলপুর গোদাবরীর উপনদী ইন্দ্রবতীর তীরে অবস্থিত। রাজ্যও যেরূপ বিস্তীর্ণ, ঐশ্বর্য্যসম্পদ ও তদনুরূপ। রাজা শুর বাসুদেবের প্রিয়তমা কন্যা কুসুমজেমা বস্তারের রাজরাণী হইয়াছিলেন। এই রাজকন্যা একদিকে যেমন অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন, অন্যদিকে তদনুরূপ গুণবতীও ছিলেন। সংস্কৃত ও ওড়িয়া ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই রাজকুমারী সঙ্গীতাদি কলাশাস্ত্রেও উত্তম পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। রাজা বহু যত্নে এই কন্যাকে বিবিধগুণে সাজাইয়া, বস্তারের রাজসংসারে পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে নবীনা রাণীরূপে তাঁহার প্রচুর সম্মান লাভ ঘটিতে না ঘটিতে, নবীনারাণী অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

গৌরী জেমা তালচেরের রাজরাণী। গোদাবরী জেমা চাঁইবাসার কেরা ঠাকুরের পুত্রবধূ। অমরাবতীজেমা বনাইএর রাণী। কুমুদ্বতীজেমা পঞ্চকোট কাশীপুরের ক্ষত্রিয় জমিদারের পুত্রবধূ। চিত্রাজেমা ঠিকৃলির রাজার পুত্রবধূ। দিল্লীজেমা সরাইকেলার রাজার পুত্রবধূ।

সামাজিক মানমর্য্যাদা হিসাবে কলাহাণ্ডির অন্তর্গত কাশীপুরের থাটরাজা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠাবান ছিলেন। ইংলণ্ডের দৃষ্টিতে হল্যাণ্ড

* ওড়িয়া ভাষায় "জেমা" শব্দে রাজকুমারী বুঝায়।

যেমন চিরদিন সম্মানের পাত্রী, ইংলণ্ডের রাজারা, হল্যাণ্ডের রাজকুমারীর পাত্রিগ্রহণ যেমন সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানজনক বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন, যেমন ইংলণ্ডের রাজসংসারে ও হল্যাণ্ডের রাজ সংসারে বহু বহু বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে; তদ্রূপ উড়িষ্যার রাজসংসারে কাশীপুরের মর্য্যাদা অত্যন্ত অধিক। তাই কাশীপুরের রাজকুমারী লাভ ঐ প্রদেশের রাজাদের বহু সম্মানজনক বলিয়া সংস্কার আছে। কাশীপুররাজ বৈদ্যনাথ সিংহদেবের স্বর্গারোহণ হইলে পর, তদীয় রাণী সূর্য্যকুমারী সন্তানদের অল্প বয়স নিবন্ধন স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহার দয়া মায়া সমদৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রাজকার্য্য পরিচালনোপযোগী তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অভাব ছিল না। রাজ্যে অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যা হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ্যরক্ষা, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনে সর্ব্বদা সমান দৃষ্টি রাখিতেন। পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সকলে এই প্রথিতযশা বিধবারাণী সূর্য্যকুমারীর বিবিধগুণের কীর্ত্তন ধ্বনিত হইয়া থাকে, সকলেই তাঁহার নাম শুনিয়াছে এবং সসম্মানে নামোল্লেখ করিয়া থাকে।

রাজা স্যর বাসুদেব, রাণী সূর্য্যকুমারীর বিবিধগুণের পরিচয় পাইয়া তদীয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ডমরুধরপ্রিয়া জেমামণির সহিত আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র ও বামড়ার ভাবী রাজা শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দের বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার সঙ্কল্প করিয়া, স্বয়ং কাশীপুর যাত্রা করিলেন। প্রায় পনর দিনের পথ। নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, রাণী সূর্য্যকুমারীর আদর অপ্যায়নে ও সমাদরপূর্ণ পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া ছিলেন এবং রাণীর রাজ্যপালন পদ্ধতি পরিদর্শন করিয়া গভীর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক সপ্তাহকাল সেখানে অবস্থিতি ও বিশ্রাম করিয়া পরে, কুমারের বিবাহান্তে আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত বধূসহ তিনি দেবগড় রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন; এখানে আসিয়া, রাজযোগ্য আয়োজনে, মহাসমারোহ সহকারে, টিকায়েৎ সচ্ছিদানন্দের পরিণয়ের

পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই বিবাহ উপলক্ষে নানা দিগ্‌দেশাগত জনমণ্ডলীর পরিচর্য্যায়, রাজা বাসুদেব প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। আর বহুদেশ হইতে নিমন্ত্রিত অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণের সমাগম হইয়াছিল, একদিন তাঁহাদিগকে লইয়া এক সুবৃহৎ সভার অনুষ্ঠান হয়। সে সভায় রাজা বাসুদেব সকল দেশীয় পণ্ডিতগণকে উপযুক্ত বিদায় ও বিবিধ উপঢৌকন দিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র চর্চ্চায় রাজার বিশেষ অনুরাগ থাকায়, বাম্‌ড়ায় এরূপ সভার অনুষ্ঠান সর্ব্বদাই হইত এবং গুণানুসারে পণ্ডিতগণ সর্ব্বদাই উপযুক্ত বিদায়ে আপ্যায়িত হইয়া গৃহে গমন করিতেন। টিকায়েৎ সচ্চিদানন্দের বিবাহানুষ্ঠান ক্ষেত্রে আহুত সভায় উপস্থিত পণ্ডিতগণ বিশেষভাবে অর্চ্চিত ও সম্মানিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

কাশীপুরের রাজমাতা রাণী সূর্য্যকুমারীর তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী বাম্‌ড়ার, দ্বিতীয়া গাংপুরের ও তৃতীয়া শোণপুরের যুবরাজ মহিষী হইয়া সুখে কালযাপন করিতেছেন। এক রাজসংসরের কন্যারা এরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বৃহত্তর রাজসংসারের পাটরাণীরূপে রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের সহিত জড়িত হইয়া সুখে কালকর্ত্তন করিতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বড় বেশী দেখা যায় না, তাই কাশীপুরকে হল্যাণ্ডের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, এবং সে তুলনা অসঙ্গত হয় নাই। আক্ষেপের বিষয়, গাংপুরের যুবরাজ ও যুবরাজপত্নী পরবর্ত্তী কালে উভয়েই অসময়ে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহাদের একমাত্র পুত্রই গাংপুরের ভাবী রাজা।

এ সংসারে যাঁহারা বহু পুত্র কন্যার পিতামাতা, তাঁহাদের শোক তাপ ভোগও তদ্রূপ অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। এই দিক দিয়া দেখিলে, রাজা বাসুদেব মোটের উপর ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। কারণ তাঁহার বহু পুত্র কন্যার মধ্যে রাজকুমারী শ্রীমতী দেবী বিধবা

হইয়া পিতৃসংসারে জীবন যাপন করিতেছেন, আর দুই কন্যা জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী ও সুলোচনা জেমা অকালে কালের ক্রোড় আশ্রয় করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সকল পুত্র কন্যা রাজা শ্রর বাসুদেবের জীবদ্দশায় সুস্থ দেহে জীবিত থাকিয়া রাজার ও রাজ-সংসারের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। রাজা বাসুদেব এই সুবৃহৎ রাজপরিবারের সুখ সাধনে সর্ব্বদা সমান মনোযোগী থাকিয়াও রাজ্যের শতবিধ উন্নতিসাধনে একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় কিরূপে জীবন উৎসর্গ করিয়া নিযুক্তছিলেন, ভারতের বৃহত্তর রাজ্য সকলের তুলনায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্যকে তিনি কিরূপে স্বর্ণখনিতে পরিণত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই জানিবার বিষয়। জীবনের শ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে তিনি রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিয়া উড়িষ্যার সামন্ত রাজগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন, সেই সংবাদই বর্ত্তমান সময়ের পুষ্টসম্পদ অথচ আলস্যপ্রিয় ও ব্যসনাসক্ত ব্যক্তিবৃন্দের জানিবার ও সেই তত্ত্ব হইতে জীবন সংগ্রামে জয় লাভের গুপ্তমন্ত্র সংগ্রহ করার প্রয়োজন।

সপ্তম অধ্যায়

কুমারগণের শিক্ষা ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

টিকায়েৎ সচ্চিদানন্দ শৈশবে মাতৃহীন। পিতামহীর রক্ষণাবেক্ষণে লালিত পালিত হইয়া, ধীরে ধীরে জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি শৈশবে ও বাল্যকালে নিতান্ত দুর্ব্বল ছিলেন, সবল ও পুষ্টাঙ্গ হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। তথাপি পঞ্চমবর্ষে রাজরীতি অনুসারে বালকের বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুর নিবাসী বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র রাজকুমারের বর্ণপরিচয় ও ওড়িয়া ভাষা শিক্ষা দিবার ভার প্রাপ্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ও ইংরাজী বর্ণপরিচয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল। সত্য ঘটনা বলিয়া উড়িষ্যার সর্ব্বত্র বিদিত যে, সেকালে পুরীর রাজকুমারের বিদ্যারম্ভের সময়ে রাজকুমারকে অ, আ, ক, খ ইত্যাদি বর্ণোচ্চারণ করাইবার সময়ে গুরুদেবকে বলিতে হইত "মণিমান্ শ্রীঅঙ্গকু সাবধান, শ্রীমুখে 'ক' বলিবাকু আজ্ঞা হউন্তি" ইত্যাদি কথা প্রত্যেক বর্ণ শিখাইবার সময়ে বলিতে হইত। দেশের কতটা দুর্দ্দশা হইলে, শিক্ষককে এরূপ শিষ্টশান্ত হইয়া ও বিনয় নম্রতাসহকারে ছাত্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতে হইত। সুখের বিষয় রাজকুমার সচ্চিদানন্দের বিদ্যারম্ভে বর্ণপরিচয়ের গুরুকে এতাদৃশ বিপন্ন হইতে হয় নাই। ঈশ্বর বাবু কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত হইলে পর, বাবু রামলাল মৈত্র যুবরাজের শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার শিক্ষা দান বিষয়ে বিশেষ প্রশংসা ছিল। এই সময়ে লাল কেশবচন্দ্র দেব ও জলন্ধর দেব টিকায়েতের সহপাঠী রূপে একত্র অধ্যয়ন করিতেন। তৎপরে বালেশ্বর নিবাসী ভোলানাথ সামন্ত রায় কুমারগণের শিক্ষার ভার প্রাপ্ত হন। তিনি ছয় মাস মাত্র বামড়ায় অবস্থিতি করিয়া পরে চলিয়া যান। এই সময়ে কুমারগণ পঞ্চম শ্রেণীর

ইংরাজীগ্রন্থ সকল ও ওড়িয়া ও বাঙ্গালা ইত্যাদি শিখিয়া ছিলেন। রাজা স্যর বাসুদেবের রাজকার্য্যে সহায়তার জন্য সম্বলপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বামড়ায় পদার্পণ করেন।

ভোলানাথ বাবুর অবসর গ্রহণে কুমারগণের শিক্ষার ভার গিরীশবাবুর উপর ন্যস্ত হয়। গিরীশবাবু পারদর্শী পুরাতন শিক্ষক, সুতরাং তাঁহার তত্ত্বাবধানে যুবরাজ উত্তম উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। ৪র্থ শ্রেণীর ইংরাজী সাহিত্য, ওড়িয়া ও বাঙ্গালা রচনা, পাটীগণিত, বীজগণিত, প্রভৃতি বিষয়ে গিরীশবাবু শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল এই কার্য্য উপলক্ষে বামড়ায় অবস্থিতি করিয়া রাজ কার্য্যের বিবিধ উন্নতি সাধন বিষয়েও রাজাকে বিশেষ সহায়তা করিয়া ছিলেন। বামড়ায় অবস্থানকালে মন্ত্রণাদাতা ও শিক্ষক গিরীশবাবুর এক পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে, তিনি পত্নীসহ ভগ্ন হৃদয়ে বামড়া ত্যাগ করেন।

গিরীশবাবুর অবসর গ্রহণে বামড়ার শিক্ষক পথ শূন্য হইল। যুবরাজ ও অন্যান্য কুমারগণ ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর, এ সময়ে, যেমন তেমন লোকের হাতে শিক্ষা কার্য্যের ভার থাকা বিধেয় নহে, এই বিবেচনায় রাজা বাহাদুর একটু বিব্রত হইলেন। ইতি পূর্ব্বে প্রসঙ্গ ক্রমে বলা হইয়াছে যে, প্রথম কলিকাতা প্রবাসকালে রাজা বাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। এখন যুবরাজ ও অন্যান্য কুমারগণের শিক্ষার ভারার্পণের জন্য, ও সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের জন্য, রাজা স্যর বাসুদেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট একজন উপযুক্ত শিক্ষক নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। অনুরোধের ফলে, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, অধুনা বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত বহুদর্শী প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এ, মহাশয়কে সেই পূর্ব্বতন কালে, নির্ব্বাচন করিয়া বামড়ায় পাঠাইয়াছিলেন। সে আজ প্রায় ত্রিশবৎসরের কথা। বিজয়বাবু তখন

পরিণত বয়সের যুবা পুরুষ। বিজয়বাবু এই কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কটকের পথে বাম্‌ড়ায় গিয়াছিলেন। তাঁহার বাম্‌ড়া যাইবার সময়ে, যুবরাজের প্রথম শিক্ষক ঈশ্বর বাবু কটকে ছিলেন। রাজাদেশে তিনিই বিজয়বাবুর বাম্‌ড়া যাইবার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। বিজয়বাবু পাল্‌কি করিয়া ঢেঙ্কানালের শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যপথে বাম্‌ড়ায় গিয়াছিলেন। এই কটক যাত্রা, এই অরণ্য ভ্রমণ, এই শিক্ষকতা ইত্যাদি ঘটনা মিলিত হইয়া, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে উড়িষ্যা, গড়জাত ও সম্বলপুরের সহিত দীর্ঘস্থায়ী সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। এই কর্ম্মসূত্রে তিনি, কটকের জামাইবাবু, বাম্‌ড়ার বর্ত্তমান রাজশ্রীসম্পন্ন রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব বাহাদুরের শিক্ষক ও সম্বলপুরের প্রধান উকিল ও বাঙ্গালা সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও প্রত্নতত্ত্বের উপাসকগণের পুরোভাগে উপবিষ্ট। বিজয়বাবু তিন বৎসর কাল বাম্‌ড়ায় অবস্থিতি করিয়া বর্ত্তমান রাজার প্রথম যৌবনে সুচিন্তা ও সুশিক্ষার সুপক্ক বীজ বপন করিয়া রাজ জীবনের গৌরব বর্দ্ধনে সহায়তা করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যের জীবনে নিজের অধীত বিদ্যা ও বিবিধ বিষয়ক অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তির একটা স্থায়ী ছাপ রাখিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই বর্ত্তমান বামড়াধিপতির সহিত তাঁহার স্নেহ প্রীতির সম্বন্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে।

বিজয়বাবু তিন বৎসরকাল বামড়ার বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সে কালে যুবরাজ সচ্চিদানন্দের সুপ্রণালী সঙ্গত ইংরাজী শিক্ষা লাভের পক্ষে বিজয়বাবু যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ইংরাজী গ্রন্থ সকল পঠনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চাঙ্গের ইংরাজী সংবাদপত্র সকল হইতে নির্ব্বাচিত বিষয় সকল পড়াইয়া, সে বিষয়ে আলোচনা করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সকলের সারমর্ম্ম বুঝাইয়া দিতেন। তাই যুবরাজ অতি সহজে নিত্য নূতন নূতন বিষয়ের জ্ঞান ও সেই সকল বিষয়ের স্বপক্ষে বিপক্ষে যুক্তি সকল সহজে আয়ত্ত করিতে পারিতেন। বিজয়বাবু

বামড়া পরিত্যাগের সময়ে সম্বলপুর হইতে মহানদীর পথে কটক যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহার পর বিজয়বাবু শোণপুরের রাজকুমারের শিক্ষক হইয়া পুনরায় আর একবার গড়জাতে গিয়াছিলেন। তৎপরে সম্বলপুরে ওকালতী আরম্ভ করিয়া সেইখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন। বিজয়বাবুর পর, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বামড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও রাজ কুমারগণের তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া বামড়ায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

রাজকুমারগণের শিক্ষার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে বামড়ার ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু সে বিদ্যালয় এতদিন উচ্চশ্রেণীর ছাত্রাভাবে কেবল নামমাত্র ইংরাজী বিদ্যালয় বলিয়া অবিহিত হইত, এবং মধ্যপ্রদেশের মাইনর পরীক্ষায় কখন কখন ছাত্র প্রেরিত হইত। এখন কুমারগণের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় অন্যান্য বালকগণ উচ্চ পরীক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করার মত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে, এমন সময়ে, বাবু গণেশ্বর পট্টনায়ক বি, এ মহাশয় বামড়ার প্রধান শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিয়া বামড়ায় আগমন করেন। তাঁহার সময়ে বিদ্যালয়, বামড়া উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। কিন্তু তিনি ত বহুদিন স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না, তাঁহার স্থানে, যুবরাজ ও অন্যান্য কুমারগণের এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকপদে যে মহাত্মা নিযুক্ত হইয়া বামড়ায় গমন করিয়াছিলেন এবং আজিও বামড়ার প্রজামণ্ডলী ও কুমারগণ যাঁহার নাম করিতে ভক্তি গদগদভাবে অশ্রুপাত করেন, তাঁহার নাম বাবু রেবতীমোহন দাস গুপ্ত, এম্ এ, ইনি রাজকুমারগণের শিক্ষালাভে বিশেষ মনোযোগী হইলেও, বামড়ার সাধারণ জনমণ্ডলী ইঁহার শিক্ষাদানের উত্তম ফল সম্ভোগ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছেন এবং সে জন্য স্থানীয় জন সাধারণ শ্রদ্ধাভরে তাঁহার নামে ভক্তি-পুষ্প অর্পণ করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই বর্ত্তমান রাজকুমার বিদ্যালয় গঠন ও ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া আসিয়াছেন।

রেবতীবাবুর সঙ্গেই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের একটা গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারই সময়ে বামড়া বিস্থালয় হইতে সর্ব্বপ্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরিত হইয়াছিল, এবং তাঁহারই সময়ে ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির সূত্রপাত হইয়াছিল। তিনিই যুবরাজ ও অন্যান্য কুমারগণের সুশিক্ষা লাভে সহায়তা করার সঙ্গে সঙ্গে বিস্থালয়ের অন্যান্য ছাত্রগণের শিক্ষার পরিপুষ্টি সাধনে প্রাণপণ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনিই ছাত্র সমিতি গঠন করিয়া তাহাতে বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা ও আলোচনার দ্বারা যুবকগণের রচনা শিক্ষা, কবিতা রচনা ও বক্তৃতা করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। এখন যে, সমগ্র উড়িষ্যায়, এক কটক বাদে, বামড়াতেই অনেক অধিক পরিমাণে সাহিত্য চর্চ্চা, কবিতা রচনা ও সাধারণ শিক্ষিত ওড়িয়ার সংখ্যা অধিক, তাহার মূলে রাজা শুর বাসুদেবের উৎসাহ ও উত্থম, ও রেবতীবাবুর যত্নচেষ্টার শুভফল বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্য করিতেছে, এ কথা স্থানীয় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। রেবতীবাবু বয়স্ক ছাত্রগণকে লইয়া একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সে সভায় সকল ধর্ম্মের উচ্চ উপদেশ সকলের আলোচনার দ্বারা ছাত্রগণের হৃদয়ে উন্নত ও উদার ধর্ম্মভাবের সঞ্চার করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। আর তাঁহার সে চেষ্টা যে একেবারে ব্যর্থ হয় নাই, বামড়ার বর্ত্তমান সামন্তরাজ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দের ব্যবহার ও আচার আচরণ লক্ষ্য করিলে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এরূপ ছাত্র সংখ্যা বামড়ার পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আজ নিতান্ত বিরল নহে। পরবর্ত্তী কালে রেবতীবাবু সরকারী চাকুরি লইয়া আসাম গমন করেন। এক্ষণে কলিকাতায় বেঙ্গল আফিসে কর্ম্ম করিতেছেন। ইনি যখন বামড়া ত্যাগ করিয়া আসাম গিয়াছিলেন, তখন বামড়া বিদ্যালয়ের কুমারগণ ও অন্যান্য ছাত্রমণ্ডলী, তাঁহার সঙ্গচ্যুত হওয়াতে, নিদারুণ ক্লেশ অনুভব করিয়া হৃদয়ের বেদনাভারে অজস্র অশ্রুপাত করিতে করিতে তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ

নয়নজলে সিক্ত হইয়া হৃদয়ের ভাষায় অভিনন্দন রচনা ও মুদ্রিত করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিয়া ছিল। সে সভায় বাম্‌ড়ার সে সময়ের প্রধানগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

বাম্‌ড়ার ইংরাজী বিদ্যালয় আধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী সুশিক্ষা লাভের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হওয়াতে, রাজ্য মধ্যে ও রাজধানীতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠশালা ও নিম্ন ও উচ্চপ্রাইমারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে উন্নতি লাভ করিতেছে। এই প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র সকল রাজব্যয়ে পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রজাগণকে বেতন হিসাবে কিছুই ব্যয় করিতে হয় না। বরং নির্দ্দিষ্ট বয়স পূর্ণ হইলেই, বালকগণকে বিদ্যালয়ে না পাঠাইলে, অভিভাবককে দণ্ডনীয় হইতে হয়। রাজা বাসুদেব একদিকে বিনাব্যয়ে প্রজামণ্ডলীর প্রাথমিক শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করিয়া ও অপর দিকে বাধ্যতামূলক শিক্ষাপদ্ধতির প্রচার দ্বারা বাম্‌ড়ার প্রজামণ্ডলীর অশেষ কল্যাণের সহজ পথ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এজন্য রাজ্যের নিত্য নূতন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঐ মহীয়সী কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। রাজা স্যর বাসুদেব যে কেবল রাজব্যয়ে ঐ সকল বিদ্যালয় রক্ষা করিয়াই রাজ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেন, তাহা নহে, তিনি অনেক সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিদ্যালয় সকলের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ সভার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতেন ও শিক্ষক ও ছাত্রগণকে নানাবিধ উপদেশ দ্বারা নূতন বৎসরে নূতন উন্নতিলাভের জন্য প্রোৎসাহিত করিতেন।

স্যর বাসুদেবের বিদ্যানুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, তিনি কেবল স্বরাজ্যের বিদ্যাগৌরব বর্দ্ধিত করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেন না। বিদেশে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, গৃহ নির্ম্মাণ ও পারিতোষিক বিতরণ জন্য অর্থ সাহায্য করিতেন। নিমন্ত্রিত হইলে, স্বরাজ্যের বাহিরেও বিদ্যালয় পরিদর্শন, পারিতোষিক বিতরণ সভায় সভাপতির পদ গ্রহণ ও সঙ্গে

সঙ্গে প্রচুর সাহায্যদান তাঁহার প্রিয় কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। এই প্রকারে তিনি সমগ্র উড়িষ্যার তাৎকালিক ছাত্রবৃন্দের পরম সুহৃদরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। বিলাসবিমুগ্ধতা ও ব্যসন-বন্ধন দেশের যে রাজপদের নাগপাশ, চাটুবাক্যচটুল পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া জীবন যাপন যে পদের পরম সুখ, সেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া স্যর বাসুদেব অকুণ্ঠিত চিত্তে ও অক্লান্ত দেহে পরিশ্রম সহকারে মানব সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধির পথ সহজ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, ইহাও সামান্য প্রশংসার কথা নহে। তাঁহার স্বদেশীয় রাজন্যবর্গ ও অন্য পদস্থ ধনীগণ তাঁহার আদর্শের অনুকরণ করিলে, দেশের শুভদিন সমুপস্থিত হইতে বহু বিলম্ব হয় না।

রাজা বাহাদুর যুবরাজকে এবং অন্যান্য কুমারগণকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কেবল ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শী করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি উপযুক্ত পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া টিকায়েৎ ও অন্য কুমারগণের সংস্কৃত শিক্ষারও সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে, পণ্ডিত বলরাম বিদ্যারত্ন যুবরাজকে সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা পড়াইয়াছিলেন, পরে পণ্ডিত বিশ্বনাথ মহাপাত্র শর্ম্মা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শিক্ষা দেন, তৎপরে পণ্ডিত কালীচরণ বিদ্যাভূষণ জুম্বর ব্যাকরণ পড়াইয়াছিলেন। ইহার পর পণ্ডিত চিন্তামণি মিশ্র তর্কবাচস্পতি, রঘু, কুমার সম্ভব কাব্য ও প্রকাশ চন্দ্রোদয়ের পঠনকার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে মধুসূদন মিশ্র তর্কবাচস্পতি অভিজ্ঞান শকুন্তলা, সাহিত্য দর্পণ, অলঙ্কার চন্দ্রিকা, মুরারি চন্দ্রালোক এবং বেদান্ত পরিভাষা প্রভৃতি উচ্চ সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র গ্রন্থে প্রবেশ লাভে সহায়তা করিয়াছিলেন। অন্যান্য কুমারগণ এই বিদ্যা অর্জ্জনে তাদৃশ পারদর্শিতা লাভ করিতে না পারিলেও, যুবরাজ সচ্চিদানন্দ প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়া এই সকল পাঠ করিয়াছিলেন এবং সে অধীত বিদ্যায় উত্তম পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে বসিলেও, প্রয়োজন বশত এই সকল বিষয়ের





বড়কুমার বলভদ্র দেব।

আলোচনা উপস্থিত হইলে, রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব, পিতার ন্যায়, অধীত বিদ্যার গৌরব বৰ্দ্ধনে সম্যক পারদর্শিতা প্রদর্শনে সক্ষম। ইহা স্তর বাসুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্রের পক্ষে বিশিষ্ট প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। আমাদের হতভাগ্য দেশে সেকালের ন্যায়, আজ আর বহু পুরুষ ধরিয়া বিদ্যাচর্চ্চা ও বিদ্যা বিষয়ে সাগরসদৃশ গভীর বলিয়া পরিচয় দিবার স্থল ক্রমশ লোপ পাইতেছে। আজ কালকার এই "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর" ব্যক্তিবর্গের পল্লব গ্রাহিতার দিনে, রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট সুপণ্ডিত স্তর বাসুদেবের বংশধর বামড়ার বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব বাহাদুর উচ্চাঙ্গের সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র জ্ঞান বিষয়ে পারদর্শী, ইহা বামড়ার রাজ বংশের পক্ষেও সামান্য গৌরবের কথা নহে। রাজা সচ্চিদানন্দের মধ্যম ভ্রাতা, রাজপরিবারের বড়কুমার শ্রীযুক্ত বলভদ্র দেবও বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জন বিষয়ে অন্যান্য কুমারগণ অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়াছেন। ইংরাজীতে সাধারণ ভাবে লিখিতে পড়িতে সক্ষম, মাতৃভাষায় উত্তম গদ্যগদ্য রচনায় নিপুণতা লাভ করিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষায়ও উত্তমরূপ ব্যুৎপন্ন। লাল পদ্মলোচন দেব ও লাল লালমোহন দেব ব্যতীত অপর কুমারগণ সকলেই ওড়িয়া, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় সাধারণ ভাবে লিখিতে পড়িতে ও কাজ চালাইতে সম্পূর্ণ সক্ষম। কনিষ্ঠ কুমার লালমোহন এখনও বালক ও ছাত্র জীবন যাপন করিতেছেন।

প্রত্যেক রাজকুমারের স্বতন্ত্র পাঠাগার ও নিজের নিজের পাঠের জন্য প্রচুর পরিমাণে পুস্তক সংগৃহীত হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুস্তকাগার বর্ত্তমান। কোন পুস্তক একজনকে অন্যের নিকট চাহিতে হয় না। স্তর বাসুদেব সুঢলদেবের রাজকীয় পুস্তকাগার এক্ষণে রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব ব্যবহার করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন সাধারণের প্রয়োজন সাধনের জন্য স্বতন্ত্র পুস্তকাগার বিদ্যমান থাকিয়া সাধারণের জ্ঞানপিপাসা নিবারণে সাহায্য করিয়া থাকে।

টিকায়েৎ সচ্চিদানন্দের রাজ কার্য্য শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র দাস (এক্ষণে কুচিণ্ডার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষা দান, গভর্ণমেণ্টের সহিত পত্রালাপ ও বিবিধ গুরুতর আলোচনায় কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য পরিচালন আবশ্যক, এ সকল বিষয়ের জ্ঞান-লাভে তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন। স্যর বাসুদেব ক্রমে ক্রমে রাজ্যের সাধারণ কার্য্যভার টিকায়েতের উপর অর্পণ করিয়া, কেবল আপিল আদালতের কার্য্যভার নিজের স্কন্ধে রাখিয়াছিলেন। এইভাবে নিজের জীবদ্দশাতেই যুবরাজকে রাজ্যের সকল বিভাগের কাজ কর্ম্ম পরিচালন পদ্ধতির শিক্ষাদানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই দূরদর্শনের উত্তম ফল ফলিয়াছে। পিতৃবিয়োগের পর রাজা শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেবকে রাজ কার্য্য পরিচালনায় একদিনের জন্য বিব্রত হইতে হয় নাই। কারণ পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সকল বিষয়ে উত্তম অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল।

টিকায়েৎ ও অন্যান্য রাজকুমারগণের সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। সকল রাজকুমারই এ সকল শিক্ষায় অল্পাধিক পারদর্শিতা প্রদর্শনে সক্ষম হইলেও, সঙ্গীত ও বিশেষভাবে চিত্রবিদ্যায় জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সচ্চিদানন্দ সম্যক যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত বহুচিত্র ও চিত্র সকলের সূচনার নমুনা আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে বাম্‌ড়ারাজ শ্রীযুক্ত সচ্চি-দানন্দ ত্রিভুবনদেবের অঙ্কিত একখানি চিত্রের প্রতিলিপি বঙ্গের অন্যতম প্রধান মাসিক পত্রিকা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে। স্বভাবের শোভা অঙ্কনে বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর সিদ্ধহস্ত।

রাজকুমারগণকে যুদ্ধবিগ্রহে অগ্রসর হইবার উপযোগী ক্ষাত্র বিদ্যায় উপযুক্তরূপ শিক্ষা দিতে রাজা স্যর বাসুদেব সুঢ়লদেব ত্রুটি করেন নাই, তাই তিনি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য স্বদেশীয় ও বিদেশীয় শিক্ষক



লাল দুষ্মন্ত দেব

নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর নিজে উত্তম ধানুকী ছিলেন। তরবারি চালনায় ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে স্তর বাসুদেবের বিশিষ্টরূপ ক্ষমতা ছিল। ক্ষত্রিয়োচিত সৎসাহস প্রদর্শনে সর্ব্বদাই অগ্রসর ছিলেন। একদা একাদশীর উপবাসে অপরাহ্ণ কালে, বাঘে গাভী ধরিয়াছে শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ সশস্ত্রে তথায় উপস্থিত হইয়া বাঘ মারিয়া, গ্রাম্য জনগণের দুর্ভাবনা নিবারণ করিয়া অক্ষতদেহে রাজবাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। কুমারগণকে লক্ষ্যভেদ শিক্ষা দিবার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। কুমারগণ গজারোহণ অশ্বারোহণ, তরবারি চালন, অন্য নানাবিধ অস্ত্রধারণের নিয়মপদ্ধতি বিষয়ে উত্তম শিক্ষালাভ করিয়াছেন। এ বিষয়ে স্তর বাসুদেব বিন্দুমাত্র ক্রটি করেন নাই। এ সকল বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য যেমন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শিক্ষক ছিলেন, তেমনি রাজবাটীর পশ্চিমদিকে এক সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে মল্লবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য আখ্ড়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। শিক্ষক ও ছাত্রগণ, ওস্তাদ ও সাকরেদরূপে সেই শিক্ষাক্ষেত্রে মিলিত হইতেন, এবং দিনের পর দিন কুমারগণ উন্নতিলাভ করিয়া রাজার আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেন। রাজাদেশে ঐ সকল শিক্ষাবিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত ও রাজাবাহাদুর কর্ত্তৃক পারিতোষিত বিতরিত হইত। রাজা স্তর বাসুদেব নিজে ক্ষাত্র বিদ্যায় পারদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন; কুমারগণকেও তদনুরূপ উপযুক্ত করিয়া তুলিতে প্রাণপণ যত্ন করিয়া গিয়াছেন। কুমার সচ্চিদানন্দ, কেশবচন্দ্র ও জলন্ধর লক্ষ্যভেদে সিদ্ধহস্ত ও পারিতোষিক প্রাপ্ত। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার, অল্প হইলেও, শতাধিক ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন। রাজধানী হইতে বিশ মাইলের মধ্যে অরণ্যে, রাজ পরিবার ভিন্ন অন্য কাহারও শিকারের অনুমতি নাই।

স্তর বাসুদেব বালকদিগের সুশিক্ষালাভের সুব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। দেবগড়ে রাজবাটীতে বালিকাদিগের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে, এবং রাজ্যের অন্যান্য স্থানে নিম্ন ও উচ্চ প্রাইমারি বিদ্যালয়ে বালকবালিকারা একত্র শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। স্তর বাসুদেব

প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও, দেশ, কাল ও পাত্র বিচার করিয়া পুরাতনের রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নূতন পরিবর্ত্তনের প্রবাহকে সমাদরে গ্রহণ করিবার শক্তি ধারণ করিতেন। আধুনিক কালের সমাজ সংস্কারকগণের ন্যায় বক্তৃতামঞ্চে শ্রোতাগণের প্রাণ মাতাইয়া গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী, খনা প্রভৃতি প্রাচীনতম কালের প্রাতঃস্মরণীয়া বিদুষী মহিলাদের বিদ্যার্জ্জন বিষয়ের মামুলী মৌখিক গৌরব অনুভূতির বীণাবাদন করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার পাত্র ছিলেন না; অথবা অন্যান্য রাজাদের ন্যায় তাঁহার স্বরাজ্যে সংস্কার সকলকে স্থান দিবার সুযোগ সুবিধা গুলিকে উপেক্ষার বিষয় বলিয়া কখন মনে করেন নাই। তাই প্রজা সাধারণের মধ্যেও নারীজাতির বুদ্ধি বৃত্তির পরিস্ফুটন ও জ্ঞানলাভের সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার যত্ন চেষ্টা এবং তৎপরে তাঁহার বহুগুণ সম্পন্ন পুত্র রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেবের উচ্চ উদার রাজ্যশাসন নীতির ফলে, এতটা সুফল প্রসব করিয়াছে যে, বামড়ার বর্ত্তমান স্ত্রীমণ্ডলে মোটামুটি লেখাপড়া জানা নারীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, এবং সময়ে সময়ে সেই সকল শিক্ষিতা রমণীদের রচিত গদ্যে পদ্যে ওড়িয়া ভাষায় পরিচালিত সংবাদ পত্র সকলের কলেবর পূর্ণ হইয়া থাকে এবং সে সকলের মধ্যে অনেক আলোচনা কোন অংশেই বাঙ্গালী মহিলাগণের রচিত সন্দর্ভ সকলের তুলনায় হীন নহে। এই কার্য্যের অনুষ্ঠানে শুর বাসুদেব সুঢলদেব যে কর্ম্মমূলক সহায়তা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেবের পৃষ্ঠপোষকতায় দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া নারীজাতির বিবিধ কল্যাণের পথ প্রশস্ততর করিতেছে।

উড়িষ্যার রাজন্যবর্গের মধ্যে রাজ সংসারের কন্যাগণের সর্ব্বদাই কন্যাকাল অতিক্রান্ত হইলে পর, উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে। ইহা প্রাচীন প্রথা। ইহার জন্য শুর বাসুদেবকে বিশেষ কিছু করিতে হয় নাই। তবে সাধারণতঃ অন্য সকল ঘরেই, কি বড় কি সামান্য গৃহস্থের

ঘরে, সর্ব্বত্রই শৈশব ও বাল্যকালে বালিকারা প্রাদেশিক রীতি অনুযায়ী ধূলাখেলায় ও বারব্রতের অনুষ্ঠানে সময়াতিপাত করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে রঘুনন্দনের ব্যবস্থাবন্ধনে আবদ্ধ বাঙ্গালী জনক জননী সাত, আট, নয় বৎসর বয়স অতীত হইবার পূর্ব্বেই, কুমারীগণের বারব্রত সমাপ্ত করাইয়া পরের ঘরে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। আজকাল অবস্থাবৈগুণ্য নিবন্ধন সে সুখের সখ মিটাইবার সুযোগ দিন দিন লোপ পাইতেছে। এখন বঙ্গের বালিকাদের বিবাহে সাধারণতঃ সাত, আট, নয় বৎসর বয়স লোপ পাইয়াছে। বার হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত, সময়ে সময়ে তাহারও অধিক কাল পর্য্যন্ত বালিকাদের বিবাহের কাল আপনা আপনি নির্দ্ধারিত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সমগ্রদেশের ক্ষত্রিয়কুলে কন্যাগণ, বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে, পরিণীত হয় না। সুতরাং রাজবালাগণের অল্পাধিক বিদ্যা চর্চ্চার সুযোগ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু স্তর বাসুদেব এ বিষয়ে বিশেষ মনযোগী ছিলেন। তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীদের সমক্ষে সর্ব্বদাই বলিতেন "মুখের কথায় কোন কাজ হয় না, কাজে করিয়া দেখান আবশ্যক, আর কোন বিষয়ে সাধারণ জন মণ্ডলীকে শিক্ষা দিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাহা নিজের ঘরে নিজের পরিজনবর্গের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।"* রাজার এই বাক্যগুলি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে পরিব্যক্ত হইত। তিনি কেবল যুবরাজ ও অন্যান্য কুমারগণের সুশিক্ষা লাভের সুব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। রাজ কুমারীদের সংস্কৃত, ওড়িয়া ও বাঙ্গালা শিক্ষায় অনুরাগ ও আগ্রহের আতিশয্য সন্দর্শনে কোন কোন রাজ কুমারীর ইংরাজী শিক্ষা লাভের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যাগণের কেহই সুশিক্ষিতা না হইয়া পরিণয় পাশে আবদ্ধ হন নাই। সকলকেই সাহিত্য শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইত। বালিকাদের হারমোনিয়মে অঙ্গুলী সঞ্চালনে সুন্দর সুরলহরী তাঁহার কর্ণে

* ষ্টেটের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস গুপ্ত।

অমৃত সেচন করিত। এ বিষয়ে তিনি রাজকন্যাগণের উৎসাহ ও আয়োজনের পূর্ণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাই তাঁহার হাতেগড়া প্রিয়তম পুত্র রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেবের প্রদত্ত রাজাদেশে দেশের বালিকাগণের শিক্ষার সুপ্রচার সাধন চেষ্টা স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়াই প্রজামণ্ডলী সর্ব্বত্র নিজ নিজ কন্যাগণকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদ্যালায়ে প্রেরণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই, কেহ কখন আপত্তি ও করে নাই। রাজার রাজাদেশ এইরূপে স্বকৃত অনুষ্ঠান দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত ও স্ববলীকৃত হইলে, যেরূপ উত্তম ফললাভের সম্ভাবনা, তাহাই হইয়াছে, ও তাঁহার প্রজামণ্ডলীমধ্যে বালক বালিকাগণের শিক্ষালাভে সর্ব্বদাই সেইরূপ উত্তম ফল ফলিতেছে।

কয়েক বৎসর শিক্ষা প্রচারের ফলে রাজ্যে অনেকগুলি বালকবালিকা, নিম্ন ও উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি ছাত্র প্রবেশিকা ও ম্যাট্রিক্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যালয়ের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে। স্তর বাসুদেবের বহুশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকারের ফলে বামড়ায় যে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থানীয় জন সাধারণের ও সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীয় দরিদ্র ছাত্রগণের বিদ্যালাভে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে, সেজন্য তাঁহার গভীর আনন্দ সম্ভোগ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুখের সংবাদ এই যে, তাঁহার লোকান্তর গমনে বিদ্যালয়ের উন্নতির খরস্রোত খরতর বেগে প্রবাহিত। আর, আজ তাঁহারই পৌত্র বর্ত্তমান টিকায়েৎ শ্রীযুক্ত দিব্যশঙ্কর দেব তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় সেণ্টজেভিয়ার কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন। আজ তিনি জীবিত থাকিলে, তাঁহার রোপিত মহাদ্রুমের বৃহদায়তন ও উত্তম ফল দর্শনে অবিমিশ্র আনন্দ সম্ভোগ করিতেন সন্দেহ নাই। তাঁহার উচ্চ লোকবাসী আত্মার আশীর্ব্বাদে আজ বামড়ারাজ্য উচ্চ প্রতিষ্ঠা ও উচ্চ পরিণতির পথে অগ্রসর হউক,

ইহাই বর্ত্তমান রাজা বাহাদুরের নিত্য চিন্তা—নিত্য প্রার্থনা। উন্নতমনা মহাত্মার আশীর্ব্বাদে অবশ্যই তাহা সুসিদ্ধ হইবে।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের নাম রাজকুমার বিদ্যালয়, কিন্তু সে বিদ্যালয়ে রাজপরিবারের বালকগণের সঙ্গে প্রজাসাধারণের সন্তানগণ একত্র অধ্যয়নের অধিকার পাইয়াছে। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুসমীপে রাজা প্রজার বিচার করিতেন না। তাঁহার এই উদার নীতির ফলে, রাজকুমারগণের সঙ্গে প্রজাসন্তানদের দীর্ঘস্থায়ী আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইয়া কুমারগণের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও রাজ্যের মঙ্গল বৃদ্ধি করিয়াছে।

বৃটিশ ভারতে, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে, প্রজামণ্ডলীকে সুশিক্ষা লাভের সুযোগ দান ইংরাজ রাজার মহাকীর্ত্তি। এই কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় ইংরাজ রাজকেও সময়ে সময়ে বেগ পাইতে হইয়াছে, এদেশের প্রাচীন ইতিহাস তাহার সাক্ষ্যদান করিয়া থাকে। নিতান্ত অস্পৃশ্য জাতির মধ্যে বৃটিশ ভারতে এখনও শিক্ষার বহুল প্রচার সাধিত হয় নাই। এ দেশে নমশূদ্র ও অন্যান্য তত্তুল্য হীন জাতি সকল অস্পৃশ্য হইলেও তাদৃশ হীনজাতি নহে। এ দেশে হিন্দু সমাজের সর্ব্ব নিম্নস্তরে এরূপ হীন জাতি সকল এখনও বর্ত্তমান, যাহাদিগকে স্পর্শ করিলে, স্নান করিতে হয়, এদেশীয় উচ্চশ্রেণীর জনগণের এখনও এরূপ সংস্কার বর্ত্তমান। আজ পর্য্যন্ত সেই সকল জাতির মধ্যে ইংরাজের মহাদান—মহাকীর্ত্তি, "মানব মাত্রেই শিক্ষা লাভের অধিকারী," এ তত্ত্ব-কথার সুপ্রচার এখনও সাধিত হয় নাই। তবে ইংরাজ রাজার প্রাথমিক শিক্ষার সুপ্রচার সাধনে যেরূপ একনিষ্ঠ দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে কালে যে এই শিক্ষা বিস্তারের অগ্রভাগ ত্বরায় তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের উদার নীতিমূলক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন ফলে, তদীয় পুত্র এই শ্রেণীর হীনাবস্থাপন্ন লোক মণ্ডলীর জন্য স্বতন্ত্র ব্যয়ে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রাজ্যের সাধারণ প্রজা মণ্ডলী, প্রাণ গেলেও, ঐ হীনজাতীয় ছাত্রগণের সঙ্গে আপন সন্তানগণকে

একাসনে বসিতে ও এক বিদ্যালয়ে এক সঙ্গে পড়িতে দিবে না। বলপূর্ব্বক রাজাদেশ দ্বারা সেরূপ দাবানল সৃষ্টি করা অবিধেয় বোধে, রাজা বাহাদুর তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালায় রক্ষা ও পোষণের আদেশ দিয়াছেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও বিবিধ প্রাচীন সংস্কার জড়িত শাস্ত্রাদেশের অনুগত রাজা বাহাদুর যে তাহাদের কল্যাণ কামনা করিয়া রাজ্যব্যয়ে তাহাদের শিক্ষালাভের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিলে, তাঁহার মহদন্তঃকরণের উদারতায় আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়, আর ইহা হইতে বেশ সুস্পষ্ট প্রতিয়মান হয়, রাজ সিংহাসনে রাজারূপে, শিক্ষাক্ষেত্রে মানবসুহৃদরূপে তিনি তাঁহার সময়ের সীমা অতিক্রম করিয়া পরিবর্ত্তনের পথে, উন্নতির পথে, পদার্পণ করিয়াছিলেন।

অধুনা কিছুকাল হইতে দেখা যাইতেছে, ভারতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ সামন্ত রাজগণ বিশেষভাবে বিদেশ ভ্রমণের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতীয় রাজন্যবর্গের অনেকেই অনেক সময়ে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ইউরোপ আমেরিকার নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন। এরূপ ভ্রমণের ফলে অর্জ্জিত জ্ঞান দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের আশ্রিত প্রজামণ্ডীর কোন প্রকার কল্যাণসাধনের উপায় উদ্ভাবন করেন কি না, বলা যায় না। রাজনীতির হিসাবে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট, রাজ-সম্পদ-শোভিত মহাত্মাগণ অপেক্ষাকৃত হীনতর প্রজাসাধারণের বিবিধ কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইলেই শোভা পায়—মানায় ভাল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, ঐ সকল বিদেশ ভ্রমণে, রাজগণের নিজ নিজ রাজ্যের কল্যাণ বিধান দূরের কথা, রাজ সংসারের সঞ্চিত প্রচুর অর্থ এবং প্রজার বহু কষ্টে অর্জ্জিত ও প্রদত্ত অর্থের অকারণ ব্যয়ে, ক্ষুব্ধ হইয়া, একদা ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি মহামান্য বড়লাট লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর দেশীয় রাজন্যবৃন্দের স্বেচ্ছামত বিদেশ যাত্রা নিবারণের জন্য এক রাজাদেশ প্রচার করিয়া এরূপ অপব্যয় নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দেশীয় রাজন্যবর্গের বিলাতী দ্রব্যাদির প্রতি অসঙ্গত অনুরাগ বৃদ্ধি দর্শন করিয়া রাজপ্রতিনিধি মহামতি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর, গভীর আক্ষেপ-সহ ভারতীয় সামন্ত নৃপতিগণের স্বদেশীয় শিল্প সম্ভারের উন্নতিকল্পে বিশেষ মনোযোগ দিবার জন্য এক রাজ দরবারে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদেশে ভ্রমণজন্য অর্থের অপব্যয়, ও তাঁহাদের সহানুভূতির অভাবে দেশীয় শিল্পের অবনতি, ভারতীয় রাজন্যবর্গের এই দ্বিবিধ গুরুতর ত্রুটির বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি ভারত-সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে কুলায় নাই। ভারতীয় রাজাদের অবস্থা পূর্ব্বাপর সমানই রহিয়া গিয়াছে।

আর বামড়াধিপতি রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব মধ্যপ্রদেশের শাসন বিবরণীতে বৎসরের পর বৎসর প্রাচীন তন্ত্রের অর্থাৎ সে কালের নিয়ম পদ্ধতির উপাসক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াও নব্যতন্ত্রের অশেষবিধ গুণপনার পরিচয় দান করিয়া রাজাদর্শের উচ্চতম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সে সকল বিষয়ের আলোচনা ক্রমে হইবে, এখানে কেবল একটি বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের ভ্রমণ বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। ভ্রমণের জন্য শতবিধ ক্লেশভোগ ও অর্থব্যয়ে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। ভারতবর্ষের বাহিরে কোথাও তাঁহার যাইবার প্রয়োজন হইলে, এবং প্রবৃত্তি থাকিলে, তৎ-সাধনে তাঁহার অর্থের অভাব হইত না, কিন্তু তিনি সর্ব্বাগ্রে স্বদেশের সকল অবস্থা জানিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত ছিলেন, তাই দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নানা স্থানে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের প্রয়াস পাইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার এক দীর্ঘ ভ্রমণের আলোচনা শেষ হইয়াছে, অপরগুলি প্রয়োজন মতে ক্রমে হইবে। তিনি বহু ভ্রমণের ফলে, যে জ্ঞান, যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তিনি তাঁহার

রাজ্যের নানাবিধ শ্রীবৃদ্ধি সাধনের বাসনা চরিতার্থ করিয়া গিয়াছেন। এ কাজ কে করে? আর কয়জন রাজারই বা সেরূপ আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার চিহ্ন রাজ্যমধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়? আজ কয়েক বৎসর হইল, রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এখনও বামড়ায় গেলে, সেই অতুল কীর্ত্তিসম্পন্ন মহাত্মার কর্ম্মগত স্মৃতির বহুবিধ চিহ্ন বর্ত্তমান দেখিয়া, অনুভব করিতে হইবে যে, এ অরণ্যমধ্যে পাথর কাটিয়া এমন সুন্দর ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন, সম্পদ-শোভায় সজ্জিত, একটি নগরী যিনি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি অবশ্যই নরকুলের অলঙ্কার। লোক-হিতে নিয়োজিত শিক্ষা ও সুবিবেচনা, আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা, সে জীবনকে লতা বল্লরির ন্যায় আশ্রয় করিয়াছিল। ক্ষয়প্রাপ্ত কস্তূরীর ন্যায় সে মহাভাগ মহাপুরুষের চরিত্র-সৌরভ ভবিষ্যতে দীর্ঘকাল বামড়ারাজ্যকে মোহিত করিয়া রাখিবে।

স্বরাজ্য ও স্বদেশ সেবায় স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের তুলনা মিলে না। অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত প্রজা সাধারণের সুশিক্ষা লাভ ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য রাজা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যে কেবল অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে, রাজ পরিবারের প্রত্যেকের সুশিক্ষা বিধানেই যে তাঁহার সমগ্র উত্তম আয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহা নহে, রাজকুমারগণের ও শিক্ষিত প্রজাসাধারণের উচ্চতর জ্ঞানার্জ্জনের জন্যও রাজা বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাই মধ্য প্রদেশের ফিউডেটারি রাজন্যবর্গের ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক শাসন বিবরণীতে পোলিটিকেল এজেণ্ট এইচ্ এইচ্ পৃষ্ট বাহাদুর নিম্নলিখিতভাবে তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেনঃ—"রাজা সুঢলদেব সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত ও উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন শাসনকর্ত্তা। তিনি যে কেবল রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিয়াই নিশ্চিন্ত, তাহা নহে, তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে ইংরাজী ও দেশীয় উভয়বিধ ভাষায় শিক্ষাদান করিয়া রাজ্যের প্রজা-



লাল দয়ানিধি দেব।

মণ্ডলীর ভাবী সৌভাগ্যের পথ প্রশস্ততর করিতে প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। *

নাগপুর, বোম্বাই বারাণসী প্রভৃতি স্থান সকল পরিভ্রমণ করিয়া রাজা বাহাদুর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল জনহিতকর ও উন্নতি সাধনোপযোগী অনুষ্ঠান সন্দর্শন করিয়া ছিলেন, সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বরাজ্যের মঙ্গলকর উন্নতি সাধনে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভ্রমণোপলক্ষে কাশী অবস্থান কালে প্রাচীন তন্ত্রের পক্ষপাতী বামড়াধিপতির হৃদয়ে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া কাশীর মানমন্দিরের অনুরূপ বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠার বাসনার সঞ্চার হয়। রাজকুমারগণ রাজধানীতে বসিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা করিবেন, অন্যান্য জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ এই বিজ্ঞানাগারের সাহায্যে আপন আপন চিত্ত বৃত্তির উৎকর্ষ ও চরিতার্থতার আনন্দ লাভ করিবেন, এই জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে বামড়ায় বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে অনুষ্ঠানের শুভ ফল ফলিয়াছে। রাজকুমারগণ, বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব বাহাদুর বিজ্ঞানানুশীলন পটু। বর্ত্তমান রাজার পিতৃদেব স্তর বাসুদেব সুঢলদেব আলঙ্কারিক ও দার্শনিক কবি ছিলেন। পুত্র বর্ত্তমান রাজা বৈজ্ঞানিক কবি। তাঁহার কাব্য রচনায় সৃষ্টি রহস্য, আকাশ তত্ত্ব ও জগতের শোভা সৌন্দর্য্যের মর্ম্মগত ভাব উত্তমরূপ ফুটিয়াছে, সে বিষয়ে তাঁহার লেখনী ধারণ স্বার্থক হইয়াছে। বাম্‌ড়ার বর্ত্তমান রাজার রচিত কাব্য কাননের কয়েকটি মাত্র কবিতা অন্ধকবির অনুবাদে ফুটিয়াছে ভাল। বাঙ্গালী কাব্যামোদীদল কি বিজয়চন্দ্র কৃত সে বঙ্গানুবাদ পড়িয়াছেন?

---

* Raja Sudhal Deb is a throughly compitent and enlightened ruler. not only has he himself done a great deal to improve his state, but by giving his sons the excellent education both in English and Vernacular, he has done his best to secure the future prosperity of his peoples. 1892. H. H. Priest.

তাহাতে রাজার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার অসীম শক্তির পরিচয় বর্ত্তমান।

কাশীর মানমন্দিরের অনুরূপ মানমন্দির সম্বলিত শোভনদৃশ্য বিজ্ঞানাগার বহু অর্থব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজা বাহাদুরের ভৌগলিক জ্ঞান উত্তম ছিল। তিনি নিজে জ্যোতিষী ছিলেন। কাশীতে অবস্থান পূর্ব্বক মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠান, তাহার রীতি পদ্ধতির অবলম্বন অবগত হইয়া, স্বরাজ্যে মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, কাশী এবং মিথিলা হইতে জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত আনাইয়া প্রাচীন পদ্ধতির পূর্ণতা সম্পাদনে প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। এই বিজ্ঞানাগারে বহু অর্থব্যয় করিয়া বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সকল সংগ্রহ করা হয়। তাড়িৎ প্রস্তুত করার যন্ত্র সকল, রঞ্জেন আলোক, (Ex rays) বিবিধ বিষয়ের বিশ্লেষণ যন্ত্র, দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্র ও সেই সকল ব্যবহারের উপযোগী উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিতে রাজাবাহাদুরের রাশীকৃত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। এই বিজ্ঞানাগারের পূর্ণাঙ্গ উন্নতি সাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, সে সকলের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা কঠিন ব্যাপার। মানমন্দির ও বিজ্ঞানাগার প্রস্তুত হইলে, সর্ব্বপ্রথম একবারে ১৫,০০০৲ টাকার যন্ত্র আনা হইয়াছিল, পরে যখন যখন যাহা যাহা প্রয়োজন হইয়াছে, অকাতরে সে জন্য অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব কোন কাজে হাত দিয়া তাহা অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ রাখিতে জানিতেন না, তাই, নিজের অভিজ্ঞতা পরিচালিত রাজা বাহাদুর আপনার বুদ্ধি বিবেচনার অনুরূপ প্রাচীন পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান তন্ত্রের মিলন সাধন করিয়া, পরে কটক কলেজের বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহোদয়কে বহু সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া বামড়ার বিজ্ঞানাগার পরিদর্শন জন্য আনাইয়াছিলেন। তিনি রাজার রুচি আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের প্রচুর



লাল জয়নারায়ণ দেব।

প্রশংসা করিয়াছিলেন। আধুনিক তন্ত্রের যাহা কিছু অভাব ছিল, সেগুলি যোগেশ বাবুর উপদেশ মত পরিপূরণ করিয়া গভীর আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার কাজের রীতিই এইরূপ ছিল, তাই উড়িষ্যার এক সাহিত্যসেবী মহোদয় গৌরব ভরে লিখিয়াছেন :—
"বাসুদেব কেবল বিধির নৃপতি ছিলেন না, তিনি নিসর্গের নৃপতি। রাজোচিত গুণ থাকুক আর না থাকুক, কেবল মাত্র জন্মগ্রহণের কষ্ট স্বীকার করিবার দাবির দরুণ অধিকাংশ রাজা রাজা হইয়া থাকেন। রাজতন্ত্র দেশ সমূহে পিতার পুত্র হওয়া সিংহাসন লাভের যথেষ্ট গুণবর্ত্তা বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগৃহীত। বাসুদেবও এইরূপ ভাগ্যধর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি পূর্ণ মাত্রায় এই সৌভাগ্যের উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অমূল্য জীবন ইহার অভ্রান্ত প্রমাণ প্রদান করিতেছে। সিংহাসন লাভ দ্বারা যে সাধন নিচয় তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, তাঁহার সাধনাও সেইরূপ ছিল এবং সিদ্ধি ও সাধনার অনুরূপ হইয়াছিল।"* তাহার পর রাজা বাসুদেব সম্বন্ধে কবি নন্দকিশোরের নিম্নোদ্ধৃত কবিত্বপূর্ণ উক্তি সম্পূর্ণ সত্য :—

"দুর্লভ আসন ভজি সপত্নিভাব বরজি—
বিশাল বক্ষে লোটন্তি কমলা বাণী,
বিনীতা ভারতী সতী অটন্তি প্রেয়সী অতি,
সাম্রাজ্য লক্ষ্মী সদিবা প্রেয়সী রাণী,
বুঝিছ এ মর্ম্ম নরেশ,
ঘোষে তব যশ তেণু উৎকল দেশ।"

রাজা দশরথের কৌশল্যা এবং কৈকেয়ীর ন্যায় বাসুদেবের কবিবর্ণিত অপ্রাকৃত মহিষীদ্বয়ের মধ্যে যথাক্রমে সরস্বতী "অর্চ্চিতা"

---

* রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর।

এবং লক্ষ্মী "প্রিয়া" ছিলেন। * লক্ষ্মী স্বভাবতঃ তাঁহার পূর্ণ স্নেহভাজন ছিলেন, কিন্তু সরস্বতী সমধিক সম্মানিত হইতেন।

তাই আবার বলিতেছি, উড়িষ্যার শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান পুরুষ রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর মহোদয় রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেবের জীবনাভিনয় সন্দর্শনে মুগ্ধ মনে নিজ অভিজ্ঞতাপূর্ণ বিবরণ মালার একস্থানে লিখিয়াছেনঃ—"সুঢলদেবকে যাঁহারা উত্তমরূপ জানেন, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, রাজা সুঢলদেব নিজের অসামান্ত প্রতিভার অনুরূপ ক্ষেত্র এবং মনের অনুরূপ ধন পান নাই। উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে, তাঁহার প্রতিষ্ঠা জগৎব্যাপিনী হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।" ইহাই কি কেবল? প্রজারঞ্জনপ্রিয় লোকহিতসাধন নিরত অসামান্ত গুণসম্পন্ন রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব কিরূপ উচ্চ প্রকৃতি, উচ্চ জ্ঞান ও বিশাল হৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার পরিচর্য্যায় পালিত বামড়া রাজ্যের রাজ্যপালন পদ্ধতির প্রশংসাপূর্ণ বাৎসরিক বিবরণের আলোচনায় তাহা পরে প্রকাশ পাইবে, এ স্থানে কেবল ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শাসন বিবরণের আর একস্থান উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার রাজ্যে শিক্ষাদান ও তন্নিবন্ধন লোকহিত সাধন বিষয়ের আলোচনা শেষ করিতেছিঃ—

"আমি মনে করি, বামড়ার বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তার পর্য্যবেক্ষণে রাজ্যের যেরূপ আশ্চর্য্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বান্তকরণে প্রশংসা করিবার যোগ্য। ভারত সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশেও এরূপ দেশীয় রাজ্যের উল্লেখ অসম্ভব, যে খানে এরূপ অল্প আয়ে এরূপ বিবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।" †

* অর্চ্চিতা তস্য কৌশল্যা প্রিয়া কেকয়বংশজা—রঘুবংশ

† I Think him entitled to cordial recognition for the great progress, which Bamra has made under his rule, There are very few chiefs even in other parts of India who, with such small revenues have effected so much for improvement of their states (Sd) H. H. Priest Political Agent.



লাল রাজীবলোচন দেব।

বামড়ায় বিজ্ঞানাগার ও মানমন্দির। উড়িষ্যা ও ছত্রিশ গড়ের গড়জাত রাজগণের রাজ্য মধ্যে রাজ্যের পরিমাণ ফল ও রাজস্ব হিসাবে বামড়ার স্থান অনেক নীচে; আরও বৃহত্তর রাজ্য অনেক আছে, সে সকলের মধ্যে বস্তার ও ময়ুরভঞ্জ সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

এ সকলের কোথাও বিদ্যাচর্চ্চা ও সাধারণ প্রজামণ্ডলীর জ্ঞান বৃদ্ধি কল্পে বামড়ার ন্যায় অনুষ্ঠান আয়োজন দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল তাহাই নহে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সামন্ত রাজ-গণের রাজ্যেও শিক্ষাদান বিষয়ে আয়ের অনুপাতে এরূপ অসঙ্গত ব্যয় বহন দেখা যায় কিনা সন্দেহের বিষয়। আরও এক কথা এই যে, ভারত-সাম্রাজ্যেরও অনেক প্রতিষ্ঠাপন্ন নগরেও, বামড়ার নাগরীক জীবনের সুখ সম্ভোগের সুবিধা আছে কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। বামড়ার বিদ্যালয়, বামড়ার সভা সমিতি, বামড়ার বিদ্যাচর্চ্চা, বাঙ্গলা দেশের অনেক জেলার রাজকীয় কেন্দ্র স্থলেরও অনুকরণ যোগ্য এরূপ একটি রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে নিযুক্ত মহদন্তঃকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তির মহাপ্রাণের মর্য্যাদা বৃদ্ধি কল্পে আমরা মুক্ত হৃদয় হইলে, দেশের ও দশের কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই। আর বামড়ার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে স্থিত বহুসংখ্যক দেশীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজ্যের রাজারা ও তদীয় কর্ম্মচারীবৃন্দ বামড়ার প্রতি ঈর্ষার দৃষ্টিপাত না করিয়া, ইহার আদর্শে নিজ নিজ রাজ্যের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হইলেই, ভারতের এক সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের আভ্যন্তরিণ পরিবর্ত্তন ও উন্নতি কিয়ৎপরিমাণে সহজ সাধ্য হইলে হইতে পারে। ইতর জীবনের গৌরবানুভব অপেক্ষা, উন্নত জীবনের আদর্শতলে লুটাইয়া পড়া যে অশেষ কল্যাণের জনয়িত্রী আমাদের দেশের লোকমণ্ডলী কি এই মহাসত্য অনুভব করিতে শিখিবে না? একদিকে পরী-পরিবেষ্টিত সুরসভায় সুরাপাত্র হস্তে নর্ত্তন, আর একদিকে চরিত্র শোভায় রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া ও দেহের শোণিত বিন্দু বিন্দু পাত করিয়া জন সাধারণের

কল্যাণসাধন, উভয়ের কোনটা মানবের আদর্শ, তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? অবশ্যই মানমন্দির পরিশোভিত বিজ্ঞানাগারের দ্বারোদ্‌ঘাটন জন্য দণ্ডায়মান রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেবই যে দেশীয় রাজন্যবর্গের পূজার যোগ্য আদর্শ, কে না স্বীকার করিবে? তাই মনে হয়, অধুনা বামড়ার রাজ সংসারে রাজা শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেবের অনুষ্ঠিত নিত্য নূতন নূতন উন্নতির সঙ্গে স্তর বাসুদেবের জীবন্ত চিত্র অধিকতর পরিস্ফুট হইবে।



লাল ললিতমোহন দেব।

অষ্টম অধ্যায়

সাহিত্যসেবা,
মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা

ছত্রিশগড়ের রাজাদিগের সকলের মাতৃভাষা এক নহে। কতক রাজ্যে হিন্দী ভাষা প্রচলিত। আর রায়পুর বিলাসপুর, সম্বলপুর অঞ্চলের, অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশের পূর্ব্বোত্তর অঞ্চলের রাজন্যবর্গ ও ইতরভদ্র সাধারণ জনমণ্ডলীর মাতৃভাষা ওড়িয়া। সুতরাং ভাষা হিসাবে ছত্রিশ গড়ের কতকটা অংশ উড়িষ্যার অন্তর্ভূ‍ক্ত। কাজে কাজেই আচার ব্যবহার, রীতি নীতি বিষয়ে উড়িষ্যার সাধারণ ভদ্রসমাজ, উড়িষ্যার গড়জাতের রাজন্যবর্গ ও মধ্যপ্রদেশের পূর্ব্বোত্তর অঞ্চলের জনমণ্ডলী একই প্রকার সামাজিক শাসনে শাসিত বলা যায়।

রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ঐ সমগ্র প্রদেশের বিশেষ ভাবে গড়জাতের লেখ্য ও কথ্য ভাষায় কোন পার্থক্য ছিল না। ভাষার বিশুদ্ধতা ও সৌষ্ঠব ছিল না। সাধারণের পাঠোপযোগী গদ্য ও পদ্যে উত্তম গ্রন্থ ছিল না। শত বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যে এক প্রকার লেখ্য বাঙ্গালাভাষা এদেশে প্রচলিত ছিল, সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত বেতাল পঞ্চবিংশতি ও পরে প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে, সেই অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ব যুগে, বঙ্গের অসংলগ্ন অসম্পূর্ণ ও কিম্ভূতকিমাকার বাঙ্গালা কথ্য ও লেখ্য ভাষার ন্যায় হীন ও দৈন্যদশাপন্ন ওড়িয়া ভাষা, সমগ্র উড়িষ্যার ও গড়জাতের মাতৃভাষা ছিল, আর স্থানীয় লোকমণ্ডলী ভিন্ন, অন্যান্য প্রদেশের লোকের পক্ষে তাহা একবারেই অবোধ্য ছিল। এইরূপ অবস্থাপন্ন দেশের মাতৃভাষার সেবা-

ক্ষেত্রে, রাজা স্তর বাসুদেবের সমসাময়িক কয়েক মহাত্মার আবির্ভাবে, ইংরাজাধিকৃত উড়িষ্যার রাজধানী কটক নগরীতে ওড়িয়া ভাষার সামান্যতর উন্নতির লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। ঐ সামান্যতর উন্নতির সূচনাকালে বাম্‌ড়াধিপতি রাজা স্তর বাসুদেব মাতৃভাষার পরিচর্য্যায় বদ্ধপরিকর হন। তাই উড়িষ্যার সাহিত্যসেবা ক্ষেত্রে বাসুদেব অক্ষয়-কীর্ত্তিসম্পন্ন সুসন্তান।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজা বাসুদেব সমগ্র উড়িষ্যার সম্যক্ কল্যাণ সাধন মানসে বাম্‌ড়ার রাজধানী দেবগড়ে "জগন্নাথবল্লভ" নামে এক মুদ্রা যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং বৎসরান্তে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে "সম্বলপুর হিতৈষিণী" নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। রাজা স্বয়ং পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক রূপে ঐ পত্রিকার সাহিত্যিক সম্পদ ও সম্মান বৃদ্ধি করিতে প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই কার্য্যে, সর্ব্বপ্রথম গণেশ্বর পট্টনায়ক, পরে দীর্ঘকালব্যাপী সহকারী ছিলেন পত্রিকা সম্পাদক পণ্ডিত নীলমণি বিদ্যারত্ন। বর্ত্তমান বাম্‌ড়াধিপতি শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব পিতৃকীর্ত্তি মুদ্রাযন্ত্র ও "সম্বলপুর হিতৈষিণী" সম্পূর্ণ সজীব অবস্থায় রক্ষা করিয়া অক্ষয় যশ অর্জ্জন করিতেছেন। ঐ পত্রিকার প্রচার হইতে উড়িষ্যার সাহিত্যিক উন্নতির ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটিয়া গিয়াছে।

সম্বলপুর হিতৈষিণীতে সমগ্র উড়িষ্যার প্রাচীন গৌরব-গাথার আলোচনা দ্বারা, অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন শিক্ষিত জনগণের মধ্যে ও গড়জাতের রাজন্যবর্গের অন্তরে আত্মচিন্তা ও আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশানুরাগ ও স্বদেশসেবায় প্রবৃত্তি দানের চেষ্টা একদিকে, অন্যদিকে দেশের তদানিন্তন কালের দুরবস্থা দূর করিবার জন্য বিবিধ ইঙ্গিত প্রদর্শিত হইত। দেশে দস্যুবৃত্তি সহজ ছিল, ধনাগমের উপায় সকল বহুদূরব্যাপী বিশালকায়া অরণ্যানীর নিভৃত কক্ষে লুক্কাইত ছিল, সেই সকল তত্ত্বের আলোচনা; ব্যবসায় বাণিজ্যের পথ সকল চিররুদ্ধ হইয়া ছিল, কি উপায় অবলম্বন করিলে দেশে ব্যবসায়

বাণিজ্য সূত্রে ধনাগমের সহজ পথ সুনির্দ্দিষ্ট হইতে পারে; এইরূপ বিবিধ বিষয় সকলের আলোচনা দ্বারা উড়িষ্যার জনমণ্ডলীর জ্ঞানবৃদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিমার্জ্জন কার্য্যে হিতৈষিণী সপ্তাহের পর সপ্তাহ নানা প্রশ্ন, নানা তত্ত্ব, ও সে সকলের মীমাংসা বক্ষে ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। সে সময়ে উড়িষ্যার সাধারণ জনমণ্ডলীর সর্ব্ব বিষয়ক অজ্ঞতা নিবন্ধন, উড়িষ্যার বাহিরের বহু বহু স্থানে উন্নতির যে খরপ্রবাহ প্রবাহিত, ও তজ্জন্য জনমণ্ডলীর জ্ঞানের প্রসার বর্দ্ধিত, সে দিকে উদাস উপেক্ষার দৃষ্টি উড়িষ্যার আলস্য ও অকর্ম্মণ্যতা বৃদ্ধি করিতেছিল, রাজা বাসুদেব পোষিত হিতৈষিণী সেই স্বদেশীয় আলস্য, উদাসীনতা ও অকর্ম্মণ্যতার মাথার উপর লৌহ মুদ্‌গরের আঘাত আরম্ভ করিয়াছিলেন। হিতৈষিণী, পরিচালনপটুতা ও লিখন পারিপাট্যে ত্বরায় দেশে নবভাবের সঞ্চার ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মনির্ভরশীলতার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

স্যর বাসুদেব অতিপ্রাচীন গঙ্গাবংশীয় রাজা হইলেও, সে প্রাচীনত্বের অভিমান দূরে রাখিয়া, রাজ পরিবারে, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে, প্রজা সাধারণের ভিতরে, অন্যান্য গড়জাত রাজ্যের রাজগণের সমক্ষে এবং সমগ্র উড়িষ্যার লোক সাধারণ সমক্ষে, সমাজ সংস্কার বিষয়ে, দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পটু, সঙ্গত পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী বলিয়া পরিচিত, এবং তাঁহার কর্ত্তৃক পোষিত ও পালিত হিতৈষিণী সর্ব্বদাই সমাজ সংস্কারের সুসঙ্গত বংশীবাদনে নিযুক্ত এবং এখনও সে কাজের গুরুত্ব স্মরণে সম্বলপুর হিতৈষিণী বিরত হয় নাই। দেশে প্রচলিত নানাবিধ কুপ্রথার নিবারণে, তাঁহার পরিপোষিত সংবাদ পত্র নির্ভয়ে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিল। এই সময়ে রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর, রায় মধুসূদন রাও বাহাদুর, রাম নারায়ণ রায়, বিশ্বনাথ কর, ফকির মোহন সেনাপতি, ভোলানাথ সামন্ত রায়, দামোদর কবিরত্ন, গোবিন্দচন্দ্র মহাপাত্র শর্ম্মা, রামকৃষ্ণ সাহু, চিন্তামণি মিশ্র শাস্ত্রী, মধুসূদন মিশ্র তর্কবাচস্পতি, যুবরাজ সচ্চিদানন্দ, রাজকুমার বলভদ্রদেব, জলন্ধর দেব, পণ্ডিত রত্নাকর

শর্ম্মা, দীনবন্ধু প্রধান, করুণাকর সাহু, বসানন্দ প্রধান প্রভৃতি বহু বহু সাহিত্যিক, হিতৈষিণীর কলেবরের সৌন্দর্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ লেখক সম্প্রদায়ের অনেকে এক্ষণে লোকান্তরিত ও অবসর প্রাপ্ত। এই প্রকারে সকল বিষয়ের উত্তমতর ও উন্নততর আলোচনায় যখন সম্বলপুর হিতৈষিণীর কলেবর পূর্ণ হইতে লাগিল, যখন, গঞ্জাম হইতে বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জ পর্য্যন্ত, রায়পুর, বিলাসপুর ও সম্বলপুর হইতে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত, সমগ্র উড়িষ্যায় হিতৈষিণীর হিতসাধন চেষ্টার দুন্দুভিধ্বনি নিনাদিত হইতে লাগিল, তখন হিতৈষিণীর সেই মহাপ্রতাপের যুগে দৈবক্রমে একটা সুবৃহৎ সাহিত্যিক কলহের সূত্রপাত হইল।

সাহিত্য সেবার প্রাথমিক যুগে সকল দেশে যেমন, উড়িষ্যায়ও ঠিক সেইরূপ সাহিত্যসেবীগণের কেহ কেহ বীণাপাণির পূজায় ইতর ভাবের অবতারণার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলা দেশে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা কল্পে ও সর্ব্ববিধ সমাজ সংস্কার কার্য্যের অনুষ্ঠানে, শতবর্ষ পূর্ব্বে, রাজা রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য লেখনী ধারণ করিয়া অতি কুৎসিৎভাবে সমাজ সংস্কার ও ব্রহ্ম পূজার বিরুদ্ধে বাদ প্রতিবাদ চালাইয়াছিলেন। গৌরী শঙ্করের আক্রমণের ফল স্থায়ী হয় নাই। রাজার কার্য্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে, কিন্তু সে আক্রমণে, উভয় পক্ষের পক্ষ সমর্থনে, বাঙ্গালা ভাষা একপদ অগ্রসর হইয়াছিল। সকল দেশের সকল লিখিত বাক্‌বিতণ্ডার ফল এইরূপই হইয়া থাকে। সত্যপুষ্ট পক্ষই স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে, অপর পক্ষ সাময়িক কার্য্য সাধন করিয়া অদৃশ্য হইয়া থাকে। উড়িষ্যার সাহিত্য-ক্ষেত্রে সংঘটিত কলহও ঐরূপ সাময়িক মনোমালিন্যের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয় ও তজ্জন্য কটক হইতে প্রকাশিত উৎকল দীপিকা এবং বামড়া হইতে প্রকাশিত সম্বলপুর হিতৈষিণী এই দুই সংবাদপত্রের লেখকগণ সংগ্রামের রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ব্যাপার এই :—বিদ্যালয়সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর বাবু প্যারীমোহন

সেন নিম্ন ও উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে পারিতোষিক দিবার জন্য যে সকল পুস্তক ক্রয় করেন, এবং বালকদিগকে উপহার দেন, সেই সকলের মধ্যে কটকের স্বর্গীয় অন্যতম রাজকবি উপেন্দ্র ভঞ্জ মহাশয়ের রচিত আদিরসদুষ্ট কবিতা পুস্তক ছিল। ব্যাপার এই! কথাটা সে সময়ে তলাইয়া দেখিলে, অবশ্যই প্রধানগণ বুঝিতে পারিতেন যে, কাব্য হিসাবে সে গ্রন্থ যতই উত্তম হউক না কেন, উহা সুকুমারমতি বালকগণকে উপহার দেওয়া ভুল হইয়াছে বলিয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইবার প্রস্তাব প্রচার করিলেই, সঙ্গত হইত, কিন্তু সময়ে সময়ে পরিণত বুদ্ধির ও ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে। এখানেও তাহাই হইল। প্যারী বাবুর ঐ কার্য্যের স্বপক্ষতা করিয়া "ইন্দ্রধনু" নামে এক সমালোচনা পত্রে উৎকল দীপিকার পক্ষ ঐ কার্য্যের প্রবল স্বপক্ষতা আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে "বিজলী" নামে সম্বলপুর হিতৈষিণীর দল ঐরূপ কার্য্যের পোষকতার প্রতিবাদ প্রকাশ করিলেন। ক্রমে উড়িষ্যার কাব্যাকাশ সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সাহিত্যাকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, দলাদলির আলোড়নে গরল উৎপন্ন হইতে লাগিল। সে সময়ে উড়িষ্যার সেই শিশু সাহিত্যের সেবাকল্পে অল্প কয়েকজন মাত্র খ্যাতনামা ব্যক্তি বর্ত্তমান, তাহা দুই দলে বিভক্ত হইয়া ঈর্ষার অনলে, হিংসাপূর্ণ ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ঘৃতাহুতি দান করিয়া কলহকে প্রবলতর করিয়া তুলিলেন।

এই সাহিত্যিক কলহে, কটকের উৎকল দীপিকার সম্পাদক গৌরীশঙ্কর রায়, দামোদর পট্টনায়ক, সুদামচন্দ্র নায়ক, গোপাল বল্লভ দাস প্রভৃতি মহোদয়গণ তদানিন্তন স্থানীয় রাজকর্ম্মচারী ও রাজ পুরুষগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত, সেই শক্তিতে প্রবল হইয়া "ইন্দ্রধনু" নামে এক সমালোচনা পত্রিকা প্রকাশ করেন। সম্বলপুর হিতৈষিণীর দল প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়াইয়া "বিজলী" নামে আত্মপরিচয় দেন। সে দলে রাজপক্ষে রাম নারায়ণ রায়, সম্বলপুর হিতৈষিণীর পরবর্ত্তী সম্পাদক নীলমণি বিদ্যারত্ন, কটক ট্রেনিং স্কুলের হেড্ মাষ্টার চন্দ্রমোহন মহারাণা, উড়িষ্যার স্কুল

সমূহের ইন্‌স্পেক্টর রাধানাথ রায় ও মধুসূদন রাও। এই বিজলীর দলের শেষোক্ত দুই মহাত্মা উত্তরকালে উৎকল সাহিত্য সংসারে অসামান্য প্রতিষ্ঠা ও কবি সম্মান অর্জ্জন করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বাদ প্রতিবাদে জয় পরাজয় অনিবার্য্য। এক পক্ষের জয় ও অপর পক্ষের পরাজয় স্বীকার করিতেই হইবে। প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে গৌরীশঙ্কর (গুড়্‌গুড়ে ভটাচার্য্য) রাজা রামমোহন রায়কে শাস্ত্রবিচারে যুক্তিতর্কে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া, ন্যায় পথ পরিহার পূর্ব্বক ব্যক্তিগত আক্রমণ ও অযথা নিন্দাবাদে লেখনী নিয়োগ করিয়াছিলেন। আর একটা চলিত কথাও আছে, "হেরোকাত অধিক গালি দিয়া থাকে।" কারণ পরাজয়ের পরাক্রম গালাগালিতেই মানায় ভাল, আর সাধারণ লোক সে পক্ষের হার স্বীকার করিয়াও গালাগালিতে আমোদ উপভোগ করিয়া থাকে। এই সাহিত্য যুদ্ধে সে কালের উড়িষ্যার জয়েন্ট ইন্‌স্পেক্টর পরে ইন্‌স্পেক্টর ও তৎপরবর্ত্তী কালে বর্দ্ধমান বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর রাজপক্ষে থাকিয়া বিজলীর শক্তিবৃদ্ধিকল্পে প্রাণপণ করিয়াছিলেন। তাই সে কলহের শেষ কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়িলেন, রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর, অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ওড়িয়া কবি উপেন্দ্র ভঞ্জ এবং রাধানাথ বাবু এতদুভয়ের মধ্যে কবি হিসাবে বড় কে? শেষ কলহ ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কবি সকল রসের অবতারণায় সক্ষম হইবেন। আর কবির কাব্য রচনা আদিরসের লেশমাত্র স্পর্শ করিবে না, এরূপ নিদ্ধারণ কোন দিন হয় নাই, হইতে পারে না। সেরূপ রুচিসম্পন্ন একদল লোক হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ একদল কবি হইতে পারে না। কবির কাব্য রচনায় স্বাধীনতা না থাকিলে, জেলখানার কয়েদীর সমাজ সমালোচনার মত হইয়া পড়ে। সীমানির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত ও শাসিত ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তার স্থান কোথায়? সে ব্যক্তির প্রতিভা থাকিলেও, তাহার খর্ব্বতা সাধন হয়। তাহার দ্বারা জন সমাজের

সকল দিকের সকল তত্ত্বের অন্তর্নিহিত রসসংগ্রহের সুযোগ না থাকায়, সে কবির কাব্যরচনা অঙ্গহীন হইয়া পড়ে, রচনার মধ্যে পদে পদে শাসনদণ্ডের ভয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু "ইন্দ্রধনু" পক্ষ রসের বর্ণনায় স্বেচ্ছাচারের পক্ষপাতী, আর "বিজলীর" দল স্বেচ্ছাচারিতার নিবারণে ও সর্ব্ববিধ রসতত্ত্বের মর্য্যাদা রক্ষায় বদ্ধপরিকর।

কলহের সূত্রপাত হইল বালকদিগকে পারিতোষিক বিতরণ পুস্তকে আদিরস বিষয়ক কবিতার স্থান লাভে। তাহারা আবার নিম্ন ও উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষার ছাত্রদল। এমন স্থলে সর্ব্বত্রই ত ইহা নিষিদ্ধ কার্য্য, এতে এরূপ কলহের সূত্রপাত হইবার যথেষ্ট কারণ দেখা যায় না। আবার সে সময়ে ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর প্যারীবাবু উড়িষ্যার ইন্‌স্পেক্টর রাধানাথ বাবুর অধীন কর্ম্মচারী। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, দলাদলির প্রভাবে সকলই হইতে পারে। উড়িষ্যার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের আলোচনায় উপেন্দ্রভঞ্জের কবিতা সকলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে দীপিকার পক্ষ যেমন প্রবলভাবে আলোচনা আরম্ভ করিলেন, উপেন্দ্রভঞ্জের শিষ্যস্থানীয় সুরুচি ও বহু ভাবসম্পদসম্পন্ন রাধানাথ রায়ের স্বপক্ষতায় হিতৈষিণীর দল বিজলীতে পূর্ণ আগ্রহে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এই বাদ প্রতিবাদে রাজপক্ষ সর্ব্বদাই সুযুক্তি ও সুবিবেচনার পরিচয় দানে যত্নতৎপর ছিলেন। ইন্দ্রধনু পক্ষ যেরূপ ইতর ভাষায় বিজলীপক্ষকে আক্রমণ করিতেন, বিজলীপক্ষ প্রত্যুত্তর দান কালে সেরূপ ইতর ভাবে ছড়া কাটাইতে পারিতেন না। কিন্তু সেই সকল ইতর আক্রমণের উত্তর দিবার সময়ে বিদ্রূপের সুতীক্ষ্ণ শরজাল বিস্তার করিয়া অনেক সময়ে প্রতিপক্ষকে বিব্রত ও বিপন্ন করিয়া তুলিতে সক্ষম হইতেন। তাই কলহের শেষে উভয় পক্ষীয় পাঠকগুলী সম্বলপুর হিতৈষিণী দলেরই যুক্তির সারবত্তা অনুভব করিয়া বিজলীর দলকেই জয়মাল্য প্রদান করিয়াছিলেন।

কলহের উত্তম ফল এই হইল যে, উৎকল সাহিত্য ইহার পূর্ব্বে

যে অবস্থায় ছিল, ঐ কলহের উত্তেজনা মুখে সেই ভাষার প্রতি দেশের অধিকাংশ লোকের একটা আগ্রহের সৃষ্টি হওয়াতে, সাহিত্যের মর্য্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সাধারণ জনমণ্ডলী আগ্রহ সহকারে মাতৃভাষার সেবায় মনোনিবেশ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, ইহাই সে কলহের পরম লাভ বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য যে অল্পদিনের মধ্যে নবকলেবরে সজ্জিত হইয়া নূতন শক্তি সঞ্চয়ে পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের কথ্য ও লেখ্য ভাষার সহিত কথঞ্চিৎ সমকক্ষতা করিতে সক্ষম, সেই সময়ের সেই সাহিত্যিক জাগরণ তাহার প্রধান কারণ, আর রাজা বাসুদেবের পৃষ্ঠপোষিত ও পরিচালিত সম্বলপুরহিতৈষিণী সাহিত্যের সে পুষ্টি সাধনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। আর সেই হিতৈষিণী আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া উড়িষ্যার জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সমান ভাবে নিযুক্ত রহিয়াছে।

সচরাচর দেখা যায়, রাজ সংসারের পুত্র কন্যারা আদুরে আব্-দা'রেই হইয়া থাকে, অনেক সময়ে শ্রমকর কার্য্যশীলতা ও গুণপনার পরিচয়দান ক্ষেত্রে রাজসংসারের সন্তানদের অন্যের পশ্চাতে পড়িতে হয়। তাঁহারা সাধারণত লম্বশাটপটাবৃত সুশোভন দৃশ্য অকর্ম্মণ্য ও পর-মুখাপেক্ষী হইয়া কালযাপন করেন। কিন্তু স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের রাজসংসার ভিন্ন প্রকারের উপাদানে গঠিত হইয়াছিল, তাই তাঁহার রাজ ভবনের সূতিকাগারে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার পুত্র কন্যাগুলি যেমন শিক্ষাসৌন্দর্য্যে সুশোভিত, ঐ সূতিকাগারে জন্মগ্রহণ করিয়া সম্বলপুর হিতৈষিণীও আদুরে খুকি, কিংবা অন্তঃসারশূন্যা রাজকুমারীর ন্যায় জনসমাজে একদিনের জন্যও বাচালতার পরিচয় দেয় নাই। সুবিদ্বান, সুপণ্ডিত, সাহিত্যিক রাজ পিতার কন্যার ন্যায় সর্ব্বদাই বিনয় সৌজন্যসহকারে উচ্চ বিষয় সকলের আলোচনায় আত্মকলেবর সজ্জিত করিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ জনসমাজে দর্শন দিয়াছে,

আর এই ত্রিশবৎসরকাল জনসমাজের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া হিতৈষিণী নিজে ধন্য হইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজপিতার সম্মান রক্ষা ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে নিয়ত যত্নতৎপর।

আর এক কথা এই যে, রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের কর্ম্ম-পটুতাগুণে বামড়ার রাজধানী দেবগড়ে বিদ্যার্জ্জন ও জ্ঞানচর্চ্চার এরূপ একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষার সূচনা হইয়াছে যে, রাজসংসারের প্রত্যেকেই অল্পাধিক বিদ্যাচর্চ্চাপটু। রাজ্যের এবং রাজ্যের বাহিরের চারিদিকের সংবাদ সংগ্রহের দ্বারা নিজ নিজ জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতে সকলেই ব্যস্ত। কেবল রাজকুমার ও রাজকুমারীগণ নহেন, সাধারণ শিক্ষিত জনমণ্ডলী ও প্রজাসাধারণও অন্যান্য স্থানের তুলনায় চিন্তা ও ভাব বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নততর, এরূপ অবস্থা সংঘটনে রাজার অন্যবিধ অনুষ্ঠান সকলের শক্তিও কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যকরী হইয়াছে, সে সকল বিষয় অন্যত্র আলোচ্য, এখানে কেবল এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে রাজকুমারগণের অনেকেই তাঁহাদের অগ্রজ বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেবের অনুকরণে সাহিত্যানুরাগী, সম্বলপুর হিতৈষিণী বর্ত্তমান রাজা ও রাজভ্রাতৃগণের পরিচর্য্যায় বঞ্চিত নহে। সংবাদ পত্রখানি আজন্ম রাজ সেবায় পরিবর্দ্ধিত ও সম্মানিত। আমাদের দেশে সাহিত্যের এরূপ সৌভাগ্য অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, দেখিতে পাইলেও নিতান্ত বিরল।

সম্বলপুর হিতৈষিণী সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। যাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত শ্রমের ফলে সম্বলপুর হিতৈষিণী নানা-বিধ সংবাদ সম্ভারে সজ্জিত হইয়া সপ্তাহে সপ্তাহে পাঠকের নিকট দেখা দিতে আরম্ভ করে, সেরূপ অসাধ্য সাধনে, সেকালে পণ্ডিত নীলমণি বিদ্যারত্নই নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নিজে সুপণ্ডিত ও ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। কাব্যে, অলঙ্কারে, সাহিত্যে ও ইতিহাসে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল ও মধুর ছিল। যে

বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাতে সহজে কেহ তাঁহাকে খর্ব্ব করিতে পারিত না, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কার বিষয়ে তাঁহার গভীর অভিজ্ঞতা ছিল। রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর, রায় মধুসূদন রাও বাহাদুর, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ৺নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎকলসাহিত্যের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর প্রভৃতি বহু ব্যক্তি বহুবার বামড়ায় ভ্রমণ ও অবস্থিতিসূত্রে পণ্ডিত নীলমণি বিদ্যারত্নের বিবিধগুণের ও বিদ্যাবত্তার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। আক্ষেপের বিষয় এতাদৃশ গুণবান ব্যক্তি এক্ষণে স্বাস্থ্যভঙ্গ নিবন্ধন জীবন্মৃত অবস্থায় গঞ্জামে শেষ জীবন যাপন করিতেছেন। এক্ষণে তিনি সম্পূর্ণরূপে কাজের বহির্ভূত। রাজার উপদেশ ও পরামর্শে নীলমণি এরূপ সুন্দর ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন যে, শেষে তাঁহার তত্ত্বাবধানকালে হিতৈষিণী সম্বন্ধে, অনেক সময়ে রাজা স্যর বাসুদেব বিশেষ দৃষ্টিপাত না করিলেও চলিত। তাঁহার পত্রিকা সম্পাদন সর্ব্বদাই রাজার মনের মত হইত।

দেবগড়ে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্ব্বে রাজা বাসুদেব কটক নগরে "সুচল" নামে এক মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেখানে সে মুদ্রাযন্ত্রে রাজার গ্রন্থাদি মুদ্রিত হইত, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে অন্য অনেকের প্রয়োজনীয় মুদ্রণ কার্য্য সম্পাদিত হইত। এই কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য যাঁহাকে প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাঁহার পর্য্যবেক্ষণে, কাজের নিত্য নূতন উন্নতি না হওয়াতে, রাজাবাহাদুর সে সকল কাজ রহিত করিয়া দেন এবং মুদ্রাযন্ত্রটির একাংশ প্রেসের কার্য্য পরিচালক সীতানাথ রায়কে দান করেন। অপরাংশ বামড়ার রাজধানী দেবগড়ে আনিয়া পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত "জগন্নাথবল্লভ" প্রেসের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছিলেন। এখানে এখন সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্র কলে চালিত হয়। প্রেসের কাজ জেলের কয়েদীদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, কয়েদীদের দ্বারা প্রেসের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। কয়েদীরা প্রেসের সকল

কার্য্যই করিতে শিখিয়াছে। সম্বলপুর হিতৈষিণীর বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু গড়নায়ক। ইনি বাম্‌ড়া রাজ্যবাসী। বাম্‌ড়া বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত জ্ঞানলিপ্সু, কর্ম্মতৎপর ও উদ্যমশীল যুবাপুরুষ। হিতৈষিণীর কার্য্য করিয়া প্রেসের যে সময় থাকে, তাহাতে রাজার ও রাজপরিবারের অনেকের অনেক মুদ্রণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। রাজ্যের শিক্ষিত ভদ্রগণের রচিত পুস্তক ও অন্যান্য কাজ হিতৈষিণী প্রেসেই হইয়া থাকে। মুদ্রাযন্ত্র ও পত্রিকা দুইই আত্মপোষণে সক্ষম। এ দুইএর কাহারও জন্য রাজাবাহাদুরের স্বতন্ত্র ব্যয় বহন করিতে হয় না।

কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি নানা ক্ষেত্রে সুবিদ্বান পণ্ডিতমণ্ডলী সমক্ষে তাঁহার অর্জ্জিত জ্ঞান ও বিদ্যার সাক্ষ্যদান করিয়া সর্ব্বদাই সমবেত জনমণ্ডলীর শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার এ সম্মান রাজ সম্মান নহে, অথবা রাজা বলিয়া স্বল্পবিদ্যার বলে অসঙ্গত-সম্মান অর্জ্জনও নহে। পণ্ডিতমণ্ডলে পণ্ডিত বলিয়াই সেরূপ সম্মান অর্জ্জন সম্ভব হইয়াছিল। আর এক কথা এই যে, বাসুদেব স্বাধীন প্রকৃতি বিশিষ্ট মুক্ত স্বভাবের লোক ছিলেন। তাঁহার নাতিদীর্ঘ জীবন ধারণ কালে, তিনি কি বাল্যে, কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়াবস্থায় কখন কোন দিন চাটুকারের অন্তঃসারশূন্য অথচ মধুমিষ্ট রসনা সঞ্চালনে কর্ণপাত করেন নাই। স্তাবকের স্তব বন্দনা সর্ব্বদাই অবজ্ঞা সহকারে দূরে রাখিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। কি আধুনিক, কি প্রাচীন তন্ত্রের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ পরিচয়ের সূত্রপাতে বলিয়া দিতেন, "আমার সঙ্গে প্রতিপক্ষতা করিলে, আমি নূতন কিছু শিখিবার সুযোগ পাইব, আমার রাজ সম্মান স্মরণ করিয়া, যেন আমার মতে মত দিবেন না, আপনার সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছেন বলিয়া মনে করিবেন। আমি যাহা জানি তাতে সায় দেওয়া সহজ কাজ, আমার মূর্খ প্রজাও তাহা করিতে

পারে, আপনি আপনার পক্ষ সমর্থনে পটুতা প্রদর্শন করিলেই আমি সুখী হইব।"* এই জন্য বলিতেছি যে স্তর বাসুদেব প্রাচীন সাহিত্য ও শাস্ত্র বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং দেশ বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী সে বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আলাপে আপ্যায়িত হইয়া তাঁহার অর্জ্জিত বিদ্যার গভীরতা অনুভব করিয়া সর্ব্বদাই আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তিনি বিদ্বজ্জনসমাজে রাজ সম্মান অপেক্ষা পণ্ডিত সম্মানে অলঙ্কৃত ও সমাদৃত হইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। এই জন্যই উড়িষ্যার সুধী সন্তান রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর বলিয়াছেন, "রাজা সুঢলদেবের দ্বারা রাজসিংহাসন সম্মানিত হইয়াছে।" এবং মধ্যপ্রদেশের প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণও পুনঃপুনঃ এই উক্তির সারবত্তা লিপিবদ্ধ করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, সেগুলি অন্যত্র আলোচ্য।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, তাঁহার কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের পরিচয় যে কেবল তাঁহার রচিত চিত্রোৎপলা কাব্যেই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে, ক্ষুদ্র কলেবরা "চিত্রোৎপলা" কাব্যে গ্রন্থকার রাজা স্তর বাসুদেব অসাধারণ রচনা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের নবীন লেখকগণের রচনায় অলঙ্কারের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই আজ কাল শব্দশাস্ত্রে ও অলঙ্কারে অনভিজ্ঞ, তাই তাঁহাদের রচনার অধিকাংশ স্থলে ইতর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন স্থল স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত সাক্ষ্যদান করিয়া থাকে। অজ্ঞতাই ইহার একমাত্র কারণ। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত স্তর বাসুদেবের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ "অলঙ্কার চন্দ্রিকা"। সে গ্রন্থ এত সুন্দর যে দীর্ঘকাল ধরিয়া উড়িষ্যার উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব "অলঙ্কার বোধোদয়" নামক সংস্কৃত

---

* স্বর্গীয় রায় রাধানাথ রায় বাহাদুরের কথিত আলোচনা এবং ষ্টেটের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশ মহাশয় কথিত প্রসঙ্গ হইতে গৃহীত।

গ্রন্থের একটি সংস্করণ নিজ ব্যয়ে প্রচার করিয়া উড়িষ্যার পণ্ডিত সমাজে বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনুবাদসহ সটিক চণ্ডী মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া দেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। জগন্নাথ অষ্টকের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ প্রকাশ ও প্রচার করিয়া বহু বহু লোকের উপকার সাধন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে রঘুনন্দনের যেরূপ প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব, তাঁহারই প্রদত্ত ব্যাখ্যানুযায়ী স্মৃতিশাস্ত্র বাঙ্গালাদেশের গার্হস্থ্য ধর্ম্মকর্ম্মে যেমন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আজিও বর্ত্তমান, উড়িষ্যায় তদ্রূপ গদাধর মিশ্রকৃত ব্যাখ্যাসহ স্মৃতিশাস্ত্র প্রচলিত। এই গ্রন্থ একান্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল। রাজা বাসুদেব সুঢলদেবের অর্থ ও সামর্থ্যের সাহায্যে মধুসূদন মিশ্র বাচস্পতি কর্ত্তৃক ঐ গদাধর স্মৃতির সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

তৎপর দশকর্ম্ম পদ্ধতি, মুণ্ডক্যোপনিষদ, সাহিত্য-রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ সকলও সটীক ও সানুবাদ প্রকাশ ও প্রচার করিয়া স্বরাজ্যের ও গড়জাতের অন্যান্য রাজ্যের এবং উড়িষ্যার জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। ওড়িয়া ভাষাভাষী জনমণ্ডলী এজন্য তাঁহার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ।

রাজা স্যর বাসুদেব কিরূপ উন্নতমনা বিদ্যানুরাগী ও লোক-বৎসল রাজা ছিলেন, তাঁহার ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখের রাজাদেশ অতি বিশদভাবে তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে। কৃতীর গৃহে বিনা নিমন্ত্রণে উপস্থিত হওয়া হীনবৃত্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণের ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞানহীন, সংস্কৃতবর্ণজ্ঞানবিহীন ব্রাহ্মণে দেশ পূর্ণ। এই হীনাবস্থা দূর করিবার জন্য সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা ও ব্রাহ্মণযোগ্য আচার আচরণের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষাদান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া, নির্দ্দেশ করেন; এবং এই অবস্থা বিপর্য্যয় নিবারণ জন্য বিনা নিমন্ত্রণে কৃতীর গৃহে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণকে ব্রাহ্মণ সম্মানে বঞ্চিত করিবার ও প্রণাম পর্য্যন্তও

উঠাইয়া দিবার আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা যে কেবল বাম্‌ড়ার ব্রাহ্মণ সমাজে একটা সাড়া পড়িয়াছিল, তাহা নহে, সমগ্র গড়জাত রাজন্যবর্গের রাজ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ মণ্ডলে বিষম চিন্তা ও পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ উড়িষ্যার সর্ব্বত্রই অনুভূত হইয়াছিল। কেবল মাত্র বংশগত মর্য্যাদার মূলে রাজা বাহাদুর তীক্ষ্ণধার কুঠারাঘাত করিয়া উন্নতির দ্বার মুক্ত করিয়াছিলেন। রাজা স্বকর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইলে, এইরূপই হইয়া থাকে।

অশুদ্ধ উচ্চারণপটু অনভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ যাগ যজ্ঞ, ক্রিয়া কলাপ, বার ব্রত, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, পূজা পদ্ধতিতে অক্ষম ও অযোগ্য বলিয়া রাজা সর্ব্বদাই ক্লেশ অনুভব করিতেন এবং এই অবস্থার সংশোধন জন্য রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব একদিকে শাস্ত্র ও ধর্ম্ম গ্রন্থ সকলের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রচারে বদ্ধ পরিকর, অপর দিকে মূর্খ শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণকে সে সকল শিক্ষা করিবার জন্য রাজাদেশ প্রচার দ্বারা বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহ চণ্ডীপাঠ ও মন্ত্রতন্ত্র ব্যবহারে অক্ষম ব্রাহ্মণগণ হিন্দুগৃহে পৌরহিত্য করিতে পাইবেন না। বাম্‌ড়ায় যজন যাজন কার্য্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণ বাধ্য হইয়া আত্মোন্নতি সাধনে অগ্রসর হন। বাম্‌ড়ার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধারণ প্রজামণ্ডলীর পৌরহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্র জ্ঞানের পরিমার্জ্জন ও উন্নতি সাধন জন্য রাজা স্তর বাসুদেব বিজ্ঞাপন দ্বারা রাজাদেশ প্রচার করেন যে রাজগুরু ও রাজ পুরোহিতের পর্য্যবেক্ষণে রাজ্য মধ্যে পৌরহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণকে সঙ্কল্প, বরুণ পূজা, কুশণ্ডিকা, হোম, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, মৃতাহশ্রাদ্ধ, বিষ্ণুপূজা, ব্রত, বিবাহাদি, সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে। যাঁহারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইবেন, তাঁহারা প্রজামণ্ডলীর গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে পৌরহিত্য করিতে পাইবেন না। করিলে তাঁহাদিগকে

রাজাদেশে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। এই রাজাদেশ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল তারিখে প্রচারিত হইয়াছিল। বামড়ার প্রজামণ্ডলী এই রাজানুগ্রহ লাভ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিয়াছে। রাজা স্যর বাসুদেব সুঢল-দেবের এই শুভানুষ্ঠান বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেবের পর্য্যবেক্ষণে সুরক্ষিত হইয়া বাম্‌ড়ার প্রজাসাধারণের ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতেছে। এতাদৃশ শুভানুষ্ঠানের ফল, রাজ দৃষ্টির ফলে সহজে বিনষ্ট হয় না, উহা দীর্ঘস্থায়ী হইয়া লোক সাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে, বাম্‌ড়া তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

প্রজামণ্ডলীর ধর্ম্মরক্ষার ভার যেমন রাজার উপর ন্যস্ত, তেমনি ধর্ম্মের সাধারণ রীতি নীতি রক্ষা ও তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও রাজ দৃষ্টির উপর নির্ভর করে। যে যে স্থানে রাজা, ধর্ম্মরক্ষা, পালন ও পোষণে উদাসীন, সেখানে ধর্ম্মও ম্লান ভাবাপন্ন। তাই রাজা বাসুদেব সত্য সত্যই প্রজাসুহৃদ বলিয়া স্বীকৃত। প্রজার ধর্ম্মের ভিত্তিমূল যাহাই হউক, প্রজা সাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মসংস্কার রক্ষা করাই রাজধর্ম্ম। তিনিই এ জগতে আদর্শ রাজা, যিনি উদারভাবে সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম-পালনে সহায়তা করেন। রাজা স্যর বাসুদেব তাহাই ছিলেন।

চিত্রোৎপলার ন্যায় রাজার আরও কতকগুলি স্বকৃত ওড়িয়া গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। সে সকলের মধ্যে "বীরবামা" প্রধান স্থান অধিকার করে। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈর চরিতকথা অবলম্বনে "বীরবামা" রচিত হইয়াছে, উড়িষ্যার সাহিত্যভাণ্ডারে সে গ্রন্থ উচ্চ সমাদর লাভ করিয়াছে। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর রাজা স্যার বাসুদেব "কিষ্কিন্ধ্যা" বিবরণ নামে আর একখানি পদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সে গ্রন্থে রাম সুগ্রীবের মিত্রতা, বালিবধ, বালিরাজার সমাধি বলিয়া চিহ্নিত স্থানের বিবরণসহ "কিষ্কিন্ধ্যা" নামে গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার করেন।

বিদ্যানুরাগপ্রবণ রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব কেবল যে নিজ

রাজ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দানোপযোগী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং রাজধানী দেবগড়ে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গুরুভার বহন করিয়াই বিদ্যাদান ও সাহিত্য চর্চ্চা, স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ ও জ্ঞান-বৃদ্ধি বিষয়ে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের তৃপ্তি অনুভব করিয়াছেন, তাহা নহে, শিক্ষাদান ও জ্ঞানবৃদ্ধি বিষয়ে তাঁহার চিন্তা, তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনা, তাঁহার সম্পদ ও সম্মান নিজ রাজ্যে আবদ্ধ থাকিত না, তিনি লোকের স্বভাবসুলভ সরলজ্ঞান পিপাসার পরম সুহৃদ হইয়া সর্ব্বদাই স্বরাজ্যে ও পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সকলে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিদেশে বিদ্যাদান ও জ্ঞান প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যে কেবল ছত্রিশগড় ও উড়িষ্যার গড়জাত রাজগণের শক্তিসমবায়ে ওড়িয়া-সাহিত্যসেবীদের উৎসাহ বর্দ্ধনের প্রয়াস পাইয়া ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, ঐ প্রদেশ-বাসী জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে উচ্চপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রলুব্ধ করিবার জন্য রায়পুরের পোলিটিক্যাল এজেণ্টের আফিসে মিলিত রাজন্যবর্গের সভায় স্তর জন উড্‌বর্ণ সাহেবের মধ্য-প্রদেশ হইতে বিদায় লইবার কালে, তদীয় নামে ছাত্রবৃত্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়া ও তদ্দ্বরা বৎসর বৎসর বৃত্তিদানদ্বারা কলিকাতা মেডিকেল কলেজে উচ্চচিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়নের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি যে কেবল পুরীতে সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া সে সভার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে বৎসরের পর বৎসর মুদ্রিত প্রশংসাপত্রসহ স্বর্ণকুণ্ডল পুরস্কার দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে, কটক ও পুরীর সাহায্যপ্রার্থী বালক ও বালিকা বিদ্যালয় সকলে সাহায্য দানেই সন্তুষ্ট ছিলেন, তাহা নহে, স্বরাজ্যের বাহিরে উড়িষ্যার নানাস্থানের বিপন্ন বালকবৃন্দের শিক্ষালাভে সহায়তা করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, স্বদেশে ও বিদেশে জ্ঞানবৃদ্ধি কল্লে যেখানে যথন

প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানেই সাহায্যদান তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণের বিশালতার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

বিদ্যা ও জ্ঞান বিস্তার বিষয়ে, রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব ও তদীয় যোগ্যপুত্র বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব, সে কালে যুবরাজরূপে, যে সকল সদুপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেগুলি সহজ ও সুন্দর, এবং ফলপ্রদ হইয়াছিল। বামড়া রাজ্য এখনও সে অনুষ্ঠান সকলের শুভফল ভোগ করিয়া আসিতেছে। রাজা, রাজ্যের বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণের উচ্চ পরীক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচার করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যে সকল শিক্ষক উচ্চপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারা উচ্চতর বেতনে, উচ্চতর বিদ্যালয়ে, শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হইবেন। যুবরাজও সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন, যে সকল শিক্ষক এবং ছাত্র নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন, তাঁহারা পুরস্কৃত হইবেন। এরূপ পরীক্ষায় রাজসংসারের কর্ম্মচারীবৃন্দ সন্তোষজনক প্রবন্ধ রচনা করিলে, যুবরাজ সেই সকল কর্ম্মচারীকে বৎসরের শেষে স্বতন্ত্র দশটাকা করিয়া পুরস্কার দিবেন। জ্ঞান বিস্তার বিষয়ে পিতার নানাবিধ সদনুষ্ঠান সন্দর্শনে, যুবরাজ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব বাহাদুরও উড়িষ্যার মহিলামণ্ডলীর জ্ঞানবৃদ্ধি কল্পে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত "আশা" নাম্নী মাসিক পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিয়া তাহাকে দীর্ঘকাল জীবিত রাখিয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারা যায়, সদনুষ্ঠানের প্রবাহ সদনুষ্ঠানের জনয়িত্রী এবং একবার বংশগত হইলে, তাহা হইতে শতবিধ অমৃতফল প্রসবিত হইয়া পুরুষানুক্রমে লোক সমাজের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে।

রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব যেখানে যখন গিয়াছেন, সে স্থানের বিবিধ কল্যাণ সাধনে কি ব্যক্তিগত, কি সমষ্টিগত আকারে সর্ব্বদাই অর্থ সাহায্যে মুক্তহস্ত ছিলেন। অর্থাভাবে অসহায় ব্যক্তি, পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার

ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া ক্লেশ অনুভব করিতেছে, সেরূপ স্থলে, সেই সকল অসহায় বালকগণের বিদ্যালয়ের বেতনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কোথাও কোন বিদ্যালয় অর্থাভাবে হীনদশাপ্রাপ্ত হইতেছে, জানিতে পারিলে, তাহার দুরবস্থা দূরীকরণ জন্য অর্থ সাহায্য করিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। বামড়ার রাজজীবনে এরূপ বহু বহু ঘটনার উল্লেখ করিতে গেলে, পুঁথি বাড়িয়া যাইবে। কেবল ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বাৎসরিক আয়ের কিয়দংশ সর্ব্বদাই এইরূপ বিবিধ সদনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইয়াছে, এবিষয়ে তাঁহার দেশ কাল ও পাত্র বিচার ছিল না। *

গুণবান ও দরিদ্র সাহিত্যিকগণের উৎসাহবর্দ্ধন জন্যও তিনি বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশের চিন্তা, বুদ্ধি ও মতিগতি কোন্ পথে চলিয়াছে, জাতীয় সাহিত্য তাহার সংবাদ দানে সক্ষম। রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব তাই ওড়িয়া সাহিত্য সমাজে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সুপ্রচার সাধন জন্য একটি সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে, কোন গ্রন্থ উত্তম হইলে, এবং সভার অভিভাবকগণ অনুরোধ করিলে, গড়জাতের রাজারা, জমিদারেরা ও অন্যান্য অবস্থাপন্ন ধনী ব্যক্তিরা সেই গ্রন্থের কয়েকখণ্ড করিয়া প্রত্যেকে ক্রয় করিবেন। তালিকাদৃষ্টে দেখা যায়, এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য, একটি সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবসহ এক আবেদন পত্র উড়িষ্যার বহু বহু পদস্থ জমিদার ও রাজন্যবর্গের নিকট প্রেরিত হয়। একখানিমাত্র তালিকায় প্রায় ত্রিশ জন সম্ভ্রান্ত পদস্থ মহোদয়ের নামের হিসাব আমরা পাইয়াছি। অন্য তালিকাও ছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ময়ূরভঞ্জ, ডোমপাড়া, বালেশ্বরের জমিদার রাধাচরণ দাস, কাউপুরের মহাশয়, পদ্মপুর

* কটক ও পুরীর ভদ্রসমাজে রাজাবাহাদুরের এরূপ বহু বহু সদনুষ্ঠান স্বীকৃত। এ সংবাদ স্বর্গীয় রায় মধুসূদন রাও বাহাদুরের নিকট আমরা শুনিয়াছি।

চন্দ্রপুরের জমিদার সাহেবগণ, পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, প্রত্যেকে কয়েক খণ্ড গ্রন্থ ক্রয় করিয়া উৎসাহদানের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। অন্যান্য বহুবহু স্থান হইতে প্রস্তাবের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে মতামত সংবলিত কোন উত্তর পর্য্যন্ত আসিল না দেখিয়া, রাজা স্যর বাসুদেব ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া, নিজে যথাসাধ্য সাহায্য দানের পথ মুক্ত রাখিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাই মনে হয়, উত্তম আদর্শের পরিপূরণের জন্য বহু লোকের সমবেত সহায়তা লাভ এদেশের ভাগ্যে এখনও স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। তাই স্যর বাসুদেব তাঁহার সময়ে, উড়িষ্যার অন্ধকার আকাশের বৃহস্পতি।

নবম অধ্যায়

বোম্বাই ভ্রমণ

বিদেশভ্রমণ শিক্ষালাভের একটা বিশিষ্ট দ্বার। শাস্ত্র ও পুঁথিগত বিদ্যা সকল সময়ে কার্য্যকরী হয় না। সংসারের বিবিধ তত্ত্ব, নানাদেশের সমাজসংবাদ ও বিবিধ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সংবাদ, অধীত বিদ্যার পরিপোষণে ও পরিকক্কতা লাভে সহায়তা করিয়া থাকে। তাই রাজা শুর বাসুদেব সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই, ভারতবর্ষের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, এবং অর্জ্জিত জ্ঞান ও দৃষ্ট ঘটনাসমূহের দ্বারা নিজ রাজ্যের উন্নতি সাধনে প্রাণপণ যত্ন করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বিদেশ ভ্রমণ ও তীর্থ পর্য্যটন তাঁহার এতই প্রিয় কার্য্য ছিল যে, বিবাহের পূর্ব্বে প্রত্যেক রাজকুমারীকে তিনি বিদেশের নানা স্থান ও তীর্থ ভ্রমণ করাইয়া তাঁহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রসার বৃদ্ধি করিয়া দিতেন। কন্যাগণের পক্ষে এটা তাঁহার একটা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। *

প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি রাজধানীসুলভ নানা বিষয়ক জ্ঞানার্জ্জনের জন্য পুনঃ পুনঃ কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। কলিকাতায় সৌখীন ও সম্পন্ন ভদ্রমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন না। ব্যবসায় বাণিজ্যের সহজ পন্থা সকল উদ্ভাবন জন্য কলিকাতার বাণিজ্যকেন্দ্র সকল পরিদর্শন করিতেন। বামড়ার ধন সম্পদবৃদ্ধির উপযোগী শিল্পালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতার নানাস্থানের শিল্পকেন্দ্র সকল পরীক্ষা করিতেন। রাজকুমার, রাজকুমারী ও অন্যান্য পুরাঙ্গনাদের হৃদয়

---

* বামড়া রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র দাশ মহাশয়ের নিকট এই সংবাদ অবগত হইয়াছি।

মনের প্রশস্ততা বৃদ্ধির জন্য একদিকে যেমন যাতুঘর, পশুশালা, শিবপুরের উদ্যান দর্শনের ব্যবস্থা করিতেন, অপরদিকে ইংরাজ সওদাগরদের ব্যবসায়ের কেন্দ্রসকলও পর্য্যবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। জ্ঞানার্জ্জন ও তদ্দ্বারা জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধনই স্যার বাসুদেবের সকল কর্ম্মের মেরুদণ্ড ছিল। আর কোন সদনুষ্ঠান দেখিলেই, তাহার অনুরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা স্বরাজ্যের প্রজা সাধারণের ও রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন সঙ্কল্প হৃদয় অধিকার করিত, ইহাই রাজাস্যার বাসুদেবের স্বাভাবিক রাজধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল। এই যে বাম্‌ড়ারাজ্য ও দেবগড় রাজধানীর প্রতি অপরিসীম স্নেহ মমতা ও ইহার শ্রীসম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য নিয়ত যত্ন চেষ্টা, ইহাই সেই রাজপুরুষের পরম প্রিয় কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। তাই তাঁহাকে ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে আদর্শ রাজা বলিয়া বর্ণনা করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ হইতেছে না। আর ইংরাজ রাজপুরুষগণ বৎসরের পর বৎসর বাৎসরিক শাসন বিবরণীতে তাঁহাকে সেইরূপ বিশেষণে বিশিষ্ট রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। *

রাজা স্যার বাসুদেব প্রথম বয়সে আরম্ভ করিয়া বহু বহুবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষ ভাবে কাশীতে গিয়া বহু বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, এবং সেই সকলের অনুকরণে নিজরাজ্যে বিবিধ সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ের আলোচনাও

* The Chief of Bamra Raja Sudhal Deo C. I. E, Continues to set a good example to his neighbours (other chiefs) by his personal interest in and attention to the business of his state in every department. (Extract taken from the resolution of the Local Govt.)

Sd. F. C. Anderson Chief Secretary
To the Chief Commissioner, C. P.

পূর্ব্বে করা হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার মধ্য প্রদেশের নাগপুর হইয়া বোম্বাই যাত্রা বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।

রাজা স্যার বাসুদেব সুঢলদেব, জ্যেষ্ঠ রাজকুমার টিকায়েৎ সচ্চিদানন্দ দেব, জলন্ধর দেব, কেশবচন্দ্র দেব, রামভদ্র সাহদেও এবং রাজচিকিৎসক ডাক্তার লক্ষ্মীনারায়ণ নায়ক, সম্বলপুর হিতৈষিণী-সম্পাদক নীলমণি বিদ্যারত্ন, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, বাবু রামচন্দ্র পাল, ও ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে বামড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করেন। পথে বিলাসপুর, রায়পুর, নাগপুরে অবতরণ ও অপেক্ষা করিয়াছিলেন। নাগপুরে অম্বাচারি জলাশয়, তেরেংখাড়ি বাগিচা, সরকারী উদ্যান মহারাজবাগ, ক্ষুদ্রাকারের হইলেও যাদুঘর দেখিবার জিনিস। রাজা স্যর বাসুদেব বিশ্রামান্তে ক্রমে ক্রমে এই সকল স্থান দর্শনে অগ্রসর হন। সহরের পূর্ব্বোত্তর দিকে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে উচ্চ মালভূমির মধ্যস্থলে এক সুবৃহৎ জলাশয়। ইহার তিনদিকে উচ্চ মালভূমি হইতে সুবিমল বারিকণা বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইয়া এক ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত ছিল। ঐ জল স্নান ও পানের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায়, উহার অনাবৃত দিকে বৃহদায়তন বিশিষ্ট উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া ঐ জলরাশি সঞ্চিত করা হইয়াছে। যে পরিমাণ জল সর্ব্বদা সঞ্চিত রাখা আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত জল বাহির হইয়া যাইবার এক পথ প্রাচীর শীর্ষের এক পার্শ্বে বর্ত্তমান। ঐ বেষ্টনী মধ্যে সঞ্চিত প্রচুর জল নাগপুর সহরের অসংখ্য লোকের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে। সুব্যবস্থার গুণে সেই জলাশয়কে একটি হ্রদ বলিয়া সহজে ভ্রম জন্মায়। প্রদত্ত বাঁধ এত উচ্চ যে, উহার উপর আরোহণ করিলে, নাগপুর সহরের অনেকাংশ ও বৃহৎ অট্টালিকা সকল দৃষ্টিগোচর হয়। অপরাহ্ন সময়ে এ স্থানের দৃশ্য অতীব রমণীয়। বাঁদের উচ্চ শিরে আরোহণ করিয়া দিনমণির অস্তগমন দর্শন পরম রমণীয় বলিয়া মনে হয়। কোম্পানীর বাগানে মহারাণী

ভিক্টোরিয়ার এক সুন্দর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এ উদ্যান নানাবিধ পুষ্পফলে সর্ব্বদাই পরিশোভিত। সঙ্গে সঙ্গে ইহার মধ্যে নানা স্থানে জীব নিবাসও আছে। উদ্যান প্রবেশের প্রধান দ্বারে একটি সুবৃহৎ হস্তিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। দেখিলে সহসা জীবিত বলিয়া ভ্রম জন্মে। ইহা সহরের মধ্যে উত্তম ভ্রমণ স্থান। ভোঁস্‌লা রাজাদিগের রাজধানী পুরাতন সহর কতক পরিমাণে অপরিচ্ছন্ন হইলেও, সহরের অপরাংশ সীতাবল্ডীর পথ ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে সীতাবল্ডী পর্ব্বতের উপর দুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। * এখানে দুইটি কাপড়ের কল আছে, মাননীয় চিট্‌নবিশ প্রমুখ মহারাষ্ট্রীয়গণ পরিচালিত কাপড়ের কল "স্বদেশী মিল" নামে অবিহিত। ইহার অবস্থা আশানুরূপ উত্তম নহে, তথাপি ইহার কার্য্য বেশ চলিতেছে। অপরটি ধনকুবের টাটা মহোদয় প্রমুখ পার্শি বণিকদের কর্ত্তৃক পরিচালিত। ইহার কার্য্য পরিচালন ও পরিদর্শন ভার অভিজ্ঞ পার্শি কর্ম্মচারীদের হস্তে ন্যস্ত। এই বিরাট মিলে কোটপ্যাণ্ট ইত্যাদির উপযোগী মোটা ছিটের কাপড়, টোয়ালে বিছানার চাদর প্রভৃতি বিবিধ সূতার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। রাজা স্যর বাসুদেব নাগপুরের এই সকল স্থান দর্শন ও ভ্রমণ করিয়া বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে নাসিকে অবতরণ পূর্ব্বক গোদাবরীস্নান ও পঞ্চবটী দর্শন করেন। এখানকার নির্জ্জনতা হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব শান্তরসের সঞ্চার করিয়া দেয়। অতি প্রাচীন

* নাগপুর ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকলের জনমণ্ডলীর বিশ্বাস যে, অরণ্য-যাত্রায় পঞ্চবটী যাইবার পথে সীতাদেবী ঐ পর্ব্বতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্রাম স্থান বলিয়া পর্ব্বতের নাম "সীতাবল্ডী" হইয়াছে। এই পর্ব্বতের উত্তর পূর্ব্বে কয়েক ক্রোশ দূরে "রামটেক" নামক এক পর্ব্বতও আছে। সীতাবল্ডীতে সীতাদেবীর বিশ্রাম সময়ে শ্রীরামচন্দ্র "রামটেক" পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাই "রামটেক" তীর্থস্থান। এতদূরে পরস্পর বিশ্রাম করিতে বসিয়াছিলেন কিনা, তাহা আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধানসাপেক্ষ।

বৃক্ষ সকলের ছায়াতল দিয়া গোদাবরী শীলাঘাত সহ্য করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইয়াছে। নদীতটে দেবালয় সকল প্রতিষ্ঠিত। এমন রমণীয় ও তৃপ্তিপ্রদ স্থান, দাক্ষিণাত্যে বিরল, অর্য্যাবর্ত্তের উত্তরাংশেও যে অধিক আছে, তাহা মনে হয় না। রাম বনবাসে পঞ্চবটী (নাসিক) বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। এখানে বাজীরাও প্রতিষ্ঠিত রাম-মন্দির ও অতিথিশালা বর্ত্তমান। ১১টি পাণ্ডবগুহা বহু অর্থ ব্যয়ে প্রস্তুত বলিয়া বোধ হয়। অসংখ্য ব্রাহ্মণের বাস, যাত্রীগণের প্রতি ইহাদের অত্যাচারের সীমা নাই। নিকটে তপোবন নামে এক উপবন আছে, রামসীতা এই উপবনে বাস করিতেন বলিয়া বিদিত। রাজা বাহাদুর, দলবলসহ এই সকল দর্শন করিয়া বোম্বাই যাত্রা করেন।

রাজাবাহাদুর, যুবরাজ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দদেব বাহাদুর, নীলমণি বিদ্যারত্ন, ডাক্তার বাবু প্রভৃতি সকলকে লইয়া সমুদ্রপথে এলিফ্যাণ্টা দ্বীপে পর্ব্বত গুহা দেখিতে গিয়াছিলেন। দর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, ক্ষুদ্র ষ্টীমারখানি সাগরতরঙ্গে জলমগ্ন হইবার উপক্রম করিয়া ছিল। সহযাত্রীদল, রাজা ও রাজকুমারের বিপদ সম্ভাবনার ভয়ে বিহ্বল হইয়া, বিপদ আরও বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন গতিকে সে যাত্রা সে বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর বোম্বাইয়ের রাজোদ্যান, লাটভবন, বন্দর, নানাদেশীয় বাণিজ্য পোত, ও সে স্থানের কর্ম্ম শৃঙ্খলা পর্য্যবেক্ষণ করিতে অগ্রসর হন। সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইয়ের "ভিক্টোরিয়া টার্মিনস্" রেইলওয়ে ষ্টেশনের অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৌশল ও তাহার শোভা সন্দর্শনে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। এখানে পোষ্টআফিস, ও প্রধান প্রধান বাণিজ্যাগার পরিদর্শন করত প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। হাইকোর্ট, পোষ্ট আফিস প্রভৃতি সরকারী কার্য্যালয় সকল দেখিতে ও সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে ঐরূপ বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের সুযোগ দান করিতে লাগিলেন।

বোম্বাই অবস্থান কালে স্থানীয় অনেকগুলি প্রধান ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন, সেখানে পণ্ডিতা রমাবাঈ-প্রতিষ্ঠিত সারদা-সদন দর্শন করিতে এবং সেখানে বয়স্কা বালিকাদিগকে কিরূপ পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষাদান করা হয়, তাহাও দেখিতে ও জানিতে গিয়াছিলেন। পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের সহিত আলাপ পরিচয়ে আপ্যায়িত হইয়া, তাঁহার আশ্রমে রাজা কিছু অর্থ সাহায্যও করিয়া ছিলেন। পণ্ডিতা মহোদয়ার সহিত যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সংস্কৃতেই হইয়াছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজা বাহাদুর কেবল আলঙ্কারিক ছিলেন না, সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণে পূর্ণ প্রবেশ লাভ ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাই রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব পণ্ডিতা মহোদয়াকে সংস্কৃতেই নিম্নলিখিত মৌখিক শ্লোক দ্বারা প্রশ্ন করিয়া ছিলেন। রাজার প্রশ্ন :—

"যো বৈবিশ্বেশ-লক্ষ্মীপতিমুখ নলিনান্নির্গলদ্বাক্ সুধাব্ধি—
প্রোত্তুঙ্গোল্লোলজালে তব পরমসুখং পুপ্লুবে হিন্দুধর্ম্মঃ।
তস্মান্নির্ব্যাজ-ধর্ম্মাৎ সুবিমল কুলজে! নিষ্কলঙ্কাৎ কথংতে
প্রত্যাবৃত্তাঃ পবিত্রাঃ সুললিত মতয়োরেমিরেবৈ বিধর্ম্মে" ॥

পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের উত্তর :—

"নাস্মাকং বিধর্ম্মঃ বস্তুত ঈশ্বরে জীবস্য সম্বন্ধ এবধর্ম্মঃ,
সতু বেদাধ্যয়নাদ্ ভবিষ্যতি, কিন্ত্বস্মাকং বেদাধিকারো নাস্তি,
স্ত্রীশূদ্রৌ নাধীয়েতা মিত্যুক্তেঃ এবং চ হিন্দুমতে
স্ত্রীণাংহি পতিদেবতা ইত্যুক্তং মনুষ্যপূজনং সিদ্ধং তাবতা পরম
প্রাপ্তির্ন ভবিষ্যতি শঙ্কতীয়া হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগো বরীয়ানিত্যাদি।" *

---

* কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় প্রদত্ত ব্যাখ্যা :—

প্রশ্ন—যে হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বেশ্বর ও নারায়ণের মুখপদ্ম হইতে বিগলিত বাক্যরূপ সুধা-সমুদ্রের উত্তাল ও চঞ্চল তরঙ্গমালার উপর ভাসিয়াছিল, এবং যাহা তোমার সুখের কারণ

রাজা, পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের সদনুষ্ঠান সঙ্কল্পের বিষয়ে প্রশংসাপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেন ও তাঁহার কার্য্যে উৎসাহ দেন। পরে তিনি বহুস্থানে বহুব্যক্তি ও বহুবিষয় পরিদর্শন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর জ্যেষ্ঠপুত্রের সঙ্গে মিলিত হইয়া স্বরাজ্যের ভাবী উন্নতির বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সেই সকলের সাহায্যে রাজ্য পালন সম্বন্ধে নিজের আদর্শ পরিস্ফুট করিয়া লইতে এবং যুবরাজ সচ্চিদানন্দের ভবিষ্যৎ আদর্শ গঠনে সহায়তা করিতে বিধিমতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন।

বোম্বাই সহরের নানাস্থান পর্য্যটন ও পরিদর্শন শেষ করিয়া রাজা বাহাদুর পুত্র, অন্য আত্মীয়স্বজন ও কর্ম্মচারীসহ আমেদাবাদে গমন করেন। সেখানে দেশী মূলধনে দেশীয় জনমণ্ডলীর পরিচালনায় সুবৃহৎ কাপড়ের কল চলিতেছে। সে সময়ে দেশীয় এরূপ সুবৃহৎ কারবার ভারতের আর কোথাও ছিল না। সেখানকার সেই বিশালকায় কারখানা পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্বদেশ ও স্বরাজ্যানুরাগী রাজা স্যর বাসুদেব অপরিমেয় আনন্দ সাম্ভোগের সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। আমেদাবাদের কল কারখানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া রাজা বাহাদুর পুনরায় বোম্বাই ফিরিয়া আসেন; এবং এখান হইতে সকলকে লইয়া স্বরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করেন।

ছিল, হে বিমলকুলোদ্ভবে! সেই নিস্কলঙ্ক ও অকপট ধর্ম্ম হইতে তোমার পবিত্র সুললিত মতি কেন প্রত্যাবৃত্ত হইল? এবং কি কারণে উহা ভিন্ন ধর্ম্মে আসক্ত হইল?

উত্তর:—আমি যে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছি, তাহা বিধর্ম্ম নহে, ঈশ্বরে জীবের সম্বন্ধ বস্তুতঃ ধর্ম্ম। সেই সম্বন্ধ বেদাধ্যয়ন হইতে হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের বেদাধিকার নাই, কারণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, স্ত্রী এবং শূদ্র বেদাধ্যয়ন করিবে না। এইভাবে স্ত্রীগণের পক্ষে পতিই দেবতা, ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের পক্ষে মনুষ্যপূজনের দ্বারা পরমপদ প্রাপ্তি হইতে পারে না। এই শঙ্কাতে আমার হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ শ্রেয়স্কর হইয়াছে।

পুণা ও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ

রাজা স্যার বাসুদেব আবার কিছুদিন বিশ্রামান্তে আত্মীয়স্বজন ও কর্ম্মচারী পরিবেষ্টিত হইয়া দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হন। এবারে সর্ব্বপ্রথম বোম্বাই হইয়া পুণায় গমন করেন। এখানে দেখিবার বিষয় অনেক। পুণা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সমাজের প্রধান কেন্দ্র। এখানে শিবাজী মহারাজের স্মৃতিজড়িত নানা কীর্ত্তির পরিচয় লাভ করিলেন। এখানে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সমাজের রীতিনীতি আচার আচরণ পরিজ্ঞাত হইতে বিন্দুমাত্র ক্রটি করেন নাই। এখানে মুসলমান রাজশক্তির প্রভাববর্জ্জিত ভারতীয় নারীসমাজের স্বাধীন বিচরণ স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়া বঙ্গের ও উড়িষ্যার নারীজাতির কঠোর অবরোধ ব্যবস্থায় কিয়ৎপরিমাণে আস্থাহীন হইয়াছিলেন। তাই রাজা স্যর বাসুদেব নিজ রাজপুরাঙ্গনাগণকে নানাবিধ শিক্ষাকেন্দ্রে লইয়া যাইতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কোন দিন প্রাচ্য প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতির উচ্চ সমাদরে বিরত ছিলেন না। ভারতীয় প্রাচীন রীতি পদ্ধতির কলেবরে, সময়-স্রোত যে সকল আবর্জ্জনা আনয়ন করিয়া, সমাজ দেহকে দুর্ব্বল ও মলিন করিয়া তুলিয়াছে, কেবল সেই গুলির মূলোচ্ছেদে তিনি চিরজীবন প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়াছেন। আর তাঁহার জীবনে, নানা দেশ পর্য্যটনের ফলেই সে গুলি সাধিত হইয়াছিল। হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজজীবনের মূল রীতি নীতির উপর, যেমন একদিকে তাঁহার গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল, তেমনি আবার অন্য সকল ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসমাজের প্রতি অভিজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান হিন্দু জনোচিত উচ্চ উদার ভাব পোষণ করিতেন। এইটি তাঁহার আবাল্য উচ্চ ও উত্তম শিক্ষার ফল। একদা উৎকল ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় স্বর্গীয় মধুসূদন রাও, প্রচারক স্বর্গীয় নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ একত্র বামড়া ভ্রমণে গিয়াছিলেন।

সেখানে ধর্ম্ম প্রসঙ্গ, বক্তৃতা, ইত্যাদিও হইয়াছিল। রাজাদেশে রাজবাটীতে একদিন সায়ংকালে ব্রহ্মোপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। সেখানে পূর্ব্ব হইতে রাজার অজ্ঞাতসারে তাঁহার জন্য এক উচ্চ আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। উপাসনার সময়ে রাজাবাহাদুর যখন ঐ আসন অতিক্রম করিয়া অপর সকলের সহিত সমাসনে বসিতে যাইতেছেন, তখন সেই নির্দ্দিষ্ট রাজাসন দেখাইয়া তাঁহাকে বসিতে বলায়, তিনি বলিয়াছিলেন "ও আসনে নন্দ বাবু বসিবেন।"* অর্থাৎ উহা আচার্য্যের আসন। সে দিন সেই রাজাসনে বসাইয়া নন্দ বাবুর দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার সরল ও স্বাভাবিক শীলতা ও উদারতার পরিচায়ক।

রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব পুণা পরিদর্শন করিয়া দক্ষিণাপথে অগ্রসর হন। দক্ষিণ ভারতবর্ষে অগ্রসর হইয়া সর্ব্বাগ্রে মহীশূরের অন্তর্গত বাঙ্গালোর নগরে উপস্থিত হন। মর্ত্ত্যসৃষ্টির ভিতরে কাশ্মীর ভূস্বর্গ বলিয়া বিদিত, আর বাঙ্গালোর দাক্ষিণাত্যের 'নন্দন কানন'। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত রম্যকাননের নাম 'নন্দন কানন', আর বাঙ্গালোর নগর নির্ম্মাণে, ভারতের একছত্র সম্রাট ইংরাজের সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। বাঙ্গালোরের প্রাকৃতিক শোভা যেমন সুন্দর, রচনাপারিপাট্যে নগরের শোভা ও শৃঙ্খলা ততোধিক রমণীয়তা লাভ করিয়াছে। এখানকার রাজপথ সকল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম ঋজুরেখার ন্যায় পরস্পরের দেহ কর্ত্তন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয়, স্থপতিবিদ্যাবিশারদ কোন একজন বা দশজনের মিলিত বুদ্ধি ও যত্নচেষ্টার ফলে, একখণ্ড বৃহদায়তন ভূমি একটি অপূর্ব্ব শোভনদৃশ্য নগরীতে পরিণত হইয়াছে। বামড়ার রাজধানী দেবগড়ের রাজপথ সকল যেরূপ সৌষ্ঠব-

---

* শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ হইতে সঙ্কলিত

সম্পন্ন ও শোভনদৃশ্য, তাহাতে বোধ হয়, স্যর বাসুদেব বাঙ্গালোরের আদর্শে নিজ রাজধানীর পরবর্ত্তী রাজপথ সকল রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেবগড়ের অধিকাংশ রাজপথের কোন এক স্থানে দাঁড়াইলে, অনেক দূর পর্য্যন্ত সমান দৃষ্টি চলিয়া থাকে। দেবগড়ের রাজপথ সকল সর্ব্বদাই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ভ্রমণে সুখকর। আর ঐ সকল রাজপথের উভয় পার্শ্বের রাজঅট্টালিকা ও সাধারণের বাসোপযোগী গৃহ সকল শ্রেণীবদ্ধ ও শোভনদৃশ্য।

স্যর বাসুদেব সুঢলদেবসেবিত দেবগড়ের বিবিধ উন্নতির অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সমর্পিতচিত্ত বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব, বহু অর্থ ব্যয়ে বৎসরের পর বৎসর, নানা প্রয়োজন সাধনের জন্য, নূতন নূতন রাজ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া, রাজপথ সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া, নগরের সর্ব্বত্র না হউক, অনেক স্থানে রাত্রির অন্ধকার নিবারণের জন্য বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা করিয়া, রাজধানীতে বাসের সুখ সুবিধা বৃদ্ধি করিয়াছেন। স্যর বাসুদেবের লোকান্তর গমনের পর, বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর রাজধানীর উত্তর সীমায় প্রধানপাট-ঝরনার উভয় পার্শ্বে, পর্ব্বতগাত্রে তিনখানি রাজ অট্টালিকা নির্ম্মাণ কয়াইয়াছেন। ইহাদের নাম "বসন্ত নিবাস" এগুলি দূর হইতে দেখিতে যেমন সুন্দর ও চিত্তহর, বাসের পক্ষেও তদপেক্ষা সুখকর। এগুলি সজ্জিত গৃহ, তাড়িতালোকে আলোকিত, এবং সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ অতিথিগণের পরিচর্য্যায় নিয়োজিত। প্রধানপাটের পূর্ব্বদিকের পর্ব্বতনিবাসে আমরা কয়েক দিন বাস করিয়াছি। সে গৃহের পশ্চিমদিকের বারাণ্ডায় বসিয়া সূর্য্যের অস্তগমন শোভা সন্দর্শন অন্তরে মুদ্রিত হইয়া আছে। এখনও সে রমণীয়তা স্মরণে হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইতেছে। বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর কেবল পিতৃকীর্ত্তি রক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট নহেন, সর্ব্বদাই সেই কীর্ত্তি কলাপের উচ্চতর উন্নতি সাধন ও শ্রী

সম্পাদনে নিযুক্ত।* অধিক কি বলিব, স্যর বাসুদেব শিক্ষাবিস্তার ও লোক সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তদীয় পুত্র ও প্রতিনিধি বর্ত্তমান রাজাও কাজের পাগল। রাজসভা করিয়া অমাত্যবর্গ লইয়া খোস গল্পে সময় কাটান তাঁহার সম্পূর্ণ স্বভাববিরুদ্ধ। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পর, রাজধানীর নানাস্থান পরিভ্রমণ ও আরব্ধ কার্য্য কোথায় কতদূর অগ্রসর হইল, তাহা পরিদর্শন করা বর্ত্তমান রাজার নিত্য কর্ম্ম। ইহার পর সাধারণ রাজকার্য্য পরিদর্শন ও পর্য্যালোচনায় দিবা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হয় আহারান্তে বিশ্রামের পর, অপরাহ্নে বহু লোকের বিবিধ প্রয়োজন শ্রবণ ও সে সম্বন্ধে রাজাদেশ প্রদান করেন। পরে পুনরায় বাহিরে ভ্রমণ, সন্ধ্যার পর অমাত্য পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ হিতকর বিষয়ের আলোচনা করেন। রাত্রি অনেক হইলে পর, অর্থাৎ ১১টার পর রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত লেখা পড়ার চর্চ্চা! এরূপ রাজজীবন যে, দেশের ভাগ্যে নিতান্ত বিরল, সে বিষয়ে কি কিছু সন্দেহ আছে?

রাজা স্যর বাসুদেব বাঙ্গালোর পরিদর্শনান্তর মহীশূরে গমন করেন। সেখানে রাজসদনে আত্মপরিচয় না দিয়া, ছদ্মবেশে রাজভবন, বিচারালয় ও অন্যান্য রাজ অট্টালিকা দেখিতে যান।

---

* বামড়া রাজ্য পরিদর্শনে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, রাজা শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন-দেবের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দাশ এম্, এ, মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকার কালে, রেবতী বাবু স্বর্গীয় রাজা ও বর্ত্তমান রাজার বিবিধ প্রশংসালাপ করার পর আমাকে বলিয়াছিলেন "আপনি আমার নাম করিয়া রাজা বাহাদুরকে বলিবেন, তিনি যেন দেবগড়ের রাজপথ সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য একটু মিউনিসিপ্যাল অনুষ্ঠানে মনোযোগ দেন।" দেবগড় পরিদর্শনান্তে রাজা বাহাদুরকে এ বিষয়ে তাঁহার গুরুর নামে অনুরোধ করিবার অবসর ঘটিল না। কারণ দেবগড়ের পথ ঘাট ইত্যাদি সমস্তই সুন্দর ও প্রীতিপ্রদ বলিয়া অনুভব করিয়াছিলাম। গ্রন্থকার।

সেখানকার সামাজিক রীতি পদ্ধতি, শিক্ষা ও শিল্প বিষয়ক তত্ত্ব সংগ্রহে অগ্রসর হন। এই উদ্দেশ্যসাধন জন্য ঐ সকল বিষয়ক প্রধান প্রধান কেন্দ্রে সাগ্রহে ভ্রমণ করেন, সাধারণ ভাবে শিক্ষা, শিল্প ও সমাজ বিষয়ক জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া পরে, তিনি মহীসুরের স্বর্ণখনি দেখিতে গমন করেন, খনি হইতে স্বর্ণ সংগ্রহের উপায় পদ্ধতি গুলি তন্ন তন্ন করিয়া জানিবার জন্য পুনঃপুনঃ খনি দর্শনে গিয়াছিলেন। আস্থাবান হিন্দু রাজ সংসার সকলের মধ্যে মহীসুর আদর্শ রাজ্য, তাই তিনি এখানকার প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেই সুবৃহৎ রাজ্য পালনের নিয়ম পদ্ধতিগুলি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। এই ভাবে সেখানকার প্রধান প্রধান বিভাগের শীর্ষস্থানীয় রাজপুরুষগণের সহিত রাজ্যের হিতাহিত বিষয়ক বিবিধ পন্থার আলোচনার দ্বারা নিজ জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া, সেখানকার ধর্ম্ম, সমাজ ও শিক্ষাদানের পদ্ধতির পর্য্যালোচনা দ্বারা আপনার কর্ম্মবুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন; এবং এইরূপে অর্জ্জিত জ্ঞানের সাহায্যে নিজ রাজ্যের উন্নতি সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি কল্পে নিয়োজিত বিবিধ উপায় অবগত হইতে, বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন; অর্থব্যয় করিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়া, কুত্রাপি তাঁহার সখের ভ্রমণ ছিল না। জ্ঞানোপার্জ্জন ও নানা তত্ত্ব সংগ্রহ করাই রাজা স্যর বাসুদেবের ভ্রমণের সর্ব্ব প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই সমগ্র অভিজ্ঞতার অল্প পরিমাণই তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া, তাঁহার লোকান্তর গমনে সে অভিজ্ঞতা লোপ পায় নাই। বামড়ারাজ্যের ভাবী কল্যাণসাধনে সেগুলি যে ভবিষ্যতে ফলপ্রসূ হইবে, তিনি তাহার সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি মহীসুর হইতে ত্রিবাঙ্কোড়ে গমন করেন। সেখানকার জ্ঞাতব্য বিষয় সকল অবগত হইয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করেন। এখানে সীতার উদ্ধার

সাধন জন্য শ্রীরামচন্দ্রের অবলম্বিত উপায় বলিয়া বিদিত ও বর্ণিত প্রতিষ্ঠান সকল দর্শন করেন এবং এখানকার ধর্ম্মানুষ্ঠানও সম্পন্ন করেন। ফিরিবার সময়ে সেখান হইতে উত্তম আম ও লেবুর চারা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। পথে তাঞ্জোর, কর্ণাট ও ত্রিচিনাপল্লী পরিদর্শন করেন। ত্রিচিনাপল্লী নানাবিধ বস্ত্র বয়নের জন্য প্রসিদ্ধ, এখানে উৎকৃষ্ট সূতার বস্ত্র, জরির কাজ ও রেশমের নানাপ্রকার বস্ত্রবয়ন পদ্ধতি দেখিতে গিয়াছিলেন এবং বহুমূল্য সূতার কাপড়, জরির পাড় ও রেশমী কাপড় ক্রয় করেন।

ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত ভ্রমণ শেষ করিয়া রাজা বাহাদুর মান্দ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানকার সমুদ্রতীরবর্ত্তী ষ্ট্রাণ্ড নামক রাজপথ অতীব সুন্দর। মান্দ্রাজে অবস্থান কালে তিনি পুনঃপুনঃ সমুদ্রতট সন্নিহিত পরম রমণীয় রাজপথে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। মান্দ্রাজের বন্দর ঠিক বন্দর নামের যোগ্য নহে। এখানে জাহাজ সকল সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে অপেক্ষা করিতে পারে না। তটভূমি হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত সাগর সলিল অগভীর, সুতরাং জাহাজ সকল সহরের সন্নিকটে পৌঁছিতে পারে না। বাহির সমুদ্রে দূরে জাহাজ সকলকে নঙ্গর করিয়া অপেক্ষা করিতে ও নিয়ত ভারত মহাসমুদ্রের তরঙ্গ তুফানে বিপর্য্যস্ত হইতে হয়। পণ্যসম্ভার ও আরোহী লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা, তট হইতে জাহাজে ও জাহাজ হইতে সহরে গমনাগমন করে। এই যাতায়াত এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। রাজা বাহাদুর মান্দ্রাজ প্রবাস কালে এই সুন্দর দৃশ্য দেখিবার জন্যও তট সমীপবর্ত্তী রাজ পথে সর্ব্বদা ভ্রমণে যাইতেন। দূর হইতে দেখিলেই বোধ হয়, মাল ও আরোহীপূর্ণ নৌকাগুলি এই আছে, এই নাই। যেন ডুবিতেছে ও পরক্ষণে আবার ভাসিয়া উঠিতেছে। জে'লেরা মান্দ্রাজের সমুদ্রতীরে ছোট বড় নানা জাতীয় মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। সে নিত্য তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র জলে মাছ ধরাও দেখিবার ব্যাপার। পর্ব্বত

বাগীদের পক্ষে পাহাড়ে ওঠা নামা যেমন অভ্যাস বশতঃ সহজ, সমুদ্রতীরবর্ত্তী লোকমণ্ডলীরও সাগর তরঙ্গের সঙ্গে ক্রীড়া কৌতুক তেমনি অভ্যাসবশতঃ সহজ। ধীবর শিশুরা দিনের অধিকাংশ সময়ে সমুদ্র জলেই সাঁতার দিতেছে। নিক্ষিপ্ত পয়সা, সিকি, দুয়ানী পর্য্যন্ত জলতল হইতে উঠাইয়া লইয়া থাকে। তৎপরতা সহকারে জলতল হইতে নিক্ষিপ্ত সিকি দুয়ানী কুড়াইয়া লওয়া দেখিবার জন্য রাজা বাহাদুর সেখানে অপেক্ষা করিয়াছেন ও সে ক্ষিপ্রকারিতা দর্শনে আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। এইরূপ কতকগুলি বিশুদ্ধ আমোদজনক কৌতুক দেখিয়াই স্যর বাসুদেবের মান্দ্রাজ প্রবাস পর্য্যবসিত হয় নাই।

মান্দ্রাজের পশুশালা, যাদুঘর ও সরকারি উদ্যান পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই সকল স্থানে বিবিধ বিধানে ব্যবস্থাপিত প্রাচীন ও নূতন স্থাবর জঙ্গম তত্ত্ব অবগত হইয়া অপরিমেয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত প্রাচীনতম দুর্গ মান্দ্রাজে। ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের নির্ম্মাণ কৌশল, সৈন্যাবাস ও যুদ্ধোপকরণ সকল দেখিতে গিয়াছিলেন। এই সকল পরিদর্শনান্তর, মান্দ্রাজের সরকারী ও সওদাগরী কার্য্যালয় সকল ও বাণিজ্যকেন্দ্র সকল দেখিতে যান। মান্দ্রাজ প্রদেশের নানাস্থানের উৎপন্ন ও প্রস্তুত দ্রব্য সকলের সংবাদ সংগ্রহের দ্বারা নিজ জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ ও আবশ্যকীয় দ্রব্য সকলের নিদর্শন স্বরূপ কিছু কিছু ক্রয় করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে দাক্ষিণাত্যের একাংশই কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য বলিয়া বিদিত ছিল। রাজা স্যর বাসুদেব রামায়ণোক্ত বালিরাজার রাজ্য ও রাজধানী দেখিতে গিয়াছিলেন। এখানে এক্ষণে একজন ক্ষত্রিয় রাজা রাজ্য করিয়া থাকেন। ইহার অনতিদূরে পম্পাসরোবরের চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান বলিয়া অনুভূত হয়। বালি রাজার সমাধি ক্ষেত্র বলিয়া চিহ্নিত একটা স্থান তাঁহাকে দেখান হইয়াছিল। এখানে মাল্যবান পর্ব্বতগাত্রে

দুইটি স্বাভাবিক গুহা বর্ত্তমান। সীতা হরণের পর, এখানে রাম লক্ষ্মণ বাস করিতেন বলিয়া স্থানীয় লোকমণ্ডলীর বিশ্বাস। বালিরাজার ভাণ্ডার বলিয়া এক সুবৃহৎ পর্ব্বতগুহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। এখানে ঋষ্যমুখ পর্ব্বত ও তুঙ্গভদ্রা নদী দর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল স্থান পরিদর্শন কালে রামায়ণের বিবিধ বিবরণ হৃদয় মন অধিকার করায় রাজা স্যর বাসুদেব "কিষ্কিন্ধ্যা বিবরণ" নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এখান হইতে কাঞ্চিনগর দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ভ্রমণকালে ত্রিচিনাপল্লীর শ্রীরঙ্গস্বামীর মন্দির ও মাদুরার ভারতবিখ্যাত মীনাক্ষী দেবীর মন্দির ও রাজভবন দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। এই দেবমন্দির ও রাজভবনের এরূপ অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৌশল ও শিল্পসৌন্দর্য্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই রাজভবন ও দেবমন্দির স্থপতিবিদ্যা ও শিল্পকলার উচ্চ পরিণতির সাক্ষ্য দান করিতেছে। কথিত আছে খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পাণ্ড্যরাজগণকর্ত্তৃক ঐ রাজভবন ও দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে সময়ে, যাঁহার দ্বারা এগুলি নির্ম্মিত হউক না কেন, ইহা যে প্রাচীন হিন্দুরাজগণের অতুল কীর্ত্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অসাধারণ শিল্পনিপুণ ভাস্করের অঙ্গুলি সঞ্চালনের জীবন্ত সাক্ষ্য বর্ত্তমান। দেখিয়া দেখিয়া দেখার সাধ মিটে না, আর দীর্ঘনিঃশ্বাসভরে বলিতে হয়, "হায়, আমরা আমাদের কি অমূল্য সম্পদই হারাইয়াছি।" রাজা স্যর বাসুদেবের মনেও যে এ ভাবের সঞ্চার হয় নাই, ইহা সাহস করিয়া বলা যায় না। এই সকল ভ্রমণ ও পরিদর্শনের পর রাজা বাহাদুর রাজমহেন্দ্রী যাত্রা করেন। রাজমহেন্দ্রী মান্দ্রাজ প্রদেশের সমাজ সংস্কারের প্রধান কেন্দ্র, ও গোদাবরী নদী প্রবাহিত বলিয়া তীর্থস্থানও বটে। এখানকার নানা সংবাদ গ্রহণ করিয়া, পরে গোদাবরী স্নান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া ওয়াল্‌টেয়ারে উপস্থিত হন। এটি একটি স্বাস্থ্যনিবাস। সমুদ্রের উপকূলে নাতিউচ্চ পর্ব্বতমালার উপর

ওয়াল্‌টেয়ারের স্বাস্থ্য কুটীরমালা প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি ওয়াল্‌টেয়ার সহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে। এখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া, রাজা বাহাদুর ইহার নিকটবর্ত্তী সীমাচল তীর্থে গমন করেন। সীমাচলে উৎকলসম্রাট পুরুষোত্তম দেবের অমর কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। পাহাড়ের উপর পাহাড়, এইরূপ অনেক ছোট বড় পাহাড় অতিক্রম করিয়া সীমাচলের মন্দিরে উপস্থিত হইতে হয়। সম্রাট পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চি জয় করিয়া ফিরিবার সময়ে পথে যে যে স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে কাঞ্চি জয়ের বিবরণসহ স্মারক প্রস্তরফলক প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন কালে সম্রাট, পথে কোথাও কূপ, কোথাও পুষ্করিণী, কোথাও দেবমন্দির ইত্যাদি নানাবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার বিশ্রাম স্থান চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সীমাচল তীর্থস্থান হইলেও, সেই কীর্ত্তি কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত, আর সেখানে সম্রাটের প্রতিষ্ঠিত গোকর্ণেশ্বর শিবমন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া রাজকীর্ত্তির সাক্ষ্য দান করিতেছে।

রাজা বাহাদুর সীমাচলে দেবপূজা সমাপন ও ওয়াল্‌টেয়ারে বিশ্রাম করিয়া বিজয়নগরের প্রাচীন কীর্ত্তি সকল দেখিতে যান। ছদ্মবেশে রাজধানী ও রাজধানীর নানাস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বিজয়-নগরের আম ভারত বিখ্যাত। এরূপ সুস্বাদু রসাল ভারতের আর কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। রাজাবাহাদুর বহু অর্থ ব্যয়ে সেই সকল আমের কলম ও চারা নিজ রাজধানীতে প্রেরণ করেন। এখন সেই সকল বৃক্ষের আম্র দেবগড়ের রাজপরিবার ও নাগরিক গণের রসনার তৃপ্তি বিধানে নিযুক্ত। এখান হইতে রাজা স্যার বাসুদেব পুনরায় বেজ্‌ওয়াদায় ফিরিয়া যান। বেজওয়াদা মান্দ্রাজ রেলওয়ের একটি সন্ধিস্থল। এখান হইতে রাজাবাহাদুর নিজাম রাজ্যের রাজধানী হাইদ্রাবাদ গমন করেন। ভারতীয় করদ ও মিত্ররাজ্য সকলের সর্ব্বপ্রধান ও শীর্ষস্থানীয় নিজামরাজ্য। এখানকার সুখ সম্পদ,

ঐশ্বর্য্য সম্মান ও রাজকার্য্য পরিচালন প্রভৃতি বিষয়ক তত্ত্ব অবগত হইয়া নিকটবর্ত্তী গোলকুণ্ডার হীরকখনি দেখিতে গিয়াছিলেন। এখানকার হীরক সংগ্রহ করার উপায় ও পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভুসওয়ালের পথে জব্বলপুর যাত্রা করেন। সেখানে অবস্থানকালে স্থানীয় রাজকুমার কলেজ পরিদর্শন করেন। নিজ রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত রাজকুমার বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনোপযোগী নানা সংবাদ সংগ্রহ করিতে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। জব্বলপুর অবস্থানসময়ে মার্ব্বেলপাহাড় ও নর্ম্মদার জলপ্রপাত দেখিতে গিয়াছিলেন। সে জলপ্রপাত অতি মনোহর দৃশ্য। বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতের একাংশ অতিক্রম করিয়া নর্ম্মদা নদীর জলরাশি ভীষণবেগে নিম্ন ভূমিতে পতিত হইয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। জলরাশির সে উচ্চ হইতে নীচে পতনশব্দ ও তজ্জন্য শুভ্রসুন্দর ফেনপুঞ্জ অতীব রমণীয়। সে দৃশ্য দেখিয়া দেখার সাধ সহজে মিটে না। তাহার পর সহর হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত মার্ব্বেলপাথরের পাহাড়। সেও এক সুন্দর দৃশ্য। সেখানে প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া নানাবিধ ব্যবহার্য্য দ্রব্য সকল শিল্পীগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়া জব্বলপুরের বাজারে বিক্রয়ার্থ সজ্জিত রহিয়াছে। রাজাবাহাদুর মার্ব্বেলপাহাড় দর্শনান্তর মর্ম্মরপ্রস্তুত নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিলেন। রাজাবাহাদুর জব্বলপুর হইতে কাট্‌নির রেলপথে, বিলাসপুর হইয়া নিরাপদে ও সুস্থশরীরে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন।

দশম অধ্যায়

রাজ্যের আভ্যন্তরিণ উন্নতি ও সৌষ্ঠবসাধন

কমলার চাষ

বাঙ্গালাদেশে যে কলার চাষে প্রচুর অর্থাগম হইয়া থাকে, আসামের অরণ্যমধ্যে সেই কলা প্রচুর পরিমাণে আপনাআপনি জন্মিয়া থাকে। সেখানে এই উত্তম-ফলগুলি মানবসেবার সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক পরিমাণে অন্যান্য তৃণভোজী জীবের রসনার তৃপ্তি বিধানে নিয়োজিত হইয়া থাকে। আসামের অরণ্যপ্রদেশে অন্যান্য অরণ্যসম্পদ যেমন প্রচুর, দীর্ঘদূরব্যাপী কলার বনও তেমনি প্রচুর। আর সেগুলির প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিবার পাত্রাভাবও হয় না। বনে হস্তি ও হনুমানের অভাব নাই। পবননন্দন কুলের স্বগোত্র না হইলেও মাতৃষ্বসা-সন্তান বানরবংশের বিচরণও একান্ত বিরল নহে। প্রবাদ, শ্রীহট্টে কমলালেবুর আবাদ আছে। কিন্তু আসামের খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, গারোপর্ব্বতে, ও দাজিলিঙ্গের অনেকস্থানে কমলাও, আসামের কলার মত, অযত্নসম্ভূত বন্যফল।

রাজা স্যার বাসুদেব সুঢলদেব সর্ব্বপ্রথম বিবাহানুষ্ঠানসূত্রে শ্বশুরালয়ে গমন কালে কলাহাণ্ডির অরণ্যমধ্যে প্রচুর পরিমাণে অরণ্যজাত কমলার বন দেখিয়াছিলেন।* এখানে এই বনফলের নাম সান্তারা। তাহার পর নাগপুর ভ্রমণকালে ঐ সান্তারার আবাদ দেখিয়া এবং প্রচুর পরিমাণে

---

* বামড়ার প্রধান রাজকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশ মহাশয়ের নিকট শুনা গিয়াছে।

ঐ লেবুর কাট্‌তি দেখিয়া আসিয়াছিলেন। দেশ ভ্রমণান্তর স্বরাজ্যে সুস্থির হইয়া বসিয়া, নূতন কার্য্য সকলের অনুষ্ঠানে মনোযোগ দেওয়ার সময়ে, নিজরাজ্যের নানাস্থানের ভূমির গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া কমলা উৎপাদনের উপযোগী ভূমি নির্ব্বাচন করেন ও নানাস্থানের কমলার নমুনা আনাইয়া পরে কমলালেবুর চাষ আরম্ভ করাইয়া দেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই, তাঁহার আশানুরূপ নানাজাতীয় কমলালেবু দেবগড়ের নিকটবর্ত্তী উদ্যানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে লাগিল। বাম্‌ড়ায় উৎপন্ন কমলালেবুর দ্বারা রাজ্যের অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে, এবং এখন উহা বাম্‌ড়া ষ্টেশনেও, বাহিরের লোকের জন্য বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে। বাম্‌ড়ায় উৎপন্ন কমলার সঙ্গে আসাম প্রভৃতি স্থানের উৎপন্ন লেবুর জাতীয়তা আছে, কিন্তু নাগপুরের লেবুর আবাদ একটু বিভিন্ন প্রকারের। কলাহাণ্ডি ও বাম্‌ড়ায় শীতকালেই প্রচুর লেবু উৎপন্ন হয়, কিন্তু নাগপুরে গ্রীষ্মের সঞ্চার ও ক্রমে উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমলার রস মাধুরী তীব্রতর হইয়া থাকে। নাগপুরের উৎকৃষ্ট কমলালেবু আয়তনে বৃহত্তর, উপরের খোলা একটু পুরু, অথচ লেবু প্রচুর রসপূর্ণ। শ্রেষ্ঠজাতীয় কমলাগুলি আমাদের দেশের ছোট ছোট বাতাবীলেবুর মত। এই সান্তারার আবাদে অর্থাৎ লেবুর বাগানে যখন লেবু পাকিয়া উঠে, তখন একটু দূরে একটু উচ্চভূমিতে দাঁড়াইয়া কমলা-উদ্যানের শোভা এতই রমণীয় মনে হয় যে, যেন একখানি ছোট আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হইবে। দেবগড়ের উদ্যানে উৎপন্ন কমলাও দেখিতে যেমন সুন্দর আস্বাদনেও সেইরূপ সুমিষ্ট রসপূর্ণ। রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেবের এই এক কীর্ত্তি এখন বাম্‌ড়ায় দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতেছে। এই কমলার বহুবিস্তৃত বাগান দেবগড় হইতে চারি মাইল দূরে এক পাহাড়ের নিম্নদেশে প্রতিষ্ঠিত।

আদর্শ কৃষিক্ষেত্র

ধান্যের চাষ বামড়ার প্রজামণ্ডলীর প্রধান কৃষিকার্য্য। রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের যত্নচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে বামড়া-রাজ্যের মধ্যে শস্যোৎপাদনোপযোগী ভূমির অধিকাংশই আবাদে পরিণত হইয়াছে, সেরূপ জমি অধিক পড়িয়া নাই। প্রজাদিগকে চাষ আবাদের কার্য্যে শিক্ষা ও উৎসাহ দিবার জন্য দেবগড় হইতে দশ বার মাইল দূরে পূর্ব্বদিকে বলং নামক রাজকীয় আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। বৎসরের যে যে সময়ে যে ফসল হয়, এখানে সে সকলের উত্তমরূপ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আউশ ও আমন ধান্য, রবি-শস্য গম, যব, ছোলা, মুগ, মটর, তিল সরিষা প্রভৃতি সকলপ্রকার শস্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। জমির উর্ব্বরতা ও উৎপন্ন শস্যের উৎকৃষ্টতা প্রদর্শনের জন্য এখানে কৃষিকর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। স্বর্গীয় রাজা স্যর বাসুদেব, এখানে নানাকার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের অভিজ্ঞতাবৃদ্ধি বিষয়ে সহায়তার জন্য স্বয়ং সর্ব্বদা এই বলং কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন করিতেন। এবং প্রয়োজন হইলে, অনেক সময়ে এখানে তিনি স্বয়ং অবস্থিতি করিতেন। বর্ত্তমান রাজাবাহাদুরও পিতৃপদচিহ্ন অনুসরণ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত কৃষিক্ষেত্রের নিত্যনূতন উন্নতিসাধনে প্রাণপণ যত্ন করিয়া থাকেন।

পার্ব্বত্যপ্রদেশের আবাদী জমির গুণাগুণ নির্দ্ধারণ এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযোগী শস্যের চাষ যেমন কঠিন, আবার বৃষ্টির জলাভাবে সে গুলির রক্ষা ও পোষণ তদপেক্ষা শতগুণে কঠিন কার্য্য। আমরা বৎসরের পর বৎসর বঙ্গদেশের ও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের বাৎসরিক সরকারী বিবরণে দেখিয়া থাকি. বৃষ্টির জলাভাবে যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন হয় না। সরকারের সাহায্যে সর্ব্বত্রই জল সরবরাহের ব্যবস্থা সত্ত্বেও বৃষ্টির অভাবে অনেক স্থলে শস্য হানি হইয়া থাকে।

সুতরাং সে বিপদ সমতলক্ষেত্র অপেক্ষা পার্ব্বত্যপ্রদেশে যে অনেক অধিক, তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই, সহজেই অনুমিত হইবে। এইরূপ বিবিধ বিঘ্ন নিবন্ধন বামড়ার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সকলে, যে পরিমাণে অজন্মা ও তন্নিবন্ধন অভাবের আগুন জ্বলিয়া থাকে, বাম্‌ড়ায় সেরূপ অভাব অনটন সঙ্ঘটন অপেক্ষাকৃত অল্প, কারণ এখানকার প্রজারা বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার ও নদীপ্রবাহ আবদ্ধ করিবার উপায় পদ্ধতিগুলি রাজানুগ্রহে সহজেই শিখিয়াছে। এই জন্যই শস্যহানি নিবারণের যতপ্রকার উপায় অবলম্বন সম্ভব, বাম্‌ড়ার স্বর্গীয় রাজা ও বর্ত্তমান রাজা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ, এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া বৎসরের পর বৎসর সেই সকল সদুপায়ের অবলম্বনে প্রাণপণ যত্ন করিয়া আসিতেছেন, কাজেকাজেই অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়, বাম্‌ড়ায় খাদ্যশস্যের অভাব কখনই তত তীব্র হয় না। আর এক কারণ এই যে, অভাবের সময়ে, এখানে রাজাদেশ ব্যতীত রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্য রাজ্যের বাহিরে যাইবার ব্যবস্থা নাই।* এইজন্য রাজ্যের প্রজামণ্ডলী অন্যান্য স্থানের তুলনায় সুখী। এখানে উদরে "মোটা ভাত ও পরণে মোটা লুগা"র অভাব হয় না। এই মোটা ভাত ও মোটা লুগার অভাব হয় না বলিয়া, বাম্‌ড়ার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সকল হইতে, অভাবের সময়ে, বহু বহু নরনারী পুত্র কন্যাসহ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য, কর্ম্মসূত্রে বাম্‌ড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বাম্‌ড়ার প্রজাসংখ্যাও যে সেই সূত্রে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না, এমন নহে, যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের অনেকে থাকিয়া গিয়াছে, এবং সেরূপ প্রয়োজন হইলে, এখনও থাকিয়া যায়।

* Resolution of the C. P. Government (1897) says :—"But save in Bamra, where the prohibition of export of food grains appears to have secured the immediate object with which it was issued by the Chief.

জলাভাব নিবারণ

দেবগড় রাজধানীর অতি নিকটে উত্তরদিকে পাহাড়। দুটা সুদীর্ঘ পাহাড় অগ্রসর হইতে হইতে রাজধানীর ঠিক পূর্ব্বোত্তরদিকে পরস্পরে মিলিত হইয়া দণ্ডায়মান। দেখিলে বোধ হয় যেন, দেবরাজের ঐরাবত ও বিশ্বেশ্বরের বৃষ পরস্পরে মিলিত হইয়া পরস্পরের আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ হইয়াছে। ঐ পর্ব্বতদ্বয়ের সন্ধিস্থলে, একটা মিলন রেখাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। উচ্চ পর্ব্বত গাত্রে, ঐ সন্ধিস্থলের নানা স্থান হইতে জলকণা সকল বিন্দুর আকারে বাহির হইয়া, ও ক্রমে মিলিত হইয়া, এক একটি ক্ষীণ আকার ধারায় পরিণত হইয়া অগ্রসর হইতেছে। ক্রমে এইরূপ বহুসহস্র ধারা মিলিত হইতে হইতে এক প্রকাণ্ড জল প্রপাতে পরিণত হইয়াছে ও ভূধরগাত্র অতিক্রম করিয়া ধরণীপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়াছে। বহু উচ্চ হইতে এই জল প্রবাহ বৃহদায়তনে প্রবল বেগে পতিত হইতেছে। এই জল প্রবাহের নাম "প্রধান পাট।" এই প্রধানপাট এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। রজনীর নিস্তব্ধতার মাঝখানে বহুদূর হইতে সেই সলিল রাশির পতন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। বামড়া ভ্রমণকারীর নিকট পথ পর্য্যটনের ক্লেশ ও ক্লান্তি নিবারণে প্রধান পাট ধন্বন্তরি বিশেষ। সে প্রপাতের নৈকট্যও এক অপূর্ব্ব শান্তি ও তৃপ্তির সঞ্চার করিয়া থাকে। সূর্য্য-কিরণ-ধৌত সে রজতপ্রবাহে অসংখ্য ইন্দ্রধনুর উদয় সন্দর্শনে প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। এখানে, "উৎস সকল উৎসারিত মরুভূমি প্রস্তরে," ভক্তের এই উক্তি পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছে। সেই গ্রীষ্মের উত্তপ্ত ভূধরগাত্রে দেবলীলার অভিনয় দর্শন করিয়া বিধাতাকে ভক্তিভরে বার বার নমস্কার করিয়াছিলাম।

এই প্রধান পাটের জলরাশি, রাজধানীর প্রান্তদেশ দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদীর আকারে, আপন মনে আপন পথে চলিয়াছে। রাজা স্যর বাসুদেব এই পবিত্র সুন্দর জলরাশির সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা

করিলেন। এই জলপ্রবাহকে মানবসেবায় নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে, বামড়া রাজধানীতে স্নান ও পানীয় জলের একান্ত অভাব ছিল। রাজা বাহাদুর ব্রজসুন্দরদেবের সময় হইতে রাজা স্তর বাসুদেবের রাজত্বের প্রাথমিক দীর্ঘ কিয়দংশ পর্য্যন্ত দেবগড়ে অনেকগুলি পুষ্করিণী খনন করা সত্ত্বেও উত্তম পানীয়ের একান্ত অভাব ছিল। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ন্যায় এখানেও অনেক কূপ ও ইঁদারা বর্ত্তমান থাকিলেও, তাহাতে জলাভাব নিবারিত হইত না। তদানীন্তন কালে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দাশ এম্,এ, মহাশয় একদিন সন্ধ্যার সময় রাজা-বাহাদুরকে জানাইলেন যে, জলাভাবে বড়ই ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। পরদিন অতি প্রত্যূষে, ভারে ভারে জল আসিয়া রেবতী বাবুর দ্বারে উপস্থিত। একগাছি বৃহৎ মোটা লাঠি হাতে রাজাবাহাদুর স্বয়ং বারিবাহকদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক মহাশয়ের দ্বারে উপস্থিত হইয়া ডাকিয়া বলিলেন "মাষ্টার বাবু, আপনার জল আসিয়াছে।" রেবতী বাবু, এই অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ প্রদর্শনে, কুণ্ঠিত ও মুগ্ধ মনে, রাজসমীপে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন "মহারাজ, আমার উপর অনুগ্রহের এরূপ অত্যাচার, আমার পক্ষে নিতান্তই লজ্জার কথা।" রাজা স্তর বাসুদেব সেই দিনই সে বাসাবাটীর ইঁদারার পঙ্কোদ্ধার করাইয়া প্রচুর জল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।* রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব কোন কাজ বিলম্বে হইবে বলিয়া, অপেক্ষা করিতে জানিতেন না। এইরূপ নিত্য জলাভাব দূর করিবার জন্য স্তর বাসুদেব এই প্রধান পাটের জল পরীক্ষা করাইয়া জানিলেন যে, ইহা ব্যবহার যোগ্য ও স্বাস্থ্যকর। তখন এই প্রধান পাটের মূলদেশ হইতে এক ইষ্টকনির্ম্মিত অনাচ্ছাদিত স্বতন্ত্র জল প্রণালী প্রস্তুত করাইয়া ঐ জল-

* বামড়া বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রেবতী মোহন দাশ এম্.এ; মহাশয়ের নিকট এই ঘটনা শুনিয়াছি।

প্রবাহকে সহরের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। সেই হইতে প্রধানপাটের জল, দেবগড়বাসীদের স্নান, পান ও রন্ধনকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে।* বর্ত্তমান রাজা এই জল প্রবাহকে সহরের পথে প্রবাহিত হইবার জন্য ইষ্টকাচ্ছাদিত স্বতন্ত্র প্রণালী প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। রাজপথের নানাস্থানে সাধারণের ব্যবহারের জন্য কলিকাতার অনুরূপ কল বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আশ্চর্য্য এই যে, সহরে এত জল সরবরাহ করিয়াও প্রধান পাটের জলস্রোত পূর্ব্ববৎ সেই স্বভাবজ জলপ্রণালীর পথে ধীরবেগে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। স্থানীয় বহু লোকের ধারণা যে, প্রধান পাটের প্রবাহবেগ কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়াছে। ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তবে অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, প্রধানপাটের নিকটবর্ত্তী বহু দূরব্যাপী যে অরণ্য ছিল, তাহা ক্রমে ধ্বংস হওয়াতে জলের গতি পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে। এই প্রধান পাট বাম্‌ড়ার রাজধানী দেবগড়ের এক মাইল উত্তরপূর্ব্বদিকে পর্ব্বত গাত্রে বিরাজ করিতেছে।

এই প্রধান পাট সম্বন্ধে রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর তাঁহার ভ্রমণ বিবরণের একস্থানে লিখিয়াছেন ঃ—

"গোদাবরী ও নর্ম্মদার জল প্রপাত অপেক্ষা ইহা শতগুণে সুন্দর। ইহার সহিত সে সকলের তুলনাই হয় না। ইহা না দেখিলে চক্ষুর স্বার্থকতা হয় না।" তিনি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন, "প্রধান পাট প্রপাত আমি তিনবার দেখিয়াছি।

"ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতাম, উপয়িতি
তদেবরূপং রমণীয়তায়াঃ"

* "There is an excellent water supply brought from the hills in a masonry channel," Report of the Political Agent 1892.

মাঘ কবির এই পঙক্তিদ্বয় স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল। ফলতঃ এইরূপ বিচিত্র দৃশ্য ভারতে বিরল বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।"

আমাদের আর এক বন্ধু একদা কয়েক বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া বামড়া ভ্রমণে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণের দীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারই একস্থান হইতে প্রধান পাট বিষয়ক ধারণাটুকু উদ্ধৃত করা গেল:—

"প্রধান পাট প্রপাত নিকটে উপস্থিত হইয়া অভূতপূর্ব্ব ভাবে নিমগ্ন হইলাম। সে দৃশ্য হইতে চক্ষু বিচলিত হইল না। স্ফটিক তুল্য জলধারা মহাবেগে প্রায় ২০০ শত ফুট উপর হইতে বেগে নিপতিত হইতেছে। জল পতনের নিনাদে শ্রবণ বধির হইয়া যায়। নিম্ন দেশের চারি পাঁচ হস্ত জলরাশি ভেদ করিয়া জলময় ভূমি দৃষ্ট হইতেছে। আমরা সূর্য্য তাপে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া প্রপাত নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম, অল্পক্ষণের পর শীত অনুভূত হইয়াছিল। প্রপাত জলে স্নান করিতে অনেকে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু এরূপ সুখময় ধারা স্নানের লোভটা সম্বরণ করিতে পারি নাই। ঊর্দ্ধ হইতে নিপতিত সুশীতল বারিধারা তলে মস্তক রাখিয়া যে কি আরাম ও শান্তি অনুভব করিলাম, তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। স্নানান্তে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম, আজ আর উদ্বোধনের প্রয়োজন হইল না। বিভুকৃপা ও প্রেমের প্রত্যক্ষ নিদর্শন সম্মুখে রাখিয়া প্রাণ স্বতঃ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে উপাসনার মধুরতা ও ভাবের গভীরতা বর্ণন করা মানুষের ভাষায় অসম্ভব। হৃদয়ের দ্বার সম্পূর্ণ খুলিয়া গেল। ভিতরে বাহিরে ভেদ রহিল না। কবি এবং ভাবুকগণ এ দৃশ্যের মূল্য বুঝেন। সে সব অনুভবনীয়, বর্ণনীয় নহে।"* এই জলরাশি এক্ষণে বামড়ার রাজধানী দেবগড়ের জনমণ্ডলীর জলাভাব নিবারণে নিযুক্ত।

* উৎকল সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর মহাশয় বর্ণিত বিবরণ হইতে গৃহীত।

এই জলপ্রবাহকে লোকসেবায় নিয়োজিত করার একটু সামান্য ইতিহাস আছে। ইতিহাসটুকু এই :—"মহারাজ ইংরাজী জানেন না। কিন্তু বিজ্ঞান দ্বারা সভ্যজাতির কি উন্নতি হইয়াছে, তাহা তিনি সবিশেষ অবগত আছেন। এখনও তাঁহার বিজ্ঞান মন্দিরের উপকারিতা বুঝিবার সময় হয় নাই, তথাপি একটি সামান্য ফলের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। রাজবাড়ীর অনতিদূরে এক জলপ্রপাত আছে। অল্পদিন হইল মহারাজ চৌবাচ্চা ও নল দিয়া দেবগড়ে নির্ম্মল জলপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আরও এক অভিনব ব্যাপার এই যে, ব্রাহ্মণের ও কোল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির নিমিত্ত পৃথক্ জলের ব্যবস্থা আছে। হিন্দুরাজ্যে এরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে আশ্চর্য্যের বিষয় হইত। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা আমাদের মনেও হয় নাই। জলের কলের উৎপত্তি বিজ্ঞান মন্দিরে হইয়াছে। একদিন রাজকুমারগণ তথায় উচ্চস্থিত জল, নল দ্বারা, দূরে লইয়া তাহার উৎক্ষেপ দেখিতেছিলেন। শুনিলাম, ইহা দেখিয়া মহারাজ জলপ্রপাতের জল পথে চালিত করিবার সঙ্কল্প করেন।"*

পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রজামণ্ডলীর সর্ব্ববিধ কাজের সুবিধার জন্য জলাভাব দূর করিবার যে সকল উপায় অবলম্বন সম্ভব, রাজা-বাহাদুর সে সকলের প্রত্যেকটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেখানে যেখানে পার্ব্বত্য নদী সকলের প্রবাহের কিয়দংশ পল্লীসমূহের নিকটবর্ত্তী, সেই স্থান সকলে বাঁধ দিয়া জল আবদ্ধ রাখিতে ও তদ্দ্বারা জলাভাব দূর করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে বলং কৃষিক্ষেত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ কৃষিক্ষেত্র বামড়ার রাজকীয় আদর্শ কৃষিক্ষেত্র। বলং কৃষিক্ষেত্রে বার মাস প্রচুর জল

---

* কটক কলেজের বিজ্ঞানাচার্য্য রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ, বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ হইতে সঙ্কলিত।

সরবরাহ করিবার যে অত্যাশ্চর্য্য উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, সেরূপ পন্থা, ইংরাজরাজের বুদ্ধিমান ও কর্ম্মপটু স্থপতিবিদ্যাবিশারদ এঞ্জিনিয়ারগণ কর্ত্তৃক ভারতের স্থানে স্থানে অবলম্বিত হইলেও, সেগুলি কর্ম্মকুশল সুনিপুণ ব্যক্তিগণের বুদ্ধি প্রসূত, এবং সে সকল অনুষ্ঠানের জন্য সেই সকল রাজকর্ম্মচারীরা বিশেষভাবে প্রশংসিত ও বহু সম্মানজনক উপাধিতে অলঙ্কৃত। এখানে রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব, সেরূপ অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন কোন ইংরাজ বা দেশীয় এঞ্জিনিয়ারের সহায়তা না লইয়া, নিজ বুদ্ধিবলে যে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা স্বচক্ষে সন্দর্শন না করিলে, তাঁহার অসাধারণ কর্ম্ম প্রতিভার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

বলং আদর্শ কৃষি ক্ষেত্রের ক্ষেত্র নির্ব্বাচনেও বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। কালাজীরা নামক একটি পার্ব্বত্য নদীর তীরে, এমন স্থানে ক্ষেত্র নির্ব্বাচিত হইয়াছিল যে, কালক্রমে সেই প্রবাহিত নদীর ঐ অংশকে একটা সুবৃহৎ জলাশয়ে পরিণত করা যাইতে পারে। সেই ক্ষুদ্র নদীর নিম্নাবতরণের একটি সুবিধামত স্থানে জল স্রোত রোধ করিবার উপযোগী এক বাঁধ প্রস্তুত করাইলেন। বাঁধের উচ্চতা প্রায় সর্ব্বত্রই ত্রিশ ফুট হইবে। এই বাঁধের তলদেশ বা ভিত্তিমূল এরূপ বিস্তৃত যে, সঞ্চিত জল রাশির চাপে সে বাঁধ ভাঙ্গিবে না। ঐরূপ ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদীর জলস্রোত রোধ করিলেও, তাহার নিত্যনিয়ত ক্ষরণ জন্য যে প্রবাহ বর্ত্তমান, তাহার বেগ কে ধারণ করিবে? তাই কৃত্রিম বেষ্টনীর মধ্যে বর্ষার সময়ে যতটা জল রক্ষা করা সম্ভব, এবং যতটা রক্ষা করা যাইতে পারে, বাঁধ সেই পরিমাণ উচ্চ করিয়া তাহার উপর চারি স্থানে অতিরিক্ত জল বাহির হইয়া যাইবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। বাঁধের উপর এত লতা গুল্ম এবং গাছ পালা জন্মিয়াছে, যে দূর হইতে উহাকে প্রচ্ছন্ন পাহাড় বলিয়া ভ্রম জন্মিবে।

নাগপুর সহরের সর্ব্বত্র পানীয় জল যোগাইবার জন্য বহুদূরে আম্বাচারি নামে এক কৃত্রিম হ্রদ ঐ প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া বর্ত্তমান। রাজা স্যর বাসুদেব ভ্রমণে বাহির হইয়া নাগপুর অবস্থান কালে ঐ ব্যবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। সেখানে সে বাঁধ প্রস্তুত করিতে ও তাহা রক্ষা করিতে, যে সকল ব্যবস্থার প্রয়োজন, সেজন্য অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত ছিলেন ও এখনও আছেন। রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে ইংরাজ বা দেশীয় স্থপতির সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। নিজেই নিজের প্ল্যান্ ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার পদ্ধতি উদ্ভাবিত করিয়া লইয়াছিলেন। এরূপ জলাশয় প্রস্তুত করাইয়া রাজ্যের কৃষি কার্য্যের উন্নতি সাধন চেষ্টা যতটা প্রশংসার বিষয়, সকল কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকপালকের পক্ষে সে প্রশংসা প্রাপ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখানে রাজা বাহাদুর ততটা প্রশংসাভাজন হইলেই যথেষ্ট হইল না। অভিজ্ঞ স্থপতির সাহায্য না লইয়া, অসঙ্গত শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক, নিজ বুদ্ধিবলে, এমন বৃহত্তর বারি-বেষ্টনী নির্ম্মাণ করাইতে যে কায়িক ও মানসিক শ্রমের প্রয়োজন, এখানে তাহারই গুরুত্ব স্মরণ যোগ্য। রাজা হ'য়ে প্রজার সঙ্গে ও মজুরদের সঙ্গে মিলেমিশে স্বয়ং এই সকল সম্পাদনে যে গভীর আনন্দ সম্ভোগ সম্ভব, রাজা স্যর বাসুদেব সেই আনন্দ সম্ভোগ করিতে জানিতেন, এতেই তাঁহার বিশেষত্ব।

বলং কৃষিক্ষেত্রের নিকটে গিরি নদীর বক্ষে বাঁধ দিয়া কৃষিকার্য্যোপযোগী জল, বার মাস পাওয়াও কঠিন হইল। মাঘের শেষ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ঐ জলাশয়ে প্রচুর জল পাওয়া যায় না, তাই সর্ব্বদা জলাভাব নিবারণ জন্য, দূরেস্থিত মাতোয়ালী নামক এক পার্ব্বত্য নদীর ক্ষর স্রোতে এনিকট্ বসাইয়া আংশিক জলস্রোত রোধ ও নূতন প্রণালী পথে সেই জল চালনার ব্যবস্থা করাইলেন। সেই জল, কৃষিক্ষেত্রে আনাইবার জন্য, সেই উচ্চ ভূমির উপর বহু গভীর এক

জলপ্রণালী প্রস্তুত করাইয়া, সেই প্রণালী পথে জল চালিত হইল। সর্ব্বপ্রথমে এই দীর্ঘ দূরব্যাপী জল প্রণালী প্রস্তুত করাইবার সময়ে শ্রম জীবীদের নয় জন প্রণালীর পার্শ্বদেশ ভাঙ্গিয়া চাপা পড়িয়া মারা যায়। এই সংবাদে রাজা স্যর বাসুদেব ত্বরায় তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই ভগ্ন মৃত্তিকা স্তূপের মধ্য হইতে মৃত ব্যক্তিগণের দেহ উঠাইতে ভয়বশত কেহই সম্মত হইল না। রাজা স্বয়ং সেই মৃত্তিকা মধ্য হইতে মৃতদেহ উঠাইতে অগ্রসর হইলেন। তখন সকলে সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইল। নয় জনের একজন স্ত্রীলোক খাদের মধ্যে চাপা পড়িয়াও জীবিত ছিল। জনমণ্ডলী মধ্যে সে প্রেতাশ্রিত বলিয়া প্রচারিত হইল। বহু কষ্টে তাহার প্রাণ রক্ষা হয়, কিন্তু সে একেবারে বধির হইয়া গিয়াছে। রাজা তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এই দুর্ঘটনার জন্য প্রজামণ্ডলীর মধ্যে বিজ্ঞতম কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, এ সব কাজ কি করিলেই হয়? প্রথম উদ্যমে লোকক্ষয়, বহু অর্থব্যয় ও শ্রম স্বীকার ব্যর্থ হওয়াতে অন্য লোক যেরূপ দমিয়া যায়, রাজা স্যর বাসুদেব সেরূপ দমিয়া যাইবার পাত্র ছিলেন না। পর বৎসর উপযুক্ত সময়ে দ্বিগুণ উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে বহু অর্থ ব্যয়ে সেই কাজ সকলের সমক্ষে সুসম্পন্ন করাইয়া কৃষিক্ষেত্রের জলাভাব একবারে চিরতরে নিবারণ করিয়া নিরস্ত হইলেন। এই কাজটি সম্পন্ন করিতে তাঁহাকে যেমন অসীম শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তদনুরূপ অর্থ ব্যয় করিতেও হইয়াছিল।

বলং কৃষিক্ষেত্রের জমির পরিমাণ দুই হাজার একার। এখানে ধান্য ও অন্য নানাবিধ রবিশস্যের চাষ হইয়া থাকে। ইক্ষু একটা প্রধান চাষ। তিনি কেবল ইক্ষুর চাষ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। দেশীয় প্রথানুযায়ী ইক্ষু হইতে গুড় প্রস্তুত করার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। এক্ষণে বর্ত্তমান রাজা, গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করাইতেছেন। এগুলি পরে উল্লেখ করা যাইতেছে। বলং কৃষিক্ষেত্রে আলু ও সকল

জাতীয় কপি, ও অন্যান্য তরকারিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে এক আদর্শ উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাতে নানাদেশীয় বিবিধ ফলের চারা ও কলম আনিয়া রোপণ করা হইয়াছে। আম, জাম, গোলাপজাম, কাঁটাল, কলা, নানাজাতীয় লেবু ও অন্য বিবিধ ফলের গাছে পরিপূর্ণ একখানি আদর্শ উদ্যান এখানে প্রস্তুত হইয়াছে। বামড়া রেলষ্টেশনের নিকট গোবিন্দপুরে, (পূর্ব্বে থানা ও কুচিণ্ডা হেড্ তহসিলের অন্তর্গত ক্ষুদ্র এক তহসিল ছিল) এক্ষণে বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর একটি সবডিবিসন অর্থাৎ কুচিণ্ডার ন্যায় এক উপবিভাগ প্রতিষ্ঠা করাইয়া, এখানে দেবালয়, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, আদালত ও অতিথির বাসভবন (ডাকবাঙ্গালা) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখানেও একটি নূতন উদ্যান প্রস্তুত হইতেছে। এখান হইতে আরম্ভ করিয়া বামড়ার রাজধানী দেবগড় যাইবার পথের (৫৮ মাইল) দুইধারে এত আম্রবৃক্ষ, যে তাহার সংখ্যা হয় না। সুতরাং আমের আবাদ বামড়ায় স্বতন্ত্রভাবে কেন হইল, বিদেশী ভ্রমণকারীর পক্ষে এ প্রশ্ন সহজেই উদয় হইতে পারে; আম এদেশের একটা প্রধান ফল এবং প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেবগড় রাজধানীর উপরও অসংখ্য পুরাতন ও নূতন আমের গাছ সর্ব্বত্র পথে ছায়াদান করিতেছে। রাজধানী হইতে বলং কৃষি-ক্ষেত্রে যাইতে পথেও আমগাছের একান্ত অভাব নাই। পার্ব্বত্যপ্রদেশ মাত্রেই আম্রের বন সুলভ সন্দেহ নাই, কিন্তু বামড়ায় কিছু বেশী বলিয়া মনে হয়।

রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব অতিশয় আম্রপ্রিয় ছিলেন। নিজের হাতে আম কাটিয়া অতিথি, বন্ধু ও আত্মীয়গণকে খাওয়াইতে ভাল বাসিতেন। এই ভালবাসার মধ্যে দ্বিবিধ স্বার্থ অলক্ষিতভাবে বর্ত্তমান থাকিত। অন্যকে খাওয়ানর সুখ সম্ভোগ, আর উত্তম আমগুলির আঁটি যাহাতে উচ্ছিষ্ট না হয়, সে দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যে

আমের বীজ হইতে নূতন বৃক্ষ প্রস্তুত করিবার মানস করিতেন, সেগুলি সর্ব্বদাই স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া অন্যকে খাওয়াইতেন ও আঁটিগুলি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেন। তাই, বামড়ারাজ্য এরূপ আম্রসুলভ দেশ হইলেও, আম্রভক্ত রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব বোম্বাই হইতে বোম্বাই আমের, কাশী হইতে ল্যাংড়া আমের, পাটনা বাঁকিপুর হইতে অন্য বহুবিধ মালদ'য়ে আমের কলম আনাইয়া কৃষিক্ষেত্রের রাজোদ্যানে রোপণ করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজের ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া রামেশ্বর তীর্থ পর্য্যন্ত প্রদেশে, যেখানে যেখানে উত্তম জাতীয় আমের সংবাদ পাইয়াছেন, ভ্রমণকালে সেই সকল স্থান হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিয়াছেন। নিজের রাজধানী, নিজের কৃষিক্ষেত্র, নিজের উদ্যান সকল সর্ব্বতোভাবে সুন্দর করিবার জন্য তাঁহার একটা গভীর আগ্রহ তাঁহার প্রতিষ্ঠান সকলের মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভ্রমণের ফলে রাজা বাহাদুর যেখানে যখন যাহা স্বরাজ্যের কল্যাণ বিধায়ক বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, সেগুলি আনাইয়া স্বীয় রাজ্যের ও রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিয়োগ করিয়াছেন।*

যে স্থানে এই বলংকৃষিক্ষেত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, পূর্ব্বে সেস্থান চারিদিকে পর্ব্বত বেষ্টিত একটা সুবৃহৎ প্রান্তর ছিল। এখানে লোকালয় ছিল না। রাজা বাহাদুর এখানে গ্রামের পত্তন করেন, হাটের পত্তন করিয়া, লোকের সকল প্রকার দ্রব্যাদি পাইবার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এখানে এখন বহুলোক বাস করিয়াছে, আর ক্রমে বসতিসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্ষেত্রের উৎপন্ন শস্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য বহুদূরব্যাপী গোলাবাড়ী ও গুদামঘর প্রস্তুত হইয়াছে। রাজা ও রাজকীয় কর্ম্মচারিদের জন্য পাকা বাড়ীও

* "The Bamra Raja is an enterprising Chief who has improved his Chief Town on the European fashion" Resolution of the Chief Commissioner C. P. (Sd) L K. Laurie offg. C. Secretary.

প্রস্তুত হইয়াছে। স্থানীয় জনগণের ধর্ম্মকর্ম্মের সুবিধার জন্য দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে তিনশত ফুট উচ্চ এক পাহাড়ের উপর রাজার ও রাজকুমারগণের বিশ্রামভবন ও দরবারগৃহ প্রতিষ্ঠিত। সেখানে উঠিবার জন্য প্রস্তর নির্ম্মিত উত্তম সোপানাবলী শোভা পাইতেছে। দূর হইতে দেখিলেই, সেখানে গিয়া বিশ্রাম করিবার ও চারিদিকের শোভা সন্দর্শনের লোভ সংবরণ করা যায় না। শুনিলাম বসন্তকালের জ্যোস্নাময়ী জামিনীতে বলংএর বিশ্রামভবন নাকি পরম রমণীয় স্থান। আক্ষেপের বিষয় আমাদের ভাগ্যে স্বল্পকালব্যাপী ভ্রমণে সে সুখ সম্ভোগের সুযোগ ঘটে নাই।

এখানে কলের করাতে অনেক বড় বড় কাষ্ঠ চেরাই হইতেছে। এই সকল কাষ্ঠে গৃহের দরজা জানালা ও কড়ির কাজ হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে কি প্রয়োজনে বিলাত হইতে এই কল ও করাত আনা হইয়াছিল এবং সে অনুষ্ঠান বামড়া রাজ্যের ঐশ্বর্য্য সম্পদ বৃদ্ধি কল্পে কতদূর সহায়তা করিয়াছে, সে সকল বিষয় পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

রাজা স্যর বাসুদেবের কর্ম্মবুদ্ধি ও কর্ম্মপটুতা তদীয় পুত্র বর্ত্তমান রাজার জীবনে কিরূপ স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে, অরণ্য পরিবেষ্টিত রন্তাই নামক স্থানে নূতন গ্রাম পত্তন ও সেখানে প্রতিষ্ঠিত কলকারখানা না দেখিলে, কিছুই হৃদয়ঙ্গম হইবে না। রাজা স্যর বাসুদেবের রাজজীবনের প্রারম্ভকালে তিনি শ্রীরামপুরে ফ্লাইসটল্ তাঁত দেখিয়া গিয়াছিলেন। সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সময় ও সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। বর্ত্তমান রাজা শ্রীসচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব রন্তাইতে কলের তাঁত বসাইয়া কাপড় প্রস্তুত করাইতেছেন। ঐ সকল কাপড় স্থানীয় লোকমণ্ডলীর সম্পূর্ণ ব্যবহারোপযোগী। যে এঞ্জিনের বলে ঐ সব তাঁত চলিতেছে, সেই এঞ্জিনের সাহায্যে, একই স্থানে, এক্ষণে ইক্ষু হইতে গুড় ও গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত হইতেছে। আশ্চর্য্য ব্যাপার। একই সময়ে ইক্ষু হইতে রস, রস হইতে গুড, গুড় হইতে চিনি অতি অল্প সময় মধ্যে প্রস্তুত হইয়া

যাইতেছে। গুড় হইতে চিনি এত অল্প সময়ে প্রস্তুত হইল যে, দেখিয়া অবাক হইতে হয়। বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর স্বয়ং এলাহাবাদে হাদি সাহেবের সহিত পত্রালাপ করিয়া, পরে কলিকাতার প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়া হাদি সাহেবের গুড় ও চিনি প্রস্তুত করার উপযোগী কলকারখানা দেখিয়া আসেন। পরে, প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান শেষ করিয়া চিনির কল আনাইয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন।* এই কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক লোক নিযুক্ত হইয়াছে। পিতৃপদাঙ্কানুসরণপ্রিয় বর্ত্তমান রাজার এই অতুল কীর্ত্তি, দেশীয় রাজন্যবর্গের সম্পূর্ণ অনুকরণযোগ্য এবং এই কার্য্যে সফলতা লাভের জন্য তিনি দেশীয় রাজন্যসমাজে বরণীয় পুরুষ, ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। দেশের লোকে এমন সকল কৃতকর্ম্মা পুরুষের উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করে না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।+ রম্ভাইতেও নূতন এক বহু বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছে। এখানে আপাততঃ কেবল ধান্য ও ইক্ষুর আবাদ হইতেছে। অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের আবাদের সূচনা হইতেছে মাত্র।

রাজধানীতে রাজোদ্যান

বামড়ার রাজধানী দেবগড়ে রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব প্রতি-

---

* বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর প্রতিষ্ঠিত কলের চিনির সর্ব্বপ্রথম তিন প্রকার নমুনা তিনি কটকে বিজ্ঞানাচার্য্য রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় এম্ এ, বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন। কলে প্রস্তুত চিনির উৎকৃষ্টতা সম্পাদন বিষয়ে তিনি তাঁহার অভিমত ও উপদেশ চাহিয়া পত্রও লিখিয়াছিলেন। কোন বিষয়ে কাজ অসম্পূর্ণ রাখা বামড়ারাজের স্বভাববিরুদ্ধ। কটকে যোগেশ বাবুর নিকট ইহা শুনিয়াছি।

+ কেবলমাত্র মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত খড়িয়ালের রাজা বাহাদুর একজন কর্ম্মচারী পাঠাইয়া এবং ছয়মাস কাল তাঁহাকে বামড়ায় রাখিয়া চিনির কারবার চালাইবার উপযোগী শিক্ষা দিয়া লইয়া যান। কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় খড়িয়াল রাজের লোকান্তর গমনে সে কার্য্য স্থগিত আছে। বামড়ার রাজকর্ম্মচারী কুমুদবন্ধু সেন গুপ্তের নিকট ইহা শুনিয়াছি।

ষ্টিত উদ্যান এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। এ উদ্যান প্রধানত সখের জিনিস, সন্দেহ নাই, কিন্তু এই উদ্যান প্রস্তুত করিতে যে অর্থব্যয় হইয়াছে, যে পরিমাণ শিল্পজ্ঞান, চিন্তা ও কার্য্যকরী বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, তাহা সচরাচর রাজবুদ্ধিতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দেখা যায় না। কৃষি ও উদ্ভিদতত্ত্ব বিষয়ে উত্তম জ্ঞান না থাকিলে, এরূপ পরিপাটি উদ্যান প্রস্তুত সম্ভব নহে। যে দুই এক স্থানে রাজকীর্ত্তি হিসাবে এরূপ চিত্তবিনোদন, ভ্রমণ ও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালাভের উপযোগী উদ্যান ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, বামড়ার রাজোদ্যান সে সকলের তুলনায় কোন অংশেই হীন নহে।* রাজবাটীর অনতিদূরে এই উদ্যান অবস্থিত। রাজবাটী হইতে, বা সমাগত অতিথিগণের বাসস্থান হইতে উদ্যান বহুদূরে নহে, যে কোন সময়ে ইচ্ছা করিলে, যাওয়া যায়।

উদ্যানের মধ্যস্থ প্রধান দুই দ্বারের এক দ্বারে উভয় পার্শ্বস্থ উচ্চ বেদীর উপর সগৌরবে সপরিবারে এক পশুরাজ আগন্তুকের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বা চন্দ্রালোকে নবাগত ব্যক্তির পক্ষে ভীষণ ভয়ের উদ্রেক করিয়া থাকে। দিনের আলোকেও সে ভীষণকায় সিংহমূর্ত্তি ভয়োত্তেজক। সে কেশরীর কেশর সকলের স্বাভাবিকতা, স্থির দৃষ্টির গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা, নির্ম্মাণকারীর শিল্পচাতুরীর অসামান্য নিপুণতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। ঐ দ্বারের অপর পার্শ্বের উচ্চ বেদীর উপর পশুরাজমহিষী বাহালতবিয়তে ও স্বচ্ছন্দচিত্তে অর্দ্ধশয়নাবস্থায় নিরুদ্বেগে অপেক্ষা করিতেছে, আর, এক সিংহশিশু মাতৃপৃষ্ঠ অতিক্রম করিয়া অপরদিকে যাইবার চেষ্টা করিতেছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন, শিশু মায়ের সঙ্গে খেলা করিতেছে, অথবা জনসমাগমে মায়ের পশ্চাতে যাইতেছে। উদ্যান মধ্যে প্রবেশার্থীর

* "The Public Garden is certainly one of the finest and most richly stocked in the Central Provinces" Report of the Political Agent 1892.

এক প্রবেশদ্বারে এই দৃশ্য ; অপর দ্বারে ঐরূপ উভয় পার্শ্বের উচ্চ চাতালের উপর এক বিশালকায় ব্যাঘ্রদম্পতি সহসা লোক সমাগম সম্ভাবনায় যেন চকিতচিত্তে গাত্রোত্থান ও লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক নিরাপদ স্থানে যাইবার উপক্রম করিয়াছে। লম্ফপ্রদান করিলেই হয়, ঠিক যেন তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে সরিয়া যাইবে, এমন অবস্থায় দণ্ডায়মান। রাজোদ্যানের উভয়দ্বার প্রবেশার্থীর মনে যে কৌতূহলের উদ্রেক করে, উদ্যানমধ্যস্থ প্রত্যেক দ্রষ্টব্যবিষয় তদ্রূপ চিত্তাকর্ষক ও আমোদপ্রদ।

এই উদ্যানের নানাস্থানে মন্দার (জবা-ফুলের গাছ) বৃক্ষদ্বারা হস্তি, অশ্ব, ব্যাঘ্র হরিণ প্রভৃতি নানা জীবমূর্ত্তি রচিত হইয়া সুন্দরভাবে দণ্ডায়মান, দেখিলেই সেরূপভাবে প্রস্তুত করার বুদ্ধি চাতুরীর প্রচুর প্রশংসা করিতে হয়। এইগুলি এবং এইরূপভাবে রচিত গাড়ী ও চৌকী প্রভৃতি বসিবার নানা আয়োজন এক্ষণে আর ঠিক সেই পূর্ব্বাবস্থায় নাই। অনেকাংশে সেগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে।

তাহার পর, উদ্যান মধ্যস্থ চূণ ও বালি নির্ম্মিত নানাজাতীয় নরনারী মূর্ত্তি নানা অবস্থায়—নানা কার্য্যে নিযুক্ত, সুন্দর দৃশ্য, প্রচুর কৌতুহলোদ্দীপক। দুইটি বিভিন্ন ক্ষুদ্র চত্বরে দাঁড়াইলে, বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান বহু ভাবব্যঞ্জক বহু জাতীয় নারীমূর্ত্তির নৃত্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সকল মূর্ত্তির গঠন পারিপাট্যে যেন তাহাদের অন্তরের ভাব ভঙ্গী তাহাদের দৃষ্টিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এতেই শিল্পীর নির্ম্মাণ কৌশলের সফলতা লাভ করিয়াছে। এগুলি মনোযোগ সহকারে দেখিবার জিনিস, কিন্তু ইহারাও বোধ হয়, বহুবর্ষের শীতাতপ সহ্য করিয়া কিঞ্চিৎ জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। উদ্যানের নানা স্থানে নানা মূর্ত্তি এরূপ ভাবে ব্যবস্থাপিত, দেখিলেই মনে হয়, যেন, কোন লোক মনোযোগ সহকারে কোন বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত। উদ্যানের একাংশে মাদকসেবী মূর্ত্তিসকলের অপূর্ব্ব মজলিস্। এই মজলিস্ নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য বোধ হয় বামড়ার প্রজামণ্ডলীর অন্তরে মাদক সেবনের প্রতি

ঘৃণার উদ্রেক করা, তাহা না হইলে, এরূপ বহু বিস্তৃত উদ্যানের বিবিধ দ্রষ্টব্যের মধ্যে একপার্শ্বে ইহাদের স্থান লাভ সম্ভব হইত না। এই মজলিসের মানবমূর্ত্তি গুলির আকার প্রকার, ভাব ভঙ্গী ও কার্য্য তৎপরতা পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমোদ উপভোগ হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ছিন্ন বস্ত্র শীর্ণ দেহ ও হীনভাব সহজেই অনুকম্পার উদয় করে। তাই মনে হয়, দর্শকের মনে এইরূপ কার্য্যের উপর, ঘৃণার উদ্রেক করাই, বোধ হয়, রাজা বাহাদুরের অভিপ্রেত ছিল, কারণ তাঁহার রাজ্য পালন পদ্ধতির মধ্যে আব্‌গারি বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল না, এবং রাজস্ব আদায়ের মাধ্যে আব্‌গারি আয় বলিয়া অর্থাগমের কোন স্বতন্ত্র পথ খোলা ছিল না।

এই উদ্যানের আর এক অংশে বিশিষ্ট মনুষ্য মূর্ত্তি সকলের মধ্যে ঝান্সির মনস্বিনী রাণী লক্ষ্মী বাঈয়ের এক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহারই অপরাংশে রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের এক প্রতিমূর্ত্তি বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উদ্যানের ঐ অঞ্চলের নানা স্থানে লতামণ্ডপ ও কৃত্রিম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়। তাহাতে নানা জাতীয় পক্ষীমূর্ত্তি। তাহাদিগকে দেখিলেই বোধ হয় যেন জীবন্ত পক্ষী সকল বিচরণ করিতেছে। অপরদিকে এক্ বিশালকায় শার্দ্দূলবর শিকারোদ্যত অবস্থায় অতি সাবধানে অপেক্ষা করিতেছে। দেখিলে প্রচুর আনন্দের উদয় হয়। আর রাজধানীর বিবিধ কার্য্যালয় সকলের বিবিধ ভাব ব্যঞ্জক প্রতিমূর্ত্তি কোথায় কোন্ কাজের সূচনা করিতেছে, তাহাও কৌতুকপ্রদ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

উদ্যানের সমগ্র অংশই নানা জাতীয় পুষ্প, লতা ও গুল্ম পরিশোভিত। বিবিধ পুষ্প প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বদা পাওয়া যায়। উদ্যানের অপর অংশে নানা দেশ হইতে আনিত নানাবিধ বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। উদ্যানে আম, জাম, লেবু প্রভৃতি বার মাসের সকল

প্রকার ফলের বৃক্ষ। নানা জাতীয় আম, সকল প্রকার জাম, লেবু যে কত প্রকার, পাওয়া যায়, তাহার সংখ্যা হয় না, বহু যত্নে বহুবিধ-বৃক্ষ লতার পরিরক্ষণের মধ্যে, কতকগুলি নারিকেল বৃক্ষ প্রচুর ফল ধারণ করিয়া, সমুদ্র হইতে বহু দূরবর্ত্তী এই পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজোদ্যানের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, ইহাই অত্যধিক আশ্চর্য্যের বিষয়।

উদ্যানের আর এক অংশে কৃষিজাত নানাবিধ তরিতরকারির ক্ষেত্র। এখানেও নানাবিধ তরকারি উৎপন্ন হয়। ইহার দ্বারা নিত্য নিত্য রাজসংসারের ও অন্য বহু লোকের নিত্য প্রয়োজন সাধিত হইয়া থাকে। এই রাজোদ্যান এমন সুন্দর ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন যে বামড়া যাত্রীর পক্ষে, ইহা বিশেষভাবে দেখিবার জিনিস।* রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের এই উদ্যানই কেবল অংশাকারে তাঁহার সখের সাক্ষ্যদান করিলেও, ইহা হইতে তাঁহার কৃষি ও উদ্ভিদতত্ত্ব বিষয়ক প্রভূত জ্ঞানের ও সে বিষয়ে অনুরাগের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।† তাঁহার সকল কাজই যে উদ্দেশ্যমূলক কর্ম্মগত জীবনযাপনের সাক্ষ্য দান করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রাজধানীর ক্রমোন্নতি।

কলিকাতা রাজধানী হইতে বামড়ার রাজধানী দেবগড় সূর্য্যোদয় হিসাবে পনের মিনিট দূরে পশ্চিম দিকে। অর্থাৎ প্রাতঃকালে যে সময়ে, কলিকাতায় ৬টার সময় সূর্য্যোদয় হয়, সে সময়ে, কলিকাতার

* "The State Gardens to which reference is made, in the report, deserves some mention. That at Deogarh is of a specially high order. Raja himself is an enthusiastic gardener and is fond of experimenting with exotics." Administration Report 1895.

† "The Raja's gardens testify to the great personal interest, he takes in horticulture. The year has been an unpropitious one for oranges. The Raja's efforts to popularise the potato, are meeting with success." Commissioner's Report 1898.

সময় হিসাবে দেবগড়ে ৬টা ১৫ মিনিটে সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে।* আর স্থানের দুরত্ব হিসাবে কলিকাতা হইতে পশ্চিমদক্ষিণদিকে দেবগড় ৩৫৫ মাইল। দুর নিতান্ত অল্প নহে।

রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, কটক হইতে মহানদীর পথে ও সিংহভূম হইতে সরকারি রাজপথে সম্বলপুর যাইবার ব্যবস্থা ছিল। দেবগড় হইতে বাহির হইতে হইলে, সম্বলপুরের পথে যাতায়াত ভিন্ন অন্য সুবিধাজনক পথ ছিল না। দেশীয় রাজ্য সকলের মধ্য দিয়া কটক হইতে বাম্‌ড়া যাইবার যে পথ ছিল, ও এখনও আছে, তাহা অরণ্যপথ, যে পথে কুমারগণের সর্ব্বপ্রথম বিদেশী বাঙ্গালী শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বাম্‌ড়া গিয়াছিলেন। আজকাল সে সকল পথে লোক যাতায়াত অল্প হইলেও, তাহাদিগকে আর ততটা ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। সম্বলপুর হইতে দেবগড় ৫৬ মাইল পথ হস্তিপৃষ্ঠে, পাল্‌কিতে বা গোযানে যাতায়াত করিতে হইত। এখনও সে পথ, ও সে সকল যান লোপ পায় নাই।

এক্ষণে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে বাম্‌ড়া রাজ্যের পশ্চিমোত্তর সীমান্তের মধ্যদিয়া যাওয়াতে, বাম্‌ড়া ষ্টেশন হইতে রাজধানী দেবগড় যাইবার জন্য ৫৮ মাইল এক সুবৃহৎ সুন্দর রাজপথ প্রস্তুত হইয়াছে। আমরা এই পথে, তিন চারিদিন ব্যাপী ক্লেশ ভোগের পরিবর্ত্তে, প্রাতঃকালে বেলা ৯টার সময়ে যাত্রা করিয়া অপরাহ্নে বেলা ৫টার সময়ে দেবগড়ে পৌছিয়াছিলাম। বর্ত্তমান রাজা বাহাদুরের সুব্যবস্থার ফলে, আমাদিগকে কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই।

পূর্ব্বেই প্রসঙ্গক্রমে বাম্‌ড়ার রাজপথ সকলের উল্লেখ করা গিয়াছে। সে সকল পথের সংখ্যাও অল্প নহে। বাম্‌ড়ার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সকলে

---

* কটক কলেজের বিজ্ঞানাচার্য্য রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় কর্ত্তৃক গণিত।

গমনাগমনের উপযোগী রাজপথ, যখন রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সেই সময়ে অনুগত প্রজামণ্ডলীর মধ্যে এই আলোচনা হইত যে "রাজা নিতান্তই নির্ব্বোধ, রাজ্যের মধ্যে শত্রু প্রবেশের সহজ পথ করিয়া দিতেছে। এইবার ওরা এসে রাজ্যটা জোর করে, না হয় যুদ্ধ করে কেড়ে নেবে।" স্পষ্টবাদী প্রজামণ্ডলী তাঁহাকে একথা বলিতেও কুণ্ঠিত হইত না। *

আমরা বাম্‌ড়া ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র গোবিন্দপুর তহসিলের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শর্ম্মা ও অন্যান্য কর্ম্মচারী সাদর সম্ভাষণসহ আমাদিগকে স্থানীয় রাজবাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব মহোদয় ৫৮ মাইল দূরে রাজধানীতে বসিয়া আমাদের শারীরিক কুশল সংবাদ ও পথের ক্লেশ বিষয়ে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমাদের মধ্যে নমস্কার বিনিময় হইল। সেখানে বিশ্রাম, প্রাতঃকৃত্য সমাপন ও পরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া মোটরযানে আরোহণ করিলাম। তখন বেলা ৯টা। পার্ব্বত্য প্রদেশের ভূমির উপর দিয়া গঠিত রাজপথে মোটর ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই নতোন্নত পথে উঠানামা করিতে করিতে, মোটর ক্রমশঃ উভয় পার্শ্বের বৃক্ষ লতাপূর্ণ বনভূমি অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইল। এই বনভূমির মধ্যে স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র ও লোকালয় নয়নগোচর হইতে লাগিল। দূরে দূরে চারিদিকে অসংখ্য পাহাড়। কয়েক ক্রোশ পথ অগ্রসর হইয়া মোটরে জলের প্রয়োজন হওয়াতে, একখানি গ্রামের মধ্যস্থলে মোটর অপেক্ষা করিল। গ্রামের অসংখ্য বালক বালিকা, যুবক যুবতী ও বৃদ্ধেরা

---

* সে সময়ে এরূপ আলোচনার প্রসঙ্গ আমরা রাজকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন গুপ্তের নিকট শুনিয়াছি।

আসিয়া মোটরের চারিদিকে দাঁড়াইল। রাজধানীসুলভ সভ্যভব্য জীবন যাপনের পক্ষে সে সুদূর পল্লীচিত্র যে বিচিত্র হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বালকবালিকাদের অধিকাংশ উলঙ্গ, অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্কদের লজ্জা নিবারণের জন্য পরিধানে সামান্য এক বিন্দু লুগা। সমগ্র দেহ অনাবৃত, পার্ব্বত্য প্রদেশের শীতাতপ ও বর্ষার বারিধারা তাহাদের এই অনাবৃত দেহের উপর দিয়া বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, আর তাহারা বেশ সুস্থ ও সবল দেহে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। বিবাহিতা ও অবিবাহিতা বয়স্কা বালিকাগণেরও অনেকের বক্ষাবরণ বস্ত্রখণ্ড নাই। যে কারণে বক্ষাবরণের প্রয়োজন, বিশেষভাবে সে লজ্জা জিনিসটার সঙ্গে ইহাদের অধিক পরিচয় হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না।

এইরূপ অনেক লোক মিলিত হইয়া মোটরের কলকৌশল, তাহাতে জল লওয়া, তাহার পর তাহার পুনরায় দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়ার নিয়ম প্রভৃতি দেখিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে একটা বিশেষত্ব দেখা গেল, সেটা ইহাদের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ও অলঙ্কারে অনুরাগ। অধিকাংশ ছেলে মেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ও অঙ্গে কোন না কোন অলঙ্কার পরিধান করিয়াছে। মস্তকের কেশ বিন্যাসে তাহাদের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ও পরিচ্ছন্নতার সাক্ষ্য দান করিতেছে। বালিকা মাত্রের মাথায় চিরুণী আছে, না হয় ফুল আছে, বহুজনের কবরীর উপর বহুবিধ পুষ্প শোভা পাইতেছে। বনসুলভ বিবিধ পুষ্পে ইহাদের অনুরাগের সীমা নাই।

বামড়ার প্রজামণ্ডলীর মধ্যে সবই মসিবর্ণ কোল, খড়িয়া, কন্দ ও গণ্ড নহে। প্রজামণ্ডলীর মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আছে। অন্যান্য জাতীয় কৃষিজীবীও আছে, কোল, কন্দ ও গণ্ডও আছে। আমরা পথে যে গ্রামখানির মধ্যস্থলে অপেক্ষা করিয়াছিলাম ঐ গ্রামখানির লোকমণ্ডলীর অধিকাংশ অঘোরপন্থী এবং অপেক্ষাকৃত গৌরবর্ণ ও দেখিতে

সুন্দর। এইরূপ মধ্যে মধ্যে, নিকটে ও দূরে পাহাড় ও বন, আবার মাঝে মাঝে লোকের বসতি অতিক্রম করিয়া আমরা প্রায় অর্দ্ধেক পথ অগ্রসর হইলাম। বেলা প্রায় একটার সময়ে আমরা বামড়া রাজ্যের কুচিণ্ডা মহকুমাতে উপস্থিত হইলাম। মহারাজের আদেশমত, পূর্ব্ব হইতে আমাদের স্নান আহারের আয়োজন হইয়া রহিয়াছে। মোটরগাড়ীর অত ধাক্কা খাইয়া, পথে অনেক উচ্চে উঠিয়া ও নীচে নামিয়াও আমার প্রাতঃকালের আহারে পরিপূর্ণমানন্দম্ হইয়াছিলাম, যথেষ্ট ক্ষুধা হয় নাই, আমি আহার করিলাম না। সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা আয়োজনের প্রতি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিলেন। পরে ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে পুনরায় মোটরে আরোহণ করা গেল। মোটরও দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল।

কুচিণ্ডা মহকুমাটি একটি প্রধান স্থান। অনেকগুলি লোকের বাস। পশ্চিমাঞ্চলের শোভনদৃশ্য ও সম্পন্ন গণ্ডগ্রামের মত। এখানে কারাগার ও আদালত আছে, কালেক্টরী আছে, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় আছে, গৃহস্থগণেরও সুন্দর সুন্দর বাড়ী আছে, দেবালয় ইত্যাদিরও অভাব নাই, এ সকলই রাজা স্তর বাসুদেবের উন্নততর রাজ্যপালন পদ্ধতির ফলে, ক্রমশ এমন সুন্দর শ্রী ধারণ করিয়াছে। এখান হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একটা নদীর উপর সুবৃহৎ সেতু, মেরামৎ হইতেছে, তাই মোটর হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে ঐ সেতুর উপর দিয়া নদীর পরপারে যাইতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর বহু অর্থ ব্যয়ে বার্ণ কোম্পানির দ্বারা এই সুবৃহৎ সেতু নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এই রাজপথ নির্ম্মাণে নানাস্থানে ডায়নামাইট্ দ্বারা পাহাড় ভাঙ্গিয়া, হয়, হস্তি ও শকট যাইবার উপযোগী; এই সুদীর্ঘ রাজপথ নির্ম্মাণ করিতে স্বর্গীয় রাজার যে অর্থ ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহার তুলনা নাই। এই পথ নির্ম্মাণেই তিনি কত সময়ে, অনাহারে ও সামান্য ফল

মূল আহারে মজুরদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কাজ করিয়াছিলেন। * সেই কর্ম্মবীরের কার্য্যকলাপের অনুরূপ অনুষ্ঠান এদেশীয় ও বিদেশীয় রাজজীবনে একান্ত বিরল।

ইহার পর ক্রমে আরও দুই তিনটি আড্ডা অতিক্রম করিয়া আমাদের মোটর ক্রমশঃ একটা স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে এমন কিছু দেখা গেল, যাহা ইতিপূর্ব্বে পার্ব্বত্য প্রদেশের আর কোথাও দেখি নাই। রাজপথের উভয় পার্শ্বে বহুদূরব্যাপী আমের বাগান। দূর হইতে একটা বৃহৎ জনতা—সঙ্গে সঙ্গে বহুজনের মিলিত কণ্ঠস্বর আমাদের চক্ষু কর্ণ আকৃষ্ট করিল। নিকটস্থ হইতে না হইতে, অসংখ্য নারী নরে ও বালক বালিকাতে আমাদের মোটরের চারিদিক আবৃত হইয়া গেল। যতদুর দৃষ্টি যায় ততদূরই জনতা, অনুসন্ধানে জানা গেল, যে ঐস্থানে সপ্তাহে একদিন হাট হইয়া থাকে। ঐ দিন হাটবার, স্থানের নাম রেঙ্গলবেড়া, বহু দূর দূরান্তরের নরনারী হাটে ক্রয় বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। বহুবহু বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, বালক বালিকা হাটে আসিয়াছে। কত শত স্ত্রীলোক, দুগ্ধপোষ্য শিশু বক্ষে ধারণ করিয়া, হাটে বিচরণ করিতেছে। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে "রথে দোলে" ও চড়কে যেরূপ

* During the year the construction of the road connecting Deogarh, the chief town of the State, with the Bengal Nagpur Railway, which passes through the Tahsil head-quarters of Kochinda, has been pushed on with vigour. Near Kochinda there is a very difficult ghat, and this has now been made practicable for wheeled traffic by a really skilful piece of Engineering, directed and supervised by the Raja himself, who spent three weeks in camp at this place at a very unhealthy season of the year. Raja Sudhal Deo sets a most excellent example to the other Gorjhat chiefs, and instead of leaving the business of governing his state to others, he sees himself to every branch of its administration. The consequence is that all institutions are well-managed and are thriving. Administration Report 1891.

লোক সমারোহ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা বহুগুণে জনতা অধিক। পার্ব্বত্য প্রদেশের সাপ্তাহিক হাট ইতিপূর্ব্বেও আমরা দেখিয়াছি। পালামৌ জেলার অন্তর্গত গাড়োয়া হাট খুব বিখ্যাত। সপ্তাহে একদিন হাট হয়, কিন্তু পূর্ব্ব দিনের অপরাহ্ণ হইতে হাটে দ্রব্যাদির আমদানী হইতে দেখা গিয়াছে। অশ্ব ও গোপৃষ্ঠে বিক্রেয় দ্রব্যাদি বোঝাই দিয়া সমস্ত রাত্রি ঘণ্টার শব্দে নানা পথ মুখরিত করিয়া ব্যাঘ্রভয়ে ভীত নরনারী হাটে আসিয়া থাকে। গাড়োয়ার হাটের সে জনতা দেখিয়াছি, কিন্তু এখানে আলোচ্য হাটের লোকসংখ্যা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বলিয়া মনে হইল। এখানে সপ্তাহের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে। অনুসন্ধানে জানা গেল, বামড়া রেলষ্টেশনের নিকট গোবিন্দপুরের হাটে ও আরও দুএকটা অন্য হাটে ইহা অপেক্ষাও জনতা অধিক হইয়া থাকে।

স্ত্রীপুরুষেরা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক। লেখা পড়া জানা ভদ্রলোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। হাটে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের সমান হইবে। স্তন্য ত্যাগ করিয়াছে, এরূপ বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবীণারা পর্য্যন্ত কেশসৌষ্ঠব সম্পন্ন। এদেশে কেশের কায়দা ও কদর স্ত্রীপুরুষ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা গেল। অসংখ্য পুরুষের কুঞ্চিত বাবরীকাটা ও আঁচড়ানচুলের উপর একখানি চিরুণী দেওয়া আছে। সকল বয়সের স্ত্রীলোকের কেশ বিন্যাস ও তদুপরি সামান্য মূল্যের বিবিধ অলঙ্কার শোভা পাইতেছে। আমরা যে সময়ে বামড়া গিয়াছিলাম সেটা ফাল্গুনের শেষ ও চৈত্রের প্রারম্ভ। নানাবিধ পুষ্পপত্রে নারীজাতির শিরোশোভা বর্দ্ধিত করিয়াছে। দেখিয়াছিলাম, মুকুল মঞ্জরীও বাদ পড়ে নাই। সামান্য অর্থব্যয়ে ইহারা এত সাজসজ্জা করে যে, সে সকলের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ কৌতূহলোদ্দীপক হইলেও, অপ্রাসঙ্গিক বোধে এখানে সে সকলের আলোচনার লোভ সংবরণ

করিতে হইল, আর একটি কথা কেবল বলা আবশ্যক। স্ত্রীপুরুষ প্রায় সমস্তই সুস্থ ও সবলদেহ বলিয়া মনে হইল, এবং জীবন ধারণের জন্য সর্ব্ববিধ প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সম্পাদনে সক্ষম। হাটে অত বড় একখানা মোটরকারের চারিদিকে এত বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা আসিয়া জনতা করিয়াছে, কিন্তু কই, এক প্রাণীও ত একটা পয়সা চাহিল না। এত লোকের মধ্যে একটা লোকও অভাবের সংবাদ জানাইল না দেখিয়া, আমার কৌতূহলাক্রান্ত মন আরও একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল, অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি মোটর হইতে অবতরণ করিয়া ভিখারীর অনুসন্ধান করিলাম, কেহ কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিতেছে কি না, তাহা দেখিবার ও জানিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এত লোকের মধ্যে কোথাও এরূপ একটি প্রাণী না পাইয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে ভাবিতেছি, "এ কেমন হ'লো ?" এমন সময়ে আমার স্মরণ হইল, এটা যে "রামরাজত্ব" এটা যে রাজা স্যর বাসুদেবসেবিত বামড়া রাজ্য, তদীয় গুণবান পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব যে এখন পিতৃ-আদর্শ বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজা পালন করিতেছেন, এখানে ভিখারী মিলিবে না। * ইহার পর বহুক্ষণ আমি নীরবে আত্মস্থ হইয়া জনসমাজের সুখসম্ভোগ লালসা ও বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার ব্যয় বহন ও তাহার ফলে বহুলোকের অভাব ও অনটন জন্য ক্লেশের বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম। এই সময়ে সহসা আমার দিবাস্বপ্ন ভঙ্গ হইল।

রাজপথের সম্মুখে এক বিশালকায় পর্ব্বত। শুনিলাম ঐ পর্ব্বতের

---

* দৈবক্রমে দুএকজন পরিচিত ব্যক্তির নিকট আমাকে ঐ প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে শুনিয়া, রাজা বাহাদুর আমাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি যাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা ঠিক, কিন্তু তাই বলিয়া বামড়ারাজ্যে অভাব নাই, বা ভিখারী একেবারে নাই, এরূপ বলিতে পারি না।" এ বাক্য তাঁহারই মুখে শোভা পায়। তিনি আবার এ কথাও বলিয়াছেন যে, "লোকের অভাব অল্প বলিয়া সকল সময়ে মজুর পাওয়া যায় না।"

উপর দিয়া আমাদের মোটর অগ্রসর হইবে। সর্ব্বনাশ! মোটর খানি ধীরে ধীরে পর্ব্বতোপরি উঠিতে লাগিল। উঠিতে উঠিতে এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে পর্ব্বতগাত্রে দক্ষিণদিকে শতহস্ত বা ততোধিক নিম্ন খাদ, সেখানে পতন ও মৃত্যু এক সঙ্গে মিলিত হইয়া বর্ত্তমান, বামদিকে শত, দুইশত কি তিনশত হস্ত তাহা ঠিক বলিতে পারি না, উচ্চ পর্ব্বত শিখর। মোটর ক্রমে ক্রমে এই গিরিসঙ্কট পার হইতে লাগিল, পার হইয়া প্রবল বেগে পর্ব্বত গাত্রে দৌড়িতে লাগিল, আমি তখন মোটরের অত্যাচারে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, এমন কি একটু স্বল্প বেগে চালাইতে বলিবার শক্তি ছিল না। ইহার পর আরও কতবার ঐরূপ পাহাড়ের উপর দিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প বিপদ-জনক পথে মোটর অগ্রসর হইতে হইতে, সম্বলপুর হইতে আগত রাজপথের সহিত মিলিত হইল। সেখান হইতেও দেবগড় রাজধানী প্রায় ৯।১০ মাইল হইবে। এখান হইতে পথ ক্রমশ সুগম ও সহজ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নিকটে ও দূরে পল্লীগ্রাম সকল অতিক্রম করিয়া আমাদের মোটর যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের সৌষ্ঠব ও শিষ্টভাবে রাজধানীর নিকটবর্ত্তীতার আভাস প্রদান করিতে লাগিল। ক্রমে আমরা দেবগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অপরাহ্ন সময়ে মহারাজ গুরুপুরোহিত সমভিব্যাহারে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অবসন্ন দেহে মোটর হইতে অবতরণ ও অভিবাদন ও উপস্থিত ভদ্রলোকদের সহিত পরিচয় ইত্যাদির পর, রাজা বাহাদুরের অনুরোধে তদীয় পিতৃদেবের এক পূর্ণাবয়ব প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। স্বর্গীয় রাজার মর্ম্মরমূর্ত্তি বীরত্বব্যঞ্জক ও সুন্দর বলিয়া অনুভব করিলাম।

তৎপরে আমরা স্বতন্ত্র শকটে, ত্বরায় আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাস স্থানে পৌঁছিলাম। এবং বিশ্রামের জন্য লালায়িত দেহযষ্টি ত্বরায় হস্তপদ প্রাক্ষালনান্তে শয্যা গ্রহণ করিল। কিন্তু ভাগ্যে বিশ্রাম

নাই, শয়ন করিতে না করিতে শুনিলাম, মহারাজ স্বয়ং অতিথি-সম্ভাষণে আসিতেছেন। তিনি আসিয়া আমাদের আহারাদি ও শয়নের ব্যবস্থাদির সংবাদ লইয়া, "পাহাড়ের উপর বাসস্থানে কোন ভয় নাই বলিয়া", অভয় দিয়া এবং রাত্রিতে চৌকিদারী করিবার জন্য পুলিশ মোতায়েন থাকিবার আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। আমরাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

আমার সঙ্গে ছিলেন এক প্রাচীন ব্যক্তি। ইনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত এবং তাঁহার বিদ্যার দাবিও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ইনি আমার বহুকালের পরিচিত। এই পণ্ডিত মহাশয় ত্বরায় শয়নকক্ষ দুটির মধ্যে সম্মুখেরটি উত্তম বলিয়া এবং ঐ কক্ষের খাটখানিও অপেক্ষাকৃত সুখকর বোধে সম্মুখের বড় ঘরটি একাকী লইয়া শয়নের ব্যবস্থা করিয়া আমাকে সঙ্গী রাজকর্ম্মচারীসহ ভিতরের কক্ষটি লইতে বলিলেন। আমি অসুস্থ, তাঁহার নির্ব্বাচনে সায় দিয়া ভিতরের কক্ষের খাটখানিতেই আমার শয্যাদি রচনা করিয়া লইয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময়ে আমাদের আহার প্রস্তুত হইল, আমরা আহার করিলাম। এইবার শয়ন করিব, এমন সময়ে জানা গেল যে, সম্মুখের কক্ষের ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিবার উপায় নাই। যাহা ছিল, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অসীম ভাবনার ভারে বৃদ্ধ বন্ধু সঙ্গী মহাশয় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ শুনা গেল যে, নিকটস্থ প্রধান পাটের জল প্রবাহে রাত্রিতে বাঘেরা জল পান করিতে আসিয়া থাকে। আমাদের পর্ব্বতবাসের চারিদিকে ভল্লুকও রাত্রিতে বিচরণ করিয়া থাকে। অসঙ্গত ভাবনার ভারে ও ভয়ে বৃদ্ধ বিপন্ন হইয়াও নীরব। নিরুপায়, তখন আর আমার সঙ্গে কক্ষ পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব সঙ্গত হয় না। আর আমার নিকট তখন সে প্রস্তাব গ্রাহ্য নাও হইতে পারে। একটা বিশেষ মুস্কিলের ব্যাপার হইয়া পড়িল। আমি এবং আমাদের পরিচর্য্যার্থে নিযুক্ত রাজকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত উভয়ে

ভিতরের কক্ষে শয়ন করিয়াছি। বৃদ্ধ বন্ধুর কক্ষ নির্ব্বাচনের উপযোগীতা ও সুবিধাগুলি ত্বরায় লোপ পাইল। তাঁহার সে সময়ের মানসিক অবস্থা ও উৎকণ্ঠার উচ্চগ্রাম বর্ণনা অপেক্ষা অধিক অনুভবণীয়। আমি চিরদিনই একটু নির্ভীক, তাই বলিয়া বাঘভাল্লুককে ভয় করি না, এমন নহে, তথাপি একবার লজ্জার মাথা খাইয়া কক্ষ পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিলাম, কিন্তু তখন তাহাতে সম্মত হওয়া, আর আমাদিগকে বাঘের মুখে ছাড়িয়া দেওয়া একই কথা, আর সেরূপ ভীরুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে তিনিও সাহস করিলেন না। তখন আমি বলিলাম, "তবে আজ 'পদ্মনাভের' পরিবর্ত্তে 'বিপত্তে মধুসূদন' স্মরণ করিয়া শয়ন করুন, কাল দেখা যাবে।" তখন বন্ধু আমার, সেই রাত্রিতে দরজা মেরামৎ করিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া, আমারা উভয়ে এতক্ষণ নীরব আমোদ সম্ভোগ করিতে ছিলাম, এক্ষণে আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমাদের হাসিতে, তাঁহার অন্তরে, বোধ হয়, একটু বেদনা লাগিয়াছিল। শেষে আমি গিয়া একখানি চেয়ার ঠেশ দিয়া দরজা এরূপ ভাবে বন্ধ করিয়া দিলাম যে, অল্প চেষ্টায় সে দ্বার খোলা যাইবে না। তখন বন্ধু কথঞ্চিৎ শান্তভাবে শয়ন করিলেন। কিন্তু পীড়া নিবন্ধন বাত্রির শেষভাগে আমার নিদ্রা হয় না, যখনই তাঁহাকে ডাকিয়াছি, উত্তর পাইয়াছি। এতেই বোধ হইয়াছিল, সমস্তদিনের শ্রমেও তাঁহার সে রাত্রিতে সেরূপ সুনিদ্রা হয় নাই।

বামড়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে গণনা করিয়াছিলাম, রেলওয়ে ষ্টেশনে যাতায়াতের রাজপথে অনধিক সাত যায়গায় বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর রাজপথ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। স্বর্গীয় রাজার নির্ম্মিত পথের গিরিশঙ্কট সকলে গো-শকট, পাল্‌কি হাতি ও ঘোড়া চলিতে পারিত, সে সঙ্কট-পথে মোটর চলিতে পারিত না, তাই মোটর যাতায়াতের সুবিধাসাধন জন্য বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর পর্ব্বতগাত্রে বহু অর্থব্যয়ে, নূতন

পথ (Diversions) প্রস্তুত করাইয়া, পথ কিঞ্চিৎ সহজ ও সুগম করিয়াছেন।

রাজ-ভবন

রাজধানীর নানাবিধ পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধিত হইলেও, অতি পুরাতন রাজ ভবনের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। কেবল বর্ত্তমান যুবরাজ শ্রীযুক্ত দিব্যশঙ্কর দেব বাহাদুরের জন্য অন্দরে নূতন ধরণের এক শোভনদৃশ্য রাজঅট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। আর সমস্তই পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান। ইহা আপাততঃ আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হইলেও, ইহা একেবারে তাৎপর্য্যশূন্য নহে। দূর হইতে রাজভবনের সম্মুখের ত্রিতল অট্টালিকাশিরে প্রতিষ্ঠিত যুগল ব্যাঘ্রমূর্ত্তি সর্ব্ব প্রথম দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। রাজার খাস দপ্তরে যাইতে হইলে, রাজভবনের প্রথম সদর চত্বর অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় সদর চত্বরে যাইতে হয়। এই উভয় চত্বরের মধ্যে, পথের দক্ষিণদিকে বিভিন্ন পথে ভিন্ন ভিন্ন অন্দরে প্রবেশের দ্বার। বামদিকে যুবরাজের দ্বিতলের বৈঠকখানায় যাইবার পথ। আর পশ্চাদ্দিকে বামভাগে পূজার দালান। রাজভবন একেবারেই সেই প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ম্মিত মামুলী রকমেই বর্ত্তমান। তবে এই রাজভবন বহুদূরব্যাপী ও বহু বিভাগে বিভক্ত এবং অসংখ্য প্রকোষ্ঠে পূর্ণ হইয়া রাজপরিবার ও রাজ-আত্মীয়গণের স্থানাভাব দূর করিতে নিত্য নিযুক্ত রহিয়াছে।

ভারতীয় সামন্ত নৃপতিগণের রাজ্যাভিষেকের সময়ে নূতন রাজা রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, রাজগুরু ও পুরোহিত যথাবিধি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদসহ রাজপূজা অর্পণ করিলে পর, রাজ্যের প্রধানগণ তাঁহাকে রাজসম্মানে সংবর্দ্ধনা করিয়া থাকেন। রাজা আপন কর্ত্তব্য পালনের অঙ্গীকারসহ প্রজাসাধারণের সুখ সমৃদ্ধি সাধনের উপায় পদ্ধতি গুলির ইঙ্গিত করিয়া থাকেন। সিংহাসন কেবল সেই সময়েই

ও অন্যান্য রাজকীয় বিশিষ্ট অনুষ্ঠানকালে ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় অন্যান্য সামন্ত নৃপতিগণ, অন্য সকল সময়ে, অমাত্য পরিবেষ্টিত হইয়া, কিরূপ আসনে উপবেশন করেন, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় অনেকস্থলে বর্ত্তমান ইংরাজ রাজার আসনের অনুকরণ প্রচলিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু বামড়ায় আজ পর্য্যন্ত সেরূপ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

বামড়ায় নিত্য রাজসভায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বসিবার জন্য রাজা-বাহাদুরের দক্ষিণ দিকে স্বতন্ত্র এক বৃহৎ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই ফরাসে ব্রাহ্মণগণ উপবেশন করেন। রাজাবাহাদুরের বামভাগে রাজাসনের প্রায় সংলগ্ন বিস্তৃত ফরাসে অন্যান্য অমাত্যগণ বসিয়া রাজ-দরবারের সৌষ্ঠব ও শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। রাজাবাহাদুরের আসনের পশ্চাদ্দিকে এক বিস্তৃত কক্ষে রাজকীয় পুস্তকাগার, এখানে প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত সাহিত্য ও কাব্যগ্রন্থ, ধর্ম্ম শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ও দর্শনাদি অন্য বিবিধ বিষয়ক বহু গ্রন্থ স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের সময় হইতে সংগৃহীত হইয়া সজ্জিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর সে সকল গ্রন্থের ও গ্রন্থগত বিষয় সকলের সহিত সুপরিচিত। বেশীর ভাগ তিনি ইংরাজী সাহিত্যে উত্তমরূপ ব্যুৎপন্ন বলিয়া, বহু বহু ইংরাজী গ্রন্থ ক্রয় ও পাঠ করিয়া পুস্তকাগারে সঞ্চিত করিয়াছেন। বিশেষভাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। রাজাবাহাদুরের সম্মুখের একটি প্রকোষ্ঠে রাজাবাহাদুরের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দাশ মহাশয়ের কর্ম্মমণ্ডপ। তিনি সেখানে তাঁহার সহকারী কৃষ্ণচন্দ্রকে লইয়া সর্ব্বদা রাজাদেশ পালনে ব্যস্ত থাকেন।*

---

* রাজ্যের গুরুতর কার্য্য সকলের কেন্দ্রস্থল এই প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর আফিস। এখানে নিতান্ত বিশ্বাসী ব্যক্তিই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র নন্দ বামড়া-নিবাসী বামড়াবিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও বিশ্বাসভাজন কর্ম্মচারী।

এই আড়ম্বরপরিশূন্য সহজ স্থানে সহজ ভাবে বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর উপবেশনপূর্ব্বক সাধারণ রাজকার্য্য সম্পন্ন করেন। তদীয় পিতৃদেব প্রথিতযশা রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব ঐরূপ ভাবেই দীর্ঘ জীবনব্যাপী রাজসভা করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় রাজার আমলে, অনেক সময়ে আগন্তুক রাজযোগ্য গুণমণ্ডিত রাজা সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিলেও, রাজানুসন্ধানে ব্যস্ত হইতেন। এই সাদা সিধা ভাবের অন্তরালে কি কিছু বিশেষত্ব লুক্কায়িত নাই? এই সে কালের ঢংএর একটা প্রাচীন ইমারতের একাংশে গৃহতলে বসিয়া রাজ দরবার কি সভ্যভব্য সমাজের অনুমোদিত হইবে? একদা কটক হইতে সমাগত কয়েক জন পদস্থ ব্যক্তির একজন ঐরূপ রাজ দরবারে আসীন রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেবকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "কই রাজা ত দেখিতেছি না।" উত্তরে রাজা বাহাদুর তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন "এর বেশী হইলেই ত মহারাজ হইয়া যাইতাম।" দেবগড় রাজধানীতে নূতন ধরণের অনেকগুলি অট্টালিকা নির্ম্মিত হওয়া সত্ত্বেও যে, রাজ ভবনের প্রাচীনত্ব সুরক্ষিত এবং রাজ সভার চা'ল বেগড়ায় নাই, ইহার যে সকল সূক্ষ্ম কারণ বর্ত্তমান, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।* মোট কথা রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পুরাতন চা'ল বজায় রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান রাজা বাহাদুরও সেই পৈতৃক রাজ-নীতি রক্ষা করিতে দৃঢ়ব্রত। রাজভবনের অনেকাংশই দ্বিতল, কোন কোন অংশ ত্রিতল, সদর অট্টালিকার ত্রিতল গৃহে দায়রার বিচার হয়, দরবার-কাউন্সেলের অধিবেশন হয়, পূর্ব্বে সাময়িক সামাজিক বৃহত্তর মজ্‌লিসও হইত। এক্ষণে রাজকীয় বৃহত্তর দরবারের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বহুদূরব্যাপী রাজভবন সম্মুখভাগে পুরাতন পদ্ধতি

---

* Indeed it is no uncommon experience to find that the convicts are housed in much better buildings than those occupied by the Rajfamily. Administration Report 1899.

অনুযায়ী সৌষ্ঠব ও জাঁকজমকসম্পন্ন। সম্মুখভাগে নাতিদীর্ঘ প্রান্তরের প্রান্তভাগ হইতে সম্মুখে, দক্ষিণে ও বামে প্রশস্ত রাজপথ। এই রাজপথ হইতে অন্যান্য রাজপথ সকল নগরের চারিদিকে চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে রাজবাটী ও তৎসন্নিহিত রাজঅট্টালিকা ও স্থান সকল রজনীতে তাড়িতালোকে আলোকিত হয়।

সম্মুখের দুই রাজপথের মধ্যবর্ত্তী-স্থানে নাতিনিম্ন কৃত্রিম জলাশয়। ঐ জলাশয়ের উভয় পার্শ্বের রাজপথের পার্শ্বে সারি সারি রাজঅট্টালিকা। বাম দিকের পথের উভয় পার্শ্বে চিকিৎসালয়, রাজকুমার বিদ্যালয়, তাড়িতচালিত মুদ্রাযন্ত্র ও সম্বলপুরহিতৈষিণী কার্য্যালয়, সাধারণ পুস্তকালয় ও সভাসমিতির জন্য স্বতন্ত্র সাধারণ গৃহ। এই সকল এবং অন্যান্য বহু অট্টালিকা রাজা শুর বাসুদেব সুঢলদেবের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে।* তৎপূর্ব্বে এ সকলের কিছুই ছিল না। চিকিৎসালয়-গৃহ ঠিক আধুনিক ধরণের না হইলেও, ইহাতে কাজ চলিতেছে, কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইলে ভাল হয়। রাজকুমার বিদ্যালয়, দ্বিতল সুন্দর অট্টালিকা। কিন্তু শিক্ষা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের মনের মত নয় বলিয়া, বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর ঐ রাজপথের উপর কিঞ্চিৎ দূরে এক নূতন বিদ্যালয় ভবন নির্ম্মাণ করাইতেছেন এই গৃহ লাহোরের ইস্‌লামিয়া কলেজ গৃহের আদর্শে প্রস্তুত হইতেছে।

যে গৃহে এতদিন রাজ কুমার বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ স্বর্গীয় রাজার নির্ম্মিত বিদ্যালয়ভবন, বঙ্গদেশের অনেক অনেক উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় ভবনের সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে, বর্ত্তমান রাজাহাদুর তৎপরিবর্ত্তে যে ভবন নির্ম্মাণ করাইতেছেন, সেরূপ

* Deogarh itself, though situated in the very midst of hill and forest, has all the appearance of an advanced town. Fine handsome masonry buildings have been provided for a school, police-station and quarter-guard. There is a large printing press housed in a fine building. Administration Report 1892.

অট্টালিকা দেবগড়ে কেন, বঙ্গের বৃহত্তর জেলা সমূহের সরকারী বিদ্যালয়ের বা কলেজের অট্টালিকা হইতে কোন অংশেই হীন নহে, এই গৃহের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া আসিল। এই বিদ্যালয় গৃহ দেবগড়ের অন্যান্য সকল অট্টালিকার শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। এই রাজপথেরই উপর প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের বাসের জন্য বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর অনেকগুলি নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন ও এখনও নির্ম্মিত হইতেছে। প্রান্তরের দক্ষিণদিকের রাজপথের পার্শ্বে পুরাতন কারাগৃহ। এই গৃহ এক্ষণে রাজভাণ্ডারে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ রাজসংসারের ও অতিথি অভ্যাগত পরিচর্য্যার জন্য সর্ব্ববিধ খাদ্যদ্রব্যের ভাণ্ডার। তৎপরে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়, পোষ্ট আফিস ইত্যাদি সারি সারি প্রতিষ্ঠিত।

বামড়ার কারাগৃহ

আমরা প্রাতঃকালে রাজদর্শনে গিয়া শুনিলাম, রাজাবাহাদুর ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ভ্রমণ অর্থে নানাস্থানে পূর্ব্বদিনের আরব্ধ কার্য্যের সংবাদ লওয়া। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে না করিতে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাজাবাহাদুর আমাদিগকে জেলখানা দেখাইতে লইয়া গেলেন। কারাগার সর্ব্বত্র যেমন, এখানেও ঠিক সেইরূপ। কারাদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র বাহিরের লৌহদ্বার উন্মোচিত হইল। তৎপরে কারা অট্টালিকার প্রবেশদ্বারের বাহিরে, দক্ষিণে ও বামে দুইটি মধ্যমা-কারের প্রকোষ্ঠ। দক্ষিণদিকের প্রকোষ্ঠে কারাধ্যক্ষের দপ্তর। বামদিকের কক্ষ কারা-উৎপন্ন দ্রব্য সম্ভারের প্রদর্শনী-গৃহ। কারা-গারের কর্ম্মশালা কারাগারের মধ্যে নহে। জেলখানার সম্মুখের রাজপথের পরপারে স্বতন্ত্র গৃহে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে কয়েদীরা নানাকাজে নিযুক্ত।

দেবগড়ের কারাগৃহের দ্বারদেশে বামড়াধিপতি উপস্থিত হইবামাত্র

কারাগারের লৌহকবাট মুক্ত হইল। তিনি আমাদিগকে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে লইয়া নিজেই সমস্ত দেখাইতে ও বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। এখানে কয়েদীদের শয়নের জন্য দড়ীর খাট কিংবা কাঠের চৌকী ব্যবহৃত হয় না। ইষ্টকনির্ম্মিত, চূণ ও বালির আচ্ছাদনে আবৃত, উচ্চ বেদীর উপর শয্যা রচনা করিয়া কয়েদীরা শয়ন করে। এরূপ-ভাবে প্রস্তুত যে শৈত্যের সম্ভাবনা নাই। ব্যবস্থা মন্দ বলিয়া মনে হইল না। ইহাতে কয়েদীদের আবশ্যক মত আরামের অভাব হয় না, অপরদিকে ব্যয়ের পরিমাণ অল্প ও সর্ব্বদা মেরামতের প্রয়োজন হয় না। দীর্ঘ ও স্বল্পকালব্যাপী দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীরা ভিন্ন ভিন্ন গৃহে কতকটা পৃথক পৃথক বাস করে। ইহাদের রোগে চিকিৎসার ও ক্ষুধায় পর্য্যাপ্ত আহারের ব্যবস্থা আছে।* একটা কয়েদী ক্ষিপ্ত বলিয়া শুনিলাম, তাহার অন্য দৌরাত্ম্যের কথা কিছু শুনিলাম না। সে রাজাবাহাদুরকে অনেক কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার হাতে হাতকরি আছে, কিন্তু পায়ে বেড়ী নাই, সে কারাপ্রাঙ্গণ মধ্যে মুক্তভাবে চলাফেরা করিতেছে। রাজাবাহাদুর ইহার সঙ্গে ও অন্য দুই চারিজন কয়েদীর সঙ্গে দু একটা কথা কহিলেন। পরে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি কারা প্রাঙ্গণের এক স্বতন্ত্র অংশে উপস্থিত হইবামাত্র, কারাকর্ম্মচারী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। এ অংশ স্ত্রীলোকদিগের জন্য। এখানে একটি মাত্র স্ত্রী অপরাধী আবদ্ধ রহিয়াছে দেখিলাম। ইহার অপরাধ গুরুতর। শিশুহত্যাপরাধে সে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। শুনিয়া হৃদয় মন অবসন্ন হইয়া পড়িল, তাহার উপর, সেই স্ত্রীলোকের অজস্র অশ্রুপাত মনকে আরও অধীর করিল, তখন লোকপালক বামণ্ডারাজের মুখের দিকে তাকাইলাম। দেখি-

* The health of the prisoners was good ; they are daily visited by the Hospital Assistant and their diet and clothing are sufficient, Administration Report 1892.

লাম, স্থির, শান্ত ও গম্ভীরভাব তাঁহার হৃদয় মন পূর্ণ করিয়া মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হইয়াছে। ন্যায়পরায়ণ রাজহৃদয়ে যেন দয়ার লেশমাত্র নাই। বাহিরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া আমাকে বলিলেন, "ইহার অপরাধের তুলনায় লঘুদণ্ড হইয়াছে। স্ত্রীলোক বলিয়াই দয়ার পাত্রী হইয়াছে, যদি কখন পরিবর্ত্তন দেখা যায়, কালে অব্যাহতি পাইতে পারে, এই সম্ভাবনায় ইহার প্রতি প্রাণ দণ্ডের আদেশ হয় নাই।"

অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে বামড়ারাজের অপরাধীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার অধিকার আছে। সে ক্ষমতার উপর আপিল নাই। রাজাবাহাদুর বলিলেন, "শেষ হ'য়ে গেলে, এ সংসারে মানুষ পরিবর্ত্তনের সুযোগ পায় না, তাই স্বর্গীয় বামণ্ডারাজ অনেকস্থলে দীর্ঘ অবরোধের অধিক পক্ষপাতী ছিলেন।" স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের সময়ে এবং বর্ত্তমান রাজা বাহাদুরের সময়ে, ঐরূপ অপরাধী, পরবর্ত্তী চরিত্র ও আচরণ গুণে, সেরূপ অব্যাহতি পাইয়া ভদ্রভাবে চলিতেছে, তিনি সেরূপ দুই এক জন লোক দেখাইলেন এবং দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সংশোধনের সুযোগ দিয়া এবং তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছেন, তাহারও জীবন্ত দৃষ্টান্ত, কারামুক্ত ও কর্ম্মে নিযুক্ত লোক দেখাইয়া বলিলেন, "ইহারা দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী।" এরূপ একব্যক্তির প্রতি আমার সহানুভূতির সঞ্চার হওয়াতে, তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া সমাদর প্রকাশ করায়, সে ব্যক্তি আনন্দ অনুভব করিল।

কারাশিল্প-প্রদর্শনী গৃহে কারাবাসীদের দ্বারা প্রস্তুত বহুবিধ দ্রব্য বিবিধ বিধানে সজ্জিত রহিয়াছে, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়, হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয়। মনে হইল, এই সকল দ্রব্য যাহারা প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে, স্বভাবগুণে তাহারা কারাবাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কারা-শিল্পালয়ে বা অন্যত্র শ্রম করিয়া অবাধে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে। পূজা আহ্নিক ও আহারাদিতে বসিবার আসন দেখিলাম। সে গুলির নির্ম্মাণ পারিপাট্য, সেগুলিকে সহজেই লোভের দ্রব্য করিয়াছে।

"পরের দ্রব্যে লোভ করিতে নাই," কাজে কাজে আমরা লোভ সংবরণ সাধনায় তৎপর হইলাম। বিবিধ বর্ণের সূতায় প্রস্তুত ক্ষুদ্র বৃহৎ সতরঞ্চ দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। এরূপ নানাবর্ণের বৃহৎ সতরঞ্চের এক একখানির মূল্য ৫০৲ টাকার ন্যূন হইবে না। এ সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু কয়েদীর সংখ্যা হিসাবে এত লোক একাজে নিযুক্ত নহে, যে রাজ সরকারের অভাব পূর্ণ করিয়া রাজ্যের বাহিরে বিক্রয় হইতে পারে। কারাগারে আবদ্ধ অপরাধীর সংখ্যা অল্প, তাই এরূপ কার্য্যে বহুলোক নিযুক্ত থাকিতে পারে না।*

অন্যান্য এইরূপ বিবিধ দ্রব্য বামড়ার রাজকীয় কারাগারে প্রস্তুত হইতেছে। রেশমের কাজ—তসর, গরদ ও অন্যান্য নানাবিধ পট্টবস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। বন্দীদের দ্বারা এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করাইবার সূচনাকালে, রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবকে বহু অর্থব্যয়ে কয়েদীদের শিক্ষা দিবার জন্য কারিগর নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন এবং তৎপরে অনেক দিন পর্য্যন্ত রাজকোষে প্রচুর অর্থ মজুত না থাকায়, মৃত্তিকার প্রাচীর বেষ্টিত মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহেই কয়েদীরা আবদ্ধ থাকিত। তৎপরে যে ইষ্টকনির্ম্মিত কারাগৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল; তাহাও সর্ব্বতোভাবে উপযোগী না হওয়াতে, তাহা ক্রমে পরিতক্ত হয়।† পরে বহু অর্থব্যয়ে এই

* "The number of prisoners under confinement in the Deogarh Jail at the close of the year was only 32. The arrangement appears to work very satisfactorily, and the prisoners are employed on a variety of forms of labour. Their health is carefully attended to by the Medical Officer in charge of the state Hospital. A new Jail building is now under construction. Just outside the town." Administration Report 1893.

† "The present jail building is badly situated and the wards are quite insufficiently ventilated. The Feudatory Chief proposes

নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বর্ত্তমান কারাগৃহও, তিনিই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। * বহু অর্থব্যয় করিয়া এই সর্ব্বজন পরিত্যক্ত ও চিরনিন্দিত ব্যক্তিগণকে নানাবিধ অর্থকরী শিল্পশিক্ষা দানের ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছিলেন। সম্বলপুর হিতৈষিণীর মুদ্রণ কার্য্যে বন্দীনিয়োগ তিনিই করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান রাজা-বাহাদুরের এই দ্বাদশ বর্ষব্যাপী রাজ্যপালনের মধ্যে কত অপরাধী ব্যক্তি কর্ম্মক্ষম হইয়া স্বভাবগুণে অব্যাহতি লাভ করিয়া আত্মপোষণে সক্ষম হইয়াছে! রাজা স্যর বাসুদেব সুচলদেব কর্ত্তৃক সূচিত কারা শাসন-পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যালোচনা করিলে, কবির ভাষায় বলিতে হয় :—

বামণ্ডার দিবাকর, গুণময় দণ্ডধর,
ন্যায়ের বিচারে, দয়ার সাগর।
তুলনা নাহিক তব, গড়জাতে কি কহিব,
অতুলিত তুমি দেশ দেশান্তর।
নিজ আচরণ গুণে, চিরজয়ী সর্ব্বজনে,
ঘোষে কীর্ত্তি তব, উড়িষ্যা-ভুবনে।
মরণে জীবন দান, কার্য্য তব সুমহান,
রটে যশ তব, ভারতে নন্দনে।

to build a new jail outside the town. This should be put in hand as soon as possible."

"The prisoners are not employed on hard labour, and I think it would be a great improvement, if the Raja would appoint an experienced Jail-Daroga and introduce more fully the approved Khalsa methods of prison management." Administration Report 1892.

* "And provided that a good enclosure is made. the internal buildings might, in my opinion, be made on a less ambitious scale." A. D, Younghusband, Commissioner 1899.

কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজাবাহাদুর আমাদিগকে রাজ পথের পরপারে বন্দীদের কার্য্যালয়ে লইয়া গেলেন। সে স্থানে উপস্থিত হইয়া, তিনি এক এক করিয়া প্রত্যেক কাজ আমাদিগকে দেখাইতে ও বুঝাইতে লাগিলেন। এখানে হাতের তাঁতে রেশম ও সূতার নানা-বিধ কার্য্য হইতেছে। সতরঞ্চ, আসন প্রভৃতিতে যেরূপ নিপুণ শিল্পীর বয়ন বিত্যার পরিচয় বর্ত্তমান, ঐ সকল দ্রব্যের গড়নের অবস্থা দেখে বেশ বুঝা গেল যে, অসামান্য ধৈর্য্য ভিন্ন ঐ সকল কাজ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া তোলা যায় না। অপরাধীর চিত্তে উৎকণ্ঠা ও অশান্তি থাকিলে, কাজে নানা দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। এখানকার শাসন পদ্ধতির ফলে, সে দোষ সংঘটন নিবারিত হইয়াছে, এইরূপই মনে হইল। রেশমনির্ম্মিত নানাবিধ কার্য্যও এখানে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইতেছে। রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব এই কার্য্যেরও সূচনা করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান রাজাবাহাদুরের যত্ন ও চেষ্টার ফলে কেওলিন্ জাতীয় মৃত্তিকা * নির্ম্মিত নানাবিধ দ্রব্য (Pottery works) প্রস্তুত হইতেছে। ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে স্বর্গীয় রাজার অর্দ্ধাবয়ব মূর্ত্তি ও রবিবর্ম্মাকৃত মেনকা-শকুন্তলা চিত্রের পূর্ণাবয়ব নাতিবৃহৎ পুতুল প্রস্তুত হইতেছে। নানা আকারের প্লেট ও বাটী এখানে প্রস্তুত হয়। চায়ের কপ্ ও সসারও বাদ যায় নাই, যদিও রাজবাড়ীতে চা পানের বিশেষ ধুমধাম নাই। এ বিষয়ে বামড়া নিতান্তই পশ্চাৎপদ, এটা নিন্দা কি প্রশংসা তাহা পাঠক বিচার করিবেন। এই সকল দ্রব্য গুলির গড়নের জন্য যে আদর্শ ও আদর্শানুযায়ী ছাঁচের প্রয়োজন সেগুলিও ঐ কারাকর্ম্মশালায় প্রস্তুত হইয়াছে। সকল মূর্ত্তি গড়া, পোড়ান,

---

* এই মৃত্তিকা হইতেই চীনের বাসন প্রস্তুত হয়। বামড়া রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে এই মৃত্তিকা পাওয়া যায়।

পরে ঐ সকলের যথাযথ বর্ণবিন্যাস এ সমস্ত কার্য্যই] সেখানে সম্পন্ন হইতেছে। এই কাজগুলিতে বর্ত্তমান রাজার অনুরাগ অত্যন্ত অধিক, কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি চিত্রবিদ্যায় নিপুণ শিল্পী। সম্বলপুর হিতৈষিণীর মুদ্রাযন্ত্রে ও এই কারা-বিশ্বকর্ম্মালয়ে যে সকল বন্দী নিযুক্ত, তাহাদের ভাবভঙ্গী ও রকম সকমে শান্ত ভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। রাজাবাহাদুর মনে করেন যে, ইহারা একদিন স্বভাব গুণে হয়ত কারাগার হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে।

রাজ-অমাত্য ও কর্ম্মচারী

রাজাবাহাদুর ব্রজসুন্দর দেবের সময়ে নিযুক্ত শ্রীনিবাস মুন্সী নামক জনৈক কর্ম্মচারী বামড়ারাজ্যে অত্যধিক বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তিনি নিজ স্বভাব গুণে রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের কিছুকাল পরে, একদা কয়েক ব্যক্তি চক্রান্ত করিয়া রাজা বাহাদুর স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের প্রাণসংহারের চেষ্টায় ছিল। সেই সময়ে, এই বিশ্বাসী কর্ম্মচারী শ্রীনিবাস মুন্সীর যত্নচেষ্টা ও সহায়তায় সে চক্রান্তকারীদের গুপ্ত আক্রমণ হইতে রাজা স্যর বাসুদেব রক্ষা পাইয়াছিলেন। রাজা স্যর বাসুদেবের রাজকার্য্য পরিচালনার সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া এই রাজকর্ম্মচারী শ্রীনিবাস মুন্সী দীর্ঘকাল নানা কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনিই শেষে বামড়ার ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই কার্য্যে আবাল্য বর্ত্তমানরাজসহচর ও তাঁহার সতীর্থ, গুণবান, বিদ্যানুরাগী ও মাতৃভাষাসেবক শ্রীযুক্ত জলন্ধর দেব, রাজধানী দেবগড় সদরের ম্যাজিষ্ট্রেট্। রাজস্ব আদায়ের ভার বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর নিজহস্তে রাখিয়াছেন। আর সাধারণ ভাবে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ভার শ্রীযুক্ত জলন্ধর দেবের উপর ন্যস্ত আছে।

কিন্তু সদর ও মফঃসলের মহকুমার ভারপ্রাপ্ত বিচারকগণের হস্তে চুড়ান্ত নিষ্পত্তির ভার নাই। তাঁহাদের বিচারফল যদি প্রজাসাধারণের ন্যায্য সত্বের বিরুদ্ধে যাইতেছে বলিয়া তাহারা অনুভব করে, তাহা হইলে, তাহাদের আপিল শুনিবার জন্য উচ্চ আদালতও প্রতিষ্ঠিত আছে। রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব জীবদ্দশায় রাজকার্য্যের অনেকাংশ পরিচালনভার তদানিন্তন যুবরাজ * (বর্ত্তমান রাজা) শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দদেবের হস্তে অর্পণ করিয়া নিজে আপিলের বিচার করিতেন ও সেসন আদালতে জজের কার্য্য করিতেন। এখন সেই কাজ বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

এই স্থলেই একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন ও সে সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দাশ এম্ এ, মহাশয় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানিন্তন অধ্যক্ষ স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নির্ব্বাচনে বামড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদপ্রাপ্ত হইয়া বামড়ায় গিয়াছিলেন, তাঁহার সময়ে ঐ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হইলে, বি এ, পরীক্ষা দিয়া পরীক্ষার ফলাফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব তাঁহার এক আত্মীয় তাঁহারই প্ররোচনায় বামড়া বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদগ্রহণ করিয়া বামড়া যাত্রা করেন। ইনিই আমাদের বহুজনের পরিচিত শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দাশ।

* "During the year the Raja invested his eldest son Lal Satchidananda Deo, who has received a through English education, and appears to be a youngman of good intelligence and promise, with the full powers of the state, himself exercising a general supervision in all matters and advising in all cases of difficulty. The arrangement seems to have worked satisfactorily, and no better training for the future ruler of the state could be wished for." Administration Report 1893

রেবতী বাবু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও রাজার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী। রাজাবাহাদুর তাঁহার পরিচালিত সেসন আদালতের বিচারে রেবতী বাবুকে আইনের খুটিনাটি বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করেন। রেবতী বাবু সজ্জন ও বিদ্বান, কিন্তু কিছু বেশী মাত্রায় নিরীহ প্রকৃতির লোক, তাই. তিনি কিছুতেই ঐ কার্য্যের ভার লইতে বা সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন, "মহারাজ! এখানেও যদি ঐ কাজ করিতে হইবে, তবে উকীল হইলেই হইত।" তিনি ঐ কার্য্যের ভার লইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হইয়া নবাগত আত্মীয় যোগেশ বাবুকে ঐ কার্য্যের ভার দিতে ইঙ্গিত করিলেন। যোগেশবাবুও সজ্জন, সরল, শান্ত, বুদ্ধিমান ও কর্ম্মপটু, সঙ্গে সঙ্গে সেই অল্পবয়সে সৎসাহসী ও রজোগুণ-সম্পন্ন যুবাপুরুষ।

বৃটিশ ভারতে ইংরাজের আদালত সমূহে যে সকল বিধিব্যবস্থা প্রচলিত, সেগুলি, রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবকে বুঝাইয়া দিবার ভার যোগেশবাবু গ্রহণ করিলেন। তিনিই ক্রমে স্বর্গীয় রাজাবাহাদুরের উচ্চতর রাজকার্য্য পরিচালনায় প্রধান সহায় হইয়া উঠিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রেবতীবাবু বাম্‌ড়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসাতে, যোগেশ বাবুই প্রাইভেট্ সেক্রেটারী ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গীয় রাজার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ত্রিবিধ কার্য্যই উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারই সময়ে ক্রমে ক্রমে রাজকার্য্য পরিচালনক্ষেত্রে এমন সকল পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়া উঠিতে লাগিল, যে সেই সূত্রে রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব, পরিবর্ত্তিত সময়ের সঙ্গে রাজ্যপালন পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতা রক্ষায় জীবন বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।*

* In the Administration of Bamra the designation of Dewan is not and never has been known. The Raja has always personally supervised all the details of administration, a duty which he has now to a great extent delegated to his eldest son. Administration Report 1894.

পিতৃইঙ্গিতে বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর রাজকার্য্যে সহায়তার জন্য স্বতন্ত্র কর্ম্মচারীর প্রয়োজন অনুভব করিয়া যোগেশবাবুকে, বিদ্যালয় হইতে অবসর দিলেন, এবং নিজের প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করিলেন। বিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত করা হইল। এই সময় হইতে যোগেশবাবু বাম্‌ড়ার রাজকার্য্যে প্রাইভেট্ সেক্রেটারী।

রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দাশ মহাশয়কে রাজকার্য্য পরিচালনায় মন্ত্রণাদাতারূপে গ্রহণ করিয়া, কেবল যে, কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও অনুতপ্ত হন নাই, তাহা নহে, দীর্ঘকাল পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন, এবং সর্ব্ববিধ গুরুতর কার্য্যে সহায়তা লাভ করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। রাজদপ্তর হইতে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে পত্রালাপে যোগেশ বাবু সর্ব্বদাই উচ্চ যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়া স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের অকৃত্রিম প্রীতির পাত্র হইয়া, তাঁহারই সেবায় কায়িক ও মানসিক উভয়বিধ শ্রমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে এই দীর্ঘ রাজসেবায় স্বাস্থ্যও হারাইয়াছেন।

বিভাগীয় কমিশনর বা পোলিটিক্যাল এজেণ্ট বাম্‌ড়া পরিদর্শনে আসিলে, রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের অভিপ্রায় মত বিবিধ বিভাগের কার্য্যকলাপের পরিদর্শন জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা যোগেশ বাবুর পর্য্যবেক্ষণেই সম্পন্ন হইত। রাজাবাহাদুরের বহু পুত্র কন্যার বিবাহাদি বৃহৎ সামাজিক অনুষ্ঠান সকলে, আংশিক কাজ সুশৃঙ্খলাসহ সম্পন্ন করিবার ভার যোগেশবাবুর উপর দিয়া, বাম্‌ড়ারাজ সর্ব্বদাই আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিয়াছে, দেখিয়া সুখী হইয়াছেন। আর প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তাদের শুভাগমনকালে তাঁহাদের অভ্যর্থনা, অভিনন্দন ও পরিচর্য্যা ইত্যাদি সর্ব্বকর্ম্মে প্রধান রাজামাত্যের কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া রাজাবাহাদুরের পরম প্রীতির পাত্র হইয়াছেন।

সুবিধা ও সুযোগমত প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা গড়জাত পরিদর্শনে বাহির হইয়া বামড়ায় আসিতেন। একদা এরূপ কোন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার শুভাগমনকালে অভিনন্দনপত্র রচনার ভার শ্রীযুক্ত রেবতী বাবুর উপর ন্যস্ত হয়, সে কার্য্যের জন্য রেবতী বাবু স্বতন্ত্র পুরস্কার পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে পুনরায় ঐরূপ অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে সমবেত রাজন্যমণ্ডলীর সভায় পঠিত হইবার জন্য অভিনন্দনপত্র রচনার ভার নানা ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়। সে সকলের মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর রচিত অভিনন্দনপত্রই সরকার পক্ষীয়ের এবং রাজা স্যর বাসুদেবের মনের মত হওয়াতে সেইটিই পরিগৃহীত হইয়াছিল, এবং সেজন্য বামড়ার রাজ-দরবার হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র পুরস্কারও প্রদত্ত হইয়াছিল। রাজাবাহাদুর ইংরাজি জানিতেন না, সেরূপ স্থলে তাঁহার মনের মত হওয়ারই বা মূল্য কি, আর সেজন্য প্রদত্ত পুরস্কারেরই বা মর্য্যাদা কোথায়?

রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব সম্বন্ধে পূর্ব্বে যত কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার চরিত্র ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে যতটা আলোচনা করা হইয়াছে, সে সকলের মর্য্যাদা ও সমাদর যত অধিক হউক না কেন, কঠিনতর প্রশ্ন সকলের বিশ্লেষণ ও যথাযথ তাৎপর্য্য গ্রহণ ও প্রদর্শনের উপর তাঁহার মহচ্চরিত্রের অসাধারণত্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। একদা চুঁচড়ার গোরা ব্যারাকের দুইজন গোরা, ত্রিবেণীর ঘাটে অসামান্য শ্রুতিধর ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সমক্ষে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে করিতে যে কলহ করিয়াছিল, সেই কলহের বিচারকালে পণ্ডিতের সাক্ষ্যদানে বিচারফল নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। অর্থাৎ পণ্ডিত ইংরাজী জানিতেন না, কিন্তু গোরাদ্বয়ের কলহসম্ভূত বচসা পরে পরে ঠিক ঠিক বলিতে পারিয়াছিলেন। এ কোন্ ক্ষমতা? এই মানসিক শক্তির অত্যুত্তম পরিচালনার ফলে, রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব শব্দ ব্যবহার শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালনায় লিপ্ত থাকা নিবন্ধন বিভাগীয় কমিশনর, পোলিটিক্যাল এজেণ্ট ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের সঙ্গে

সর্ব্বদা যে সকল পত্রালাপ হইত, সে সকলের গঠনপ্রণালীর ইঙ্গিত নিজেই করিতেন। যে সকল পত্র আসিত, সেগুলির তাৎপর্য্য নিজে উত্তমরূপে বুঝিয়া লইতেন এবং সে সকলের উত্তরদানের প্রণালী নিজেই নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন, সেইগুলি ইংরাজিতে প্রস্তুত হইলে পর, শুনিতেন। যে স্থান মনের মত না হইত, তাহার পরিবর্ত্তন হইত। যতক্ষণ না ঠিক হইত, ততক্ষণ ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না! রাজ-দপ্তরে দীর্ঘকালব্যাপী ফাইলের কোন্‌স্থানে নিজের মনের ভাব ঠিক প্রকাশ পাইবার উপযোগী ইংরাজীটি পাওয়া যাইবে, তাহা বলিয়া দিতেন। যতক্ষণ সেটি পাওয়া না যাইত, ততক্ষণ নিরস্ত হইতেন না। ঠিক সেটি পাওয়া গেলেই বলিতেন "ঐ শব্দ বা ভাষা এখানে ব্যবহার করিলে, বক্তব্য বিষয়ের শক্তি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবে।" *

প্রতিদিনের কার্য্যকলাপের মধ্যে যাঁহার স্মৃতি শক্তি, এরূপ আশ্চর্য্য উপায়ে, অপরিজ্ঞাত বিদেশী ভাষার উপর শাসন দণ্ড পরিচালনা করিত, তিনি যে অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ এবং তাঁহার দণ্ড-ধারণের পশ্চাতে, তাঁহার সমগ্র হৃদয় মন যে নিত্যলীলা করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? বামড়ার স্বর্গীয় রাজজীবনে এরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটিয়াছে এবং সে বিষয়ে সাক্ষ্যদানেরও লোকাভাব হয় নাই। ইংরাজী আক্ষরিক জ্ঞানবিহীন এই অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন রাজপুরুষ কেবল ইংরাজী শব্দঝঙ্কার বুঝিতেন, তাহা নহে, কোন্ স্থলের রচনার ভাবভঙ্গী কি ইঙ্গিত করিতেছে, তাহাও বুঝিতে পারিতেন। তাই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রচিত ইংরাজী রচনার উৎকৃষ্টতা বুঝিবার শক্তি অর্জ্জন তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। তাই যোগেশ বাবুর রচিত অভিনন্দন-পত্রই পুরস্কৃত হইয়াছিল।

যোগেশ বাবু স্বর্গীয় রাজাবাহাদুরের হাতে গড়া কর্ম্মচারী। অবশ্য

---

* ষ্টেটের অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাশের নিকট এরূপ বহু ঘটনার কথা শুনা গিয়াছে।

যোগেশ বাবুতে রাজকার্য্য পরিচালনোপযোগী উপকরণ প্রচুর পরিমাণে ছিল, তাই তিনি বামড়ার রাজসেবায় আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন। তিনি অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন নরেশ্বরের আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার কর্ম্মশক্তির চরিতার্থতা লাভ ঘটিয়াছে। রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের মর্ত্ত্যজীবনের অবসানে, বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর যোগেশ বাবুর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা অবজ্ঞাসহকারে দূরে না ফেলিয়া, তাঁহাকে উত্তমতর আকারে পূর্ব্ব স্থানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সর্ব্বতোভাবে গুণগ্রাহিতারই পরিচয় দিয়াছেন।

বামড়া রাজ্যের অন্যান্য কার্য্যক্ষেত্রে, বিশেষভাবে উপবিভাগ সকলে, অনেকগুলি কর্ম্মঠ ও অভিজ্ঞ রাজকর্ম্মচারীর পরিচালন ও পর্য্যবেক্ষণে বহুকাল হইতেই রাজকার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। সেই সকল রাজকর্ম্মচারীর বিস্তারিত বিবরণে পুঁথি বাড়িয়া যায় বলিয়া, সে বিবরণ পরিত্যক্ত হইল।

স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের রাজকার্য্যে মনোনিবেশের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রত্যেক দশ বৎসর পর পর, বামড়া রাজ্যের সমগ্র আবাদী জমির উন্নতি, অবনতি ও পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হিসাবে রাজস্বেরও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। রাজ্যের আবাদী জমির ক্রমোন্নতি নিবন্ধন রাজস্বের পরিমাণ ক্রমশ প্রচুর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে রাজকোষে ধন সঞ্চয় না হইয়া সংগৃহীত সমস্ত অর্থই রাজ্যের বিবিধ উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইয়াছে। আর এইটি রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান স্থায়ী আয় ছিল এবং এখনও আছে। এতদ্দারা সদর ও মফঃসলের রাজকর্ম্মচারীদের কর্ম্মপটুতার উত্তম পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

ডাকবিভাগ

পূর্ব্বে বামড়ার ডাক বিভাগ বামড়ারাজের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল। দেবগড়ে প্রধান আফিস ও তাহার অধীন আরও কয়েকটি স্থানে তাহার শাখা আফিস ছিল। বামড়া রাজ্যের মধ্যে ডাকে পত্রাদি যাতায়াতে বামড়ার স্বতন্ত্র ডাক টিকিট ব্যবহৃত হইত, এবং রাজ্যের বাহিরে

যে সকল পত্র প্রেরিত হইত, তাহাতে দুই প্রকার ষ্ট্যাম্প ব্যবহৃত হইত। অর্থাৎ রাজ্যের বাহিরে পত্র প্রেরণে অর্দ্ধআনার স্থানে এক আনা ব্যয় পড়িত। ডাক বিভাগ রাজার নিজ অধিকারে থাকার জন্য ডাক বিভাগের খরচ পত্র চালাইয়া কিছু বাৎসরিক আয়ও ছিল। কিন্তু কার্য্যের বড়ই অসুবিধা হইত, তাই ভারতগভর্ণমেণ্টের ডাক বিভাগের পুনঃ পুনঃ প্রস্তাব ও অনুরোধে * রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব ডাক বিভাগের কার্য্য পরিচালন ভার ভারতগভর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলেন। এই ব্যবস্থায় কাজের সুবিধা হইলেও, তাঁহার আয় কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল। এজন্য তিনি ক্ষুণ্ণ হইবার পাত্র ছিলেন না। কাজের সুবিধা হইবে প্রত্যাশায় সম্মত হইয়াছিলেন, এবং সে সুবিধা সাধিত হইয়াছে। †

তিনি যে দীর্ঘকাল এই পরিবর্ত্তনের প্রস্তাবে সহজে সম্মত হইতে পারেন নাই, তাহার অন্য কারণ ছিল। তিনি একনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজা ছিলেন। তাঁহার সমগ্র হৃদয় মনের সঙ্কল্প এই ছিল যে, তাঁহার রাজ্য তিনিই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে শাসন ও পালন করিবেন। তাই এক কথায় বাহিরের ব্যবস্থায় সহজে সম্মত হইতে পারেন নাই। কিন্তু প্রজামণ্ডলীর দ্বিগুণ ব্যয় নিবারণের অন্য উপায় ছিল না বলিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাহিরের প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইয়াছিল। আর ঐ এক বিষয় বাদে অন্য বহু বহু বিষয়ে বাহিরের পরিবর্ত্তন প্রবাহ গ্রহণে বহু বহুবার অনুরুদ্ধ

* The Raja has hitherto kept the postal arrangement within his state, entirely in his own hands, although the question of inducing him to consent to the amalgamation of his system with the Imperial Post Office, has, for some time past under discussion. The authorities of the Imperial Post Office Department are now prepared to take over the arrangements, undertaking to afford the same Postal facilities and conveniences to the public of Bamra State, as in British India and at the same time assuring the Raja that he will, at no time, be called upon to contribute towards the cost. Administration Report 1893.

† The negotiations with the Raja of Bamra for amalgamation of his local postal system with that of the Government of India were brought to a happy conclusion and the new arrangements have been introduced with effect from 1st January 1895. Administration Report 1894.

হইয়াও কোনদিন সে সকল প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। নিজের কাজ মধ্যপ্রদেশের কর্ত্তৃপক্ষের ও ভারতগভর্ণমেণ্টের সন্তোষসাধনোপযোগী করিয়া সম্পন্ন করিতে কায়িক, মানসিক ও আর্থিক অসুবিধা ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু কাজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার স্বভাব ও ইহাই তাঁহার রাজধর্ম্ম ছিল।

আব্‌গারি

প্রসঙ্গক্রমে রাজোদ্যানের বিবরণের মধ্যে মাদক দ্রব্য সম্বন্ধে সামান্য একটু ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এখানে অতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক যে রাজা বাহাদুর মাদকপর্য্যায়ভুক্ত সমস্ত দ্রব্যগুলির উপর অত্যন্ত বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন ছিলেন। কেবলমাত্র ঔষধ হিসাবে তাঁহার চিকিৎসালয়ে সেগুলি রাখিতে দিতেন, রাজাদেশ ভিন্ন কোনক্রমেই বাহির হইতে মাদক দ্রব্যের আমদানীর উপায় ছিল না, এখনও নাই। চিকিৎসকের ব্যবস্থা ভিন্ন, অন্য কোন কারণে, রাজধানী দেবগড় কেন্দ্র করিয়া ইহার চারিদিকে দশ মাইলের মধ্যে সুরা সেবন একবারে আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইয়া আজও বর্ত্তমান। এবং সে আদেশ কেহ অমান্য করিলে অতি গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। সহ্য করিবার শক্তি অনুসারে অপরাধীর বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থাই প্রধান এবং প্রবল; আর সে বেত্রাঘাত সহ্য করিয়া অপরাধীকে সাম্‌লাইতেও অনেক সময় লইতে হইত। এরূপ নিষ্ঠাসহকারে এই দণ্ডের ব্যবস্থা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল যে, একদা তাঁহার কোন সম্ভ্রান্ত পদস্থ আত্মীয়ের সুরা সেবনে রাজাবাহাদুর নিজ হস্তে তাঁহার আপাদমস্তক পাদুকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন, "এস্থলে আদর্শ দণ্ড না দিলে, রাজাদেশের মর্য্যাদা থাকিবে না।" এই আদর্শ দণ্ডের ফলে চারি দিকে এ বিষয়ে রাজার আদেশ ও অভিপ্রায়ের দৃঢ়তা প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। বাম্‌ড়ার সদর ও মফঃসলে কুত্রাপি রাজকার্য্যে অহিফেন সেবীর স্থান নাই। রাজসরকারে যত লোক কর্ম্ম করে, তাহাদের অহিফেন সেবন চিরনিষিদ্ধ।

একদা এক মান্তগণ্য বিদেশীয় কর্ম্মচারী অহিফেন সেবন করিতেন। রাজা বাহাছুরের সন্দেহ হওয়াতে, জিজ্ঞাসা করায় তিনি ভয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুনঃ পুনঃ সন্দেহ হওয়ার পর, পোষ্ট আফিসের পার্শেল অনুসন্ধানে জানা যায় যে তিনি গোপনে কলিকাতা হইতে আনীত কালাচাঁদের প্রেমে, নিত্য নিত্যানন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রাপ্য বেতন ও পাথেয় দিয়া বাম্ড়া হইতে বিদায় লইবার আদেশ দিয়া ছিলেন।

ভারতে মাদক সেবন নিবারণ বিষয়ে, বাম্ড়া রাজ স্তর বাসুদেব সুঢলদেবের ন্যায় আদর্শ নরপতি আর দ্বিতীয় আছেন কি না, জানি না, বোধ হয় নাই। প্রজামণ্ডলীর মাদক সেবন নিবারণ বিষয়ে এরূপ কঠোর তপস্যাপরায়ণ নরপতি কেন, ধর্ম্মগুরুও দুর্লভ বলিয়া মনে হয়। কারণ সংসারের অধিকাংশ উপদেষ্টা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কার্য্যকলাপ ও আচার আচরণে বামণ্ডা রাজ স্তর বাসুদেব সুঢলদেবের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা দেখা যায় না। তাই সেই সকল নরবরের তুলনায় রাজা স্তর বাসুদেব দেবতা, কারণ যাহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল, সেই লোকমণ্ডলী বিনাশের মুক্ত পথে বিচরণ করিতে না পারে, সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখা তাঁহার ধর্ম্ম। তিনি সেই ধর্ম্ম পালন করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে গাঞ্জা, আফিম ও সুরা সেবন স্বভাবসিদ্ধ এবং তাহাদের পক্ষে রাজার ব্যবস্থা অতি কঠিন ব্যবস্থা সন্দেহ নাই। তাই বৎসরের মধ্যে একবার কি দুইবার পার্ব্বণোপলক্ষে তাহারা গৃহে প্রস্তুত সুরা সেবনের অনুমতি পায়, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনের পর তাহাদের গৃহে সুরা মজুত থাকিলে, রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। আর আফিম বিক্রয়ার্থে থানায় মজুত থাকে। আফিমখোরদের নাম সেখানে লেখা আছে! থানায় গিয়া নিয়মিত পরিমাণে আফিম খাইয়া আসিতে হয়। ইহাই হইল বাম্ড়ার রাজধানী দেবগড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানের

আব্‌গারী আয়, এই জন্যই বামড়ার রাজকোষ সর্ব্বদা প্রচুর ধনে পূর্ণ থাকে না। রাজাবাহাদুর সেজন্য ক্ষুণ্ণ ছিলেন না, বরং তাঁহার প্রজামণ্ডলী যে অপব্যয়ের অর্থে দুবেলা দু মুঠা উদর পূর্ণ অন্ন পায়, সেজন্য তিনি নিজে আনন্দে—পরমানন্দে কালহরণ করিয়াছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্রনারায়ণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়া অমরত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন।

রাজধানী দেবগড় কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে পাঁচ ক্রোশ বা দশ মাইলের বাহিরে দূরে প্রয়োজনমত গাঞ্জা ও অহিফেন রাজ্যদেশে আমদানী ও দেশী মদ প্রস্তুত ও বিক্রয় ও পানের আদেশ আছে। কিন্তু সে সম্বন্ধেও অত্যন্ত কঠিন নিয়ম সকল প্রজামণ্ডলীকে পালন করিতে হয়, এবং নিয়ম পালন পর্য্যবেক্ষণেরও সুব্যবস্থা আছে। ব্যতিক্রম হইলে গুরুতর দণ্ডভোগেরও নিয়ম প্রচলিত আছে।* এই হিসাবে সামান্য কিছু আব্‌গারী আয়ও হইয়া থাকে, কিন্তু এই কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ জন্য নিযুক্ত কর্ম্মচারী ও সে সকল কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা পরিরক্ষণ জন্য যে অর্থ ব্যয় হয়, সে ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া রাজকোষে ঐ হিসাবে বিশেষ কিছু অর্থ সঞ্চিত হয় না।† বামড়ার প্রজামণ্ডলীর মাদক সেবন সম্বন্ধে স্বর্গীয় রাজার উচ্চ নীতিজ্ঞান বিষয়ে একজন খ্যাতনামা ইংরাজ ধর্ম্ম যাজকের অভিমত নিম্নে তাঁহার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করা গেল :—

An Antiopium Indian State :—

In the course of a recent missionary journey, I visited the

---

* The smuggling of ganja of which there is so much complaint in other states on the Estern frontier, is said to be almost unknown here. The Raja considers that his arrangement for punishing offenders and rewarding informers afford him all the protection he needs. Administration Report 1893.

† The state towards the north and northwest has suffered from the importation of smuggled ganja from chota Nagpur Native states. Bamra is the only state which has succeded in effectually dealing with this difficulty, another testimony to the practical management of the Raja. Resolution of the C, P. Government 1894.

Bamra feudatory state and was greatly pleased to learn that the Rajá, seeing how runious the opium habit is, to the individual and the community, has strictly prohibited its use by any, save those who have long been adicted to it, and whose names have been entered on a police Register as habitual consumers. These can obtain the drug only in moderate quantities at certain Police stations. (Three in number I believe); and no one known to be adicted to opium, is eligible for employment in the state service.

The adoption of this prohibitive measures, has effectually checked an evil that threatened to attain large proportions, and when the registered consumers have passed away, the state will be wholly freed from the reproach of using opium for any, save medical purposes.

The wise and enlightened policy of this Indian Prince, in thus preserving his people from a great danger is worthy of all praise, and should be published as an example to others. The British Government might learn a lesson from him in this matter. Its approval of his general administration was signified, not long ago, by conferring the honour of Knighthood, but the action of Sir Sudhal Deb K. C. I. E, in suppressing the opium traffic within his jurisdic-tion is deserving of far higher recognition than that, and will meet the hearty commendation of all who desire the welfair of the people of India. It would be a happy thing, if other Indian Princes and also the great British Government, copied the example of this ruler, and refused to derive any revenue from the sale of a drug so harmful to the people and therefore, in its ultimate results, so injurious to the prosperity of the state. At the time of the opium enquiry he gave his opinion against the traffic, but I have not seen this fact mentioned any where, and it should be known together with the facts I have mentioned regarding prohibition in the state, to all who are engaged in the antiopium campaign.

I believe, that campaign will sooner or later, with God's blessings end in complete victory, and I pray that the time may be hastened.

Sambalpur
26th April, 1897 } (Sd.) P. E. HEBERLET
BAPTIST MISSIONARY

চারিদিকে ম্যালেরিয়া পরিবেষ্টিত একটু স্বাস্থ্যকর স্থান যেমন সহজে কল্পনা করা যায় না, সেরূপ ঘটনা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে যেমন বিস্ময়ের উদয় হয়, অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ সামন্ত রাজ্য পরিবেষ্টিত বামড়ার আবগারী ইতিহাস ঠিক সেইরূপ বিস্ময়কর। নিকটবর্ত্তী কোন কোন রাজ্যের সুরা সেবনের আয় প্রায় লক্ষ্য টাকা। কোন কোন রাজ্যে অহিফেন সেবন এত প্রবল যে, সে রাজ্যের লোকগুলি সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, তত্রাপি সেই সব অন্নহীন লোকমণ্ডলীর রক্ষার জন্য কোনপ্রকার সদুপায় অবলম্বনের বিশেষ চেষ্টা নাই। সেইরূপ জনমণ্ডলীর মধ্যেই স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের অভ্যুদয়। তাই তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ, তাই তিনি প্রাতঃস্মরণীয় নরপতি, তাই তিনি লোকসমাজে বিশিষ্ট ব্যক্তি, লোকসেবায় আদর্শ মানব—প্রজাপালনে আদর্শ রাজা।

টেলিফোন্

বামড়া রাজ্যের ও রাজধানী দেবগড়ের শোভা সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য সম্পদ, মানমর্য্যাদা ও বিদ্যাগৌরব বৃদ্ধি করাই রাজা স্যরবাসুদেব সুঢলদেবের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ছিল, তাই একটির পর একটি করিয়া সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন ও ক্রমে সেটিকে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন। পোষ্ট আফিস সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা শেষ করিয়া রাজাবাহাদুর রাজধানী দেবগড়ে ও রাজ্যের অন্যান্য প্রধান প্রধান স্থানে টেলিগ্রাফের তার বসাইবার প্রয়াসী হইয়া পোলিটিক্যাল এজেণ্টের দ্বারা তারবিভাগের কর্ত্তাদের সঙ্গে পত্রালাপ আরম্ভ করেন। বহু পত্রালাপের পর স্থির হইল যে, যদি বামড়া রাজ্যে টেলিগ্রাফের তার লইবার ব্যবস্থা ভারতগভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে বিশবৎসর কাল সে টেলিগ্রাফের কার্য্য পরিচালন ভার রাজাবাহাদুর নিজ হস্তে রাখিতে পারিবেন, কিন্তু সেই নির্দ্দিষ্ট কালের পর ঐ তার আফিসের কার্য্য কলাপ সমস্তই

গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে চলিয়া যাইবে। তখন আর তাহার উপর বামড়া রাজের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। রাজা স্যর বাসুদেব সুটসদেব এইরূপ ব্যবস্থায় সম্মত হইতে পারিলেন না।

টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠার দ্বারা রাজ্যের সুবিধাসাধন চেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া, রাজাবাহাদুর নিচেষ্ট থাকিবার পাত্র ছিলেন না। কি উপায় অবলম্বন করিলে, বামড়া রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে, সহজে স্বল্প সময়ে, ৫৮ মাইল দূরে স্থিত দেবগড় রাজধানীতে বসিয়া বামড়া রাজ্যের বাহিরে সংবাদের আদান প্রদান চলিতে পারে, সেই চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই ৫৮ মাইল পথে ডাক যাতায়াতে অনেক সময় লাগে, অথচ টেলিগ্রাফের সাহায্য পাইবার আশা ভরসা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল।

পরিশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া টেলিফোনের তার প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়া পুনরায় ভারতগভর্ণমেণ্টের সঙ্গে পত্রালাপ আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য যে ইহার বিশবৎসর পূর্ব্বে টেলিফোনের উদ্ভাবন হইয়াছিল মাত্র। সভ্য জগতের সর্ব্বত্র তখনও টেলিফোনের প্রচলন হয় নাই। অনেক লেখাপড়ার পর অনেক আলোচনার পর সরকার বাহাদুর সে প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। তাহার পর কলিকাতার ওরিএণ্ট্যাল্ টেলিফোন্ কোম্পানীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক উক্ত কোম্পানীর উপর গোবিন্দপুর (বামড়া রেলওয়ে ষ্টেশন) হইতে রাজধানী দেবগড় পর্য্যন্ত টেলিফোনের তার বসাইবার ভার অর্পণ করিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ঐ কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথম গোবিন্দপুর, কুচিণ্ডা, সিরিড্ ও দেবগড় ৫৮ মাইল পথে এই চারি স্থানে টেলিফোনের কল প্রতিষ্ঠিত করিয়া কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। পরে পথে গোবিন্দপুরের পরেই কেশাইবাহাল নামক স্থানে সর্ব্বশেষে নূতন ষ্টেশন খোলা হয় এবং তথা হইতে ৪ মাইল দূরে মোহুলপালী নামক স্থানের পুলিশ ষ্টেশনে

এক শাখা লাইন প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে শাখা লাইন প্রতিষ্ঠা করার কারণ এই যে, ঐ অঞ্চলে সর্ব্বদাই দস্যুভয় প্রবল। সময়ে সময়ে সে অঞ্চল শাসনে রাখার জন্য বহু পূর্ব্বে বেশ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। এক্ষণে টেলিফোনের সাহায্যে স্বল্প সময়ে লোক সংগ্রহ ও শক্তি সঞ্চয় দ্বারা সেই সকল অশান্তি দমন করা সহজ হইয়াছে। মহুলপালীর শাখা প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই, দেবগড় রাজধানী হইতে ঐ টেলিফোনের তার আরও পূর্ব্বদিকে প্রসারিত হইয়া বলং কৃষিক্ষেত্র, ও তথা হইতে রাজ্যের পূর্ব্বসীমায় ব্রাহ্মণী নদীর তীরে বারকোট মহকুমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। আর বলং কৃষিক্ষেত্র হইতে উত্তর পশ্চিমদিকে চারি মাইল দূরে রন্তাই কৃষিক্ষেত্র ও কারখানায় এক শাখা লাইন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আমরা ভারতবর্ষের বাহিরের সংবাদ অবগত নহি, তবে ভারতবর্ষের মধ্যে আর কোথাও এরূপ বহুদূরব্যাপী টেলিফোনের তার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এক্ষণে বামড়ার এই প্রধান লাইন, গোবিন্দপুর হইতে বারকোট পর্য্যন্ত ৭৮ মাইল প্রসারিত। এই লাইন প্রতিষ্ঠার ফলে বামড়া রাজ্যের সর্ব্বত্র রাজকার্য্য পরিচালন যেমন একদিকে সহজ হইয়াছে, অন্যদিকে আবার এই সকল স্থান হইতে বামড়া রেলষ্টেশনে টেলিগ্রাফের সাহায্যে রাজ্যের বাহিরে সর্ব্বত্র রাজকীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনে তারের সংবাদ পাঠানও সহজসাধ্য হইয়াছে। রাজ্যের বাহিরে নানাস্থানে সংবাদ আদান প্রদান বিষয়ে এক্ষণে ৫৮ মাইল দূরে দেবগড়ে বসিয়া থাকা এবং বামড়া ষ্টেশনের অর্দ্ধমাইলের মধ্যে গোবিন্দপুরে থাকা সমান সুবিধাজনক হইয়াছে। ইহা রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। এই অনুষ্ঠানটি সুসিদ্ধ করিতে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

বামড়া পরিদর্শনে যাত্রা করিয়া আমরা বামড়া ষ্টেশনে পৌঁছিবা মাত্র, বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর ৫৮ মাইল দূরে স্থিত দেবগড় হইতে এই

টেলিফোনের সাহায্যেই আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এস্থলে কটক কলেজের বিজ্ঞানাচার্য্য রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ বিদ্যানিধি মহাশয়ের বামড়া সম্বন্ধীয় অভিমতের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ঃ—"আমরা রেল হইতে নামিতেই মহারাজের জনৈক কর্ম্মচারী তত্রত্য কাছারি বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানে মহারাজের কাঠের এক বৃহৎ ব্যবসায় আছে, এবং তদুপলক্ষে তথায় কয়েকজন কর্ম্মচারী ও পুলিশ থাকে। বাড়ীতে উপস্থিত হইবা মাত্র এক অশ্রুত পূর্ব্ব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলাম। একজন কর্ম্মচারী বলিলেন, মহারাজ ও যুবরাজ আমাদের সহিত কথা কহিতে চান। জানিতাম তাঁহারা দেবগড়ে ছিলেন। সেখান হইতে দেবগড় প্রায় ৬২ মাইল। মহারাজ এই সমস্ত পথে যে টেলিফোন্ বসাইয়াছেন, তাহা জানিতাম না। যাহা হউক, তাঁহারা ৬২ মাইল দূর হইতে আমাদের স্বাগত কুশল প্রশ্ন করিলেন, এবং সেখান হইতে গড়ে যাইবার যানাদি ও পথিমধ্যে অবস্থিতির বিষয় জানাইলেন। আমরাও অভিবাদন করিয়া তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম। কোন দেশীয় রাজ্যে এরূপ টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে কি? দেশীয় লোকে বাঙ্গালা ও ওড়িয়াতে টেলিফোনে কথা বার্ত্তা কহিতেছে, বিকল হইলে, যন্ত্রের সংস্কার করিতেছে, অভিনব ব্যাপার বটে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যখন গ্রেহাম্ বেল সাহেব টেলিফোন্ উদ্ভাবন করিয়া ছিলেন, তিনি কি ভাবিয়া ছিলেন যে, ভারতবাসীর ন্যায় অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য লোকেরা ইংরাজীর পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষায় শব্দ চালনার দ্বারা টেলিফোনের উপর অত্যাচার করিবে? যাহা হউক, আর কোন দেশীয় রাজ্যে এইরূপ আধুনিক সভ্যতাব্যঞ্জক ব্যবস্থা আছে কি না, তাহা জানিবার বিষয় বটে।"

বর্ত্তমান রাজা বাহাদুরের কৃপায় মোটরের সাহায্যে রাজ্যের নানা স্থানে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু রাজা স্যর বাসুদেব

সুঢলদেবের সময়েই সেরূপ সুযোগ সাধনের সূত্রপাতের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে হস্তি, অশ্ব, শকট ও পাল্‌কীই প্রধান যান ছিল। এখনও সে গুলির ব্যবহার পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তিনিই ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বহু অর্থ ব্যয়ে প্রথম মোটর ক্রয় করেন।

পিলখানা, হ্রেশালা প্রভৃতি

বামড়া অবস্থান কালে রাজা বাহাদুর দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিবস অপরাহ্ন সময়ে আমাদিগকে পিলখানা দেখাইতে লইয়া গিয়া ছিলেন। সে সময়ে একটি বহুবিস্তৃত আমবাগানে হাতি গুলি বাস করিতেছিল। ইহারা সংখ্যায়ও অল্প নহে। ইহাদের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ আছে। রাজাবাহাদুর আমাদিগকে লইয়া হস্তিমণ্ডলে উপস্থিত হইবা মাত্র, সেই বিশালদেহ জীবগুলি প্রায় এক সময়েই একটা আনন্দ কোলাহলব্যঞ্জক শব্দ করিয়া অতিথিসহ রাজার সংবর্দ্ধনা করিল। তাহাদের মধ্যে অনেক গুলিই রাজা বাহাদুরের দিকে মুখ ফিরাইয়া করোত্তোলন পূর্ব্বক অভিবাদন করিল দেখিয়া, আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম! অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারের একটি হাতি নিকটে আসিবা মাত্র, রাজা বাহাদুর হস্তিবোধ্য ভাষায় কিছু বলিবা মাত্র সে বসিয়া পড়িল, পরক্ষণেই আবার কিছু বলিবা মাত্র, একেবারে পৃষ্ঠোপরি শয়ন করিল। তাহাদের ভাষা বুঝিবার ও আনুগত্য স্বীকারের ব্যাপার দর্শন করিয়া একটা অপূর্ব্ব আনন্দ সম্ভোগ করিয়া ছিলাম। রাজা বাহাদুর আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সকল গুলিরই নিকট এক এক বার গিয়াছিলেন, আর সকলেই সমান ভাবে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া ছিল। কেবল একটি হাতির নিকট কেহ যায় না।

শুনা গেল, তিনটি হাতি অল্প দিন পূর্ব্বে জঙ্গল হইতে ধরিয়া আনা হইয়াছিল। সেই তিনটির দুইটি মনের ক্লেশে অনাহারে মরিয়া গিয়াছে। এইটি সেই দলের অন্যতম। উপরে বর্ণিত বশ্যতা ও আনুগত্যের ভাব দেখিয়া, যেমন এক দিকে আনন্দ হইয়াছিল,

অপর দিকে, ইহার বন্ধন দশা ও বিমর্ষ ভাব দেখিয়া তেমনি হৃদয়ে একটা গভীর ক্লেশের সঞ্চার হইয়াছিল। জীব জগতে কেহই সহজে পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ হইতে ও দাসত্ব করিতে সম্মত নহে। সেরূপ স্থলে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দেহ স্থলচর জীব হস্তিদল কেন বন্য জীবনের পরম সুখ পরিত্যাগ করিয়া সহজে মানব সেবায় সম্মত হইবে? কিন্তু বহুবিধ উপায়ে এই সকল জীব গুলিকে বশে আনিয়া আবাহমানকাল মানুষ আপন আপন প্রয়োজন সাধন করিয়া আসিতেছে। স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের রাজ্যের অরণ্যে ইহাদের অভাব নাই। বহুকাল হইতে ইহারা ধৃত হইয়া অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও রাজ সেবায় নিযুক্ত এবং সময়ে সময়ে অধিক সংখ্যক ধৃত হইলে, স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের সময়ে, রাজ্যের বাহিরে বিক্রয়ও হইয়াছে। তাঁহার সময়ে এ পথেও বৎসরের পর বৎসর কিছু কিছু আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।*

আমারা যে হাতিটিকে দেখিলাম, তাহার চারি পায়ে রথের কাছির ন্যায় মোটা ও দীর্ঘ কাছি বাঁধিয়া দূরে আম গাছের মূলে বাঁধা রহিয়াছে। এরূপ ভাবে বাঁধা আছে যে, সে ইচ্ছা করিলে কেবল শয়ন করিতে পারে। অধিক দূরে যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা নাই। দলের দুটি অনাহারে দেহত্যাগ করিয়াছে, এটি খাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বাঁচিয়া যাইবে বলিয়া সকলের বিশ্বাস।

হস্তি শতবর্ষ জীবী। উপযুক্ত আহার পাইলে, ইহারা সহজে মরে না। কৌতূহল বশতঃ অনুসন্ধান করিলাম, লোক কথায় বলে "মরা হাতি লাখ টাকা" তবে ঐ দুটি হাতির দন্ত ও অস্থি পঞ্জর বিক্রয়

* "The Raja is a shrewed and capable financier. He does a good deal of profitable trade by river with Cuttack. He has established a large printing press, which, he informs me, pays well and he derives some revenue from the sale of elephants captured in his extensive forests." Administration Report 1892.

করিয়া রাজ ভাণ্ডারে প্রচুর অর্থ মজুত হইয়াছে? উত্তরে যাহা শুনিলাম, তাহাতে স্যর বাসুদেব সুঢলদেবকে এক অসাধরণ সাবধান, নির্লোভ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ নৃপতি বলিয়া অনুভব করিলাম। তাঁহার প্রয়োজন মত সংখ্যার অধিক হাতি ধৃত হইলে, সে গুলি বিক্রয় হইত। কিন্তু মৃত হস্তির অস্থি পঞ্জর বিক্রয় এক কালীন নিষিদ্ধ কার্য্য বলিয়া তাঁহার কর্ত্তৃক রাজাদেশ প্রচারিত হইয়া বর্ত্তমান। আজ প্রর্য্যন্ত সে আদেশের অন্যথা হয় নাই। কারণ হাতির হাড়ে অর্থোপার্জ্জন সম্ভাবনায়, যে কোন লোক বিষাক্ত দ্রব্য খাওয়াইয়া হাতি মারিয়া ফেলিতে পারে। এই আশঙ্কা নিবন্ধন মৃত হস্তির দেহ বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা একেবারে চিরতরে নিবারণ করিয়া দিয়াছিলেন। এ কাজ বামড়ায় হইবার উপায় নাই।

দেবগড় পিলখানার পূর্ব্বদিকে এক সুবৃহৎ গৃহে অশ্বশালা প্রতিষ্ঠিত, অশ্বশালায় সর্ব্বদা রাজকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে বহু অশ্ব প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এগুলি নানা জাতীয়। ইহাদের অধিকাংশই ভারতের নানা স্থান হইতে এবং বিদেশ হইতে আনিত। রাজা স্যর বাসুদেব এবং তদীয় কুমারগণ সকলেই অশ্বচালনপটু ঘোড়সওয়ার। বর্ত্তমান রাজা, যুবরাজ ও অন্যান্য কুমারেরা শিকারে বহির্গত হইলে, হস্তি অশ্ব উভয়বিধ যানারোহণ পূর্ব্বক শিকার কার্য্যে অগ্রসর হন। নানা স্থানে যাতাযাতে অশ্ব ব্যবহৃত হয়। শকট চালনার জন্যও বহু অশ্ব নিয়োজিত হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে আর একটি এই জাতীয় অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা যাইতেছে। ভারতের সর্ব্বত্রই নানা কারণে গোবংশ ধ্বংস হইতেছে। স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর গোবংশ রক্ষায় ও ইহাদের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে নিত্য মনোযোগী ছিলেন। গোজাতির উন্নতিকল্পে ভাগলপুর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গাভী ও বলদ আনাইয়াছেন। তাঁহার রাজকীয় কৃষি-ক্ষেত্রের জন্য বহুসংখ্যক সবল বলদ প্রতিপালিত হইয়া থাকে। দুগ্ধের জন্য রাজধানীতে অনেক গাভী প্রতিপালিত হয়। যে সকল কারণে

গোবংশের বিনাশ ঘটিতেছে, সে সকলের মধ্যে গোচর্ম্ম বিক্রয় একটা প্রধান কারণ। বাম্‌ড়ার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সকলে এবং অন্যান্য বহু বহু স্থানে, গোচর্ম্মের উপর একটা রাজকর নির্দ্ধারিত আছে; এবং সেই সূত্রে রাজকোষে প্রচুর আয়ও হইয়া থাকে। হিন্দুরাজার পক্ষে এই গোচর্ম্ম বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রহণ নিতান্তই হীনবৃত্তির পরিচায়ক, তাই রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব ঐরূপ বিক্রয় লব্ধ অর্থ গ্রহণে সম্মত হন নাই। একজন মুসলমান ঠিকাদার এই চর্ম্ম বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা রহিত করিবার জন্য উচ্চহারে কর ধার্য্য করিয়া চর্ম্ম ক্রয়ের ইঙ্গিত করিয়া রাজা বাহাদুরকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সে প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ঐ চর্ম্ম বিক্রয় লব্ধ অর্থের পরিমাণ বাৎসরিক ন্যূনাধিক আট হাজার টাকা হইত। রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব এই মুসলমান ঠিকাদারের অর্থবলের অহঙ্কার খর্ব্ব করিবার জন্য, নিতান্ত সামান্য মূল্যে রাজ্যের প্রজা মণ্ডলীর গোচর্ম্ম বিক্রয়ের আদেশ দিয়াছিলেন। আর রাজার প্রাপ্য গ্রহণে সম্পূর্ণ অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ঐ স্বল্প মূল্যে চর্ম্ম বিক্রয়ের আদেশ দিয়া, সে বিষয়ে প্রকৃত সংবাদ রাখিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এরূপ আদেশ দিবার তাৎপর্য্য এই ছিল যে, সেরূপ অকিঞ্চিৎকর অর্থের জন্য কেহ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বিষ প্রয়োগ করিবে না। সুতরাং চাম্‌ড়া সামান্য পরিমাণে সংগৃহীত হইবে।

কোন রাজার ন্যায়নিষ্ঠা রক্ষার পক্ষে এইটুকু করিলেই প্রশংসার সীমা থাকে না। কিন্তু স্যর বাসুদেব যখন জানিতে পারিলেন যে ইতর জনগণ গোচর্ম্মলোভী ঠিকাদারদের প্ররোচনায় অধিকতর মূল্যের প্রত্যাশায় বিষ প্রয়োগ দ্বারা গোবংশ ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল, এবং এই উপায়ে ঐ অল্প মূল্যের অন্তরালে অধিক প্রাপ্তির আশায় অধিক চর্ম্ম সংগ্রহ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রচারিত রাজাদেশ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন রাজাবাহাদুর গোবংশ রক্ষায় বদ্ধ পরিকর হইয়া একবারে গোচর্ম্ম বিক্রয় বন্ধ করিয়া

দিলেন। তিনি আদেশ দিলেন যে অতঃপর বামড়া রাজ্যে আর গোচর্ম্ম বিক্রয় হইবে না। ঠিকাদারগণ চামড়া ক্রয়ের জন্য আর যেন রাজ্য মধ্যে প্রবেশ না করে। ঠিকাদার চর্ম্ম সংগ্রহের জন্য রাজ্য মধ্যে বিচরণ করিলে, রাজ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। স্বাভাবিক কারণে যে পরিমাণ চর্ম্ম সংগৃহাত হইবে, তাহা রাজ্যের প্রয়োজনে রাজ্য মধ্যেই চর্ম্মকারগণ গ্রহণ করিবে।

রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের রুচিপ্রবৃত্তি এত সহজ ও স্বাভাবিক, এত শাদাসিধা রকমের ছিল যে, তিনি চর্ম্মকার প্রজাদের নির্ম্মিত পাদুকা সর্ব্বদাই পরিধান করিতেন, এবং রাজসংসারের সকলে তাঁহার এই সাদৃষ্টান্তের অনুকরণ করে, সর্ব্বদা সেইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন। রাজ্যের বাহিরে যাইতে হইলে এবং রাজদরবার প্রভৃতিতে উপস্থিত হইতে হইলে, রাজ্যের বাহিরে প্রস্তুত উত্তম বিনামা পরিধান করিতেন। আজকালকার দিনে, দেশে অনেক বড় বড় বিষয়ের আদর্শ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, আমাদের দেশের অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি কর্ত্তা সাজিয়া অনেক বক্তৃতা করিয়া অনেক উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁহারা দেশের লোক নাচাইয়া, স্বদেশ সেবার উপদেশ দিয়া, নিজেরা পরিচ্ছদের সৌষ্ঠব ও শোভা সম্পাদন জন্য সর্ব্বদাই বিদেশী বস্ত্র ও বিনামা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সে আজ বিশ বৎসরেরও পূর্ব্বের কথা। একদা কলিকাতার কোন খ্যাতনামা সাপ্তাহিকসংবাদপত্র সম্পাদক মহাশয়কে আমাদের কোন স্বদেশসেবক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার সংবাদ পত্রে স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন চেষ্টার তরঙ্গ তুফান ছুটিয়াছে, কিন্তু আপনি স্বয়ং বিদেশী বহুমূল্য পাদুকা, পরিচ্ছদ ও ছত্র ব্যবহার করেন কেন?" উত্তরে সেই সম্ভ্রান্ত সম্পাদকপ্রবর বলিয়াছিলেন, "লিখিলে অর্থোপার্জ্জন হয়, আর বিদেশী উত্তম দ্রব্যগুলির

ব্যবহারে আরাম আছে।” দেশে এই নীতির পরিপোষক পদস্থ ব্যক্তিগণের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিলে, কপালে করাঘাত করিয়া বলিতে হইবে “বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা।” এই শ্রেণীর সমাজ পরিচালকগণের সমক্ষে দীর্ঘ জীবনব্যাপী স্বদেশী পরিচ্ছদ ধারণের অত্যুচ্চ আদর্শ রাখিয়া আমাদের চিরপূজ্য বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আমাদের অনেক বন্ধুকে, তাঁহাকে “উড়ে” বলিয়া উপহাস করিয়া কণ্ঠ কলঙ্কিত করিতে শুনিয়াছি, আর তাঁহার সুহৃদ্ রাজা স্যর বাসুদেব, স্বরাজ্য ও স্বদেশসেবার যে উজ্জ্বল তিলক ললাটে ধারণ করিয়া আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান, তাঁহাকেও বোধ হয় “উড়ে” পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া বহুব্যক্তি আরাম ও আনন্দ সম্ভোগ করিতে ব্যাকুল হইবেন। তবে তাঁহাদের জানা উচিত, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিংবা স্বর্গীয় স্যার বাসুদেবের জীবনের আদর্শ মানব সমাজেই বিরল! আর তাহা “উড়ে” পর্য্যায়ভুক্ত হইবার নহে। সে আদর্শ জগতের আদর্শ; জ্যৈষ্ঠের জাম থ’লো থ’লো ফলে, বসন্তের ফুল রাশি রাশি ফুটে, কিন্তু বিধাতার কৃপাসিদ্ধ আদর্শ মানব-শিশু শতবর্ষে একটি আবির্ভূত হয় কি না সন্দেহ। তাহা না হইলে, ভারতের সর্ব্বত্রই আসামের চা-বাগিচায় ও ভারতের বাহিরে নানা দেশ দেশান্তরে দাসত্ব করিবার জন্য লোক সংগ্রহে নিযুক্ত

আড়কাঠি

কোথায় না ভ্রমণ করে? আসমুদ্র হিমালয়, আব্রহ্ম পঞ্চনদ, সর্ব্বত্রই আড়কাঠির বিচরণ সহজ হইয়াছে, বিশেষ ভাবে মান্দ্রাজে, মধ্যপ্রদেশে, উড়িষ্যায় ও ছোটনাগপুরে ইহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার বহু বিস্তৃত এবং ইহাদের বিচরণে কত নিরীহ দরিদ্র সংসার বিধ্বস্ত, বিনষ্ট ও লুপ্ত হইতেছে। তাহাদের বিলাপ ও অশ্রুজল এক বিধাতা ভিন্ন আর কে শুনিয়া ও দেখিয়া থাকে? আর দেখে মানুষের মত মানুষে—স্যর বাসুদেব সুঢলদেব।

এই আড়কাঠি বাম্‌ড়ারাজ্যে প্রবেশ করিয়া কুলি সংগ্রহের চেষ্টায় ছিল। দুইএকটা সংগ্রহও করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব এই সংবাদ অবগত হইয়া সেই অপহৃত লোকের সন্ধানে লোক নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু তাহাতে সে লোকদের সংবাদ পাওয়া গেল না। মধ্য প্রদেশের ছোট বড় বিভাগীয় শাসন কর্ত্তাদের সঙ্গে পত্রালাপেও কোন ফলোদয় হইল না। অতঃপর নিজ রাজ্যমধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন যে, আড়কাঠি ধরিয়া দিতে পারিলে প্রজারা পুরস্কার পাইবে। এই আদেশ প্রচারের পর আড়কাঠির সর্দ্দারগণ-পরিচালিত প্রবল পক্ষ, ছত্রিশগড়ের পোলিটিক্যাল্ এজেণ্টের দ্বারা পত্র লেখাইয়া বাম্‌ড়ারাজ্য হইতে কুলি সংগ্রহের জন্য রাজাদেশ প্রার্থনা করিল। তখন স্তর বাসুদেব সুঢলদেব নূতন আদেশ প্রচার দ্বারা প্রজামণ্ডলীকে জানাইয়া দিলেন যে রাজ্যের এক ব্যক্তিও উদরান্নের জন্য রাজ্যের বাহিরে যাইবে না। বাম্‌ড়ারাজ্যে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবার উপযুক্ত শ্রমজীবীর অভাব রহিয়াছে, যাহাদের অর্থাভাব বা অন্নাভাব হইবে, রাজদরবারে সে সংবাদ জানাইলে, তাহাদিগকে কাজ কর্ম্ম দেওয়া হইবে। আড়কাঠির প্রবেশ ও প্রতারণা পূর্ব্বক রাজ্যের লোক লইয়া যাওয়া দণ্ডনীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এবং পোলিটিক্যাল্ এজেণ্ট বাহাদুরের পত্রোত্তরে রাজাবাহাদুর পত্র দ্বারা জানাইয়া দিলেন, অর্থোপার্জ্জনের জন্য পার্শ্ববর্ত্তী পাল্লাহারা, তাল্‌চের, বনাই ও গাংপুর প্রভৃতি স্থান হইতে নরনারী বাম্‌ড়ায় আসিয়া অর্থোপার্জ্জন ও অন্নসংস্থান করে, আর আমার রাজ্যের প্রজা উপার্জ্জনের জন্য কেন বিদেশে যাইবে! একটি প্রাণীও খাটিয়া খাইবার জন্য বিদেশে যাইবে না। আর লোক সংগ্রহের জন্য আড়কাঠির গুপ্ত বিচরণ ধরা পড়িলে, আদেশ অমান্য করার অপরাধে, পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড বা ছয়মাস কারাবাস অথবা উভয়বিধ দণ্ডভোগ করিতে হইবে। এই হইতে বামড়ায় আড়কাঠির বিচরণ চিরতরে নিবারিত হইয়াছে।

এ সব ব্যবস্থা সত্ত্বেও সময়ে সময়ে দুই একটা লোক আড়কাঠির হস্তগত হয়, সেই লোকেরা রাজকর্ম্মচারীদের সমক্ষে বাসস্থান উল্লেখ করিবার সময়ে বাম্‌ড়াবাসী বলিয়া পরিচয় দিলে, সরকার পক্ষ তাহাদিগকে বাম্‌ড়ায় ফেরত পাঠাইয়া থাকেন। এরূপ ঘটনা গৌহাটী, গোয়ালন্দ, কলিকাতা বা সম্বলপুর যেখানেই হউক না কেন, কুলি ফেরত আসিবেই আসিবে।

আসল কথা এই যে রাজা শুর বাসুদেব সুঢলদেব এরূপ সুশৃঙ্খলা সহকারে নানা উপায়ে রাজ্যের অর্থকরী শক্তির পরিপুষ্টি ও তদ্দারা রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিয়ত মনোযোগী ছিলেন যে, রাজ্যের প্রজামণ্ডলীর প্রয়োজন হইলে, নিজের দেশে ও ঘরে বসিয়া অর্থোপার্জ্জনের অভাব হইত না। কিন্তু তাহাদের অনেকেই, সামান্য আকারে, এরূপ সম্পন্ন গৃহস্থ যে, অনেক সময়েই তাহাদের রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার প্রয়োজন হয় না। যাহাদের যেরূপ অভাব আছে, তাহাদের জন্য বামড়ার রাজকার্য্যে অর্থোপার্জ্জনের স্থান ও সুযোগ ও তদনুরূপ প্রচুর। অনেক সময়ে রাজকার্য্যে মজুর পাওয়া যায় না!

অন্যদিকে অন্নাভাবে অর্থোপার্জ্জনের জন্য পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের জনমণ্ডলী বাম্‌ড়ায় আসিয়া কাজ পায় ও অর্থোপার্জ্জন করে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অনেকে বারমাস কাজের সুবিধা পাইয়া বাম্‌ড়ায় বাস করিয়া থাকে। পূর্ব্বে, বহু পূর্ব্বে প্রতিদিনের উপার্জ্জন ছিল পুরুষের দুই আনা ও স্ত্রীলোকের এক আনা। ক্রমে এখন সেই পারিশ্রমিকের পরিমাণ তিন আনা, সাড়ে তিন আনা ও চারি আনায় উঠিয়াছে। এরূপ স্থলে এখান হইতে লোক বিদেশে কেন যাইবে, আর বিদেশী প্রজাই বা কেন অর্থোপার্জ্জনের জন্য এখানে না আসিবে। মোটের উপর প্রজারা সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালহরণ করে। বিজ্ঞানাচার্য্য রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় এম্ এ, বিদ্যানিধি মহাশয়ের বামড়া পরিদর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ হইতে নিম্নে প্রদত্ত অংশ পাঠককে আনন্দ দান করিবে :—"মহারাজ প্রজার জন্য অনেক সৎকাজ করিয়াছেন,

স্থানে স্থানে কৃষিক্ষেত্র ক রিয়া নানাবিধ নূতন নূতন শস্য ও প্রচলিত শস্যের কৃষির উৎকৃষ্ট পদ্ধতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে বহু উপকার হইবে।* প্রজার ধনেই রাজা ধনী। সুতরাং প্রজার ধনবৃদ্ধিকল্পে যে অর্থব্যয় হয়, তাহা ব্যয় নহে। প্রাচীনদিগের ভাষায়, তাহা পুনরাবর্ত্তক ধন বিশেষ।

"লোক সংখ্যা অল্প হওয়াতে মহারাজ স্বরাজ্য হইতে অন্যত্র কুলি চালান একেবারে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। রাজ্যে যাহাতে ভাঁটীখানা না থাকে, তাহাও তাঁহার সবিশেষ ইচ্ছা। রাজ্যের মধ্যে বারবণিতা বাস করিতে পায় না। দেবগড়ের (চারিদিকে) পাঁচ ক্রোশের মধ্যে মদের দোকান নাই। কোন কর্ম্মচারী অহিফেন সেবক হইলে, যাহাতে তিনি সে কদভ্যাস ত্যাগ করেন, তৎপ্রতি মহারাজ স্বয়ং যত্ন করেন। স্থানে স্থানে অরণ্য রক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রজারা আপনাদের আবশ্যক কাঠ বিনামূল্যে লইতে পারে। এই সমুদয় দেশ হিতকর কার্য্যে মহারাজের আলস্য নাই। বোধ হয়, প্রজার চরিত্রের উন্নতির নিমিত্ত এদেশীয় অল্প রাজা বামণ্ডার সমকক্ষ হইতে পারে। মাহরাজ বুঝিয়াছেন।

যদি ন স্যান্নরপতিঃ সম্যঙ্‌নেতা ততঃ প্রজাঃ।
অকর্ণধারা জলধৌ বিপ্লবেতেহ নৌরিব॥"

* বিদ্যানিধি মহাশয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বামড়া পরিদর্শনে গিয়াছিলেন, ঐ বৎসর রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব স্বর্গারোহণ করেন, তাহার বহু বৎসর পূর্ব্বে বামড়ার নানাস্থানে রাজকীয় কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

একাদশ অধ্যায়

ব্যবসায় বাণিজ্য

বামড়া রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। সর্ব্ববিধ সম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ যেমন বৎসরের পর বৎসর অসংখ্য কোটী জীবকে বক্ষে ধারণ করিয়া, প্রতিপালন করিতেছে, বামড়াও অল্পাকারে সেই সর্ব্ববিধ সম্পদের আলয় হইয়া প্রাণী পালনে নিত্য নিযুক্ত। বাম্‌ড়ার ভৌগোলিক প্রকৃতি বাম্‌ড়াকে ত্রিবিধ ধনেরই অধিকারী করিয়াছে। খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ ধনে বাম্‌ড়া পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কত প্রকারের খনিজ পদার্থ যে বাম্‌ড়ার ভূগর্ভে লুক্কায়িত রহিয়াছে, সে সকলের সংখ্যা নাই। বাম্‌ড়ার নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে চূণে পাথর আছে, এবং রাজধানীর বহু বহু অট্টালিকা নির্ম্মাণে ঐ পাথর পোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত হইতেছে। রাজ্যের নানা স্থানে লৌহের আকর আছে। সামান্য পরিমাণে লৌহ আকর হইতে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। ঐ লোহা এরূপ উত্তম যে, উহা হইতে বাম্‌ড়ার প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। বিস্তৃত আকারে আয়োজন করিয়া, খনি হইতে লৌহ উঠাইবার ও তাহাকে কার্য্যোপযোগী করিবার উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে, বাম্‌ড়ার বর্ত্তমান অর্থ সম্পদ বহু গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। স্বর্গীয় রাজার সময়ে সে সুযোগ ঘটে নাই, বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর চেষ্টা করিলে, কালে সে কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারিবে। বাম্‌ড়া রাজ্যে উপযুক্তরূপ পরীক্ষা আরম্ভ করিলে, বিবিধ ধনরত্নের সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। কারণ বাম্‌ড়ার চারিদিকের রাজ্য সকলে বহুকাল হইতে ব্যবহারযোগ্য মূল্যবান প্রস্তর ও মণি, স্বর্ণ রৌপ্য ও অন্যান্য বিবিধ ধাতুর আকর আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে।

বামড়ায় একার্য্যে এখন পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপের সময় হয় নাই। আমরা বাল্যকালে "সম্বলপুরে হীরকের আকর" পাঠ করিয়াছি। এখনও সিংহভূম জেলায় স্বর্ণ পাওয়া যায়। সুবর্ণরেখা নদী ছোটনাগপুরের মধ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া উড়িষ্যার পূর্ব্বপ্রান্ত বেষ্টন করিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীর বালিরাশি ধৌত করিয়া সুবর্ণকণা সকল সংগৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং বামড়া যে ঐ সকল সম্পদে বঞ্চিত, এরূপ মনে হয় না।

তাহার পর উদ্ভিজ্জ পদার্থ দুই প্রকার, আরণ্যসম্পদ ও গ্রাম্যসম্পদ। সাল, পিয়াসাল, (বিজা) শিশু প্রভৃতি কাষ্ঠ, ইহাদের এবং খদির প্রভৃতি বৃক্ষের নির্য্যাস, বহুবিধ প্রকারের লতা গুল্ম, ফল ফুল ও ঘাসের আঁশ আরণ্য উদ্ভিজ্জসম্পদ, আর ধান্য, যব ও গম, নানাবিধ কলাই, তিল তিসি ও সরিষা, নানাবিধ ফল ফুল ও মূল গ্রাম্য উদ্ভিজ্জ সম্পদ। তাহার পর প্রাণীজ সম্পদ যথা—হস্তি, মহিষ, মৃগ ও গইল্ প্রভৃতি বহুবিধ বন্যজন্তু ও তাহাদের দন্ত, অস্থি, শৃঙ্গ, চর্ম্ম, লোম, লাক্ষা প্রভৃতি আরণ্য প্রাণীজ সম্পদ, আর গো, মেষ, মহিষ, ছাগ ও তন্তুকীট প্রভৃতি গ্রাম্যপ্রাণীজ সম্পদ। বামড়ায় এ সকলের অভাব নাই। এই শেষোক্ত দুইপ্রকার অর্থাৎ আরণ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং গ্রাম্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাহায্যে বামড়ার ধনৈশ্বর্য্যের পরিপুষ্টি সাধনে স্বর্গীয় রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। যে যে উপায়ে স্বর্গীয় রাজা রাজ্যের ধন সম্পদ বৃদ্ধি কল্পে ঐ সকলের নিয়োগ করিয়াছেন, সে সকলের অনেকাংশের আচোলনা পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে যে গুলি বাকি আছে, সেই সকলের আলোচনা করা যাইতেছে।

বামড়ার উৎপন্ন দ্রব্য সকলের দ্বারা রাজ্যের অভাবপূর্ণ হওয়াব পর, উদ্বৃত্তাংশ ক্রয়ের জন্য রাজ্যের বাহিরের মহাজনেরা বামড়ায় আসিত। সেরূপ অবস্থায় বিদেশী বণিকেরা সুলভ মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয়

করিয়া লইয়া যাইত। রাজা স্যর বাসুদেব দেখিলেন, ঐ সকল দ্রব্য রাজ্যের বাহিরে কোন বাণিজ্যকেন্দ্রে মজুত করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে, তদপেক্ষা অধিক লাভ হইবার সম্ভাবনা। এই ধারণা যে একেবারে ভ্রমাত্মক ছিল, তাহা নহে। তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন, এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া রাজাবাহাদুর উড়িষ্যার রাজধানী কটক নগরীতে এক বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই কার্য্যের সূত্রপাতেই বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। কটকে বাণিজ্যদ্রব্য প্রেরণের সহজ পথ ছিল না। স্থলপথে কটক চল্লিশ ক্রোশের কম হইবে না। সে পথে যাতায়াতের ও বাণিজ্য দ্রব্য সম্ভার প্রেরণের উপযোগী পথ ছিল না। বামড়া রাজ্য হইতে কটকে যাতায়াতের সহজ পথ উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। বাম্‌ড়ার পূর্ব্ব সীমার মধ্য দিয়া ব্রাহ্মণী নদী সাগরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া মহানদীর পূর্ব্বাংশে ও বৈতরণীর পশ্চিমাংশে সাগরে মিলিত হইয়াছে। এই পার্ব্বত্যনদী পথকে নৌকা চলাচলের উপযোগী করিতে, রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। নদীবক্ষে বহু বহু স্থানে ভীষণকায় পাথর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় থাকায়, অগভীর জলস্রোতে নৌকা চালাইবার উপায় ছিল না এবং সালকাঠ সকল ভাসাইয়া লইবার সুবিধা ছিল না। স্বর্গীয় রাজাবাহাদুর নদীবক্ষে ডায়নামাইট্ দিয়া অসংখ্য স্থানে পাহাড় উড়াইয়া দিয়া, জলস্রোত প্রবল ও গভীর করিয়া ব্যবসায়ের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে নানা ঘটনায় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব যে কার্য্য করিবেন বলিয়া একবার মনস্থ করিতেন, সে কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেন। তাঁহার স্বভাবই ছিল "মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন।"

তিনি ব্রাহ্মণী নদীকে নিজের কার্য্যোপযোগী করিয়া লইয়া কটকে এক বিস্তৃত কারবার আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। ধর্ম্মসাহু নামক একজন আড়তদারকে নিজের কার্য্য পরিচালন জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত

করিয়াছিলেন। কটক সহরের জন্য এবং তথা হইতে অন্য নানাস্থানে বিক্রয়ের জন্য সালকাঠের চালান আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে তিসি, তিল, সরিষা প্রভৃতি রবিখন্দ ভরা নৌকা চলিতে লাগিল। রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া মজুত করিবার জন্য গণ্ডুয়া, নৈকুল, রেঙ্গালী প্রভৃতি নদীতীরস্থ স্থানে গুদাম প্রস্তুত করাইলেন; মজুত দ্রব্য সম্ভার বিক্রয়ার্থে কটকের আড়তে প্রেরিত হইতে লাগিল, আর সেই চালানের সঙ্গের লোক সকল নৌকা লইয়া ফিরিবার সময়ে, কাপড়, লবণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাম্‌ড়ার বাজারে আনিতে লাগিল। কলিকাতায় পুনঃপুনঃ আগমন পূর্ব্বক বিদেশী ব্যবসায়ীদের কারবার পদ্ধতি পরিদর্শন করিয়া তাঁহার রাজবুদ্ধিতে এই সকল পন্থা স্থান পাইয়াছিল।*

প্রথম প্রথম কাজ বেশ চলিতে লাগিল। কিন্তু অল্পদিন পরেই, রাজাবাহাদুর বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্ম্মসাহু এই সুবৃহৎ কারবারের সম্যক ভার প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত লোক নহেন। তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং খুব বিশ্বাসী বলিয়া বিশ্বাস থাকায়, তদানিন্তন যুবরাজের (বর্ত্তমান রাজা) বর্ণপরিচয়ের গুরু বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রকে ঐ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন, বামড়ার ভাবী রাজার প্রাথমিক গুরুকে বিশ্বাস করিয়া স্বর্গীয় রাজাবাহাদুর ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, তাঁহার এরূপ ধারণা ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর বাবু কটক গিয়া রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ব্যপদেশে নানাপ্রকারে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রাজসম্পদ ধ্বংস করিতে লাগিলেন। অনিষ্ট সম্ভাবনা বুঝিতে রাজাবাহাদুরের একটু বিলম্ব হইয়াছিল। সেইজন্য ঐ প্রচুর লাভ জনক কারবার তাঁহাকে বন্ধ করিতে হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে, কটকের

* "The Raja is a shrewd and capable financier. He does a good deal of profitable trade by river with Cuttack." Administration Report 1891.

ন্যায় কলিকাতার নিমতলা ঘাটে আর একটি স্বতন্ত্র কাঠের কারবার প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যবসায় চলিতেছিল, লোকাভাবে কাঠ সরবরাহ করিতে না পারায়, সে কারবারও বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল। ঐ উভয় কারবারে প্রচুর ধনাগমের পথ মুক্ত হইয়াছিল। আক্ষেপের বিষয় অযোগ্য লোকদের অপব্যবহারে কটকের অতবড় বাণিজ্যকেন্দ্র বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল।*

শ্লিপার-কারবার

কালীঘাট নিবাসী বাবু যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় নামক এক ভদ্রলোক ইষ্টইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে কোম্পানীকে শ্লিপার সরবরাহ করিবার বায়না লইয়া রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের সহিত দেবগড়ে সাক্ষাৎ করিয়া কাঠের কারবার আরম্ভ করিবার, এবং তাঁহাকে অংশীদার করিয়া লইবার প্রস্তাব করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দাশ মহাশয় বাম্‌ড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও রাজার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী, আর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশ মহাশয় দ্বিতীয় শিক্ষক ও ষ্টেট কাউন্সেলের সেক্রেটারী। রেবতী বাবু সমস্ত ব্যাপারটা অবগত হইয়া রাজাবাহাদুরকে বলিলেন "আপনি এরূপ অবস্থায় কাজ আরম্ভ করিবেন না। যদি রেলওয়ে শ্লিপার সরবরাহ করার কাজ চালাইতে ইচ্ছা করেন, আমি পত্র লিখিয়া রেল কোম্পানীর নিকট হইতে স্বতন্ত্র কন্‌ট্রাক্ট আনাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া রেবতী বাবু পত্র লিখিলেন, যথাসময়ে পত্রের উত্তর আসিল যে, যজ্ঞেশ্বর বাবুকে যে কাজ দেওয়া হইয়াছে, তাহা যজ্ঞেশ্বর বাবু কর্ত্তৃক বাম্‌ড়ার রাজার নামেই গৃহীত

---

* ঈশ্বর বাবু কর্ত্তৃক স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রাথমিক গুরু বলিয়া সর্ব্বদাই ক্ষমা করিতেন। স্যর বাসুদেবের ও যুবরাজের (বর্ত্তমান রাজা) অসীম করুণার নিদর্শনরূপে ঈশ্বর বাবু আজিও বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বাম্‌ড়াতেই বাস করিতেছেন।

হইয়াছে। তারপর সাক্ষাৎভাবে কোম্পানীর সহিত কার্য্যারম্ভ হইল। প্রথম বৎসর ষাট হাজার স্লিপার দেওয়া ধার্য্য হইয়াছিল। এই সময়ে রেবতী বাবু বামড়া ত্যাগ করায় এই সুবৃহৎ কার্য্যের সুসম্পাদন ভার শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর উপর ন্যস্ত হয়, তিনি অসীম শ্রমসহকারে এই কার্য্য সম্পাদনে রাজাবাহাদুরকে সাহায্য করিয়াছিলেন, ও এখনও বর্ত্তমান রাজাবাহাদুরকে সাহায্য করিতেছেন।

যজ্ঞেশ্বর বাবু সম্বন্ধে রাজার মনে একটা অশান্তিকর চিন্তা ক্লেশ দিতেছিল। রাজা স্যর বাসুদেব নিজের সেই মানসিক ক্লেশটুকু নিবারণের জন্য ব্যস্ত হইলেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু সেই কাজ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে সাতশত টাকা পারিশ্রমিক বা পুরস্কার বলিয়া দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে রেবতী বাবুর উদ্যোগে স্বাধীন ভাবে কারবার আরম্ভ হইল বলিয়া, তাঁহাকে এবং যোগেশ বাবুকে পুরস্কার দেওয়া হয়। ইতিপূর্ব্বে কটকে যে সাল কাঠের কারবার চলিতেছিল, তাহা উচ্চাকারের লাভজনক কারবার হইলেও, উহাকে উচ্চাঙ্গের ব্যবসায় বলা যায় না। বিশেষভাবে কিছু না হওয়ার পক্ষে উত্তম ছিল। এখন হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বামড়ার ত্রিবিধ ঐশ্বর্য্য সম্পদের একতৃতীয়াংশের উপর হস্তক্ষেপ হইল, এবং ইহার দ্বারা ধনাগমের উত্তম পথ আবিষ্কৃত হইল। স্বর্গীয় রাজাবাহাদুর, রেবতীবাবু, কিংবা যোগেশ বাবু কেহই এই অর্থাগমের পন্থা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত ছিলেন না। যজ্ঞেশ্বর বাবুর দ্বারা এই বিষয়ে রাজা ও রাজামাত্যদের চক্ষু ফুটিয়াছিল, তাই স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর, কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ, যজ্ঞেশ্বর বাবুকে পুরস্কৃত করিয়া অন্তরে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন!

ক্রমে ক্রমে রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব বুঝিতে পারিলেন যে, বামড়া রাজ্যের অক্ষয় অরণ্যসম্পদ প্রচুর ধনাগমের জনয়িত্রী হইয়া তাঁহার সম্মুখে বর্ত্তমান—সেই বনসম্পদ সহাস্যে ও সমাদরে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছে, তিনি জানিতে পারিলেন, কেবল

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেল্ওয়ে নহে, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল এষ্টেট্ রেল্ওয়ে ও স্বরাজ্যের প্রান্তস্পর্শী বেঙ্গল নাগপুর রেল্ওয়ের সর্ব্বত্রই এ শ্লিপার সরবরাহ করিতে পারিলে, বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার সংস্থান হইতে পারে; তখন দেখিলেন, দেশী করাতে মজুর দ্বারা বৃক্ষ ছেদন ও শ্লিপার প্রস্তুত করাইয়া বিশেষ কোন লাভজনক ব্যবসায় চলিতে পারে না। বিলাত হইতে করাতের কল (Saw machine) ও এঞ্জিন্ আনাইয়া অল্প সময়ে অল্পব্যয়ে প্রচুর পরিমাণে শ্লিপার প্রস্তুত করাইতে না পারিলে, আশানুরূপ লাভের সম্ভাবনা অল্প। তাই রাজ সংসারে, ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে তাঁহার নিজের যাহা কিছু ছিল ও যাহা কিছু সংগ্রহ করিবার উপায় ছিল, সেই সমস্ত একত্র করিলেন এবং তাহার দ্বারা বিলাত হইতে করাতের কল ও এঞ্জিন্ আনাইয়া কার্য্যারম্ভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ইংলণ্ড হইতে কাঠ চেরাই ও শ্লিপার প্রস্তুত করাইবার কল আনাইয়া পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল। বিলাত হইতে আম্‌দানী করা এঞ্জিন্ ও করাতের কল বসাইয়া, চালাইয়া দিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে সেই বিলাতী সওদাগরের লোকও আসিয়াছিল। প্রথম ব্যক্তি অপারগ হইয়া ফিরিয়া গেল। দ্বিতীয়বার প্রেরিত লোকও পূর্ব্ববৎ ফিরিয়া গেল। শেষে একজন ফ্রেঞ্চম্যান্ মেক্যানিকেল্ ইঞ্জিনিয়ার, তাহাদের কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আসিল এবং কল বসাইয়া ও চালাইয়া দিল! কার্য্যও আরম্ভ হইল। কিন্তু পদে পদে কল বিকল হইয়া কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইতে পাবে, এই ভয়ে রাজার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাই কার্য্যের আরম্ভ হইতে একজন ইংরাজ মেক্যানিক্‌কে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত রাখিয়া কল সবল ও সচল করিয়া লইয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় মিস্ত্রীদিগকে কল চালাইবার, ভাঙ্গিয়া গেলে, মেরামৎ করিবার, অচল কল সচল করিবার নিয়ম পদ্ধতিগুলি শিখাইয়া লইলেন। দেশীয় মিস্ত্রীগণ সে কার্য্যে পটুতা

লাভ করার পরেও পূর্ব্ববৎ, একজন না একজন সাহেব মেক্যানিক্‌কে পূরা বেতনে দীর্ঘকাল বাম্‌ড়ার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।*

দেশীয় মিস্ত্রীগণের শিক্ষা ও পারদর্শিতা সর্ব্ব প্রকার সন্দেহের অবস্থা অতিক্রম করিলে পরও, যখন কেহ ঐ বিদেশী পোষণে অর্থের অপব্যয়ের উল্লেখ করিয়া, দেশীয় মিস্ত্রীদের উপর কার্য্যভার দিয়া, সাহেবকে বিদায় দিতে বলিতেন, তদুত্তরে রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব তখন বলিতেন, "কত লোকের কত রকম খেয়াল থাকে। কত লোক কত প্রকার সমাজ ও ধর্ম্ম বিগর্হিত অন্যায় কাজে কত টাকা নষ্ট করে, আমার ত সে সব কিছুই নাই, আমি সখ করিয়া জানিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া এই লোকটিকে পোষণ করিতেছি! আমার দৃষ্টিতে ইহা অপব্যয় নহে।" রাজকার্য্যের প্রয়োজনে একজন না একজন মেক্যানিক্ সাহেব বহুদিন বাম্‌ড়ার অরণ্যের নানা স্থানে কর্ম্মক্ষেত্রে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব অতিশয় দূরদর্শী রাজা ছিলেন, এই কাঠের কারবারের সূচনাতেই দিব্য দৃষ্টিতে তাঁহার ভাবী অর্থাগমের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই নিজের প্রাপ্ত সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ক্ষয় করিয়া এই কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ে লাভের সূত্রপাত হইলে, সঞ্চিত অর্থ যাহা ব্যয় করিয়াছিলেন, সে সমস্ত পরিপূরণ করিলেন, এবং যাঁহার যাহা লইয়াছিলেন তাহাও পরিশোধ করিলেন। কিন্তু ঐ কারবারকে রাজ্যের অঙ্গীভূত না করিয়া ইহাকে "রাজকুমার প্লিপার ব্যবসায়" বলিয়া অভিহিত করিলেন। এবং ঐ ব্যবসায় চালাইতে রাজ্যের অরণ্য আয় বলিয়া

* "There are large saw-mills in the state and a considerable business is done. This brings much profit to the inhabitants of the state, who are enabled to earn good wages by their labour and by carting the timber to the Railway." Administration Report 1898.

একটা রয়েলটী হিসাবে যথেষ্ট অর্থ সময়ে সময়ে ষ্টেটের ধনভাণ্ডারে অর্পণ করিয়াছেন। সময়ে সময়ে রাজকোষে এইরূপ জমা দেখান হইলেও, গভর্ণমেণ্ট ঐ ব্যবসায়লব্ধ টাকা রাজ্যের সাধারণ সম্পত্তি করিতে, ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু রাজাবাহাদুর কিছুতেই তাহা করিতে সম্মত হন নাই। এই হিসাবে রাজ্যের বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও, উদ্বৃত্ত প্রচুর অর্থ "রাজকুমার শ্লিপার ব্যবসায়" লব্ধ ধনে পরিগণিত হইতে লাগিল।

দেশীয় রাজ্যের বাৎসরিক শাসন বিবরণীতে পোলিটিক্যাল্ এজেণ্ট এবং মধ্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা বামড়ার বাৎসরিক আয়ের পরিমাণকে সর্ব্বদাই প্রকৃত আয়ের অপেক্ষা অল্প বলিয়া ইঙ্গিত করিতেন; এবং "রাজকুমার শ্লিপার ব্যবসায়" রাজার বেনামী কারবার বলিয়া উল্লেখ করিতেন, কিন্তু সামন্ত নরপতিদের রাজ্যের এরূপ আভ্যন্তরিণ ব্যবস্থায় কোনদিন হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কেবল ঐভাবে ইঙ্গিত, করিয়াছেন মাত্র। শ্লিপার ব্যবসায় আরম্ভ হওয়ার পর, বৎসরের পর বৎসর, বামড়ার বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রমে স্যার বাসুদেব সুঢলদেবের স্বর্গারোহণের পূর্ব্ববৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৯০২ খৃষ্টাব্দের শাসনবিবরণীতে বাৎসরিক আয় ১,৭২,৩১০৲ টাকা দেখান হইয়াছে। কিন্তু ঐ বৎসর পর্য্যন্ত "রাজকুমার শ্লিপার ব্যবসায়ে" সরকারী আয় বাদে, কত টাকা লাভ হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। কারণ তাহা রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি মাত্র।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব যখন বামড়া রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন ঐ রাজ্যের বাৎসরিক আয় ছিল, ছয় হাজার টাকা মাত্র! তাহার পর তাঁহার রাজ্যপালন পদ্ধতির উত্তমতর পরিস্ফুটনে বামড়ার ঐশ্বর্য্য সম্পদ যে আশ্চর্য্য উপায়ে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার ক্রমোন্নতির একটু আভাস দেওয়া

যাইতেছে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে রাজাবাহাদুর ব্রজসুন্দর দেবের লোকান্তর গমনে, বাসুদেব সুঢলদেব যখন পিতৃপরিচালনায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন রাজ্যের বাৎসরিক আয় ছিল ছয় হাজার টাকা। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালন ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করার ফলে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক আয় হইয়াছিল আঠার হাজার টাকা। তাঁহার শাসন পদ্ধতির ক্রমোন্নতির ফলে, দিন দিন রাজ্যের আয় বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহার আঠার বৎসর পরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য প্রদেশের সামন্ত রাজগণের বাৎসরিক সরকারী রিপোর্টে বামড়ার বাৎসরিক আয় ৫২,০০০৲ হাজার টাকা দেখান হইয়াছে। ইহা হইতে পরিষ্কারভাবে জানা যাইতেছে যে, ঐ আঠার বৎসরে ক্রমে ক্রমে চৌত্রিশ হাজার টাকা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার পর ক্রমোন্নতির ফলে, ধীরে ধীরে ১৮৯৩ সালে ৬১,৭৬৯৲ পরবর্ত্তী ১৮৯৪ সালে ৬৬,৫৮৮৲। এই বৎসর পর্য্যন্ত রাজসরকারের আর্থিক উন্নতি এতদূর সাধিত হইলেও, ব্যয়ের পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়াছিল—উত্তমতর পদ্ধতি অনুযায়ী রাজ কার্য্য পরিচালন জন্য, * প্রজামণ্ডলীর সুশিক্ষা বিধানার্থে, নানা স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ও রাজধানীতে উচ্চ শ্রেণীর উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ের ব্যয়বহন জন্য, † পুলিস বিভাগ গঠন

* "It is surprising to see the amount of good and permanent work which, with his limited means, he has already been able to do for the improvement of his state." Administration Report 1893.

† The Raja of Bamra, in this as in all branches of administration prefers his own independent method of working and in view of the generally excellent result which he produces, there is certainly no occassion to subject those methods to any disparaging criticism" "The head quarter Schools at Deogarh, which provide a higher education both in the vernacular and English, and are presided over by highly qualified masters, have long since

করিয়া তুলার জন্য, নানা স্থানের কৃষিক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত লোক নিয়োগের জন্য, উত্তমতর প্রণালী অনুযায়ী কৃষিকর্ম্ম পরিচালন জন্য, সর্ব্বোপরি বৎসরের পর বৎসর একটা গণ্ডগ্রাম সদৃশ পল্লীবাসস্থানকে সর্ব্ববিধ শোভাসম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের আলয় করিয়া তুলিবার জন্য,* বৎসরের শেষে সর্ব্বদাই রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িত। ইহার উপর রাজকুমার ও রাজ কুমারীগণের বিবাহ ব্যাপারেও প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত। ইহার উপর রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের শতবিধ সদনুষ্ঠানে ও বিপন্নের রক্ষায় প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত। তাই অর্থব্যয়ে কল্পতরু সদৃশ রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের রাজকোষ শূন্য থাকিবার ব্যবস্থা বিধাতা করেন নাই। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যত্র আয় তত্র ব্যয়ে চলিয়াছিল। তিনি একটা বিষয়ে সর্ব্বদাই খুব সাবধান ছিলেন, দীর্ঘকালের রাজকীয় বাৎসরিক বিবরণে কখনও ঋণের উল্লেখ দেখা যায় না। চিরদিন আয়ের অনুপাতে ব্যয় করিয়া আসিতেছিলেন, তাই সরকারী রিপোর্টে তাঁহাকে বৎসরের পর বৎসর, "Capable financier" উচ্চদরের অর্থনীতিবিদ্ বলিয়া মধ্য প্রদেশের শাসন কর্ত্তারা সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বামড়া রাজ্যের আয়ের পরিমাণ অসঙ্গত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। সেই আয় ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ১,৫২,৪৭৩৲ ও পর বৎসর অর্থাৎ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ১,৭২,৩১০৲ টাকায় পরিণত

established a reputation which appears to have been fully sustained in the year under report." 1895 "Bamra has maintained its reputation for a sound system of rural education, and its Rajcoomar school is the best in the states" Report 1898.

* "If I add that the street and surroundings of the Town are kept strictly clean, it will be realised, how much the Raja has done to improve his Capital." Report 1892.

হয়। সামন্তরাজগণের সহিত ইংরাজ রাজার সন্ধিসূত্রে নির্দ্দিষ্টকাল পরে পরে আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজকরও (Tribute) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রাচীন ১৫০০৲ টাকা এক্ষণে ৭৫০০৲ টাকায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

বামড়া রাজ্যের নানা স্থানের বহুবিস্তৃত সালবনের বৃক্ষ ছেদন, শ্লিপার প্রস্তুত ও বিক্রয়ে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আট নয় বৎসরে সর্ব্ববিধ ব্যয় বাদ কি পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, ও তাহার পর বর্ত্তমান রাজাবাহাদুরের সময়ে অর্থাৎ ১৯০৪ হইতে ১৯১৫ পর্য্যন্ত ঐ কারবারে কি পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, সরকারি হিসাব পত্রে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই। সুতরাং তাহা জানিবারও উপায় নাই। তবে সে অর্থ অল্প নহে, এবং সেই সঞ্চিত অর্থের আংশিক ব্যয়ে স্যর বাসুদেব তাঁহার অপর আট পুত্রের স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদটুকু আমরা অবগত আছি। "রাজকুমার শ্লিপার ব্যবসায়" নামে কারবার চালাইবার তাঁহার যে উদ্দেশ্য ছিল, লোকান্তর গমন কালে, সে অভিপ্রায় তিনি সুসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বামড়ার নানা স্থানে এখনও অরণ্য সুরক্ষিত। অরণ্য সকল রক্ষার জন্য, বহুব্যয়ে বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। অনেক স্থানের অরণ্যসম্পদ অর্থাৎ প্রাচীন বৃক্ষ সকল বাণিজ্যসূত্রে লোপ পাইয়াছে, এবং সে সকল স্থানে পুনরায় কার্য্যোপযোগী সাল বৃক্ষ সকল প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হইবে।* এক্ষণে বামড়ায় যে শ্লিপারের কারবার

* In Bamra the operations have now been transferred to more distant forests but they still yield a substancial profit ; they are under the personal supervision of the Raja who has shown himself a sound man of business" "The forests are the most valuable property possessed by the state and I saw no signs that they were being overworked in a way detrimental to their conservation" Administration Report 1899.

চলিতেছে, তাহাতে আর এঞ্জিন ও কলের করাতের প্রয়োজন হয় না। কারণ একস্থানে একত্র আর বহু বহু প্রাচীন বৃক্ষ পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায়, সে গুলির কাজে দেশীয় শ্রমজীবীর নিয়োগই সর্ব্বত্র লাভজনক। তাই এঞ্জিন ও করাতের কল বলং কৃষিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কাজ চালান হইতেছে। এখানে কলে যে সকল কাঠ চেরাই হইতেছে, সে গুলি বামড়া রাজধানীর কার্য্যে কড়ি, জানালা, দরজা প্রভৃতি নানা প্রয়োজনেই লাগিয়া থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়

উড়িষ্যার সহিত ঘনিষ্টতর যোগ

রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব অনন্যসাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও দার্শনিক বলিয়া দেশে বিদেশে পরিচিত ও পরিগণিত হইয়াছিলেন। কাশী, কাঞ্চী, কনোজ, কলিকাতা, নাসিক, নবদ্বীপ, নেপাল ও পুরী প্রভৃতি নানা স্থানের পণ্ডিত মণ্ডলী নানা সময়ে বামড়ার রাজদরবারে বিবিধ অনুষ্ঠানক্ষেত্রে সম্মানিত ও বিদায় প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজার বিদ্যাগৌরবের পরিচয় পাইয়া আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছেন। সুতরাং দেশে ও বিদেশে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলে তাঁহার প্রচুর প্রতিষ্ঠা পূর্ব্ব হইতেই ছিল।

উড়িষ্যার শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিগণ ও জনসাধারণ তাঁহাকে "অখোঁজ বামড়ার" রাজা বলিয়াই জানিতেন। পরে কালক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যার লোক বামড়ায় যাতায়াত আরম্ভ করায়, তাঁহার রাজ্য-পালন পদ্ধতির উৎকৃষ্টতা বিষয়ে, কিছু কিছু সংবাদ উড়িষ্যার নানা স্থানে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করে। সমগ্র উড়িষ্যার জনমণ্ডলীর নিকট তাঁহার আর একটা অতি উচ্চ সম্মান লাভের কারণ এই ছিল যে, তিনি উড়িষ্যার ঐতিহাসিক অশেষবিধ গুণগৌরবসম্পন্ন প্রাচীন গঙ্গাবংশীয় রাজা। এই গঙ্গাবংশীয় বিদ্যাগৌরবমণ্ডিত রাজা স্যর বাসুদেবের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তদানিন্তন উড়িষ্যার শিক্ষা বিভাগের ইন্‌স্‌-পেক্টর রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর বামড়া গমন করেন। রাধানাথ বাবু ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয়বিধ ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজা বাহাদুরের সঙ্গে তাঁহার অকৃত্রিম আত্মীয়তার সূত্রপাত, ও ক্রমে সে আত্মীয়তা ঘনীভূত হইয়াছিল।

ইহার পর সাহিত্যিক কলহ সূত্রে এবং কটকে ব্যবসায় বাণিজ্যের সূত্রপাত নিবন্ধন উড়িষ্যার সর্ব্বত্র তাঁহার যশ প্রসারিত হইয়া পড়িতেছিল। এমন সময়ে উড়িষ্যার সুসন্তান অধুনা লোকান্তরিত চতুর্ভুজ পট্টনায়ক বিদ্যাশিক্ষা সমাপন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধী পাইয়া কিছুদিন শিক্ষা বিভাগের ডেপুটী ইন্‌স্‌পেক্টরের কার্য্য করিতে করিতে পদোন্নতিসহ সরকারের ওড়িয়া অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হন এবং বিশেষ যোগ্যতার সহিত সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকেন। এমন সময়ে, অবসর ক্রমে, তিনি বামড়া রাজের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া বামড়ায় গমন করেন। সেখানে কয়েকদিন অবস্থিতির পর, রাজা বাহাদুরের সহিত পরামর্শ করিয়া সমগ্র উড়িষ্যার কল্যাণ সাধন প্রত্যাশায়, দুইখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারের পরামর্শ স্থির হইল। একখানি সমাজ সংস্কার বিষয়ক অপর খানি ধর্ম্ম সংস্কার বিষয়ক। দুইখানি মাসিকের নামকরণ হইল "সংস্কারক" ও "সেবক"।

এই উভয় পত্রিকা প্রচার জন্য মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় ও পত্রিকা পরিচালন জন্য ১৫০০৲ টাকা অর্থ সাহায্য লইয়া চতুর্ভুজ বাবু কটকে ফিরিয়া আসেন। এই অর্থেই সুঢলপ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংস্কারক ও সেবক মাসিক দ্বয় যথারীতি প্রকাশিত হইতে লাগিল। দুই সংবাদ পত্রই রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেবের নিকট ও তদীয় সহচর বৃন্দের নিকট সাহিত্যিক সাহায্য পাইত। চতুর্ভুজ বাবু বহু পরিশ্রম সহকারে কিছুকাল ইহার কার্য্য পরিচালন করিয়া, রাজকীয় কর্ত্তব্যের পীড়নে একবারে অবসরশূন্য হইয়া পড়িলেন, পত্র পরিচালন কার্য্যের ভার ক্রমে অন্যদীয় হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। মাসিক দুইখানি কিছুকাল স্বকার্য্য সাধন করিয়া ক্রমে উত্তম পরিচর্য্যার অভাবে অবসন্ন হইয়া পড়িল। ক্রমে কাগজ বন্ধ হইল। তাহার পর সুঢলপ্রেসের কার্য্য পরিচালন চেষ্টা করিয়াও বিশেষ সুবিধা না হওয়াতে, একাংশ বাবু সীতানাথ রায়কে

দান করিয়া, অপরাংশ বামড়ায় লইয়া পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত জগন্নাথবল্লভ প্রেসের সঙ্গে মিলিত করিয়া দেওয়া হয়।

এই দীর্ঘকালের মধ্যে বামড়ারাজ স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া কটকের বহু বহু পদস্থ ব্যক্তি বহু বহুবার বামড়ায় পদার্পণ করিয়াছেন ও রাজ আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার আচার ব্যবহার, তাঁহার বিদ্যানুরাগ, তাঁহার লোকহিতৈষণা, তাঁহার রাজ্যপালন, তাঁহার আত্মীয়তার আদান প্রদানে মুগ্ধ হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগত হইয়াছেন। রাধানাথ বাবু ও চতুর্ভুজ বাবুর নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সময় মধ্যে রায় বাহাদুর মধুসূদন রাও, ৺নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর, শ্রীযুক্ত রাজমোহন বসু ইত্যাদি বহু বহু ওড়িয়া ও বাঙ্গালী বামড়ায় আতিথ্যের আস্বাদন লাভ করিয়া আনন্দিত ও আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।

রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব প্রথম যৌবনে, একবার দেশ পর্য্যটনে বাহির হইয়া মহানদীর পথে কটকে গিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি কটকে কাহারও সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করেন নাই। কয়েক দিন কটকে বাস করিয়া, অপরিচিত লোকের ন্যায় নিজ কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, কতকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান ও সে স্থান সকলের কার্য্য কলাপ পরিদর্শন করিয়া, ক্যানাল্ পথে চাঁদ-বালি হইয়া কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিলেন। এবার ১৯০০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহার কটক ও পুরী যাত্রার অনুষ্ঠান। এবার উড়িষ্যার সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ও অন্য বিবিধ বিষয়ক কার্য্য-কলাপের পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণই তাঁহার ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

রাজা বাহাদুর যে সময়ে কটক যাত্রা করেন, ঠিক সেই সময়েই বালেশ্বরের নিকটে এক দুর্ঘটনা নিবন্ধন রেল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ও অনেক যাত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সঙ্গে ছিলেন যুবরাজ, মধ্যমা কন্যা শ্রীমতীদেবী, হিতৈষিণী সম্পাদক নীলমণি বিদ্যারত্ন, পুলিশ

আফিসর বাবু রামচন্দ্র পাল, পাচক ও অনুচরবর্গ। রাজা বাহাদুর পথে এই সংবাদ অবগত হইয়া, পণ্ডিত নীলমণি বিদ্যারত্নকে অগ্রে প্রেরণ করিয়া পথের ক্লেশ নিবারণের আয়োজন করিতে বলেন। তদনুসারে নীলমণি বিদ্যারত্ন বালেশ্বরে আসিয়া দলবলসহ রাজা বাহাদুরের অবস্থিতির ব্যবস্থা করেন, স্থানীয় জমিদার বাবু রাজ নারায়ণ দাস ও বাবু রাধাচরণ দাস মহাশয়দের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁহাদেরই সহায়তায় গাড়ী পাল্‌কী প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব বালেশ্বরে আসিয়া দুইদিন বিশ্রাম করেন। এখানে ব্রাহ্ম সমাজের অসম্পূর্ণ উপাসনা মন্দিরের জন্য ২৫০৲ টাকা সাহায্য দান করিয়াছিলেন। এই অর্থেই বালেশ্বর ব্রহ্মমন্দিরের আরব্ধ ও অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। শেষে গাড়ী ও পাল্‌কীর সাহায্যে রেলের ভগ্নস্থানের পর পারে উত্তীর্ণ হইয়া রেলগাড়ীতে আরোহণপূর্ব্বক কটকে আসিয়া নিরাপদে পৌঁছিয়াছিলেন।

কটক নগরীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার আগমন সংবাদ কটকে প্রচারিত হইয়াছিল, তাই তাঁহার আগমনে কটকের সজ্জনমণ্ডলী তাঁহার সাদর অভ্যর্থনার জন্য কটক ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। রাধানাথ বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত শশীভূষণ রায়ের যত্ন ও আয়োজনে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব কটকে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে নীত হইয়াছিলেন। বহু বহু বোমের শব্দে কটকে তাঁহার শুভাগমন সংবাদ ঘোষিত হইয়াছিল। রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর সে সময়ে বর্দ্ধমান বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টর, তাই রাজা বাহাদুরের কটক প্রবাস কালের আনন্দোৎসবে যোগ দিতে পারেন নাই। দূরে থাকিয়াও নিজপুত্র শ্রীযুক্তশশিভূষণ রায় প্রমুখ বাটীর প্রধানবর্গকে তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া নিজালয়ে স্বতন্ত্র ভাবে সংবর্দ্ধনা করার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে রায় বাহাদুর রাধানাথ রায়ের গৃহেই রাজা স্তর বাসুদেবের প্রথম

অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল। এই সভায় শশিবাবুর নিমন্ত্রণে বহু ব্যক্তির সমাগমে সভার সৌষ্ঠব ও গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

তৎপর কটকের সম্ভ্রান্ত জনগণের আয়োজনে কটক প্রিণ্টিং মুদ্রাযন্ত্রের বহু বিস্তৃত ভবনে আর এক সংবর্দ্ধনার আয়োজন হইয়াছিল। এখানেও কটকের বহু বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগমে ও বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীদের আদর আপ্যায়নে সভার সম্ভ্রম ও শোভা প্রচুর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই দুই স্থানে আহুত দুই সভায় কটকবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের প্রদর্শিত সমাদর রাজা বাহাদুরের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও, কটকবাসী ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাই তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া, কনিকা রাজের নিমন্ত্রণে, তাঁহার কটকস্থ রাজকীয় উদ্যান ভবনে, রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের আদর আপ্যায়ন জন্য এক সান্ধ্যসম্মিলনের আয়োজন করেন। এই সভায় প্রায় দুই সহস্র ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, এবং সকলেই সাগ্রহে সে সুহৃদ্-সম্মিলনে যোগ দিয়াছিলেন। পর পর এই তিনটি সভায় কটকের ও অন্যান্য বিদেশীয় সমগ্র সজ্জন, গণের সহিত রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের পরিচয় ও আত্মীয়তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কনিকার রাজ নবরে * যে সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেরূপ অনুষ্ঠান তৎপূর্ব্বে যে কেবল কটকে হয় নাই, তাহা নহে, তদপেক্ষা বৃহত্তর স্থানেও অতি অল্পই হইয়া থাকে।

এই অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য কলিকাতা হইতে সারকাস্ লওয়া হইয়াছিল। তাহাদের নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক, উপস্থিত জনগরের প্রচুর আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিল। বালকেরা বালিকার

---

* বিস্তৃত উদ্যান ও পুষ্করিণী পরিশোভিত সুবৃহৎ অট্টালিকাকে ওড়িয়া ভাষায় 'নবর' বলিয়া থাকে।

বেশে উড়িয়া নৃত্যগীত দ্বারা সভাস্থ সকলের প্রীতিবৃদ্ধি করিয়াছিল। অপরবিধ মজলিসী গীত বাদ্যের অনুষ্ঠানও হইয়াছিল। বহু অর্থব্যয়ে সমগ্র উদ্যান ও ভবন আলোকমালায় সজ্জিত করা হইয়াছিল। নানাবিধ অগ্নিক্রীড়ার (Fire-works) অনুষ্ঠানও হইয়াছিল। এই সান্ধ্যসম্মিলনের প্রারম্ভে প্রত্যেককে গোলাপ জল সিক্ত ও আতর বিতরণ করা হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে কনিকা রাজের সমাদরপূর্ণ উত্তমতর জলযোগের অনুষ্ঠানও সমাগত জনবৃন্দের রসনায় রস সঞ্চার করিতে কৃপণতা করে নাই। এই অনুষ্ঠান যেমন সমারোহপূর্ণ হইয়াছিল, এই অনুষ্ঠানের সুসম্পাদনে তেমনি প্রচুর অর্থ ব্যয়ও হইয়াছিল।

রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব কয়েক দিন পরমানন্দে কটকে যাপন করিলেন। কটকে অবস্থান কালে বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত ও কমিশনর প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সকলের আলয়ে গমন করিয়াছিলেন। বহু বহু শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি, নানাস্থানের জমিদারগণ, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে, তাঁহার প্রবাস আলয়ে উপস্থিত হইয়াছেন এবং পরিচয়ে প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহারা সুখী হইয়াছেন। উড়িষ্যার রাজন্যবর্গের মধ্যে যাঁহারা সে সময়ে কটকে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও রাজা বাহাদুরের সহিত পরিচয়ের সুখ সম্ভোগ লোভ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজসম্মান বিদ্যাগৌরব মণ্ডিত হওয়ায় তাঁহাকে এক আশ্চর্য্য ব্যক্তি বলিয়া সকলে অনুভব করিয়াছিলেন। অনেকে বিরূপ ভাবাপন্ন হৃদয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া পরিশেষে পরমাত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার পাইয়া সানন্দে পূর্ব্বপোষিত নিজ নিজ ধারণার পরিবর্ত্তন স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেবকে সমাদর প্রদর্শনে প্রতিযোগিতা দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। কটকের সে সময়ের সুধীসমাজের ধারণা যে, সেরূপ একটা বিরাট সমাদর প্রদর্শন তৎপূর্ব্বে আর কখন কটক নগরীতে পরিদৃষ্ট হয় নাই।

কটক অবস্থানকালে রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব কটকের র‍্যাভেন্স কলেজ ও কলেজের বিজ্ঞানাগার পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন; কটক নর্ম্মান্‌স্কুল, টাউন্‌ স্কুল, ভিক্‌টোরিয়া স্কুল পরিদর্শন করিয়াছিলেন; টাউনস্কুলের পোষণ জন্য চারিবৎসরকাল বাৎসরিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন; যে যে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন, সেই সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন জন্য কোথাও ২০০৲ কোথাও ১০০৲ কোথাও ৫০৲ টাকা তাহাদের জলযোগের জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন নানা ব্যক্তির নানাবিধ অভাবের সংবাদ অবগত হইয়া সাহায্য দান করিয়াছিলেন; অনেক পরিচিত ব্যক্তির পুত্রকন্যাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে সন্তুষ্ট হইয়া পারিতোষিকের আকারেও অর্থ দান করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহার অকপট ব্যবহার দর্শনে, মুগ্ধ মনে, শত শত সাধুবাদ করিয়াছিল।

রাজা বাহাদুর, প্রথম বয়সে, প্রথমবার কলিকাতা যাইবার সময়ে, কটকে অপরিচিতভাবে যে সকল স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন, সে সকল স্থান এবং অন্যান্য বহু বহু দ্রষ্টব্য স্থান ভ্রমণ করিয়া, বিবিধ বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, পুরী যাত্রা করিয়াছিলেন। কটক ষ্টেশনে অবতরণ কালে, যতগুলি লোক তাঁহাকে সমাদরে কটকে লইবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, কটক ত্যাগের সময়ে তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক লোক তাঁহাকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন। সেই জনমণ্ডলীর কেহ কেহ তৎসমভিব্যাহারে ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন।

ভুবনেশ্বরে একদিন যাপন পূর্ব্বক স্থানীয় গঙ্গাবংশীয় কীর্ত্তি সকল পরিদর্শন করেন। পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুরীধামে উপস্থিত হন। এখানে আসিয়া মাহাপ্রভুর মন্দির ও দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অন্যান্য দেবালয় ও দ্রষ্টব্য স্থান ভ্রমণ ও দর্শনান্তে, পুরীতে

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের এক বিরাট সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। ঐ সভায় বহুবিধ শাস্ত্রীয় তত্ত্বের আলোচনা ও মীমাংসা হইয়াছিল। পণ্ডিতমণ্ডলী রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের শাস্ত্রজ্ঞান দর্শনে, কাব্য, অলঙ্কার ও দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দর্শনে, মুগ্ধমনে তাঁহার অসংখ্য সাধুবাদ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যজাত পদমর্য্যাদার অনুরূপ বিদায় দানে রাজাবাহাদুর সকলকেই পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন।

পুরীর রাজা আজ পর্য্যন্ত গঙ্গাবংশের ক্ষীণালোক বিকীর্ণ করিয়া মহাপ্রভুর দ্বারদেশে রাজত্ব করিতেছেন। বামড়ারাজ স্যর বাসুদেব পুরীধামে আসিয়াছেন অবগত হইয়া, অপুত্রক পুরীরাজ শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব, তাঁহার নিকট প্রধান কর্ম্মচারী প্রেরণ পূর্ব্বক, বামড়ারাজের এক পুত্রকে দত্তক লইবার অভিপ্রায় জানাইলেন। রাজা স্যর বাসুদেব সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক বলিয়া পাঠাইলেন যে, পুরী রাজের সওয়ালক্ষ মুদ্রা ঋণ, বিনাসুদে পরিশোধকরত দত্তকের নাবালক অবস্থা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, সমগ্র সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি সাধন ভার বামড়া-রাজের উপর ন্যস্ত করিলে, তিনি এক পুত্র দানে সম্মত আছেন। প্রস্তাব এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, কেবল গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া মঞ্জুর করাইয়া লইতে বাকি ছিল। কিন্তু কতকগুলি স্বার্থপর লোকের প্ররোচনায় পুরীরাজ পরিশেষে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। প্রস্তাব ঐ খানেই রহিয়া গেল।

স্যর বাসুদেবের স্বর্গারোহণের পর, পুরীরাজকর্ত্তৃক বামড়ার বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব সমীপে পুনরায় দত্তক গ্রহণের প্রস্তাব প্রেরিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বামড়ারাজ, পণ্ডিত চিন্তামণি মিশ্র তর্কবাচস্পতিকে প্রেরণ পূর্ব্বক, সেই পুরাতন পিতৃ-প্রস্তাবের সর্ত্ত সকল উল্লেখ করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এ প্রস্তাবও পরিগৃহীত হইতে পারে নাই।

পুরী অবস্থান কালে, রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেবের অভিপ্রায় মত এক সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই সভার তত্বাবধানে সংস্কৃতসাহিত্য, কাব্য, নাটক ও ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ক নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ সকল পাঠান্তে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে মুদ্রিত প্রশংসাপত্র-সহ কর্ণাভরণ স্বর্ণকুণ্ডল পারিতোষিক দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুরের জীবিত কালের মধ্যে, কয়েকবার ঐরূপ পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রশংসাপত্র সহ স্বর্ণকুণ্ডল পুরস্কার দানের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব, যুবরাজ ও অন্যান্য সহচরবৃন্দে পরিবৃত হইয়া সুস্থ শরীরে ও নির্ব্বিঘ্নে রাজধানী দেবগড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাজধর্ম্ম ও প্রজাধর্ম্ম পালন

রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু রাজা হইলেও, দেবগড়ে তাঁহার রাজভবনে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন! ঐ দেবতার নিত্য পূজা হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের তিন দিন বিশেষভাবে ঐ দেবীমূর্ত্তির পূজা, ও তথায় চণ্ডীপাঠ ও বলিদান হইয়া থাকে। স্যর বাসুদেবের রাজ্যভার গ্রহণের পূর্ব্বে অসংখ্য ছাগবলি ও অনেকানেক মহিষ বলি হইত। তিনি এই জীবকুল ধ্বংস আদৌ পছন্দ করিতেন না। রাজ্যভার গ্রহণের পর হইতে ধীরে ধীরে এই বলির সংখ্যা হ্রাস করিতে আরম্ভ করেন। এই বলি এককালিন্ উঠাইয়া দেওয়াই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু সেরূপ অনুষ্ঠান, অশিক্ষিত ও অনুন্নত প্রজামণ্ডলীর দৃষ্টিতে একটা বিপ্লবসঙ্কুল পরিবর্ত্তন বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, তাহারা মনে করিতে পারে, যে, রাজা দেশের সমাজধর্ম্মের লোপ করিবার আয়োজন করিতেছেন। তাই তাঁহাকে সাবধানে ও সন্তর্পণে বলির সংখ্যা হ্রাস করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে মহিষ বলি একেবারে রহিত হইয়া গিয়াছে। ছাগ বলিও একটা সঙ্গত সংখ্যায় আনিতে পারিয়াছিলেন। রাজধর্ম্ম পালন বিষয়ে রাজাবাহাদুর প্রজামণ্ডলীর নানাবিধ ধর্ম্মমতের প্রতি সস্নেহ উদার ভাবাপন্ন ছিলেন। কেবল যে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু প্রজাগণের নানাবিধ গ্রাম্য দেবতার সমাদর রক্ষায় সহায়তা করিতেন, তাহা নহে, কুচিণ্ডা উপবিভাগে মুসলমান প্রজাগণের জন্য রাজব্যয়ে মস্জিদ্ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন।

রাজপরিজনগণের ও প্রজাসাধারণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ধর্ম্মভাবের পরিপোষণ জন্য, রাজ্যের নানাস্থানে অনেকগুলি দেবতা

প্রতিষ্ঠিত আছেন। সে সকল দেবদেবীর নিত্য পূজার ব্যবস্থাও আছে। এই সকলের মধ্যে পুরাতন গড়ের ৺কালীবাড়ী ও ৺জগন্নাথ দেবের মন্দির সর্ব্বপ্রধান।

ধর্ম্ম সংস্পৃষ্ট জাতীয় পার্ব্বণ সকলের মধ্যে প্রধান গুলির উল্লেখ করা যাইতেছে। বৈশাখের শুক্লা চতুর্দ্দশীর দিন ৺জগন্নাথ দেবের চন্দন যাত্রার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমার দিন মহাসমারোহে স্নানযাত্রার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ঐ উভয়বিধ অনুষ্ঠানকালে লোক সমাগমও নিতান্ত অল্প হয় না; তাহার পর আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়াতে রথ যাত্রার অনুষ্ঠানে রাজ্যের নানা স্থানের লোক মণ্ডলী পুরাতন গড়ের রথের বাজারে মিলিত হইয়া থাকে। এই অনুষ্ঠানটি বহু ব্যয়ে, বহু সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। নানা বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হস্তি, হয় প্রভৃতির শোভাযাত্রা বাহির হইয়া থাকে। মন্দির হইতে জগন্নাথদেবকে রথে উঠাইবার সময়ে ও তৎপরে, হস্তিরা চামর ধারণ করিয়া দেবতাদের ব্যজন করিয়া থাকে। লোক সমারোহ দেখিলে বোধ হইবে যেন, রাজ্যের লোক গৃহ শূন্য করিয়া রথ দেখিতে আসিয়াছে। সে নানা শ্রেণীর ও নানা বর্ণের স্ত্রী পুরুষের জনতা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। ফাল্গুন পূর্ণিমাতে দোলেব আসরে আবীর খেলায় সমস্ত রাজ ভবন, রাজ পরিজন, প্রজামণ্ডলী ও রাজ্যের পথ ঘাট লালে লাল হইয়া যায়। একদিকে বাসন্তী প্রকৃতিদেবীর মধুর সুন্দর নবভাবে আবির্ভাব, অন্যদিকে বামড়ার নাগরিকগণের উৎসবের উন্মাদনা। একদিকে শান্তরসাস্পদ নবীন আরণ্য শোভা ও সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ নীরবতা, অন্যদিকে কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিল কূজন ও শতবিধ পক্ষীকলরবমুখরিত কানন-কাকলি। ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে থাকে। এ সময়ে এই আরণ্য জনপদ সকল আনন্দের লীলা ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া থাকে। এই সময়ে এখানে সকলই সুন্দর সকলই মনোহর। চারিদিকে নেত্রপাত করিলে, বোধ হইবে

যেন, সমগ্র প্রকৃতি জীবন্ত ও জাগ্রত হইয়া জড় ও জীবে পরস্পর আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ হইয়াছে। তাই দোলের আবীর বামড়ায় বড়ই প্রীতিকর।

বামড়া রাজ্যের ধর্ম্মানুষ্ঠান ক্ষেত্রে রুক্মিণীর বিবাহ একটি বিশিষ্ট পর্ব্বানুষ্ঠান। চৈত্রমাসের শুক্লা অষ্টমীর দিন রুক্মিণীদেবীর বিবাহা-নুষ্ঠান পর্ব্ব সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্নানযাত্রা ও রথে যে পরিমাণ লোক সমাগম হইয়া থাকে, রুক্মিণীর বিবাহে তাহা অপেক্ষা জন সমাগম নিতান্ত অল্প হয় না।

তাহার পর চৈত্রের শুক্লপক্ষের বাসন্তী-পূজার সময়ে, নবমীর দিন রামের জন্মোৎসবও মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। রাজা বাহাদুরের স্বর্গারোহণের পর, বর্ত্তমান রাজা বাহাদুরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় অনুসারে একটি নূতন পর্ব্বানুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে। সেটির নাম "হরিহর ভেট" ফাল্গুনের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে এ ব্যাপারটিও বিশেষ সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। এই অনুষ্ঠানে বর্ত্তমান রাজা বাহাদুরের বিশেষ আগ্রহ থাকায়, ইহাও ক্রমে রাজ্যের একটি প্রধান উৎসবে পরিণত হইতেছে।

হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবনের সংস্কার গুলির মধ্যে উপনঃন ও বিবাহ ব্যাপার বামড়ার রাজ সংসারে বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। কুমারগণের উপনয়ন সংস্কার কালে, দেশ দেশান্তরের পণ্ডিত গণের নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য রাজ্যের রাজন্যবর্গের নিকট নিমন্ত্রণ প্রেরিত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি হইয়া গুরু পুরোহিতগণ নানাবিধ উপঢৌকনসহ রাজধানীতে উপস্থিত হন। বহু স্থানের পণ্ডিতগণের সমাগম ও শাস্ত্রালাপ জন্য সভার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। তাঁহাদিগকে উপযুক্তরূপ বিদায় দানে বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়া থাকে। বিভিন্ন রাজ্য হইতে নিমন্ত্রণ রক্ষায় সমাগত প্রতিনিধি গুরু পুরোহিত গণকেও রাজযোগ্য লৌকিকতা ও বিদায় দানে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। বামড়া ও তত্তুল্য পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সকলে, কুমারগণের উপনয়ন সংস্কার একটি বিরাট ব্যাপার।

রাজকুমারীগণের বিবাহানুষ্ঠানে, বাম্ড়ার উপনয়ন অনুষ্ঠানের অনুরূপ সর্ব্বত্র পণ্ডিত মণ্ডলে নিমন্ত্রণ প্রেরিত হইয়া থাকে। পার্শ্ববর্ত্তী রাজ দরবার সকলে নিমন্ত্রণ পাঠাইবার সময়ে যে সকল বহু মূল্য দ্রব্য প্রেরিত হইয়া থাকে, সে সকল ব্যয়ের তালিকাই এক অদ্ভুত ব্যাপার। তাহার পর অধ্যাপকাদি ব্রাহ্মণগণের বিদায়ে ও রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিগণের বিদায়ে, বহু সহস্র মুদ্রা রাজকোষ শূন্য করিয়া চলিয়া যায়। রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের সময়ে বাম্ড়ার রাজধানী দেবগড়ে কুমারগণের উপনয়ন ও রাজকুমারীদের বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে বিদেশীয় নিমন্ত্রিত জনগণের সঙ্গে অনিমন্ত্রিতের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প হয় না। দেবগড়ে এইরূপ সুবৃহৎ জনমণ্ডলীকে স্থান দান ও অতিথি সৎকারে যে ব্যয় হইয়া থাকে, তাহা আমাদের দেশের অনেকানেক অত্যন্ত সচ্ছল ধনী সন্তানের পক্ষেও কল্পনা করা ধৃষ্টতা। সে "দিয়তাম্ ভুজ্যতাম" আধুনিক বঙ্গে একপ্রকার লোপ পাইয়াছে। সে লৌকিকতা আর এদেশে নাই। সে ব্যাপার এখন স্বপ্নে ও রূপকথায় পরিণত হইয়াছে।

স্যর বাসুদেব সুঢলদেব এই দ্বিবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে যেরূপ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার স্থর বজায় রাখিতে বর্ত্তমান রাজাবাহাদুরও প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। স্বর্গীয় রাজাবাহাদুর তাঁহার কন্যাগণের উদ্বাহ অনুষ্ঠানে উপরে বর্ণিত সমারোহ সম্পন্ন করিতে, যে রাশি রাশি অর্থ অকুণ্ঠিত চিত্তে ব্যয় করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার ব্যয়ের মাত্রার শেষ সীমা ছিল না। কন্যা দানের সঙ্গে সঙ্গে যে বরাভরণ দিতেন, শ্বশুরালয়ে রাজকন্যার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, যে সকল বহুমূল্য উপঢৌকন দিতেন, সে সকলের মধ্যে মণি মুক্তা হীরা ও স্বর্ণের পরিমাণ প্রচুর থাকিবেই, সেই সকলের উপর বহুবিধ প্রকারের রাশি রাশি আহার্য্য ও জামাতার ব্যবহারের জন্য, উত্তম উত্তম অশ্ব ও হস্তি ইত্যাদিও বরকন্যার সঙ্গে প্রেরিত হইত। পাঠক! এখন ব্যাপারের গুরুত্ব ও

অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ কল্পনা করিয়া লইলেই, এ দরিদ্র লেখক অব্যাহতি পায়। বর্ত্তমানে নবীনা রাজকুমারীর উদ্বাহানুষ্ঠানও এক বিরাট ব্যাপার।

রাজপরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির ও প্রজাসাধারণের নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্ম, পার্ব্বণ ও সামাজিক অনুষ্ঠানে আনন্দের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ প্রবাহিত রাখিতে, রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের নিষ্ঠাসহ কর্ত্তব্য পালন, কিরূপ গুরুতর ব্যাপার ছিল, তাহার বর্ণনা অপেক্ষা অনুমান কথঞ্চিৎ সহজসাধ্য। তিনি ভারতের বিশাল ক্ষেত্রে সামান্য একবিন্দু স্থানের সামন্ত নৃপতি হইবেন, এই রাজতিলক ললাটে ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মবোধে সেই গুরুভার আনন্দে বহন করিয়া গিয়াছেন। তিনি এরূপ উচ্চ উপাদানে গঠিত হৃদয় মন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে বামড়ার অপেক্ষা শতগুণে বিস্তৃততর রাজ্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইলে, তিনি সে বিশাল ক্ষেত্রের রাজধর্ম্ম পালনে সম্পূর্ণ সক্ষম হইতেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার রাজজীবনের সমগ্র দিক পর্য্যালোচনা করিলে, দেখা যায়, রাজধর্ম্ম পালনই তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের মেরুদণ্ড ছিল। প্রজামণ্ডলীর যাহার যাহা ধর্ম্ম, তাহার সে ধর্ম্ম রক্ষা, পোষণ ও পরিস্ফুটন ক্ষেত্রে সহায়তা করাতেই তাঁহার হৃদয় চরিতার্থতা লাভ করিত।

বামড়ার রাজপরিবারের প্রাচীন ধর্ম্ম শাক্তধর্ম্ম। স্বর্গীয় রাজার ধর্ম্ম ছিল, বৈষ্ণব ধর্ম্ম। কিন্তু কি পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সেই ধর্ম্ম নিজ জীবনে পালন করিতেন, তাহা তিনিই জানিতেন। সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার লোক নাই। কি ভাবে নিত্যধর্ম্ম পালন করিতেন, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। তবে নারায়ণ যে সর্ব্বভূতে সর্ব্বাবস্থায় প্রকট, লীলাময় ভগবান্ যে প্রাণীমাত্রেরই প্রাণে প্রকাশিত, এটা তাঁহার জ্ঞানোজ্জ্বল হৃদয় মনকে মোহিত করিত। তাঁহার রাজ্য পালন পদ্ধতির ভিতর দিয়া এই সংবাদ জানিতে পারা গিয়াছে যে তিনি নারায়ণের উপাসক ছিলেন। তাই পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেব সুঢলদেব নরসেবা করিয়া নরলোকে অমরত্ব অর্জ্জন ও গোলোকে গমন করিয়াছেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ইংরাজ রাজদরবারে

উড়িষ্যার ট্রিবিউটারী ও মধ্য প্রদেশের ফিউডেটারী রাজন্যবর্গের রাজ্য পালন পদ্ধতির ইতিবৃত্ত রচনা করা বর্ত্তমান গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নহে। উদ্দেশ্য বামণ্ডারাজ স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের চরিত্র চিত্র অঙ্কিত করা। ঐ উভয় প্রদেশের রাজন্যবর্গের মধ্যে বামড়ার ফিউডেটারী রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব রাজকার্য্য পরিচালন দ্বারা নিজ রাজ্যের প্রজামণ্ডলীর দৃষ্টিতে, উড়িষ্যার ও মধ্যপ্রদেশের ইতর ভদ্র জনগণের দৃষ্টিতে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিতে তাঁহার রাজযোগ্য সমাদর লাভ করিয়াছেন ও করিবেন।

আমরা এক্ষণে দেখাইতে চাহিতেছি, সুবিশাল ভারত ক্ষেত্রের সম্রাটশক্তিশোভিত একছত্র রাজা, ইংরাজ রাজশক্তির পরিচালনাক্ষেত্রের কর্ণধারগণ, বিভাগীয় কমিশনরগণ, পোলিটিক্যাল এজেণ্ট মহোদয়গণ ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ এই ক্ষুদ্র রাজ্যের সামন্ত নৃপতি রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবকে কিরূপ ভাবে দেখিতেন, এক্ষণে সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রমাণ প্রদান করা যাইতেছে। রাজা বাসুদেব সুঢলদেব বামড়ায় রাজ্যভার গ্রহণ করা অবধি রাজ্যের নিত্য নূতন শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য, মধ্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণ বৎসরের পর বৎসর এক বাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। এই সুপ্রণালীসঙ্গত শাসন পদ্ধতির ফলে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে রাজা বাসুদেব সুঢলদেব ইংরাজ রাজদরবার হইতে নিজ কর্ম্মানুরূপ রাজসম্মান সি, আই, ই, (C. I. E.) উপাধি লাভ করেন। বলা বাহুল্য যে, সে সময়েও উড়িয্যার ট্রিবিউটারী মহলে ও ছত্রিশগড়ে অন্য কোন রাজা ঐ উপাধি লাভ করিতে পারেন নাই। ইহার পর ১৮৯৪ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে মধ্য প্রদেশের

শাসনকর্ত্তা স্তর জন উড্‌বরণ মহোদয় গড়জাত ভ্রমণে বহির্গত হইয়া বামড়ায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সমারোহপূর্ণ আয়োজন হইয়াছিল। তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র অর্পণ করা হইয়াছিল, তদুত্তরে তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন ঃ—কর্ণেল বুই ও প্রিষ্ট সাহেবের (Col. Booye and H. H. Priest) মুখে আপনার রাজ্য পালন পদ্ধতির বিষয়ে যে প্রচুর গুণপনার কথা শুনিয়াছিলাম, আজ আমি তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিলাম। রাজ্য পালন, স্থচিকিৎসার ও স্থশিক্ষা দানের ব্যবস্থা যাহা দেখিলাম, সমস্তই অতিশয় আনন্দকর। রাজ্যের উপস্থিত প্রজাসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া হিন্দী ভাষায় বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদের ভাষা জানি না, এখন আর শিখিবারও বয়স নাই, তোমরা হিন্দী কিছু কিছু জান। রাজা বাহাদুরের সঙ্গে আমার অন্যত্র দেখা হইতে পারে, এখানে আজ আমি তোমাদিগকে দেখিতেই আসিয়াছি। তোমাদের রাজা বাহাদুরের অশেষ গুণের কথা মহারাণী ভারতেশ্বরীর কর্ণগোচর হইয়াছে, সেজন্য তোমাদের রাজাবাহাদুর যে সম্মানজনক পদ লাভ করিয়াছেন, তাহাও তিনি আজ নিজে এবং তাঁহার ভাবী বংশ বংশপরম্পরায় ভোগ করিবেন। তোমরা তাঁহার শাসনে স্থখে থাক, ইহাই আমার কামনা।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মধ্য প্রদেশের শাসন বিবরণী হইতে প্রয়োজনীয় অনেকানেক অংশ রাজার জীবনীর আলোচনার অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া সাধারণ ভাবে ঐ কয়েক বৎসরের শাসন বিবরণী হইতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কতকাংশ একত্র করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে, ঐ সকল বিবরণ পাঠে স্বর্গীয় রাজার সম্বন্ধে ইংরাজ রাজের উচ্চ ধারণার ও তজ্জন্য উচ্চ সমাদর প্রদর্শনের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

SELF GOVERNED FEUDATORIES. BAMRA.

(Administration Report 1891)

"The state was visited during the year by the commissioner, who thus records the result of his visit :—"I marched from Sambalpur to Deogarh and from Deogarh to Kochinda and then on to Jharsugra, and thus saw a great deal of the state. I found the people every where contented and satisfied with the Raja's rule. Though he was not with me, not a single complaint was made to me, and I noticed that there had been an immense increase in cultivation in recent years. Although I found that there had been immense improvement in the condition of the state since I last visited it some 12 years ago ; I was greatly pleased to be able to renew my old friendship with the Raja, and to find that in the work of administration of his state he had thoroughly fulfilled the promise of his earlier years. All the Raja's sons, of whom there are now many, are bright and intelligent and are being well educated. The Lal sahib is particularly quiet and gentlemanly, and has already acquired a fair knowledge of English."

General Review 1892.

"The state was administered throughout the year, by the Feudatory Chief, Raja Sudhal Deo C. I. E. He Supervises personally all branches of the state administration and has an intimate knowledge of its circumstances and needs. The greater number of his officials are men who are residents of his state and who have been entirely educated in the Schools, which he has founded,"

Resolution of the C. P. Government. 1893

"Raja Sudhal Deo C. I. E. of Bamra, is a ruler of much intelligence and enterprise and has done a great deal to develop and improve his state. His entire abstention from direct taxation in the shape of pandhri and income tax is probably a wise measure, for, in a remote and backward state like Bamra, it is essential that every possible encouragement should be given to trade. His attention to the higher education of his subjects is also praiseworthy, though it is desirable that something

more should be done for primary education. Here again, however, it is possible that his policy is not ill-adapted to the need of a primitive population, where few desire education and fewer still would greatly benefit by it. The following rematks of the Political Agent with reference to this state, are of interest and may be quoted here :—

"This state is undoubtedly the most interesting of all the Chhattrisgarh Feudatories. It is the only one of which the administration has preserved any originality and character of its own, owing to its never having fallen under the management of the British Government and having (partly perhaps, owing to its remoteness) been subjected to a very little interference at the hands of Government officers. It seems a pity that so little is known beyond the limits of the state, of the details of the Raja's administration. This example of the results which can be attained by a Native Chief governing according to his own methods., without assistance from without, and studying British institutions rather for the sake of comparison and judicious adaptation than of servile imitation, seems worthy of the careful attention not only of his brother chiefs but of British administrators of native states, who seem apt at times to ignore the fundamental distinctions between the conditons prevailing in British territory and in that of a small state under Native rule." Resolution of the C. P. Covernment

Administration Report of C. P. for the year 1894.

Resolution.

"Bamra continues to be a particularly bright instance of the success of an unaided native regime, and the good Government of this state procured for its Chief the honour, hitherto unprecedented among the Feudatories of the Central Provinces, of the decoration of K. C. I, E. in January last."

General Review.

"Lastly, an event of great significance, though belonging strictly to the history of 1895, was the advancement, in the New year's list of Honours, of the Raja of Bamra to the dignity of a Knight Commander of the Indian Empire, and

his investiture with the insignia of the order, at the hands of his Excellency the Grand Master at Calcutta on 7th. March, 1895."

"Raja Sir Sudhal Deo K. C. I. E. was advanced to the dignity of a Knight Commandership of the most Eminent Order of the Indian Empire in the Honour's Gazette of 1st January 1895, He attended the investiture held in Calcutta on the 7th March where he was duly invested by His Excellency the Grand Master with the insignia of the 2nd. class of the Order."

"The distinction thus conferred, is one in which the whole of the Chhatrisgarh Feudatories have reason to feel special pride, as being without precedent in their history up to this time. It is the more gratifying as being a recognition, not of any conspicuous accidents of rank, position or wealth, but purely of PERSONAL MERIT. It is to be hoped that it may serve as a stimulus particularly to the younger generation of chiefs, in their endeavours to emulate the prudent and successful administration of the Raja of Bamra—an administration of which the standard appears to be fully sustained in the record of the year under report. That record reflects credit both on Raja Sir Sudhal Deo himself and on his eldest son, Lal Satchidanand Deo, whom, as already reported, the Raja has entrusted, subject of course to his own supreme control, with the immediate charge of all branches of the administration."

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতায় বড়লাট ভবনে এক বিশিষ্ট দরবারে, উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমক্ষে সুঢলদেব উপাধিভূষিত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ১০ মার্চ্চ তারিখের ইণ্ডিয়ান্ মিরার হইতে উদ্ধৃত অংশ পাঠে একটু কৌতুহল আছে বলিয়া উহা এখানে প্রদত্ত হইতেছে:—

"Mr Cunningham read out the names of those whom it was intended to decorate, and then Sir John Lambert, Sir Edwin Collin and the under Secretary of the Foreign Department escorted Raja Sudhal Deo of Bamra to the Dias. The Raja was not invested in the usual manner, the ceremony of the

accolade being dispensed with The other formalities in his case were however similar to those already described."

"The Raja of Bamra has from the first steadily resisted all temptations to increase his revenue by taxation of this nature, his object being to encourage the settlement of traders in his state, and his attention in this respect has been referred to by the Chief Commissioner as probably a wise measure. I venture to think that other states, which have the same object in view as Bamra, and whose finances have now been placed in a position enabling them better to afford such forbearance, might well consider the expediency of following this example, and of relieving their subjects, either once for all, or at all events by degrees, from the burden of pandhri taxation. Both in the encouragement given to trade and the general satisfaction of the people the small immediate sacrifice of revenue would no doubt be amply repaid."

"The Istates of Bamra and Khairagarh still retain the lead, and afford typical examples to the rest, of two distinct schools of administration, the old and the new. A careful study of both of them, and a judicious adaptation to their own needs of all the best features of both, may safely be recommended to those responsible for the administration of other states."

General Review 1895

"The Raja has to deal not only with limited resources which, however, he has always shewn himself ready to spend liberally in any direction that seems to promise a return in the welfare of his subjects, but with an extremely backward, wild and apathetic population. whom I have every reason to believe that he is doing his utmost to educate and civilise."

"The state was visited by me in May of the year under report, and in December. The Raja and his sons attended the chief commissioner's Darbar at Raipur. The advancement of the Raja to the dignity of K. C. I. E. on 1st January, 1895 and his subsequent investiture with the insignia at Calcutta, were noticed in the last year's review. The PRUDENT and STATESMANLIKE administration of which THIS WAS THE REWARD

continues to distinguish Raja Sir Sudhal Deo above his fellows and to be a MODEL for OTHER STATES. Lal Satchidanand Deo, the Raja's eldest son, who continued to be in subordinate charge of the entire administration, gives every indication of having inherited his father's high qualities a fact which renders the future of this state particularly hopeful."

General Review of the administration for the year 1899.

"Finance :—The total real expenditure increased from Rs 87,070 to Rs 93,426. The increased expenditure is principally due to the celebration of the marriage of the Raja's fourth daughter with the minor Chief of Talcher in the Tributory Mohals, whilst several departments of the state administration were strengthened. This excludes the account of the large timber trade carried on by the Chief from the state forests in the name of his sons. A large quantity of sleepers is supplied to Railways, and a timber depot is maintained at Calcutta at which a considerable business is done. The state accounts thus exclude one of the largest sources of income. This business has been vigorously and successfully managed by the Chief himself. The saw-mills have been removed to forests more distant from the Railway, and this will, to some extent, affect the profit. It affords profitable employment to a large number of the state subjects"

"The Chief reports that owing to failure of crops he has decided to grant a substantial remission to the gauntias of his state in the current year. He rightly points out that the prosperity of his state is dependant on the prosperity of his subjects, and this liberal measure will prove of much help to them. No less than 42 per cent of the land revenue has been alienated principally in muafi grants to the Rajfamily, and this seriously affects the recorded income from land. This policy is one that will require careful watching to see that the grants are not larger than the state can afford."

1899.

General Remark.

"The state was visited by me for the first time during the year, and it was a pleasure to find that the administration

is generally maintained on efficient lines. Much has been done towards opening out the state by construction of good surface roads, and this has resulted in a considerable extention of cultivation, whilst it has permitted the profitable working of the state forests situated at some considerable distance from the railway."

"The people seem prosperous and contented under the Raja's rule and the administration of most departments is systematically carried on."

General Review 1900.

"Bamra was the only state in which there was any interference with trade; the prohibition by the Fendatory Chief of Bamra of the exportaion of the food grain continued in force throughout the year."

"The prices of food grains have been high throughout the year. Famine prices prevailed generally until September or October, and at the end of the year prices were still abovc normal. With some local exceptions. prices have been virtually governed from Bengal and ditermined by the cost of importing rice from that province. It is by no means clear that prices prevailing in Bamra are an exception to this rule or that the Feudarory Chief's prohibition of exports had any meterial effect on prices. In that state prices were certainly lower than in the neighbouring States in this Agency. It cannot however safely be inferred that they would have been higher than they were, if exports have been free. because it is not certain, how far the prohibition was effective, and further, because the supplementary measure was adopted of borrowing rice and selling it at fourteen seers per rupee. I am not prepared to say that under no concievable circumstances can it be justifiable to prohibit exports of foodgrains, but it is obvious that in so far as such a prohibition lowers prices, it benifits the consumer at the expense of the producer."

Notes on Feudatory States 1902.

"The Bamra Rajkumar High School appears to be well-managed. It is reported that the Minor Chief of Bonai was sent to the School during the year under the orders of the

Government of Bengal. A set of physical and chemical apparatus was provided for the school at a cost of Rs 5170 and the teaching staff was strengthened during the year."

"The administration is one of the most successful among states managed by their own chiefs, and the Feudatory Chief has been ably assisted in the conduct of affairs by his eldest son Tikayet Satchidanand Deo. The Feudatory Chief was invited to the coronation ceremonies at Delhi, but unfortunately was prevented by a serious illness from attending them."

পঞ্চদশ অধ্যায়

সমাজ সংস্কারে

মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় ও উড়িষ্যার আঠার গড় মোট চুয়ান্নটি গড়ে যে সকল রাজা বাস ও রাজত্ব করেন, (কচ্চিৎ দুই এক স্থান বাদে) তাঁহারা সকলেই কোন না কোন সূত্রে ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব। ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ গড়ে অর্থাৎ রাজ্য মধ্যে অনেক পরিমাণে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া থাকেন। সুতরাং ইঁহাদের শাসন ও পালনের আশ্রয়ে যে সুবৃহৎ জনমণ্ডলী বাস করে, সে জনমণ্ডলীর সবটাই স্বদেশীয় রাজ্যের প্রজা, সে সবটাই যে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর বা ইতর জাতীয় মানব সন্তান, তাহা নহে। অবশ্য ঐরূপ অভিধানে অভিহিত হইবার যোগ্য লোক সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু শিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ভদ্রজনের সংখ্যাও অল্প নহে, ঐ সকল রাজ্যের রাজপরিবার সংস্পৃষ্ট বহু বহু আত্মীয় স্বজনবর্গের বহু কালব্যাপী বংশধারা ভদ্রসমাজ বলিয়া অভিহিত ও পরিচিত। ঐ সকল ভদ্রসমাজের নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠানে সহায়তা করিবার জন্য গুরুপুরোহিত রূপে, অসংখ্য ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য কার্য্যে সহায়তার জন্য বহু জলচল জাতি ঐ সকল রাজ্যে বাস করিয়া থাকেন।

তাহার পর অতি প্রাচীনকাল হইতে রাজারা গ্রামকে গ্রাম দান করিয়া, ব্রাহ্মণ-শাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সে সকল গ্রামের সমগ্রভূমিই বঙ্গের ব্রহ্মোত্তরের ন্যায় উড়িষ্যার ও মধ্যপ্রদেশের গড়ে ব্রাহ্মণের অধিকারভুক্ত। এতদ্ভিন্ন নানা সময়ে বাঙ্গালা ও বিহার হইতেও বহু বহু লোক, কর্ম্মসূত্রে বাস নিবন্ধন, শেষে ঐ সকল রাজ্যের প্রজামণ্ডলীভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। অস্পৃশ্য, হীন ও ইতর জাতি বাদ দিলেও, একটা সমাজ শাসনের অধীন হইয়া চলিতে বাধ্য, এরূপ

লোকের সংখ্যাও অনেক। যাঁহারা এরূপ সমাজ শাসনের অধীন হইয়া চলিতেছেন, তাঁহাদের, ঐ সকল রাজ্যের রাজগণের নির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। রাজারাও ইচ্ছামাত্র কোন বিষয়ে সহসা আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন না, তাঁহাদিগকেও পূর্ব্বতন কাল হইতে প্রবর্ত্তিত, ও তজ্জন্য জনমণ্ডলীকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়।

সময়োপযোগী সংস্কার বিহীন বিধি নিষেধের অধীন হইয়া চলিতে চলিতে, জনসমাজ কেমন করিয়া অলক্ষিত ও অতর্কিত ভাবে অবনতির দিকে অগ্রসর হয়, বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। তর্কে জয় পরাজয় এক কথা, আর নিজেদের জীবনে প্রত্যক্ষীভূত সত্য আর এক কথা। অধিক দূর যাইতে হইবে না, আমাদের বাল্যকালে আমাদের দেশের সমাজ দেহে যে সকল হীন পরিবর্ত্তন স্থান পায় নাই, বিগত পঞ্চাশ বৎসর কাল মধ্যে, হিন্দু সামাজিক জীবনের মতি গতি ও রীতি পদ্ধতি সেই সকল অকল্যাণকর হীন আদর্শকে সমাজে স্থান দিয়াছে, আর এখন সহস্র চেষ্টা করিয়াও সে সকলের বজ্রবন্ধন হইতে সমাজ মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। এই সকলের আক্রমণ হইতে সমাজ রক্ষা ও মুক্ত করার নাম সমাজ সংস্কার।

এই সমাজ সংস্কার চেষ্টার স্পন্দন যদি আমাদের বাঙ্গালা দেশে অনুভূত হইয়া থাকে, সে স্পন্দন যদি কম্পনে পরিণত হইয়া থাকে, সে কম্পন যদি বেদনাদায়ক হইয়া থাকে, এবং সেই বেদনার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া, যদি বহু বহু লোককে নিপীড়িত হইতে হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সম্পূর্ণরূপ চেষ্টাবিহীন স্থাণুবৎ সমাজ জীবনের অবস্থা কল্পনা করিবার শক্তি থাকিলে, আর সেরূপ কল্পনা করিতে গিয়া যদি অন্তরে সামান্যাকারেও আন্দোলনের কোলাহল পরিশ্রুত হয়, আর হৃদয়ের সেই কাতরতার

তাড়নায় যদি সত্য সত্যই ভারতীয় জনমণ্ডলীর কোন বিশিষ্টাংশের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করিতে হয়, তবে সে মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার চুয়ান্ন গড়ের সভ্যতাভিমানী ভদ্রসমাজের উদ্ধার সাধন।

কথাটা কড়া হইল, কিন্তু উপায় নাই, সময়ে সময়ে কঠোর সত্য কথা বলার প্রয়োজন আছে। উড়িষ্যার মোগলবন্দী অংশ অর্থাৎ বালেশ্বর, কটক ও পুরীর কথা বলা হইতেছে না, এ সব অঞ্চলে, ইংরাজ রাজার কৃপায় কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, ও এখনও হইতেছে, ও পরেও হইবে। মধ্যপ্রদেশের ইংরাজাধিকৃত অংশের সম্বন্ধেও ঐ যুক্তির প্রয়োগ হইতে পারে, কিন্তু গড়ের সমাজ জীবনের অবস্থা কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া অতীব কঠিন ব্যাপার। বঙ্গের নানাস্থানে বর্ণাধম হীন জাতির উদ্ধার সাধনের জন্য "ডিপ্রেস্‌ট্ ক্লাশ মিশন" (Depressed Class Mission) খোলা হইয়াছে, তাহাদের সামাজিকহিতের জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালী জনগণ বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন, সে জন্য কত টাকা চাঁদা উঠিতেছে ও ব্যয় হইতেছে, কিন্তু এই লোকহিতৈষণা ব্রতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শিক্ষিত ভদ্রগণকে যদি জিজ্ঞাসা কর, যে ইহারা উদ্ধার লাভ করিয়া সুবিশাল হিন্দু সমাজের কোন্ স্তরে উন্নিত হইবে? তাহা হইলেই "চক্ষুস্থির"।

ইংরাজ রাজের শিক্ষাদান পদ্ধতির ফলে বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে, ভারতের অন্য নানাস্থানে, হীন জাতীয় জনগণের সাধারণ অগ্রগমন শনৈঃ শনৈঃ সাধিত হইতেছে। সেজন্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মৌখিক ব্যাকুলতার প্রয়োজন হইবে না, আর দেশের ব্রাহ্মণসমাজ পরিচালিত উচ্চবর্ণের অহঙ্কারের বাধা প্রদানেও তাহার অগ্রগমনরোধ হইবে না। ভারতে ইংরাজ জাতির রাজ্য লাভের ফলে যত প্রকার কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, সে সকলের মধ্যমণি "ব্যক্তিগত মর্য্যাদা জ্ঞান"। ইংরাজ জাতি সর্ব্বত্র এই মণি সদৃশ মহামূল্য ধন "ব্যক্তিগত

মর্য্যাদাজ্ঞান” ভারতের সর্ব্বত্র বিতরণ করিতেছেন। এতেই ভারতীয় সমাজ জীবনের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

সমাজ সংস্কারের যদি কোন বিশিষ্ট প্রয়োজন থাকে, তবে তাহা এ দেশের সামন্ত রাজগণের রাজ্যে সর্ব্বাগ্রে সূচিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান আছে। এ সকল অংশে রাজা, রাজপরিবার, রাজ-আত্মীয়গণের মধ্যে এবং ঐ সকল রাজ্যের প্রজামণ্ডলীর মধ্যে জীবন সংগ্রামে সংস্কারের প্রবল প্রবাহ প্রবাহিত করিবার চেষ্টাই দেশের লোকের পক্ষে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই সুবৃহৎ কর্ত্তব্য সাধনের বিরুদ্ধে শতপ্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করা যাইতে পারে, কিন্তু হাতের আচ্ছাদনে সূর্য্য হইতে নিজ দৃষ্টিকেই আবৃত করা যায়, তাহার অধিক আর কিছু আবৃত করা যায় না, তেমনি যুক্তিতর্ক এক কথা, আর সামন্ত রাজ্যের রাজা প্রজার যাপিত জীবনের অবস্থা আর এক কথা।

তাই গড়জাতের একটানা হীন জীবন যাপনের মধ্যস্থলে স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের রাজসিংহাসন আরোহণ, গড়জাতের বর্ত্তমান যুগের একটা বিচিত্র ব্যাপার। তাঁহার জন্মগ্রহণ, রাজ্য লাভ ও রাজ-জীবন যাপন গড়ের ভাগ্যে সৌভাগ্য, কারণ তিনি গড়ের নিত্য জীবন যাপনের সমল শ্রোত নির্ম্মল করিতে, হীনবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে, প্রত্যেক লোকের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চতর পদবিতে উঠাইতে যুগপ্রবর্ত্তকরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

তাঁহার সমাজ সংস্কারের শাণিত তরবারি, তিনি সর্ব্বাগ্রে আপনার প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন; কারণ তাহা ভিন্ন, রাজাই বল, আর প্রজাই বল, মানুষ কখন জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। বাসুদেব আবাল্য চঞ্চল, কর্ম্মপটু ও সদুদ্দেশ্যপরিচালিত। চঞ্চলতা বা কর্ম্মপটুতার তাড়নায় কখন অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতেন না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজযোগ্য উচ্চভাব সকল তাঁহার হৃদয় মন অধিকার

করিতেছিল। রাজাবাহাদুর ব্রজসুন্দর দেবের নিযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী, বাসুদেবকে বিবিধ শাস্ত্রে, কাব্যে, অলঙ্কারে ও সাহিত্যে অনুরাগী দেখিয়া, যত্নপূর্ব্বক অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। বাল্যে ও যৌবনে একদিকে নির্ম্মল প্রকৃতি, অপর দিকে বিদ্যানুরাগ তাঁহাকে তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যমণ্ডলী সমক্ষে আদর্শ নৃপতিরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল।

রাজা বাসুদেবের জীবনাভিনয়ের প্রারম্ভ হইতে ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে "অখোঁজ বামড়া"রাজ্য লোক লোচনের গোচরীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। যে সকল কারণে বাম্ড়ারাজ্য ও রাজা বাসুদেব সুঢলদেব, কাল ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে, একদিকে ইংরাজ রাজার দরবারে, অন্যদিকে দেশের লোকের দৃষ্টিতে আদর্শ রাজারূপে পরীগৃহীত হইয়াছিলেন, সে গুলির অধিকাংশের আলোচনা করা হইয়াছে। তাম্বূল ও তাম্র-কূট সেবন ভিন্ন অন্য কোন রকম আরাম সম্ভোগ তাঁহার অভ্যাস ছিল না। মাদক পর্য্যায়ভুক্ত সর্ব্ববিধ দ্রব্যের উপর তাঁহার কিরূপ বিজাতীয় ঘৃণা ছিল, তাহা পাঠক পূর্ব্বেই পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ সমাজের জ্ঞানোন্নতির জন্য, স্যর বাসুদেব কত অর্থব্যয় করিয়া দশকর্ম্ম সম্পাদনো-পযোগী গ্রন্থ সকল প্রচার ও সেই সকল গ্রন্থে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা দান বাধ্যতামূলক রাজাদেশ দ্বারা নিয়মিত করিয়াছিলেন। "ঐ সকল পরীক্ষায় ব্যর্থকাম ব্রাহ্মণগণ রাজ্যের মধ্যে গুরু পুরোহিতের স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। বিনা নিমন্ত্রণে সকল গৃহস্থের গৃহে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ সম্মানে বঞ্চিত হইবে।" এরূপ আদেশ প্রচার করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে উচ্চাঙ্গের রাজশক্তিসম্পন্ন মহামনা মহাপুরুষের প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ বংশজ প্রত্যেক গুণবান ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ সম্মানে সম্মানিত করিতে, সমাদর করিতে, উচ্চ মর্য্যাদা দান করিতে জানিতেন ও করিতেন, তাই পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ব্রাহ্মণ সমাজের সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে

ও তাঁহার দৃষ্টিতে শাস্ত্রজ্ঞানহীন অজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ সম্মানে বঞ্চিত থাকিত।

এ সকল সংস্কার সাধনই সম্পূর্ণরূপে রাজযোগ্য অনুষ্ঠান। তিনি যদি আর কিছু করিতে নাও পারিতেন, তাহা হইলে, কেবল এই কয়টি অনুষ্ঠানের জন্যই তিনি সমগ্র হিন্দু জাতির বরণীয় পুরুষ। এই সকল সংস্কার সাধন জন্য যাদ গড়জাতের রাজন্যমণ্ডলে ও লোকসমাজে তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাদৃত না হন, তাহাতে দুঃখ নাই, সমগ্র উৎকল দেশ যদি এই উচ্চ আদর্শে গঠিত মহামানা রাজ পুরুষের উপযুক্ত সমাদর করিতে অগ্রসর না হয়, তাহা হইলে গড়জাত ও উৎকলের দুরদৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ঐ সকল সংস্কার সাধন জন্য, তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টার উপযুক্ত মর্য্যাদা বঙ্গে ও অন্যান্য দেশে অবশ্যই স্বীকৃত হইবে, সমাদৃত হইবে ও পূজিত হইবে। এই কথাই সার কথা, যে, হিন্দু রাজার পক্ষে যাহা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, হিন্দুরাজা বলিয়া নিজ রাজ্য মধ্যে তিনি সর্ব্বাগ্রে সেই সকল অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম গুলির সম্পাদনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইহাই হিন্দুরাজার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের কথা।

সংস্কৃত ও জাতীয় সাহিত্যে, কাব্য ও অলঙ্কারে, সর্ব্বোপরি দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে গভীর জ্ঞান ও তজ্জন্য সে সকলে সম্পূর্ণরূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও আস্থাবান হইয়াও সমাজ সম্বন্ধে, সমাজধর্ম্ম সম্বন্ধে ও ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত উদার প্রকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন। যে, যে ধর্ম্ম স্বীকার ও পালন করে, তাঁহার দৃষ্টিতে তাহাই তাহার পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া তিনি অনুভব করিতেন। তাঁহার দৃষ্টিতে "পরধর্ম্ম ভয়াবহ" নীতিই সকলের পক্ষে প্রয়োগযোগ্য বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিতেন। তাই বলিয়া তিনি অপর কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বা কোন ভিন্নতর ধর্ম্মানুষ্ঠানকে হীনচক্ষে দেখিতেন না। তাই তিনি মুসলমান প্রজাগণের জন্য রাজব্যয়ে মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাই

তিনি কটকে খৃষ্টীয় উপাসনা মন্দিরে উপস্থিত হইতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, তাই কটক যাত্রাকালে বালেশ্বরের ব্রহ্মমন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্যে সাহায্য দান করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন এবং কটকের মধুবাবু প্রমুখ ব্রাহ্মদল বামড়ায় উপস্থিত হইলে, বিদ্যালয়গৃহে ব্রাহ্মোপাসনার অনুষ্ঠানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ভগবানের গুণ কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন। সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন তন্ত্রের লোক হইয়াও, আপন জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিশ্বাস বলে সর্ব্বজনের ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাঁহার ইষ্টদেবতা নারায়ণের আবির্ভাব অনুভব করিয়া আনন্দিত হইতেন, আর সেই দেবতার মাহাত্ম্যেই তাঁহার আস্থা দিন দিন গভীরতর ও ঘনতর হইতেছিল। তাই তাঁহার হৃদয়ের উদারতার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সর্ব্ববিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানসহ সমগ্র বসুধাকে আত্মীয়ের আবাসভূমি বলিয়া অনুভব করিতেন। সমাজ সংস্কারের শাণিত তরবারি সর্ব্বাগ্রে নিজের প্রতি প্রযুক্ত করিয়া আপনাকে পাশমুক্ত করিয়াছিলেন, তাই অন্য নানাবিধ পরিবর্ত্তনে হস্তক্ষেপ করিতে এবং সে সকলে কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এক্ষণে ক্রমে সেই গুলির অলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

গড়জাতে রাজকন্যাগণের বিবাহান্তে পিত্রালয়ে যাতায়াত এক কালিন্ নিষিদ্ধ কর্ম্ম ছিল! রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেবের যত্ন চেষ্টার ফলে, ক্রমে ক্রমে এখন সে সংস্কার একবারে তিরোহিত হইয়াছে। এখন প্রয়োজনানুসারে রাজকন্যারা পিত্রালয়ে যাইতে পারেন। এই সংস্কার সাধন জন্য তাঁহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া লোকমত গঠনের প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। সে বিবরণও পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হইয়াছে।

গড়জাতের ক্ষত্রিয় গৃহে কন্যাগণের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করিবার জন্য রাজাবাহাদুরকে সাক্ষাৎভাবে বিশেষ কিছু করিতে হয় নাই; কারণ ঐ সকল রাজসংসারেব উপর বঙ্গের শেষ স্মার্ত্ত ব্যবস্থাকার

রঘুনন্দনের বিধি নিষেধ প্রসার লাভ করে নাই। সেই "অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী, নববর্ষা তু রোহিণী" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে না পারায় উড়িষ্যার রাজপরিবার সকলে ও তৎসংস্পৃষ্ট জনগণের গৃহে বিবাহকাল সম্বন্ধে অতি প্রাচীন রীতিই প্রচলিত রহিয়াছে। ঐ সকল রাজসংসারে কন্যাগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও অবিবাহিতাবস্থায় পিতৃগৃহে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, কিন্তু গড়জাতের সর্ব্বত্র ঐ সকল কন্যাগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিশিষ্টরূপ সুব্যবস্থা ছিল না। কোথাও সামান্য কিছু আছে, কোথাও একবারে নাই। শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করার পক্ষে অন্তরায় ও অনেক ছিল এবং এখনও আছে। রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব বামড়ার রাজসংসারে কুমারীগণের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্টরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজবাটিতে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজকুমারী ও অন্যান্য রাজসম্পর্কীয়া বালিকাগণকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ওড়িয়া, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইত এবং এখনও সে ব্যবস্থা আছে। কোন কোন রাজকুমারীকে স্বর্গীয় রাজাবাহাদুর ইংরাজী শিক্ষা দানের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। বামড়ার বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর রাজকুমারীকে এই সকল শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষাদানেরও সুব্যবস্থা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

রাজ্যের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় সকলে রাজাদেশে বালকবালিকারা একত্র বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকে। এখানে বাধ্যতা মূলক শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত। একটি নির্দ্দিষ্ট বয়স হইলেই, বালকবালিকাদিগকে রাজব্যয়ে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেই হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা আছে বলিয়া গড়ের অন্যান্য স্থানের তুলনায় বামড়ায় বালক বালিকার প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতি অনেক অধিক। এই স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সম্বন্ধে রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের যেরূপ আগ্রহ ছিল, তাঁহার পূর্ব্ব কথিত একটি উক্তিতেই সেটি বিশদভাবে ব্যক্ত

হইয়াছিল। সেটি এই ঃ—"কোন কাজ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে হইলে, কেবল মুখের কথায় হয় না, সে কাজ নিজে করিয়া অন্যকে শিক্ষা দিতে ও তাহাতে সকলকে আকৃষ্ট করিতে হয়।"

রঘুনন্দনের ব্যবস্থাসূত্রে বঙ্গের গৃহে গৃহে, কি ধনী কি দরিদ্র আপামর সাধারণ সকলের গৃহে কন্যাগণের বিবাহ কাল আট ও নয় বৎসর বয়সেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদের ব্যবস্থা—চরকের নির্দ্দেশ অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালীজাতি ক্রমে অত্যল্প বয়সেই বালিকাগণকে পাত্রস্থ করিতে আরম্ভ করেন। প্রাচীন পদ্ধতির এরূপ পরিবর্ত্তন যে বঙ্গেই আবদ্ধ থাকিয়াছে, তাহা বোধ হয় না। যে কারণে, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন সমাজ রক্ষার জন্য, এই ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, বঙ্গের বাহিরে যে সকল স্থানে সেই কারণ প্রবলভাবে বর্ত্তমান ছিল, বঙ্গের দেখাদেখি সেই সকল স্থানে অজ্ঞাতসারে স্মার্ত্তমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উড়িষ্যা, বিহার ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। উড়িষ্যা ও বিহারেও জনসাধারণ ঐ অষ্টম ও নবম বর্ষে এমন কি তাহা অপেক্ষাও অল্প বয়সেও কন্যাগণের বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

শুভক্ষণে বঙ্গে ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্য নানাস্থানে ইংরাজ রাজার প্রতিষ্ঠা লাভের সূত্রপাতে, এ দেশের সমাজ জীবনে যে নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহারই ফলে, বঙ্গে বাল্যবিবাহ ক্রমে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু উড়িষ্যা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী ও অনুন্নত স্থানের সমাজজীবন এখনও সেই পূর্ব্ব ব্যবস্থার দৃঢ় নিগড়ে আবদ্ধ। রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব নিজ রাজ্য মধ্যে এই বাল্যবিবাহ নিবারণ করিবার মানসে ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির সভাসমিতির অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বাগ্রে প্রজামণ্ডলীকে ঐ কুপ্রথার বিষময় ফল বুঝাইতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল এইরূপে বহুজাতির বহু সম্প্রদায়ের সভায় সকলকে বুঝাইয়া বালিকাদের বিবা-

হের বয়স বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন। এমন সময়ে মান্দ্রাজের অন্তর্গত খলিকোট-আটগড়ের রাজা বাহাদুর নিজ রাজ্য মধ্যে বাল্যবিবাহ রহিত করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন শুনিয়া, রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব গভীর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং আট-গড়ের রাজা বাহাদুরকে হৃদয়ের আনন্দ জানাইয়া, নিজ রাজ্যেও নূতন উৎসাহসহকারে বাল্যবিবাহ রহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরে এক রাজাদেশ প্রচার দ্বারা দ্বাদশ বর্ষের ন্যূন বয়সের বালিকার বিবাহ একবারে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়া দেন। এই আদেশ প্রচারে তিনি কঠোর নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। সকল জাতীয় জনমণ্ডলীকে ঐ প্রচারিত রাজাদেশ পালন করিবার জন্য জেদের পরিবর্ত্তে অনুরোধের ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। আর বার বৎসরের ন্যূন বয়সের বালিকার বিবাহ হইলেই, সে ক্ষেত্রে নিয়ম পালনের অন্তরায়ের অনুসন্ধান করিতেন, এবং যাহাতে এরূপ না হয় সে চেষ্টাও করিতেন। এক্ষণে বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর বাল্যবিবাহ নিবারণ কল্পে স্বর্গীয় রাজাবাহাদুরের পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক স্বর্গীয় রাজার আদেশের মর্য্যাদা রক্ষায় বদ্ধ পরিকর।

উড়িষ্যার সমাজজীবনে কন্যাপণ প্রথা নিতান্ত অল্প প্রবল নহে। তবে বাঙ্গালাদেশে বরপণ যেরূপ ম্যাকেঞ্জি লায়ালের নিলামের ডাকের মত চড়িয়া গিয়াছে, সহস্র চেষ্টা করিয়াও বরের বাজারে দর আর কিছুতেই কমিতেছে না, উড়িষ্যার কন্যাপণ সে হিসাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু তথাপি অল্প নহে। শাস্ত্রকারগণ শুক্রবিক্রয় মহাপাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে হিসাবে বরপণ ও কন্যাপণ উভয়ই সমান-ভাবে নিষিদ্ধ কর্ম্ম। সমাজজীবনের উপর সুশাসন রক্ষার ভার কাহারও উপর ন্যস্ত নাই বলিয়া, কেমন সহজে এই উভয়বিধ পণ প্রয়োজনানুরূপ ভাবে, সমাজ মধ্যে প্রচলিত হইয়া আপন বলে বর্ত্তমান। সহস্র সমালোচনায়, নিন্দা ও তিরস্কারে তাহার প্রবল স্রোত মন্দীভূত হইতেছে না।

রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব এই প্রথার ভয়ানক শত্রু ছিলেন। যাহাতে পুত্রকন্যা বিক্রয়ে বিবাহ হইতে না পারে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন এবং প্রয়োজন হইলে শাসন করিতেন ও দণ্ড দিতেন।

পণপ্রথা প্রচলিত হওয়া যে অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য, প্রজাগণকে তাহা প্রথম প্রথম বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। বুঝিয়াও যখন অনেকে ইহার হাত হইতে অব্যাহতি লাভে নিচেষ্ট থাকিত, তখনই ঐরূপ ঘটনা কর্ণগোচর হইবামাত্র, বর ও কন্যা পক্ষকে ডাকাইয়া ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত করিতে প্রয়াস পাইতেন। একদা এক অধিক বয়স্ক ব্যক্তি বহু অর্থ পণ দিয়া একটি কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতে উদ্যত, এমন সময়ে স্বর্গীয় রাজাবাহাদুর কন্যার পিতা ও বরকে ডাকাইয়া অনেক বুঝাইলেন, তাহাতে ফলোদয়ের সম্ভাবনা অল্প বলিয়া অনুভব করিয়া, ঐরূপ বিবাহ কিছুতেই হইতে পারিবে না বলিয়া আদেশ দিলেন। প্রজারক্ষার জন্য, প্রজাবর্গের ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানের পরিস্ফুটন জন্য, রাজ্যে বিধবার সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য, তাঁহার দীর্ঘজীবনে সর্ব্বদাই প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া পরিণামে কত শত শত লোকের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

মানবসংসারে অধিকাংশ স্থানে পিতামাতা বর্ত্তমানে, ও পিতৃমাতৃহীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকা রাজাশ্রিত। রাজা রাজ্যের প্রত্যেক শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন না বলিয়াই, পিতামাতা বর্ত্তমানে পিতামাতা অভিভাবক, অন্যত্র নিতান্ত নিকট আত্মীয় পিতামাতার স্থান অধিকার করে। কিন্তু শিশুর লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে অযত্ন হইলে, রাজা তাহার সংবাদ রাখিতে বাধ্য। ঠিক সেইরূপ পতিপুত্রহীনা বিধবারাও রাজাশ্রিত। রাজার রক্ষণাবেক্ষণে তাহারা নিরাপদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, ইহাই রাজবিধি। এই রাজবিধির ফলে, অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশের অনুন্নত সমাজে,

বিধবারা রাজপরিচারিকা বা সেবিকায় পরিণত হইয়া থাকে। এরূপ দৃষ্টান্ত যে এদেশে একবারে বিরল, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই, ইহা ভিন্ন, পতিপুত্র বর্ত্তমানেও যে স্ত্রীজাতি সর্ব্বত্র সম্যক নিরাপদ, এমনও মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের সম্বন্ধে যত কিছু উত্তমতর আলোচনা করা হইয়াছে, সে সকলের মূল্য ও মর্য্যাদা শত সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাঁহার রাজ্যে নারীর ধর্ম্মরক্ষা বিষয়ক যত্নচেষ্টার ভিতরে। তিনি দৃঢ়পণে আত্মরক্ষা করিয়া যেমন একদিকে রাজ্যের নারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়া উচ্চ রাজধর্ম্মের পরিচয় দিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, অপর দিকে নিজ পুত্রগণের সমক্ষে অত্যুচ্চ রাজাদর্শের নির্ম্মল ও পবিত্র ছবি অঙ্কিত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। মানবসংসারে পুত্র পিতার প্রতি যদি কোথাও অকপটে বলিতে পারেন ঃ—

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

তাহা হইলে, বামড়ার বর্ত্তমান রাজশ্রীসম্পন্ন রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব বাহাতুর ও তদীয় ভ্রাতৃগণ পিতৃমূর্ত্তি সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া অসঙ্কোচে ও অকপট হৃদয়ে—ভক্তিভরে—গদ্‌গদ স্বরে পিতার উদ্দেশে ঐ শ্লোকের আবৃত্তি করিয়া, উহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম ও সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইতে—চরিতার্থ হইতে পারেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব এমনই উচ্চ আদর্শের পরিপূরণ জন্য অরণ্যবেষ্টিত বন্য জীবনের মধ্যস্থলে একটা বিরাট রাজাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আশা হয়, কালক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই মহদাশয় রাজপুরুষের সৌরভপূর্ণ জীবনপুষ্পের সমাদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে। সাবধানে সুরক্ষিত মৃগনাভির সৌরভও সময়ে লোপ পায়,

কিন্তু রামকাহিনীর সৌরভ কোনও কালে কোনও দিন ম্লান হয় নাই, কেবল তাহাই নহে, যতই দিন যাইতেছে, ততই সে অপূর্ব্ব চরিত্রের মাধুরি আরও অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া প্রবল ভাবে মানবহৃদয় অধিকার করিতেছে, ঠিক সেইরূপ বামড়ার অরণ্যমাঝারে প্রস্ফুটিত এই রাজজীবনের ইতিবৃত্ত, দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ ভবিষ্যতে পূজার বস্তু হইয়া দেবচরিত্রের সৌরভ বিস্তার করিবে।

অন্য বহু বহু বিষয়ে যেমন, সমাজ সংস্কার ক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হইতে হইলে, তদপেক্ষা শতগুণে অধিক শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন। রাজা স্যরবাসুদেব সুঢলদেব আদর্শবান্ ও প্রজাসুহৃদ্ নরেশ্বর। তিনি যে সকল সংস্কার কার্য্যের সূচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সে আরব্ধ কার্য্যের উত্তমতর পরিস্ফুটন ও পরিসমাপ্তির ভার তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণের হস্তে অর্পিত। রাজ্যভার অর্পণের সঙ্গে সঙ্গে রাজপিতা, পুত্র বর্ত্তমান রাজাবাহাদুরকে এবং পৌত্র বর্ত্তমান যুবরাজ শ্রীমান দিব্যশঙ্করবাহাদুরকে বামণ্ডার, গৌরব রক্ষা ও বর্দ্ধনের এক অলিখিত অর্পণ-পত্র প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই অর্পণ পত্রই বামড়ার সর্ব্ববিধ মঙ্গলের রাজকীয় স্থায়ী নূতন পঞ্জিকা। এ পঞ্জিকা কোনও দিন পুরাতন পঞ্জিকায় পরিণত হইবার নহে। বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর ও তদীয় গুণবান ও সুশিক্ষিত জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ, প্রয়োজন হইলেই, সেই পঞ্জিকায় দৃষ্টিপাতমাত্র প্রজা-সাধারণের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের গুপ্তমন্ত্র লাভ করিবেন। পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মর্ম্মর নির্ম্মিত রাজমূর্ত্তি দেবগড়ের দ্বারদেশে কেবলমাত্র শোভার বস্তু নহে, সে বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি নিয়তই রাজ্যের কল্যাণ সাধনোপযোগী উপায় পদ্ধতিগুলির ইঙ্গিত করিতেছেন। দৃষ্টি থাকিলে, দেখিয়া ও হৃদয় থাকিলে, অনুভব করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিলে, বামণ্ডার, ইহার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সকলের ও সমগ্রদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর ও যুবরাজবাহাদুর পিতৃপুণ্যে গৌরবান্বিত ও ধন্য হইবেন।

ষোড়শ অধ্যায়

বিবিধ বিষয়ে

বামড়ারাজ্যের সৃষ্টিকাল হইতে ‘শঙ্খ’ রাজাদের পরিচায়ক চিহ্ন বা নিদর্শনরূপে পরিগৃহীত ঃ হিন্দুগৃহের সর্ব্ববিধ মঙ্গলানুষ্ঠানে শঙ্খ শুভ চিহ্ন বলিয়া বামড়া এই শঙ্খকে রাজ্যের মঙ্গল চিহ্নরূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। প্রধান পাট প্রপাতের নিকটস্থ পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত বসন্ত নিবাসত্রয়ের অন্যতমের সিংহ দ্বারের উপর একটি সুবৃহৎ কৃত্রিম শঙ্খ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বামড়ায় শঙ্খের বিশেষত্ব প্রচার করিতেছে।

বিধাতার আশীর্ব্বাদে বামড়ারাজ্য ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া রাজ্যের মঙ্গল ও প্রজাসারণের সুখশান্তি বৃদ্ধি করিতেছে। সুশাসন ও সুশিক্ষা বামড়ার নামান্তরে পরিণত হইয়াছে। কটক কলেজের বিজ্ঞানাচার্য্য রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ, বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে নিম্নে প্রদত্ত প্রবন্ধাংশ ইহার অত্যুত্তম সাক্ষ্য দান করিতেছে ঃ—“সেদিন আমরা অভিষ্টস্থানে যাইবার কল্পনা ত্যাগ করিলাম। প্রায় দশ মাইল আসিলে বেহারা পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা ছিল। সেখানে আসিতেই অপরাহ্ন ৪॥ টা হইল। শরীরের বেদনা, বাহিরে বৃষ্টি, পথের কর্দ্দম ভাবিয়া, আমরা সেইখানেই কোনরূপে রাত্রি যাপনের সঙ্কল্প করিলাম। সেখানে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, এবং দিবাভাগে আহারাদির নিমিত্ত মহারাজের এক কুটীর ছিল। আমরা সেখানে সে রাত্রি থাকিব শুনিয়া গ্রামের ‘প্রধান’ (মণ্ডল) রাজভাণ্ডার হইতে ভোজ্য আনিয়া উপস্থিত করিল। পথের প্রত্যেক বিশ্রাম স্থানে এইরূপ রাজভাণ্ডার এবং আগন্তুকের পরিচর্য্যার নিমিত্ত ভৃত্য নিযুক্ত আছে। গড়ে পঁহুছিতে আমাদিগকে পাঁচ জায়গায়

আহারাদি করিতে হইয়াছে। সকল জায়গাতেই রাজভাণ্ডার আছে। ব্যবস্থা সমীচিন নহে ?

যেখানে আমরা রাত্রি যাপন করিলাম, সেখানে অবস্থানের নিমিত্ত এক কুটীর মাত্র আছে। গ্রামের প্রধান ভিন্ন মহারাজের কোন কর্ম্মচারী থাকে না। সুতরাং গড়ের সহিত টেলিফোনের যোগ নাই। মহারাজ আমাদের অবস্থিতির কথা জানিতে পারিলেন না। পরদিন ১০ মাইল গিয়া মহারাজের এক সবডিভিসনে উপস্থিত হইবা মাত্র, তিনি পথের কষ্টের কথা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং অন্যান্য স্থানে কখন্ উপস্থিত হইতে পারিব, এবং কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, সমুদয় জানাইলেন। প্রত্যেক যায়গায় কর্ম্মচারী-গণকে আমাদের বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বত্র সবিশেষ সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। বামণ্ডার সৌজন্য চির প্রসিদ্ধ।

যাঁহারা মনে করেন আমাদের দেশীয় শিষ্টাচার অন্য কোন জাতির অপেক্ষা ন্যূন, তাঁহারা ভ্রান্ত। বরং পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া আমরা আমাদের প্রাচীন শিষ্টাচার ভুলিয়াগিয়া কিম্ভুত-কিমাকার জীবে পরিণত হইতেছি। দেশীয় সৌজন্যে অত্যুক্তি নাই, কিন্তু সহৃদয়তা আছে। দুঃখের বিষয় চর্চ্চা ও আদর্শের অভাবে আমরা তাহা হারাইতে বসিয়াছি।”

রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর মহোদয়ের প্রথমবার বাম্‌ড়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালের বিবরণের উদ্ধৃতাংশ :—“বিদায় হইয়া রাজধানী ত্যাগ করার পর, পথে বাম্‌ড়ার সীমানার মধ্যে যতদূর যাইতে হইয়াছে, সর্ব্বত্র তাঁহার সৌজন্যের প্রভাব সমগ্র রাজ্যব্যাপী বলিয়া বোধ হইল, এবং সমগ্র জনপদবাসী সেই সৌজন্য দ্বারা সংক্রামিতপ্রায় বোধ হইয়াছিল।” আর এক স্থানে আছে :—“বামণ্ডার আস্থাপূর্ণ আড়ম্বরশূন্য, সুরুচিসম্মত আতিথেয়তা বামণ্ডার পটান্তর মাত্র। এই বার আমার বাম্‌ড়ায় অবস্থিতি আশাতীত দীর্ঘ হইয়াছিল। তিন দিন থাকিবার

সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু মহারাজের ইচ্ছার বশংবদ হইয়া সাতদিন রহিলাম। এইরূপ আর সাতটি দিন সমস্ত বৎসরের মধ্যে আমার ভাগ্যে ঘটা দুষ্কর।" আর একস্থানে আছে "দেশের বড় লোকদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, নীতিজড়িত ও আরাধিষ্টিত। একটা দেশীয় ভাব, অপরটী ইউরোপীয় ভাব। একটায় ছাতা জুতার বিভ্রাট, অপরটায় চিঠি লেখা, কার্ড পাঠান। মাহারাজ সুঢলদেব এই দুই শ্রেণীরই বহির্ভূত। সকল সময়ে সকল অবস্থায় সুলভ-দর্শন।"

রাধানাথ বাবুর আলোচনার আর এক স্থানে আছে "এক সঙ্গী বন্ধু বলিলেন শুনিয়াছেন, কৃষকেরা কোন্ সময়ে কোন্ বিষয়ের চাস আরম্ভ করিবে, রাজা সুঢলদেবের নিকট তাহার তত্ত্ব জানিতে আসিয়াছে। শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, চাসা রাজার কাছে চাসের সময় জানিতে আসিয়াছে? উত্তরে বন্ধু বলিলেন, বহুলোকের প্রতি-পালন ভার যাঁহার উপর, তিনি চাসার চাসা মহাচাসা, উপরোক্ত ঘটনার দ্বারা বুঝাযায় যে দেশ ভ্রমণ ও লোক পালন সূত্রে বিষয়-জ্ঞান বিষয়ে রাজা যেমন পণ্ডিত, শাস্ত্রাদি বিষয়েও রাজা তেমনি পণ্ডিত।"

উৎকল সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য হইতে একস্থানের কিয়দংশ :—"প্রাতঃকালে আহুত হইয়া একাকী মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। কার্য্য সম্পাদন করিবার বিষয়ে সুঢলদেব অক্লান্ত, সাধারণ শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও এরূপ ধৈর্য্য ও শ্রমস্বীকার বিরল। কথা প্রসঙ্গে একবার আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'নিজে যদি সব বিষয় না দেখি, তাহা হইলে, মহারাজ হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।' দুর্ভাগ্যের বিষয় দেশীয় রাজন্যমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে এই মহারাজ হইয়া নিজের এবং প্রজাবর্গের অশেষ দুর্গতি ঘটাইয়াছেন। মহারাজের

সঙ্গে নানা বিষয় কথোপকথন হইল। সাহিত্য বিষয় প্রধান, নিজের স্বাধীন মত রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার যে আগ্রহ, অন্য ব্যক্তির স্বাধীন মতের উপর সেইরূপ আদর। বাসায় ফিরিয়া আসিবার সময় যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। যুবরাজ পিতৃকীর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান। উৎকল সাহিত্য সংসারে তিনি পরিচিত হইয়াছেন।”

পণ্ডিত মধুস্থদন মিশ্র তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের প্রদত্ত একটি ঘটনা এইরূপ বিবৃত হইয়াছে।—“আগন্তুক বা আশ্রিত লোকেরা নিজের দুর্গমধ্যে পীড়িত হইলে, সুঢলদেব নিজে পরিচারকের ন্যায় পীড়িত ব্যক্তির শুশ্রূষা করিতেন। ইহার নিদর্শন বামণ্ডা প্রয়াণপর পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে বহুজনে পরিচিত আছেন। একদা অতি কঠিন জ্বরে পীড়িত হইয়া জনৈক আশ্রিত পণ্ডিত নিজের বাসায় দুর্ব্বিসহ যাতনা ভোগ করিতেছেন, এমন সময় দৈবাৎ সুঢলদেব উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে সেক পর্য্যন্ত দেওয়ার বিষয় আমরা অবগত আছি। পরে চিকিৎসক ডাকাইয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, আরোগ্য লাভ করা পর্য্যন্ত, নিজের লোকের ন্যায় পুনঃ পুনঃ তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। ইহা তাঁহার সাধারণ ব্যবস্থা ছিল।”

রায় রাধানাথ রায় বাহাদুরের মন্তব্যের অপর এক স্থান হইতে উদ্ধৃতাংশঃ—“প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একাকী পদব্রজে তাবৎ সাধারণ কার্য্যালয়, অশ্বশালা, হস্তিশালা, সদাব্রত এবং উদ্যানাদি পরিভ্রমণ করিয়াও মহারাজ প্রত্যহ প্রায় ছয় সাত ঘণ্টা কাল সংস্কৃত, ওড়িয়া এবং বাঙ্গালা পুস্তক আলোচনা এবং পণ্ডিতদের সহিত শাস্ত্র চর্চ্চায় অতিবাহিত করেন। মহারাজের একটি সুসজ্জিত সংস্কৃত পুস্তকালয় আছে। এটা নিতান্ত পোষাকী পুস্তকালয় নহে।”

বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত যোগেশবাবুর প্রবন্ধের অপর একস্থান ঃ—

"মহারাজের সংস্কৃত পুস্তকসকলও দেখিবার উপযুক্ত বটে। তিনি নিজে সংস্কৃত পণ্ডিত, যেখানে যখনই কোন সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে, সংবাদ পাইলেই, তিনি তাহা গ্রন্থাগারে রক্ষা করিতেছেন। দেশীয়রাজ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের আদর না হওয়াই বিচিত্র। টাঞ্জোর ও বিকানীর ও জম্বুর মহারাজগণের সংস্কৃত গ্রন্থাগার আছে বলিয়াই, এখনও অনেক পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থের লোপ হয় নাই।"

রায় বাহাদুর রাধানাথ রায়ের ভ্রমণ বিবরণের অন্য একস্থান হইতে উদ্ধৃতাংশ ঃ—"মহারাজের অধিকাংশ কার্য্য বিচক্ষণতা এবং শ্রমশীলতার পরিচায়ক, ব্যসন ইঁহাকে স্পর্শ করে নাই। অধিকাংশ রাজাদের ন্যায় নিষ্কর্ম্মা ভাগ্যবান হইয়া সন্তুষ্ট থাকা ইঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ রাজা রাজত্ব লাভে মনুষত্ব হারাইয়া থাকেন, ঐ সব লোক হইতে দৈবাধীন রাজত্ব বাদ পড়িলে, কি বাকি থাকে? বাকি কেবল একটি অকর্ম্মণ্য ব্যসনী পুরুষ। সুঢলদেবের কার্য্যাবলী দেখিলে স্বয়ং ঈর্ষাও ইহা বলিতে পারিবে না। রাজত্ব বাদ দিয়াও মহারাজ বাসুদেব সুঢলদেব নররাজ। নররাজের হস্তে দৈবাধীন রাজত্ব ন্যস্ত হইলে, যেমন হওয়া উচিত, বাসুদেব সম্পূর্ণরূপে না হইলেও, অন্ততঃ বহুপরিমাণে সেইরূপ হইয়াছেন, এবং এইরূপ রাজত্বসময়ে রাজ্যে যেরূপ উন্নতি হওয়া উচিত, বামড়া সেইরূপ উন্নতি হইতে বঞ্চিত হয় নাই।"

উৎকল সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর মহাশয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্তের একস্থানে আছে ঃ—"মহারাজের ও যুবরাজের সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। উৎকলের রাজন্যবর্গের মধ্যে সুঢলদেব আদর্শ পুরুষ, রাজপদোচিত কর্ত্তব্যগুলি দক্ষতাসহ সম্পাদন করিয়া, তিনি যেরূপ শাস্ত্রালোচনা ও সাহিত্য চর্চ্চায় যত্নবান, সেরূপ দৃষ্টান্ত এ হতভাগ্য দেশে, বিশেষতঃ আমাদের রাজকুলে বিরল। পাশ্চত্যশিক্ষালাভ না করিয়া, পাশ্চত্য গ্রহণযোগ্য ভাব সকল তিনি যেরূপ আত্মস্থ করিতে

পারিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও অসাধারণ প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।" আর একস্থানে আছে "সুঢলদেবের সকল কার্য্যে আড়ম্বর শূন্যতা প্রকাশ পায়। রাজবাটী এবং গৃহসজ্জাদি পদ এবং অবস্থার অনেক নিম্নে। ইহা নিন্দার কথা নহে বরং প্রশংসারই কথা।" এই প্রবন্ধের আর একস্থানে আছে "সভাভঙ্গের পর আমরা রাজবাড়ীতে আহার করিতে গেলাম। আহারের সময়ে মহারাজের আদর ও যত্ন দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। বহু পরিচারক ও কর্ম্মকারক সত্ত্বেও নিজের হাতে পরিবেশন করিয়া এবং নানাপ্রকার মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। আজ 'রুক্মিণীর বিবাহ' নামক একটি উৎসব এ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে দেবগড়ে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। বর্ত্তমান রাজধানী হইতে প্রায় এক মাইল দূরে পুরাতন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। এইস্থানে জগন্নাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। সেখান হইতে রোস্‌নাই নূতন গড়ে আসে এবং সমস্ত রাত্রি বাজী পোড়ান হয়।"

ঐ পত্রের আর একস্থানে আছে "আমরা মহারাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেলাম। প্রায় দুইঘণ্টা কাল সাহিত্যবিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল। কি সংস্কৃতসাহিত্য কি প্রাচীন উৎকল সাহিত্য উভয়েতেই তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য। কালিদাসের কবিতার উপর মুরারির শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করিয়া তিনি যেরূপ মত ব্যক্ত করিলেন, তাহা আমাদের নিকট অসঙ্গত বোধ হইল। অলঙ্কার বিন্যাস ও রচনা পারিপাট্যের উপর অধিক আস্থা স্থাপন করা বিশুদ্ধ প্রাচ্য ও প্রাচীন রুচির পরিচায়ক। সে যাহা হউক, তাঁহার ন্যায় স্বাধীনচেতা চিন্তাশীল, নিষ্ঠাবান ভারতীভক্ত উৎকল ভূমিতে একান্ত বিরল। মহারাজ তাঁহার অসম্পূর্ণ বীরবামা কাব্যকে সম্পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে মহারাষ্ট্রীয় ভাষাতে লিখিত একখানি নবপ্রকাশিত লক্ষ্মীবাঈচরিত আনাইয়া তাহার উৎকল অনুবাদ করাইবার আয়োজন করিয়াছেন।

প্রাতঃকালে ছয়টার সময় বামড়া ত্যাগ করিলাম। বিদেশ হইতে গৃহে চলিলাম বটে, কিন্তু তথাপি হৃদয়ে বিষাদময় ভাব জাগিয়াছিল।"

উড়িষ্যার কোন একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের সহিত পরিচয়ে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার নিত্যজীবন যাপনের নিয়মপদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া, তাঁহার বিদ্যাগৌরব ও কবি-সম্মান স্মরণ করিয়া, রাজ্যপালন ও কর্ম্মশীলতার বিশালতার প্রমাণ পাইয়া, স্যর বাসুদেবকে "সহস্রবাহু" বলিয়া অবিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিকই সেই কর্ম্মবীর তাঁহার রাজ্যের চতুর্দ্দিকে স্থিত অসংখ্য পার্ব্বত্য স্বাধীন রাজ্য সমূহের মধ্যস্থলে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসর সময়ের মধ্যে বিবিধ বিষয়ক পরিবর্ত্তন আনয়ন জন্য নানাক্ষেত্রে এত অধিক কাজ করিয়া গিয়াছেন, যাহা দ্বিবাহু ও এক মস্তক বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ঐ অল্প সময়ে সম্ভবপর নহে। তাঁহার প্রতিদিনের কর্ম্মের তালিকা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, কোন দেহধারী ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে সেরূপ কর্ম্মশীলতা সম্ভবপর নহে। তাই তিনি কবির দৃষ্টিতে দ্বিভুজ হইয়াও "সহস্রবাহু" ছিলেন। তাহার পর উপরিউক্ত মহোদয় তাঁহাকে উড়িষ্যার সমাজ ও সাহিত্যিক জীবনে "যুগপ্রবর্ত্তক" বলিয়া সমাদর প্রকাশ করিয়াছেন। উড়িষ্যায় তিনি সত্যসত্যই যুগপ্রবর্ত্তক বলিয়া অবিহিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যখন রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর বৰ্দ্ধমান বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শকের পদে অবস্থিত, তৎপূর্ব্ব হইতে নানাকারণে আমাদের সহিত তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী আত্মীয়তা থাকিলেও, সে সময়ে সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ নিবন্ধন আত্মীয়তা ঘনীভূত হইয়াছিল। উড়িষ্যার সুসন্তান রায় রাধানাথ পুনঃপুনঃ আমাকে বলিয়াছিলেন "বঙ্গের বিদ্যাসাগর দেখিয়াছেন, জীবনচরিতও লিখিয়াছেন, একবার আমাদের উড়িষ্যার বিদ্যাসাগরকে দেখিয়া আসুন। আমিই

আপনার যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিব। একটি খাঁটি সত্য মানুষ দেখিয়া চক্ষু সার্থক করুন।” সুতরাং স্তর বাসুদেব যে উড়িষ্যার নবজীবনের প্রবর্ত্তক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দীর্ঘ ভবিষ্যতে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপের গৌরব ঘোষিত হইবে। আর একটা বড় মজার কথা ঐ সমালোচকের উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। সে কথাটি, “শক্তির দ্বারা রাজপদ আবৃত।” কি চমৎকার কথা, এ উক্তির অন্তরালে একটা গভীর সত্য লুক্কাইত আছে। সংসারে সচরাচর অনেক বেচারা ব্যক্তি, অনেক অপদার্থ মূর্খ, অনেক অনাচারী মানবসন্তান রাজ-সিংহাসনের সম্ভ্রম ও ঔজ্জ্বল্যের চাকচিক্যে আপনাদিগকে শোভনদৃশ্য রাজপুরুষ বলিয়া অনুভব করে, এবং সাধারণ জনমণ্ডলীকেও সেইরূপ অনুভব করাইতে প্রয়াস পায়, সংসারের সম্পদ ও তাহার গৌরব, মানুষের এইরূপ সেবাতেই সর্ব্বদা নিয়োজিত। আর পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সম্পদ ও সম্ভ্রমকে লাভ করিয়া সেই সম্পদ ও সম্ভ্রমকেই গৌরবান্বিত করিয়া থাকেন। উত্তম পুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই চরিতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন। তাই ইঁহার দৃষ্টিতে “শক্তির দ্বারা রাজপদ আবৃত” এই মহাবাক্যের মূল্য স্তর বাসুদেবে শতগুণে পরিস্ফুট হইয়াছে। স্তর বাসুদেবের স্বভাবজ প্রতিভা, তাঁহার বিদ্যাগৌরব, তাঁহার প্রজাপালনপদ্ধতি তাঁহার আত্মসম্মান ও পরসম্মান-বোধ, তাঁহাকে সর্ব্বত্রই অজেয় পুরুষরত্নে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল, তাই রাজপদ দ্বারা তিনি আবৃত না হইয়া, তাঁহারই দ্বারা “রাজপদ আবৃত” হইয়া ধন্য হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির রাজপদ পরিগ্রহণে রাজপদের গৌরব শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার পরিত্যক্ত রাজাসনে যাঁহারা উপবেশন করিয়াছেন, তাঁহাদের পুণ্যফলের সীমা নাই, কারণ সত্য সত্যই স্তর বাসুদেবের পরিত্যক্ত রাজ সিংহাসন, রাজ সিংহাসনের যোগ্য, মহামূল্য রাজাসন। ইঁহার আর একটি বাক্যের আলোচনার আবশ্যক। ইনি রাজা

শুর বাসুদেবকে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন "বাসুদেব বিক্রমাদিত্যের ন্যায় আড়ম্বরশূন্য।" ইংরেজ রাজ দরবার হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি একবাক্যে রাজাকে সর্ব্ববিষয়ে আড়ম্বরশূন্য বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। শয়নে, আসনে, আহারে ব্যবহারে, বিদ্যা বিনয়ে, শাস্ত্র ধর্ম্মে, প্রজার সুখ সাধনে, শাসনে ও পালনে, সকল বিষয়েই বাসুদেব আদর্শ নরপতি ছিলেন, সর্ব্ববাদীসম্মত সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁহাকে বর্ত্তমান যুগের "বিক্রমাদিত্য" বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর তাঁহার আলোচনার অপর একস্থানে লিখিয়াছেন "দেবগড়ে স্তাবকগণের কিরূপ সৎকার হইয়া থাকে, নিম্নোক্ত ঘটনা তাহার পরিচয় স্থল। বিষয় বিশেষে তর্ক বিতর্ক নিবন্ধন মহারাজের সহিত আমার মতভেদ হয়। মহারাজ বলিলেন, 'আপনি যাহা বলিলেন, আমি তাহাতে সায় দিতে পারিলাম না। আপনার মত ইউরোপীয় অনুসারে গঠিত। আপনি সাহেবী মতের অযথা পক্ষপাতী?' আমি বিহিত উত্তর দিয়া কার্য্যানুরোধে বাসায় গেলাম। আমার অনুপস্থিত সময়ে মহারাজ তাঁহার পার্শ্বচরদিগের একজনের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্শ্বচর উত্তর করিল 'মণি মা ছামুরু' * যে আজ্ঞা করিলেন উহাই ঠিক। ইনি সাহেবদের কথায় ভুলিয়াছেন। কত সাহেব আসিয়া 'বাড়ীতলে' † পড়িয়া আছেন। মহারাজ শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, তুমি আমার সন্তোষার্থে আমার সম্মুখে যেরূপ বলিলে, কালে সাহেবের সম্মুখে এ কথা না বল হুজুর কত রাজা আপনার 'বাড়ীতলে' পড়িয়া আছে।"

* মহাত্মন মহারাজ ইত্যাদি শব্দে ব্যবহৃত হয়।

† অর্থাৎ আশ্রয়ে বা তাঁবেদারিতে।

একদা কোন প্রয়োজন বশতঃ রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব রাজ ভবনের বাহিরে যাইবেন বলিয়া ভৃত্যকে পাদুকা আনিতে বলিয়াছেন, ভৃত্য সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবার পূর্ব্বেই, জনৈক কর্ম্মচারী শশব্যস্তে রাজার পাদুকা আনিয়া দিবা মাত্র, রাজা বাহাদুর একবারে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই কর্ম্মচারীকে তীব্র তিরস্কার করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "তুমি লেখাপড়া শিখেছ? তোমার আত্মসম্মান বোধ নাই? স্থান, সময়, কাজ, কাজের গুরুত্ব ও তৎসাধনের প্রয়োজন বোধ তোমার হয় নাই?" এই ত গেল এক জাতীয় ঘটনা। আর এক জাতীয় ঘটনা এই যে, রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব একাকী এক অপ্রশস্ত স্থানে বসিয়া আপন মনে কি চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় এক কর্ম্মচারী রাজকার্য্যোপলক্ষে রাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। সে কার্য্য সমাধা করিতে সামান্য কিছু সময় ক্ষয় হইবে। স্বতন্ত্র আসন নাই দেখিয়া, রাজা বাহাদুর সেই কর্ম্মচারীকে স্বাসনের অর্দ্ধাংশে বসাইয়া কার্য্য শেষ করিবার অভিপ্রায়ে কর্ম্মচারীকে নিজের পার্শ্বে বসিতে বলিলেন। কর্ম্মচারী অত্যধিক সঙ্কোচ বোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, বসিতে সাহস করিতেছেন না। রাজা বাহাদুর বলিলেন "না বসিলে, কাজ হবে না, এইখানেই আমার পাশে বসুন।" বলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইয়া কাজটি শেষ করিয়া দিলেন।*

রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব সর্ব্বাদাই দিবসের শেষ ভাগে রাজবাটীর সম্মুখভাগে পরিচিত নাগরিক ও প্রজাগণের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা কহিতেন। এরূপ সময়ে প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা কাল এক দণ্ডে ভর দিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় কাটিয়া যাইত। অনেকেই মনে করিতেন, রাজার সহিষ্ণুতা অসাধারণ, কোন কোন দুষ্ট বুদ্ধির লোক মনে

* ঐ উভয়বিধ ঘটনাই ষ্টেটকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাশের নিকট শুনিয়াছি।

করিত, রাজা ঐ দণ্ডের উপর নির্ভর করিয়াই ঐ দীর্ঘ সময় দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতেন, এই ভাবিয়া কৃত্তিবাস মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান রাজার অজ্ঞাতসারে রাজার পশ্চাদ্দিকে গিয়া লাঠি গাছিতে আঘাত করে,, দণ্ড হস্ত চ্যুত হয়, উপস্থিত বহুলোক ঈদৃশ ব্যবহারে ভীত ও কুণ্ঠিত হইয়া নীরবে দণ্ডায়মান। রাজা বাহাদুর বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহাকে বলিলেন, "দেখিলে, দণ্ড আমাকে ধারণ করে না, আমিই দণ্ড ধারণ করি।" সকলে রাজার উদার ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইল। উপস্থিত লোকমণ্ডলী মনে করিয়াছিল, ব্রাহ্মণ-সন্তানের গুরুতর দণ্ড হইবে। *

একজন চক্ষুষ্মান ভ্রমনকারী বামড়া পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বিবরণ হইতে উদ্ধৃতাংশ ঃ— "এই রাজা মহোদয় নিজ কথিত বাক্যের প্রতিধ্বনি শুনিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, বা 'আজ্ঞা অবধান মণিমা ছামুরু' সম্বোধনে সম্মানিত হওয়া সুখকর মনে করেন না। ইনি বিলাস এবং আলস্য পরতন্ত্র নহেন, সর্ব্বদাই উৎসাহী ও উদ্যমশীল এবং উন্নতি পিপাসু, গর্ব্ব নাই, অভিমান নাই, আছে কেবল কতকগুলি সদ্‌গুণ।" আর এক স্থানে আছে, "ছত্রিশগড় বিভাগের ইংরাজ অধ্যক্ষগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, অন্যান্য গড়জাত অপেক্ষা বামণ্ডায় শিক্ষোন্নতি এবং সাহিত্য রসিকতা প্রশংসনীয়। এ বিষয়ে বামণ্ডা অন্যান্য গড়জাতের পথ প্রদর্শক।" ঐ দীর্ঘ বিবরণের আর এক স্থানে আছে ঃ— "ইংরেজ রাজ কঠিন বিধি প্রণয়ন করিয়া যে উৎকোচ গ্রহণ প্রথা উঠাইতে অসমর্থ, সেই উৎকোচ গ্রহণ প্রথা রাজা মহোদয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ফলে বামণ্ডায় সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। এ কথা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। অন্যান্য মহদনুষ্ঠান ছাড়িয়া দিলেও,

*পণ্ডিত মধুসূদন মিশ্র তর্কবাচস্পতি প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত।

কেবল এই এক কার্য্যের জন্য বামণ্ডাধিপতি দেশের গৌরবস্থল। উৎকোচ প্রথা, ন্যায় বিচারের অন্তরায়, তদভাবে অক্লেশে ন্যায়ের মহত্ত্ব রক্ষা হইয়া থাকে। বামণ্ডায় তাহাই হইতেছে।" আরও এক স্থানে আছে :—"একটি গড়জাত রাজ্যে এইরূপ বিবিধ সদনুষ্ঠান হইতেছে দেখিয়া, কোন্ স্বদেশীয় ব্যক্তি প্রীতি লাভ না করিবে? বামণ্ডায় কি রাজধানী, কি মফঃস্বল, চতুর্দ্দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পুলিশের বিশেষ সতর্কতা দেখা গেল। বামড়া পুলিশের সমস্ত কর্ম্মচারী দেশীয় লোক। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বিভাগে দুই একজন ছাড়া সমস্ত দেশীয় লোক (বামড়ারাজ্যবাসী) বলিলেই চলে। অন্যান্য গড়জাত রাজাদের স্বদেশীয় লোকদের প্রতি এতটা অনুকূল দৃষ্টিপাত সকলের পক্ষে শ্রেয়স্কর।"

উক্ত বিবরণের আর একস্থানে এইরূপ লিখিত আছে :—"এই রাজ্যের রাজকুমার শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দেব মহোদয় যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াও নীতিসম্মত পদবী হইতে স্খলিতপদ হন নাই। ইঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা উচ্চভাবের প্রস্ফুরণ আশাপ্রদ। আশা আছে, কুমার মহোদয় জনৈক প্রজারঞ্জক ও সুবিবেচক শাসনকর্ত্তা হইতে পারিবেন। পদ্মরাগ খনিতে কাচের প্রাদুর্ভাব অসম্ভব বলিয়া নীতিবিশারদ পণ্ডিতশিরোমণি বিষ্ণুশর্ম্মা যাহা বলিয়াগিয়াছেন তাহা যথার্থ—অতি যথার্থ।"

রায় রাধানাথ রায় বাহাদুরের মন্তব্যের অপর একস্থান হইতে উদ্ধৃতাংশ :—"উৎকোচ এবং পুলিশ অত্যাচার নিবারণ বিষয়ে বামড়ার রাজশাসন আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। রাজধানী হইতে বহুদূরে এবং মহারাজার চক্ষুর অগোচরে থাকিয়াও, বামড়ার কর্ম্মচারীগণ আপনাদিগকে তাঁহার দৃষ্টির পূরোবর্ত্তী মনে করিয়া অতি সতর্ক হইয়া কার্য্য করেন। প্রায় প্রত্যেক কর্ম্মচারী ইহা জানেন, যে যত গোপন ভাবেই অন্যায় করুক না কেন, তাহা মহারাজের অজ্ঞাত রহিবে না এবং একদিন তাহার জন্য নিশ্চয় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

আর একস্থানে ঃ—"সুঢলদেব নিজে নিজের রাজস্ব সচিব, নিজে নিজের পূর্ত্তকর্ম্মচারী। তাঁহার রাজস্ব বিভাগ এরূপ সুনিয়মে এবং সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত যে, কোন কর্ম্মচারী একটি পয়সা আত্মসাৎ করিতে পারে না। পূর্ত্তকর্ম্মে নিজে অশিক্ষিত হইয়াও, নৈসর্গিক বুদ্ধি দ্বারা রাজ্যের পূর্ত্তবিভাগে তিনি যেরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছেন, অনেক শিক্ষিত এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ এঞ্জিনিয়ারও তাহা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইবে।" বলং কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনায় এইরূপ মন্তব্য লিখিত আছে ঃ—"পূর্ণ মনুষ্যের অধিকাংশ সদ্‌গুণ সুঢলদেবে বর্ত্তমান। এত সদ্‌গুণের সমবায় দেশীয় লোকের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। তাঁহার কার্য্য দেখিলে বোধ হইবে, যেন বিধাতা দেশীয় শরীরে ইউরোপীয় মস্তক সংযোগ করিয়াছেন, সুঢলদেব যেমন চিন্তাশীল তেমনই কার্য্যশীল। যেরূপ সরস্বতীভক্ত সেইরূপ লক্ষ্মীভক্ত। পুস্তকালয় ও শস্যাগার উভয়ের প্রতি তাঁহার সমান আস্থা। এই বলংকুঠি মহারাজের লক্ষ্মী ও সরস্বতীর উপাসনার সামঞ্জস্য স্থলী বটে। এখানে দুটা প্রশস্ত শস্যক্ষেত্রের নাম 'লক্ষ্মী' ও 'অন্নপূর্ণা'।

রাধানাথ বাবু প্রথম বামড়া অবস্থানকালে, সর্ব্বপ্রথম রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব তাঁহাকে প্রধান পাট জলপ্রপাত দেখাইতে লইয়া যান। উভয়েই পদব্রজে গিয়াছিলেন। "সঙ্গে ছত্রধারী, চামরধারী, শরীররক্ষী ইত্যাদি না থাকিলে, রাজার বহির্গমন যেমন অন্যত্র সম্ভব নহে, এখানে সেরূপ নহে। ঠিক উল্টা। কেবল মাত্র একজন ভৃত্য সঙ্গে ছিল। ফিরিয়া আসার সময়ে পথে রৌদ্রতাপ নিবন্ধন ছাতা খুলিলাম। মহারাজের ছাতা ধরিবার জন্য তাঁহার ভৃত্যকে আমিই বলিলাম। মহারাজ স্বহস্তে ছাতা খুলিলেন ও ধরিলেন। আমি ভাবিলাম, কেবল ভদ্রতার আতিশয্য নিবন্ধন এরূপ করিতেছেন। ইহা ভাবিয়া আমি বলিলাম, 'মহারাজ! আপনার যেরূপ অভ্যাস আছে, সেইরূপ করুন।' মহারাজ বলিলেন, 'আমি ত সেইরূপই

করিতেছি, অন্যে ছাতা ধরিলে, আমার সুখানুভব হয় না।’ এ একটি সামান্য ঘটনা সত্য, কিন্তু এইরূপ সামান্য ঘটনা হইতেই লোকের প্রকৃতি জানা যায়।”

রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেবের রাজকার্য্য পরিচালন পদ্ধতির অন্তরালে মূলদেশে গভীর উদ্দেশ্য নিহিত থাকিত। যে উদ্দেশ্য সাধন জন্য যে কার্য্যের সূচনা করিতেন, তাহা কখন একদিনের একবারের চিন্তায় গঠিত হইত না। আজ যে কাজ আরম্ভ করিবেন, ছয়মাস পূর্ব্বে গোপনে সে কার্য্যের নিয়ম পদ্ধতিগুলি স্থিরীকৃত হইত। কিন্তু কেহ তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারিত না। যখন কাজ আরম্ভ হইল, তখন হয়ত লোকে না বুঝিয়া মনে করিল, কোথাও কিছু নাই, সহসা এত বড় বড় কাজের আয়োজন! স্তর বাসুদেব অনেক সময়ে পার্শ্বচরদের ঈদৃশ ভাবের পরিচয় পাইয়া প্রকারান্তরে জানাইয়া দিতেন, কতদিন পূর্ব্বে ঐ কাজের সূত্রপাত হইয়াছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজকীয় কার্য্যের উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যের গুরুত্ব, গুরুত্বের রহস্যরক্ষায় সর্ব্বদাই বিশেষ দৃষ্টি ছিল, তাই কোন সময়ে কোন কাজে তাঁহাকে কেহ কখন ব্যর্থচেষ্ট হইতে দেখেন নাই। সেই কর্ম্মবীর আপনার কার্য্যকলাপের নিয়ম পদ্ধতি আপনিই গড়িয়া তুলিতেন, আপনিই সে গুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতেন। কাহারও মন্ত্রণার অপেক্ষা করিতেন না! ছয় মাস পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে কোন কথার আলোচনা হইয়াছিল, সেই আলোচনা ছয় মাস নিদ্রিত থাকিয়া, সহসা ছয় মাস পরে কলেবর গ্রহণ করিতে যাইতেছে দেখিয়া, লোক কত সময়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। *

রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেবের বিপক্ষ পক্ষ বলিয়া কোন দিন একটা দল ছিল না। সকল লোকই তাঁহার গুণে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া

* ষ্টেটের অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীযুক্তশরৎচন্দ্র দাশের নিকট শুনিয়াছি।

তাঁহার সমাদর করিতেন, তথাপি কখন কখন কোন কোন লোককে বিরূপ ভাবাপন্ন দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহারা ততদিন বিরূপ ভাবাপন্ন, যতদিন তাঁহার সঙ্গে পরিচয় সঙ্ঘটন না হইত। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের পলায়নের ন্যায় সকল বিরূপ ভাব যেন সহজভাবে আপনা আপনি তিরোহিত হইত। এরূপ ঘটনা আমরা নিজেরাই অবগত আছি। এরূপ ঘটনা সংস্পৃষ্ট কোন কোন পদস্থ ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন, এবং রাজার প্রতি তাঁহাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা ভক্তি আছে জানি বলিয়া, দৃষ্টান্ত স্থলে নামোল্লেখ করিতে পারিলাম না।

রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব রাজ্য শাসন ক্ষেত্রে যে উচ্চ রাজ-নীতির পরিচয় প্রদানে সক্ষম ছিলেন, সে সম্বন্ধে বহু ঘটনা বর্ত্তমান থাকিলেও, সে সকলের আলোচনা সম্ভবপর নহে, সঙ্গতও নহে। কেবলমাত্র দু একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, একদা এক কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া দুইজন কর্ম্মচারী ও দুইজন পদস্থ ভদ্রলোক একযোগে চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিবার আয়োজন করিয়াছিল। রাজা বাহাদুর আত্মরক্ষা করিয়া পরে, এক এক করিয়া চক্রান্তকারীদের সকলকেই হস্তগত করিলেন, তাহাদের মধ্যে পরস্পরে স্বার্থসাধন জন্য, যে সকল পত্রালাপ হইয়াছিল, সে গুলিও ক্রমে এক এক করিয়া সংগ্রহ করিলেন। পরে রাজকাছারিতে একটি প্রকাশ্য সভায়, সেই সকল ব্যক্তিকে মিলিত করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের নিজ নিজ লিখিত পত্র উচ্চকণ্ঠে পাঠ করাইলেন। শ্রোতৃবর্গ মনে করিয়াছিলেন, ইঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি অতি গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, রাজাবাহাদুর তাঁহাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করিয়া বলিয়া দিলেন, "তোমরা আপনার জন হইয়া এরূপ করিলে? এই ব্যাপারের পর, অপরাধীদিগকে যে দণ্ড আমার দিবার অধিকার ও ক্ষমতা আছে, তাহা আমি প্রয়োগ করিলাম না। এরূপ ভদ্র ব্যবহারে যদি তোমাদের চৈতন্য হয় ভালই, নতুবা দণ্ডের গুরুত্ব অতি ভীষণ আকার

ধারণ করিবে।” কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ইঁহারা রাজাবাহাদুরের নিকট স্নেহ ও সদ্ব্যবহারে কোন দিনই বঞ্চিত হন নাই। *

রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের ক্ষেত্রে রাজা স্তর বাসুদেব সুচলদেব একটা বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্কভাবে চলিতেন। প্রজার নিকট ও উপরিতন রাজশক্তির নিকট কিরূপভাবে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তাঁহার এই জ্ঞান অতি উজ্জ্বল ছিল। প্রজার নিকট প্রজাবৎসল অথচ নির্ভীক রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত থাকার পদ্ধতিটি তাঁহার উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত ছিল। আর তিনি তাহা ঠিক ঠিক পালন করিতেন। তিনি ভয়ে ভীত হইবার পাত্র ছিলেন না। আবার কোন কারণে অযথা কঠোরও হইতেন না। উপরিতন রাজশক্তির সম্যক মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবার রীতি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু কোন দিন কোনও কারণে কোনও উচ্চতম ইংরেজ রাজ কর্ম্মচারীর নিকট হীনতার পরিচায়ক কোন ব্যবহার করেন নাই। সেখানে ভারতীয় সামন্ত নরপতির মর্য্যাদা রক্ষায় বেশ পটু ছিলেন এবং সেইভাবেই চলিতেন। †

রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর নিজে উচ্চদরের সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চত্য উভয়বিধ শিক্ষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাজা স্তর বাসুদেব সুচলদেবের বলং কৃষিক্ষেত্রের স্থান নির্ব্বাচনে এতই চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সে সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনাটুকু উদ্ধৃত করা গেল। “আমি সমগ্র উড়িষ্যা ভ্রমণ করিয়া এরূপ একটি স্থানও দেখি নাই। প্রকৃতির শোভা এবং মনুষ্যের অধ্যবসায়ের ঐরূপ সমাবেশ দেখিয়া কে না প্রীত হইবে? কি ভক্ত, কি কবি, কি বিষয়ী সমস্তের পক্ষে এই স্থান সমান উপযোগী। রাজধানী দেবগড় অপেক্ষা এ স্থানের জল বায়ু

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলমণি বিদ্যারত্নের প্রদত্ত বিবরণ হইতে এই ঘটনা গৃহীত হইয়াছে।

† রায়বাহাদুর রাধানাথ রায়।

সম্ভবত অধিক স্বাস্থ্যকর। শৈলপ্রাচীরবেষ্টিত হইয়াও এখানকার বিশাল চক্রবাল পবনের অপ্রতিহত সঞ্চারের সম্যক উপযোগী। বর্ষাকালে এই স্থান অতীব মনোহর হইয়া থাকে। আকাশে জল-ভারাবনত জলদমালা, কেকামুখরিত আসারসিক্ত প্রফুল্ল বনরাজি, জলদসংবলিত ছায়ালোকচিত্রিত সদ্যবিধৌত নীল শৈলশ্রেণী, দূর-প্রসারিত শ্যামায়মান কৃষিক্ষেত্র এবং কাননলক্ষ্মীর দর্পণরূপী বিশাল হ্রদের একত্র সমাবেশের দ্বারা বর্ষাকালে এই স্থানটি প্রকৃতির আলেখ্যশালাবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে। মেঘদূত বর্ণিত অধিকাংশ দৃশ্যই এই স্থানে সুলভ এবং এইরূপ স্থানই মেঘদূত পাঠের সম্যক উপযোগী।” ইহার পরেই তিনি লিখিতেছেন “জীবনে নানাশ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ করিয়া সুঢলদেবের ন্যায় সমতুল প্রকৃতি আমি আর দেখি নাই। মনে সমস্ত বৃত্তি আছে, কিন্তু সমস্ত বৃত্তিরই তিনি প্রভু। কোনও বৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিবে, ইহা তাঁহার কোষ্ঠীতে নাই। কার্য্যপ্রধান, অথচ ভাব প্রধান, নাতিক্রোধন অথচ নাতিসহিষ্ণু, স্থান দেখিয়া গণনাশীল, স্থান দেখিয়া মুক্তহস্ত। গর্ব্ব না থাকিয়া তাঁহার যথেষ্ট আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান আছে, কাহারও প্রতি স্নেহ করিলেন বলিয়া যে তাহার দোষের প্রতি অন্ধ হইয়া যাইবেন, এমন নহে। অভি-যোক্তাকে একটি কর্ণ দিয়া, অন্য কর্ণ অভিযুক্তের জন্য মুক্ত রাখিতে তিনি সর্ব্বদাই সতর্ক। অন্যের উপদেশ প্রার্থী হইয়াও, নিজ বুদ্ধির স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করিতে তিনি কদাচ প্রস্তুত ছিলেন না। সুঢলদেব ন্যায়পর অথচ কলের মত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন না। তাঁহার ন্যায় জ্ঞান করুণাজড়িত ছিল। তাঁহার যশে অভিরুচি ছিল, কিন্তু তিনি যশোরঙ্ক ছিলেন না। কৃত্রিম উপায়ে যশপ্রচারের কিংবা অলিক যশের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। আমোদে বিতৃষ্ণা ছিল না, মূল যে স্বাস্থ্য তাহার ক্ষতি না করিয়া যতদূর আমোদ সম্ভব, সে

সীমা তিনি অতিক্রম করিতেন না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রতি তাঁহার সমান দৃষ্টি, কাহারও প্রতি একাশক্তি নাই। কাহারও প্রতি ঔদাসিন্য নাই। ফলতঃ—

ধর্ম্মার্থ কামা সমমেব সেব্যাঃ।
যহ্যেকসক্তঃ সঃনর যঘন্যঃ॥

সুঢলদেবের জীবন এই উক্তির একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন, ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ হইয়াও ইউরোপীয়দিগের নিকট সুঢলদেবের প্রতিষ্ঠা কম নহে। গভর্ণমেণ্টের নিকট তিনি যে উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছেন, সেই উপাধিই সেই প্রতিষ্ঠার পরিমাপক, কিন্তু ইহা বলিয়া ইউরোপীয় দিগের সহিত দেশীয় লোকদের প্রকৃত কিরূপ সম্বন্ধ এবং তাহাদের সহিত সংশ্রব রাখা অপরিহার্য্য এবং স্থলবিশেষে বাঞ্ছনীয় হইলেও, সেই সংশ্রবের সীমা কোথায়, তাহা তিনি বিস্মৃত হওয়ার লোক নহেন। এই সীমা বিস্মৃত হইয়া এবং রাজনৈতিক "প্রিয়বন্ধু" শব্দের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিয়া, অনেক অপরিণামদর্শী নব্যশিক্ষাভিমানী দেশীয় রাজা সময়ে সময়ে লাঞ্ছিত এবং বিপন্নও হইয়াছেন।" আর একস্থানে আছে "সাধারণতঃ গড়জাত রাজবৃন্দের রুচি দেখিয়া অনেক সময়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। নির্জ্জন বাস, স্বাস্থ্যকর বায়ুসেবন এবং সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনের সুবিধা ইহাদের যেরূপ আছে, উড়িষ্যায় এরূপ সুবিধা আর কাহারও নাই। এরূপ সুবিধা ইউ-রোপীয়দিগের হস্তগত হইলে, তাহারা পূর্ণমাত্রায় তাহা ভোগ করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন। পর্ব্বতের শীর্ষ কিংবা তটদেশ, সমুদ্রবেলা, মহারণ্য কিংবা প্রশস্ত নদীতীরে নির্জ্জন সুদৃশ্যপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যকর স্থান নির্ব্বাচন করিয়া সেখানে গৃহনির্ম্মাণ করাইয়া তথায় আসিয়া অবস্থিতি করেন। বৃত্তীশ্বর ইউরোপীয়দিগের কথা দূরে থাক, যাঁহারা সেবাজীবী তাঁহারাও এইরূপ সুখ সম্ভোগের সুবিধা করিয়া নিবার জন্য আগ্রহান্বিত। অর্থহীন ভাবুকগণ, পর্ব্বত, মহারণ্য দেখিবামাত্র

কাজে না হোক, কল্পনায় সে কুটীরবাসের সুখ ভোগ করেন। কিন্তু সাধারণ গড়জাতের অবস্থা দেখিয়া কি প্রতীত হয়? উল্লিখিত প্রকার উচ্চসুখ ভোগের সমস্ত উপকরণ বিদ্যমান থাকিতেও ইহারা অন্ধকারাবৃত পবনসঞ্চারশূন্য আবর্জ্জনাপূর্ণ নবরের (রাজভবনের) নিভৃততম প্রদেশে গ্রাম্যসুখে আকণ্ঠ নিমগ্ন। * * * বলা বাহুল্য যে বামড়ার মহারাজ শ্রীসুঢলদেবের রুচি স্বতন্ত্র প্রকার। তাঁহার পাণ্ডিত্য তাঁহার রুচির প্রতিভূ বটে। সুরুচির সনাতন গুরু কালিদাস, মুরারি প্রভৃতির ভক্ত হইয়া গ্রাম্য আমোদের পক্ষপাতী হওয়া তাঁহার পক্ষে সর্ব্বথা অসম্ভব। মহারাজ সময়ে সময়ে নির্জ্জনবাসের জন্য একটি গৃহ প্রস্তুত করাইয়াছেন। গৃহটি একটি ক্ষুদ্র শৈলের তালুদেশে অবস্থিত এবং সুপ্রণালীতে গঠিত।” অন্যত্র “বিঘ্ন সাধারণ লোককে ভগ্নোদ্যম ও পশ্চাৎপদ করায়, কেবল একমাত্র প্রতিভা প্রতিকূল দৈবহস্ত হইতে সিদ্ধিকে ছিনাইয়া আনিতে সমর্থ। সুঢলদেব বিঘ্নের দ্বারা আদৌ ভগ্নোৎসাহ হইবার পাত্র ছিলেন না। সুশিক্ষা ও দেশ পর্য্যটন দ্বারা তিনি উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন, বিজ্ঞানের সাহায্যে সর্ব্ববিধ বৃহত্তর অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। তাই তাঁহার প্রতিভা সুসময়ে সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে ভীত বা পশ্চাৎপদ হইত না। তিনি কাজের পরিমাণ ও নিজের শক্তি সামর্থ্য ওজন করিয়া কাজে হাত দিতেন, এবং সর্ব্বত্রই কৃতকার্য্যতার আনন্দ উপভোগ করিয়া সুখী হইতে জানিতেন।” *

বনমালী গুরু “আর্য্যমিত্র” নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থে বহু বহু গুণবান ও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিবর্গের নামাবলী সহ রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের নামোল্লেখ করিয়া বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে রাজা বাহাদুর ক্ষুণ্ণমনে ও

* রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর।

কুণ্ঠিত অন্তরে বলিয়াছিলেন—"ঐ সকল মহাত্মা ব্যক্তির সহিত মিলিত করিয়া আমার প্রশংসার যোগ্য কিছুই আমাতে নাই, ইহা অত্যন্ত অন্যায় কাজ হইয়াছে। কোনমতেই এরূপ করা উচিত নহে। কাজের দ্বারাই মানুষ প্রশংসার পাত্র হয়। ঐ তালিকায় স্থান পাইবার যোগ্য কি কাজ আমার আছে ?" *

অপর এক গ্রন্থকার "ভারতাদর্শ" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের বহু বহু স্তুতি করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তুলনায় অন্যান্য রাজগণের সম্মানের খর্ব্বতা সাধন চেষ্টাও সে গ্রন্থে স্থান পাইয়াছিল। ঐ গ্রন্থ দর্শনে রাজা বলিয়াছিলেন :— "ভারতাদর্শ নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া আমার বিষয় আলোচনা অত্যন্ত অন্যায় কাজ। এই অন্যায় অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকল্পে আবার অন্যান্য রাজগণের মান সম্ভ্রম হরণ চেষ্টা যে, সে অন্যায় অনুষ্ঠানকে কতদূর কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়"। *

বামড়ার রাজকার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীবর্গের মধ্যে কোন একজন কর্ম্মচারীর কার্য্যকলাপে পরিতুষ্ট হইয়া রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব একদা এক সভার আয়োজন করিয়া ঐ সভাক্ষেত্রে ঐ কর্ম্মচারীর কার্য্যের প্রচুর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে এক স্বর্ণপদক পুরস্কার দিয়াছিলেন। ঐ পদক দানের সময়ে সভাপতিরূপে রাজা বাহাদুর তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দকে সমবেতভাবে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :— "আমি এই সমবেত কর্ম্মচারীবর্গকে আমার ভৃত্য মনে করি না, ইঁহারা সকলেই আমার সহকারী।" *

একদা রাজ্যের একজন তাঁতী তাহার বস্ত্র বয়নের মধ্যে নানাবিধ প্রকারে সূত্র পরিচালনাদ্বারা রাজকীর্ত্তির বহু প্রশংসা করিয়াছে।

* বড়কুমার শ্রীযুক্ত বলভদ্র দেব প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত।

রাজা বাহাদুর সেই ব্যক্তির শিল্প চাতুরীর বহু প্রশংসা করিয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া বলিয়াছিলেন "তোমার পরিশ্রম ও তাহার ফল প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রমের তুলনায় কার্য্যের ফল অল্পকাল স্থায়ী" * যে কাজ দীর্ঘকাল স্থায়ী ও লাভজনক, রাজা বাহাদুর সেইসকল কাজেরই বিশেষ পক্ষাপাতী ছিলেন।

পূর্ব্বে নানাস্থানে রাজার সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্যসেবার উল্লেখ করা হইয়াছে। কাহাকেও সাহিত্য চর্চ্চা করিতে দেখিলে, এবং তাহার কিছু গুণপনার পরিচয় পাইলে, রাজার আনন্দের সীমা থাকিত না। একদা দুর্য্যোধন নায়ক নামক ৭ টাকা বেতনের এক কর্ম্মচারী, সুযোগমত রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া, স্বীয় রচিত একখানি পুস্তক আদ্যোপান্ত শুনাইয়াছিল। রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব গ্রন্থরচনায় প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ সরকারী ব্যয়ে গ্রন্থ মুদ্রণের আদেশ দিলেন, এবং সে ব্যক্তি কি কাজ করে এবং কত বেতন পায়, তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ব্যক্তি ৭ টাকা বেতনে বন্দোবস্ত (Settlement Office) দপ্তরে কার্য্য করে শুনিয়া, তখনই তাহার ৭৲ টাকার স্থলে ২০৲ টাকা মাসিক বেতনের আদেশ দিলেন।* এরূপ ঘটনাও বামড়ায় বিরল নহে।

বামড়ার রাজসরকারে বৈষ্ণব হাওলদার নামে একজন হস্তিরক্ষক ছিল। ইহার পত্নীবিয়োগ হইলে পর, এ ব্যক্তি কর্ম্মকাজ ত্যাগ করিয়া উদাসভাবে চলিয়া যায়। তাহাকে যখন কিছুতেই আর আবদ্ধ রাখা যায় না, তখন রাজা বাহাদুর তাহার উপর বিশেষ অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিতে ও তাহার প্রতি বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেক সময়ে কথা বার্ত্তার প্রসঙ্গে তাহার মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

* বড়কুমার শ্রীযুক্ত বলভদ্র দেব প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত।

ক্রমে তাহার পত্নী বিয়োগ শোক কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, রাজা নিজে উদ্যোগ করিয়া নিজ অর্থব্যয়ে তালচের হইতে পাত্রী সংগ্রহ করাইয়া তাহার বিবাহ দেওয়াইলেন। সে ব্যক্তি ক্রমে রাজা বাহাদুরের স্নেহে আবদ্ধ হইয়া বামড়ায় রহিয়া গেল। * রাজা বাহাদুর এইরূপ ভাবে প্রতিপালকরূপে কত কত আশ্রিতজনের কত শত বিপদে বন্ধু হইয়া দরিদ্র রক্ষায় প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না।

দেবগড়ের নিকটবর্ত্তী একখানি গ্রামে জলাভাব নিবন্ধন প্রজামণ্ডলীর সর্ব্বদাই অত্যন্ত ক্লেশ হইত। রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব একদা শিকারে বহির্গত হইয়া ঐ গ্রামে উপস্থিত হন। জলাভাবে স্বয়ং ক্লেশ পাইয়া, প্রজাগণের জলাভাব সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ স্থানীয় প্রজাবর্গের জলাভাব নিবারণ জন্য রাজব্যয়ে একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী খননের আদেশ দিয়াছিলেন।*

একদা রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব জমনকিরা পল্লীর নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে শিকারে বহির্গত হন। সেখানে পৌঁছিতে বেলাবসান হওয়াতে বনপ্রান্তের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে রাত্রিযাপন করেন। পরদিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করেন। প্রবেশ মাত্র দূরে ভ্রমরগুঞ্জনবৎ অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পান। পার্শ্বচরদের দ্বারা শব্দ সঙ্কেতে স্থান নির্ণয় করিবার আদেশ দেন। নিজেও অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া এদিক ওদিক সন্ধান করার পর, দূরে এক ঝরণার নিকট একজন লোক শয়ান বলিয়া বোধ হওয়াতে, রাজা বাহাদুর দলবল সহ ঝরণা সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখেন, কৌপীনধারী, নিমীলিতনেত্র, ক্ষীণকায়, ক্ষুৎপিপাসা-কাতর এক ব্রহ্মচারী ঝরণার প্রান্তস্থ প্রস্তরে মৃতবৎ পতিত। পতন

* বড়কুমার শ্রীযুক্ত বলভদ্র দেব প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত।

নিবন্ধন সন্ন্যাসীর পদদ্বয় ঝরণার স্রোত স্পর্শ করায় সশব্দে ধৌত হইতেছে। রাজাবাহাদুর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসীর দেহ তুষারশীতল হইলেও, দেহে তখনও প্রাণ আছে; রাজার নিকট শরীরের তাপ বৃদ্ধি করিবার উপযোগী এক প্রকার তৈল ছিল। পার্শ্বচরদের এক জনকে ঐ তৈল সন্ন্যাসীর দেহে মালিস করিবার আদেশ দিলেন। অপর কাহাকেও নিকটস্থ গ্রামে পাঠাইয়া দুগ্ধ আনাইয়া ঐ আসন্ন মৃত্যুর কবলগত সাধুর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। প্রাতঃকাল হইতে ঐভাবে সন্ন্যাসীর সেবা করায় রাত্রি প্রায় ১১টার সময় তাঁহার অল্প অল্প জ্ঞান হইল এবং কাতরতাব্যঞ্জক "ওঃ ওঃ" শব্দ তাঁহার মুখে শ্রুত হইল। এইরূপে পূর্ণ দুইটি দিন সে স্থানে সর্ব্ববিধ অসঙ্গত ক্লেশ ভোগ করিয়া সন্ন্যাসীর সুস্থতা সম্পাদনে ব্যস্ত রহিলেন। সন্ন্যাসী দুই দিনের পর কথা কহিতে সক্ষম হইলেন। কিন্তু কথিত ভাষা তৈলঙ্গী ভাষা ও সাধুকে মান্দ্রাজের লোক বলিয়া বুঝা গেল। তাই সে ভাষা রাজাবাহাদুর বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু সে ভাষা সংস্কৃত শব্দবহুল বলিয়া রাজা স্যর বাসুদেব তাঁহাকে সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া অনুমান করেন, এবং সংস্কৃতেই তাঁহাকে প্রশ্ন করায়, উভয়ের মধ্যে সংস্কৃতেই পরিচয় গ্রহণ ও ভাব বিনিময় চলিতে লাগিল। রাজা বাহাদুর এই সন্ন্যাসীকে বহু সমাদরে দেবগড়ে আনিয়া প্রায় ছয় মাস কাল নিকটে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, তাঁহার আচার ব্যবহার, তাঁহার স্বভাব চরিত্র, সর্ব্বোপরি তাঁহার ঈশ্বর-ভক্তি, রাজাবাহাদুরকে, তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত করিয়াছিল। স্যর বাসুদেব এই সাধুকে স্থায়ীভাবে দেবগড়ে রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী রাজপরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়াও, পুনঃ পুনঃ রাজাবাহাদুরকে জানিতে দিয়াছেন যে, তাঁহার পক্ষে নিত্য লোকালয় বাস একবারে নিষিদ্ধ। তাই ছয়মাসের পর, আর থাকিতে সম্মত হইলেন না। যাইবার সময়ে রাজা স্যর বাসুদেব সাধুকে

বহুমূল্য বস্ত্র, মূল্যবান মালা ও হীরকাদি বহুমুল্য রত্ন বিদায় স্বরূপ দিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী সে সকলের কিছুই গ্রহণ করিলেন না। রাজার সন্নির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, কেবল একখানি শীতবস্ত্র (শাল) গ্রহণ করিয়াছিলেন।* রাজধর্ম্ম পালনের জন্য রাজারা শিকারে বহির্গত হইয়া থাকেন। এবং বহু জীবজন্তু বধ করিয়া রাজগৌরব বৃদ্ধি করিয়াও থাকেন। রাজা স্যর বাসুদেব এক্ষেত্রে বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া এক মহামূল্য শিকার লইয়া দেবগড়ে ফিরিয়াছিলেন। মানুষ মহৎ হইলে, তাঁহার কোন্ কাজে কিরূপ পুরস্কার লাভ হয়, তাহা কে বলিতে পারে? তিনি এ যাত্রা সন্ন্যাসীর জীবন রক্ষায় নিমিত্তের ভাগী হইয়া অপরিমেয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

একদা কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে রাজা স্যর বাসুদেব সুচল-দেবকে সহসা সম্বলপুর যাত্রা করিতে হয়। দেবগড় হইতে সম্বলপুর যাইবার পথে, স্থানে স্থানে থাকিবার স্থান ও আহারের সুব্যবস্থা থাকিত এখনও আছে। রাজাবাহাদুর প্রাতঃকালে অশ্বারোহণে গড় ত্যাগ করিয়া বেলা দশটার সময় প্রথম আড্ডায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, আহার্য্যের সমস্ত আয়োজন আছে, সঙ্গে লোকও নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু পাচক নাই। সে স্থানেও পাচক মিলিল না। রাজাবাহাদুর স্বয়ং পাকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অন্ন ব্যঞ্জন ও মাংস ইত্যাদি সমস্তই রন্ধন করিলেন। অনভ্যাস বশতঃ সামান্য কিছু অসুবিধা ও ক্লেশ হইয়াছিল। ভাতের ফ্যান গালা অভ্যাস নাই, কাজেই পাছে ফ্যান গালিতে হাত পুড়িয়া যায়, এই ভয়ে সে কাজের চেষ্টা না করিয়া, ভাতের হাঁড়ির তলায় ছিদ্র করিয়া দিয়া ফ্যান গালার কাজ শেষ করেন। পাকের কাজ শেষ হইলে, সহচরবৃন্দের সকলকে

* বড়কুমার শ্রীযুক্ত বলভদ্র দেব প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত।

অন্নব্যঞ্জন নিজ হস্তে পরিবেশন করিয়া আহার করাইলেন। সকলের আহার শেষ হইলে পর, স্বয়ং আহার ও বিশ্রাম করিয়া পুনরায় সম্বলপুরের পথে অগ্রসর হইলেন। * রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব রাজা হইয়াও, সর্ব্বতোভাবে সকল কালে একটি পূর্ণাঙ্গমানুষ ছিলেন। মানুষ মাত্রেরই যে সকল অবশ্য কর্ত্তব্য কাজ, সে সকলের কোন কাজেই কোন দিন পশ্চাৎপদ হইতেন না। আর লোকাভাবে কোন কাজে অসহায় জীবের ন্যায় অন্যের করুণা প্রকাশের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবার পাত্র ছিলেন না। রাজাসনে উপবিষ্ট রাজা স্যর বাসুদেবের ইহাই একটা প্রধান বিশেষত্ব ছিল।

রাজা স্যর বাসুদেব আবাল্য, সেই কুমার কাল হইতেই, সর্ব্বদা লোকবৎসল ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। একদা বাল্যকালে সহচরবৃন্দে পরিবৃত হইয়া "ডুডু" খেলিতে খেলিতে নিজের দন্তাঘাতে জগন্নাথ পতি নামক এক বালকের মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগাইয়াছিলেন। নিজের অধর ওষ্ঠ ও দন্তে গুরু আঘাত লাগিলেও এবং সেজন্য রক্তাক্ত হইলেও জগন্নাথের মাথা কাটিয়া শোণিত ধারা প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে রাজমাতার সদনে লইয়া গিয়া তাহার ক্ষতস্থান ধৌত করা ও ঔষধ লেপনের ব্যবস্থা করিয়া দেন, পরে বহুবিধ মিষ্ট কথা ও মিষ্টান্ন দ্বারা তাহার সন্তোষ সম্পাদন করিয়া, লোক দ্বারা তাহাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। এটি একটি বাল্য জীবনের চপলতাজড়িত উদারতা ও শীলতার পরিচায়ক ঘটনা।*

রাজা বাসুদেব প্রতিবেশী রাজগণের মধ্যে পরস্পরে বন্ধুভাব রক্ষার জন্য সর্ব্বদাই যত্নতৎপর ছিলেন। কখন কুত্রাপি তাঁহার ব্যবহার ও যত্ন চেষ্টায় বন্ধুভাবের অভাব পরিলক্ষিত হইত না। একদা বেড়াকোল রাজার পিতাপুত্রে মনোমালিন্য ঘটে। পুত্র ক্ষুণ্ণ

* পণ্ডিত নীলমণি বিদ্যারত্ন প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত।

মনে বামড়ায় আসিয়া রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাজা স্যর বাসুদেব কেঁড়াকোল কুমারকে সাদরে গ্রহণ করিয়া পরিচর্য্যাপুরঃসর স্বয়ং অনুকূল কাল স্থির করিয়া কুমারকে পিতৃসদনে উপস্থিত করিয়া পিতাপুত্রে মিলন সাধন করিয়া দিয়াছিলেন। * মানবসুহৃদ্ হইতে হইলে, এইরূপ অনুষ্ঠানই নিত্যকর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

বামড়ারাজ্যের পূর্ব্বদক্ষিণ সীমায় ব্রাহ্মণী নদী। ঐ নদীর পরপারে তালচের রাজ্য। কটকের সহিত বাণিজ্য পরিচালন কালে ঐ নদীর তীরে তালচের রাজ্যের সীমানায় একটি বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ গৃহ নির্ম্মাণ জন্য রাজা স্যর বাসুদেবকে তালচের রাজ্যের প্রজা স্থানীয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব স্মরণ করিয়া তিনি ঐ হীনতা স্বীকারে কুণ্ঠা বা অপমান বোধ করেন নাই। কিন্তু তালচেরের সীমানার মধ্যে ঐ বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণে, বোধহয় রাজইঙ্গিতে লোকাভাব হইয়াছিল। রাজা বাহাদুর স্থানীয় প্রধান গোদামুকু গড়নায়ককে বলিয়াছিলেন "গড়নায়ক! তালচেরপতি রাজা রামচন্দ্র আমাদের বন্ধু, সে অবস্থায় আমাদের কাজে তোমাদের সহায়তা পাওয়া একান্ত উচিত। আমার কাজে এরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে, তোমাদের ব্যবহারে, বন্ধু রাজার নামে কলঙ্ক আনিতেছ। এই সহজ সরল শ্লেষবাক্য তালচের রাজের কর্ণগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকাভাব দূর হইয়াছিল। *

বনাই ও বামড়ার সীমানা বিবাদে ইংরেজরাজার নিয়োজিত কর্ম্মচারীসহ বনাইয়ের স্বর্গীয় রাজাবাহাদুর ও বামড়া রাজ একত্র বামড়া সীমানার মধ্যে অবস্থিতি কালে, বনাইরাজ বামড়ার আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই। স্বরাজ্য হইতে আহার্য্য আনাইয়া ছিলেন। ঐ কার্য্যের শেষ নিষ্পত্তির সময়ে, উভয় রাজা বনাই রাজ্যের সীমানায় বাস

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলমণি বিদ্যারত্ন প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত।

করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্তর বাসুদেব সুঢলদেব নিজের ব্যবস্থা সত্ত্বেও বনাই রাজকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি আজ আপনার অতিথি। বামড়া ও বনাই দুটা রাজ্য, আমরা উভয় রাজ্যের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষায় নিযুক্ত উকিল মাত্র। বিচারক ইংরেজ রাজ যে নির্দ্দেশ করিবেন, তাহাই আমরা গ্রহণ করিব। এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষীয় উকিলে বন্ধুভাবের অভাব কেন হইবে? গঙ্গ ও কদম্ব বংশীয় প্রতিনিধিরা পরস্পরের বন্ধু।" এ ক্ষেত্রে স্তর বাসুদেব স্বেচ্ছায় বনাইয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বনাইরাজকে তাঁহার স্বীয় কার্য্যের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজা স্তর বাসুদেবের ব্যবহার সর্ব্বত্রই এইরূপ শান্তিস্থাপনপ্রিয় ব্যক্তির ব্যবহারের সাক্ষ্যদান করে। *

রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব স্বীয় রাজ্যের রাজধানী দেবগড়ের স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন, এবং সেইজন্য স্নান ও পানীয় জলের সুব্যবস্থায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বামড়ার রাজধানী দেবগড়, বিদেশীয় ভদ্রজনগণের প্রীতিকর ও সুখকর স্থানে পরিণত করিবার জন্যও সর্ব্বদা যত্নতৎপর ছিলেন। রাজ্যের বাহিরের কোন পদস্থ ব্যক্তি রাজ্যদর্শন, ভ্রমণ বা কার্য্যোপলক্ষে দেবগড়ে আসিলে, রাজাবাহাদুর স্বয়ং সর্ব্বদা তাঁহাদের সংবাদ লইতেন। কাহারও শরীর অসুস্থ হইলে, নিজেই পরিচর্য্যা করিতেন ও চিকিৎসক দ্বারা রোগমুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার নিযুক্ত চিকিৎসকেরা সর্ব্বদাই তাঁহার এই সাধু অভিপ্রায়ের অনুরূপ কর্ত্তব্য পালন করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। একদা কাশীর পলমল ভোলানাথ নামক একজন মহাজন বামড়ায় আসিয়া কঠিন পীড়ায় পীড়িত হইয়া পড়েন। রাজা স্বয়ং সর্ব্বদা তাঁহার সংবাদ লইয়াছিলেন

* পণ্ডিত নীলমণি বিদ্যারত্ন প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত।

এবং তাঁহার রোগ শান্তির জন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করাইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। *

রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব একজন মৃগয়াপ্রিয় রাজা ছিলেন। বহু বহু বার ব্যাঘ্র ভল্লুক ইত্যাদি বহু বন্যজন্তু বধ করিয়া প্রজাগণের প্রাণ রক্ষায় সহায়তা করিয়াছেন। এবং অনেক সময়ে শিকারে মৃগ এবং তজ্জাতীয় প্রাণীবধ করিয়া রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছেন। একদা এইরূপ এক মৃগয়া উপলক্ষে কলণ্ডাঞ্চলে শিকারার্থে প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া ফিরিতে বেলা অবসান হইয়া পড়ে। সে দিন আহারাদি কিছুই হয় নাই। সঙ্গে ছিলেন নগেন্দ্রচন্দ্র দাস। নিকটবর্ত্তী কলণ্ডা গ্রামের 'বাঙ্গার মা' নামে এক বৃদ্ধা ক্রয় বিক্রয় শেষ করিয়া গড় হইতে ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া রাজা বলিলেন "বুড়ীর কাছে কিছু নাই? বড়ই ক্ষুধা।" সহযাত্রী নগেন্দ্রচন্দ্র অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, মোটা চিঁড়া, পচা কলা, আর বিক্রয়শেষ ঘোল একটু আছে। রাজা ক্ষুধার তাড়নায় তাহাই অমৃতের ন্যায় ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। পরদিন তাহাকে গড়ে ডাকাইয়া একজোড়া সাড়ী পুরস্কার দিয়াছিলেন। সে সময়টা এত মন্দ যে, এক সের দুগ্ধের অপেক্ষা এক সের চাউলের মূল্য অনেক অধিক, তাই রাজবাড়ীতে দুগ্ধের প্রয়োজন না থাকিলেও, বৃদ্ধার নিকট প্রতিদিন এক সের দুগ্ধ লইয়া এক সের করিয়া চাউল দিবার আদেশ দিয়াছিলেন। *

ভারতে, ইংরেজ রাজার জাতি, সুতরাং এদেশে সাহেবের স্বভাবে প্রভুত্ব পরায়ণতা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেবের স্লিপার কারবার চালাইবার জন্য সাহেব কর্ম্মচারী রাখিতে হইত। মিষ্টার আলেকজাণ্ডার নামে এক সাহেব

* শ্রীযুক্ত নীলমণি বিদ্যারত্ন প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত।

অনেকদিন বামড়ারাজের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সাহেব সর্ব্বদাই, রাজাবাহাদুরকে রাজকার্য্যের নানা বিভাগে, পরামর্শ দিতে অগ্রসর হইতেন। রাজাবাহাদুরও খুব সাবধানতা সহকারে সর্ব্বদাই সাহেবের প্রদত্ত উপদেশ ও পরামর্শ পরিহার করিতেন। সাহেবের প্রদত্ত উপদেশের যে গুলি গ্রহণ যোগ্য বিবেচনা করিতেন, সে গুলিও সরাসরি ভাবে গ্রহণ করিতেন না। তর্কবিতর্ক দ্বারা সে গুলি সে সময়ে স্থগিত রাখিয়া, পরে পরিবর্ত্তিত আকারে সেই গুলি গ্রহণ করিতেন এবং বেশ মিষ্ট ভাষায় সাহেবের প্রস্তাব সংশোধিত আকারে গ্রহণ করিলেন তাহা জানাইয়া দিতেন। সর্ব্বদাই এমন ভাবে কাজ করিতেন যে সাহেব কর্ম্মচারী তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিবার সুযোগ না পান। আর সর্ব্বদাই সহচর ও পার্শ্বচরদিগের নিকট বলিতেন "অধীনস্থ শ্বেতকায় কর্ম্মচারীকে প্রশ্রয় বা প্রাধান্য দেওয়া নিরাপদ নহে।" *

* শ্রীযুক্ত নীলমণি বিদ্যারত্ন প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত।

সপ্তদশ অধ্যায়

হীরক জুবিলী, দুর্ভিক্ষ ও দস্যু দমন প্রভৃতি

ভারতে ইংরেজ রাজ সরকারের আদিষ্ট ঘোষণা পত্রের ফলে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২১ ও ২২ জুন দুই দিবস সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের নানাস্থানে হীরক জুবিলীর অনুষ্ঠান হয়। ঐ বৎসরে ১৬ই জুন তারিখে বামাণ্ডাধিপতি রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেবের এক আদেশ পত্র প্রচারিত হওয়ার ফলে বামড়া রাজ্যেও মহাসমারোহে ঐ জুবিলী সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ঐ দুই দিবসব্যাপী উৎসব বামড়া রাজ্যে একটা বিশিষ্ট অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল।

রাজরাজেশ্বরী মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার রাজত্বকালের দীর্ঘতা অন্য কোন দেশে কোন রাজা কর্ত্তৃক অতিক্রান্ত হয় নাই। এই হীরক জুবিলী উপলক্ষে বামড়ার রাজাপ্রজা মিলিত হইয়া ভক্তিপ্রীতিপূর্ণ যে সম্ভাষণ পত্র মহারাণীকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা কনকমণ্ডিত রজতাধারে আবদ্ধ করিয়া ছত্রিশগড় বিভাগের পোলিটিক্যাল এজেণ্ট বাহাদুরের মারফত ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল। মহারাণীর শুভ কামনা করিয়া দেবগড়ের ও রাজ্যের অন্যান্য নানাস্থানের দেবালয় সকলে পূজা অর্চ্চনাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বিদ্যালয় সকল ও সরকারি কার্য্যালয় সকল বন্ধ হইয়াছিল। নাগরিকগণ ও নানাস্থানের পল্লী জনমণ্ডলী উৎসবের আনন্দে মাতিয়াছিল। রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব এই আনন্দোৎসব উপলক্ষে কারাবাসীদের মধ্য হইতে দুইজন পুরুষ ও তিনটি স্ত্রীলোককে মুক্তি দান করিয়া সদাশয়তা ও উদার হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন।

রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিদ্যালয়ের

বালক * বালিকাগণকে চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয়ে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। নগরসজ্জা ও আলোকমালা অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। উৎসবে যোগ দিবার জন্য যে অসংখ্য জনমণ্ডলী দেবগড়ে উপস্থিত হইয়াছিল, রাশি রাশি অর্থ ব্যয়ে সেই সকল প্রজা ও দরিদ্র জনমণ্ডলীকে আহার করান হইয়াছিল। রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব ঐ উপলক্ষে অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে প্রাণপণ যত্ন ও অগণিত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। সভা সমিতির অনুষ্ঠানেরও ত্রুটি হয় নাই। রাজ্যের নানাস্থানের প্রধানগণের মিলিত সভায় ঐ অভিনন্দনপত্র পঠিত ও গৃহীত হইয়াছিল। তদানিন্তন যুবরাজ (পরবর্ত্তী কালের রাজা বাহাদুর) ঐ অভিনন্দন পাঠ করিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর পীড়িত থাকায় যুবরাজ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভায় নীলমণি বিদ্যারত্ন মহারাণীর জীবন কাহিনীর আলোচনা করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস মহাশয় সভাস্থ সকলকে ঐ অভিনন্দনের সারমর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া রাজভক্তি বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই ভাবে বামড়ার রাজধানী দেবগড়, দুটি দিন মহা আনন্দে মাতিয়াছিল। স্বয়ং রাজা বাহাদুর শয্যাগত থাকায় কর্ম্ম বাহুল্যের দায়িত্ব যোগেশ বাবুর স্কন্ধে নিপতিত হইয়াছিল।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে উত্তম বৃষ্টির অভাবে শস্য হানি হইয়াছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতেই মধ্যপ্রদেশের নানাস্থানে অন্নাভাবের হাহাকার ধ্বনি উঠিতেছিল। প্রথম প্রথম রাজা প্রজা কেহই বুঝিতে পারেন নাই, যে ঐ বৎসর দুর্ভিক্ষের দাবানলে সমগ্র মধ্যপ্রদেশ একবারে ছারেখারে যাইবে। ১৮৯৭ সালের অনাবৃষ্টি একবারে সকল আশা ভরসা নির্ম্মূল করিল। অন্নাভাবে প্রায় লক্ষলোক ক্ষুধানলে আত্মসমর্পণ করিলে পর, বুঝাগেল যে এবার আর রক্ষা নাই।

এই দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য নানাস্থানে অর্থ-সংগ্রহ হইতে লাগিল।

ভারত কল্পতরু মুক্তহস্তে সে বিপদের সময়ে অর্থ সাহায্য করিয়াছে। সে সময়ে ইংলণ্ডের জনসাধারণ ও কর্ত্তৃপক্ষীয়দল ও অন্যান্য সহৃদয় প্রধান ব্যক্তিবর্গ মিলিত হইয়া অর্থ সাহায্য করিয়া ভারতপ্রজার প্রাণরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ভারতের তদানিন্তন রাজপ্রতিনিধি মহামান্য লর্ড এল্‌গিন্ বাহাদুর কলিকাতায় টাউনহলে সভা আহ্বান করিয়া অর্থ সংগ্রহে ও সাহায্য দানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সরকারি কার্য্যালয় সকলে জাতিবর্ণ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি অল্লাধিক সাহায্য করিয়াছে। রাশি রাশি অর্থ সংগৃহীত ও মধ্যপ্রদেশের দুর্ভিক্ষ দমন কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও অসংখ্য লোকক্ষয় নিবারণে অল্পই সাহায্য হইয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সময়ে অর্দ্ধ আনায় যে উপকার হয়, অসময়ে আট আনা খরচ করিয়াও সে ফল পাওয়া সম্ভবপর নহে।

এই নিদারুণ অন্নাভাবের আগুন, সমগ্র মধ্যপ্রদেশ ছারেখারে দেয়, ইহার সুতীব্র আক্রমণ হইতে ছত্রিশগড় ও নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। ছত্রিশ গড়ের রাজ্য সকলে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন অভাবের আগুন বেশ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহারই উপর আবার ইংরেজ রাজ্যের প্রজা মণ্ডলীর পেটের জ্বালায় ছুটাছুটি ও ক্রমে ঐ সকল সামন্ত রাজ্যে ক্ষুধানল নিবারণের জন্য প্রবেশ লাভ, অভাবকে আরও ঘনীভূত ও তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছিল। "সর্ব্বত্র হাহাকার, সর্ব্বত্র দাও, কিছু খেতে দাও।" ছত্রিশগড় রাজ্য সকলের পলিটিক্যাল এজেণ্ট বাহাদুর সে সময়ে অসঙ্গত ক্লেশ ও শ্রমস্বীকার পূর্ব্বক সামন্ত রাজ্যের প্রজারক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

এই অন্নাভাবের ক্রন্দনধ্বনি বামড়ায় ও ইহার চারিদিকের রাজ্য সকলে বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তী বনাই, তালচের, পাল্লাহরা, গাংপুর প্রভৃতি বহু বহু রাজ্যে এই অন্নকষ্ট নিবারণের ও লোকক্ষয় রোধ করিবার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল সে

সকলের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। বামণ্ডারাজ স্তর বাসুদেব সুঢলদেব নিজ রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দমন ও প্রজা রক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাই এখানে আলোচ্য।

স্তর বাসুদেব চিরদিনই প্রজারক্ষার জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। এই প্রজার রক্ষাকল্পে তিনি চিরদিনই অবাধ বাণিজ্য-নীতির প্রতিকূল ছিলেন। রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্য সর্ব্বাগ্রে রাজ্যের অভাবমোচনে নিয়োজিত হইবে। রাজ্যের অভাব দূর করিয়া উদ্বৃত্তাংশ রাজ্যের বাহিরের বাজারে বিক্রয়ার্থে চালান যাইতে পারে, নতুবা নহে। তাঁহার এই নীতি, ইংরেজরাজের অত্যুচ্চ উদার বাণিজ্যনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী হইলেও, তিনি এ বিষয়ে সর্ব্বদাই আপনার অভিপ্রেত পথেই চলিতেন, এবং এ বিষয়ে তাঁহার উক্তি এরূপ যুক্তিবলে সবলীকৃত ছিল, যে, ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার ব্যবস্থার প্রশংসা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব যেই বুঝিতে পারিলেন যে, অন্নাভাবে প্রজার প্রাণরক্ষা করা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কঠিন ব্যাপার হইবে, অমনি এক রাজাদেশ দ্বারা রাজ্যের প্রজাসাধারণ ও ব্যবসায়ীদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্য ঃ—ধান্য, চাউল গম ও অন্যান্য শস্য, রাজাদেশ ব্যতিত, রাজ্যের বাহিরে কোন কারণে নীত হইবে না। ঐ আদেশ অমান্য করিলে অপরাধীর গুরুতর দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। * প্রজা রক্ষাই রাজধর্ম্ম, বামড়ারাজ স্তর বাসুদেব

* "But save in Bamra, where the prohibition of export of food grains, appears to have secured the immediate object with which it was issued by the Chief, the pressure of high prices was everywhere felt by the poorer classes and few states were free from the incursions of wanderers from the famine-stricken arears of Chhattisgarh. The horrors of famine were intensified by an epidemic of cholera more severe and wide spread than had been known for many years past. Only Bamra and Rehrakhol appear to have been entirely free from it. Resolution C. P. Govt. 1897

সুচলদেব এটা অন্য সকল বিষয় অপেক্ষা অধিক বুঝিতেন, তাই তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি সমগ্র উড়িষ্যা ও ছত্রিশগড়ের রাজন্যসমাজে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দেশীয় রাজ্য সকলের আর কোথাও ঐরূপ রাজাদেশ প্রচার দ্বারা প্রজারক্ষার সংবাদ আমরা জানিতে পারি নাই। খুব সম্ভব আর কোথাও ঐরূপ চেষ্টা হয় নাই।

রাজা স্তর বাসুদেব, রাজ্য হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানি নিবারণ করিয়াই, প্রজাপালনের কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। বিদ্যাসাগর-সুহৃদ্ বাসুদেবের লোকপালন নীতির অনুসরণ করা অন্যের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সে কার্য্য তাঁহার পক্ষেই সম্ভবপর হইয়াছিল। তিনি যখন দেখিলেন যে, রাজ্যমধ্যে উৎপন্ন ধান্য ও অন্যান্য শস্য মহাজনদের হাতে প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকা সত্ত্বেও, প্রজাসাধারণের ক্ষুধানল নিবারিত হইতেছে না। তখন রাজাবাহাদুর মহাজনদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন "হয় তোমরা উচিত মূল্যে আমাকে সমস্ত চাউল বিক্রয় কর, আর না হয়, আমাকে ঋণ দাও। মূল্য লইলে মূল্য দিব, না হয় আগামী বৎসর ধান্য খরিদ করিয়া তোমাদের প্রাপ্য সুদে আসলে পরিশোধ করিব। আর উপায় নাই, রাজায় ধরিয়াছেন, তখন রাজব্যয়ে ক্রয় ও ঋণ গ্রহণ চলিতে লাগিল। বাজারে চৌদ্দসেরের দরে চাউল বিক্রয় হইতে লাগিল। সাধারণ প্রজামণ্ডলী অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে চাউল, ক্রয় করিয়া আত্মপোষণে ও পরিবারপালনে সক্ষম হইয়া রক্ষা পাইল ও যুক্তকর উর্দ্ধে উঠাইয়া বাসুদেবের বন্দনা করিতে লাগিল। *

* "Bamra was the only State in which there was any interference with trade. The prohibition by the Feudatory Chief of Bamra of the exportation of the food grain continued in force through out the year".

"The-Supplementary measure was adopted of borrowing rice and selling it at t4 Seers per rupee." General Review 1900. A. S. Womach Political Agent.

রাজাবাহাদুর কেবল সাধারণ গরীব অথচ অর্থব্যয়পটু প্রজাবর্গের প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। যাহারা এক টাকায় চৌদ্দসের চাউল ক্রয় করিয়া জীবনরক্ষা করিতে অক্ষম। তাহাদের ঐ এক টাকা উপার্জ্জনের পথও সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৯৭-১৯০০, এই সমগ্র সময়, রাজব্যয়ে পুষ্করিণী খনন, রাজপথ নির্ম্মাণ ও অন্য নানাবিধ পূর্ত্তকার্য্যে শ্রমজীবী নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া যাহাতে নিম্ন স্তরের প্রজামণ্ডলীর হাতে, প্রাণ ধারণের উপযোগী অর্থ সংগৃহীত হয়, সে ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। এই কারণেই বামড়ায়, অন্নাভাবে লোক ক্ষয় ঘটে নাই, কেবল তাহাই নহে, পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সকল হইতে দলে দলে নরনারী খাটিয়া খাইবার জন্য বামড়ায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারাও বামড়ারাজের কৃপায় কাজ পাইয়া আত্মরক্ষায় সক্ষম হইয়াছিল। সেই সকল বিদেশীয় জনমণ্ডলীর অনেকে রাজকৃপায় প্রাণরক্ষা করিতে পাইয়া, ক্রমে বামড়ার প্রজামণ্ডলী-ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। রাজনীতি বস্তুটা পুথিতে লিপিবদ্ধ থাকা এক কথা, আর উত্তম রাজবুদ্ধির স্পর্শলাভ করিয়া জীবন্তভাবে কার্য্য করে, এ এক কথা। রাজা স্তর বাসুদেবের রাজনীতি ও রাজবুদ্ধি পরস্পরের বাহুবেষ্টনে পরমানন্দে বাস করিত, তাই সেই বিশাল হৃদয় বিরাট পুরুষের তুলনা দেশে দুর্ল্লভ। উড়িষ্যায় কেন, ছত্রিশ গড়ে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের নানাস্থানে রাজপদে আসীন রাজমণ্ডলে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল বলিলে, অত্যুক্তিদোষে দুষ্ট হইবার ভয় নাই।

রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেবের দুর্ভিক্ষ দমন চেষ্টা এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। তিনি আরও কিছু করিয়াছিলেন। প্রজা সাধারণের খাজনার টাকা দিবার যে অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারও উপায় বিধানে তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের সময় একটা আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। যে সকল প্রজা কৃষিকার্য্যে ৳৵ ফশল পাইয়াছে, তাহাদের খাজনা মাপ হয়

নাই। পরে ১২/১৬ ও ১১/১৬ পরিমাণ ফসলে, টাকায় দুই আনা মাপ হইয়াছিল। পরে ১০/১৬, ৯/১৬ ও ৮/১৬ পরিমাণ ফসলে টাকায় চারি আনা বাদে টাকা আদায় হইয়াছিল। তৎপরে ৭/১৬ ও ৬/১৬ টাকায় আট আনা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তন্নিম্নে টাকায় বার আনা মাপ হইয়াছিল। এই হিসাবে রাজ্যের সমগ্র রাজস্বের টাকা হইতে ২১,৩৭৭।/০ টাকা আদায় দেওয়া হইতে সমগ্র প্রজামণ্ডলী অব্যাহতি পাইয়া কৃতার্থ বোধ করিয়াছে। *

রাজ্য শাসন ও পালন ক্ষেত্রে রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব নানা আকারে প্রজা রক্ষা ও প্রজার সুখ সুবিধা সাধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিলেও, সময়ে সময়ে প্রজামণ্ডলীর মধ্য হইতে এরূপ শ্রেণীর লোক দেখা দিত, দস্যুবৃত্তি যাহাদের প্রিয় কার্য্য। ঐ শ্রেণীর লোককে শাসন করিতে, তাঁহাকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। এরূপ লোকদের অত্যাচারে নিরীহ প্রজামণ্ডলী সময়ে সময়ে সর্ব্বস্বান্ত ও নিগৃহীত হইত। আবার কৌশলে সে সকল লোক শাসনের অধীনে আসিত ও দণ্ড গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত। বামড়া রাজ্যে দুইবার এই দস্যুদল শাসনে রাজা বাহাদুরকে দীর্ঘকালব্যাপী কর্ম্মভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রথমবার বাহাদুব গণ্ড নামক এক ব্যক্তি কতকগুলি লোক সংগ্রহ করিয়া ডাকাতি আরম্ভ করে। নানা স্থানে ডাকাতি করিয়া প্রজাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিতে থাকে। তাহাকে ধরিবার জন্য চেষ্টাও যথেষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু সে ব্যক্তি দিবাভাগে কোথায় থাকিত, তাহা কেহই বলিতে পারিত না। বহু অনুসন্ধানের পর সে ব্যক্তি দলবলসহ ধরা পড়িল, এবং উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইল।

---

* No less than 42 per cent of the land revenue has been alienated. principally in muafi grants to the Rajfamily, and this seriously affects the recorded income from land 1899.

আর একবার ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বাসু মহাপাত্রের পুত্র আবিল মহাপাত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র ছবিল মহাপাত্র উভয়ে মিলিত হইয়া একটা দল গঠন করে। ইহারা প্রথম প্রথম দিনের বেলায় চাসবাস করিত ও রাত্রিকালে ডাকাইতি করিয়া প্রজাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। ক্রমে আবিল ও ছবিল যে ঐ ডাকাইতির নায়ক, এই সংবাদ যখন চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল, তখন তাহারা বাড়ীঘর ত্যাগ করিয়া অরণ্য আশ্রয় করিল। দিনের বেলায় নির্জ্জন অরণ্যে গোপন বাস, রাত্রিতে দেশ লুণ্ঠন। ক্রমে এই দস্যুদ্বয়ের অত্যাচার অত্যধিক প্রবল হইয়া উঠিল। ইহাদের পিতা বাসুও নিরুদ্দেশ হইল।

আবিল ছবিলের দলে সর্ব্বদা প্রায় পঞ্চাশ জন লোক সহকারী ছিল। ইহারা এক এক করিয়া দশবারটা বড় বড় ডাকাইতি করিয়া দেশের মহাজনদের ও প্রজাসাধারণের যথেষ্ট ক্ষতি করিল। ইহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিতে রাজসৈন্যের সহিত স্থানে স্থানে খণ্ডযুদ্ধও হইয়াছে। ডাকাইতদের দলভুক্ত পার্শ্বচর দুই চারিজন সে যুদ্ধে মারাও পড়িয়াছে, কিন্তু আবিল ছবিল সহজে ধরা পড়িল না। ক্রমে বামড়ায় বাস অসম্ভব হইয়া উঠিল বলিয়া, দস্যুদ্বয় দলবলসহ বনাই রাজ্যের অরণ্য মধ্যে আশ্রয় লইল। দিনের বেলায় বনাইয়ের অরণ্য মধ্যে বাস, রাত্রিকালে বাহির হইয়া বামড়ায় ডাকাতি। এই ভাবে আরও কিছুদিন কাটিলে পর, পোলিটিক্যাল এজেণ্ট সংবাদ পাইয়া বামড়ায় উপস্থিত হইলেন। নানাবিধ পরামর্শের পর স্থির হইল যে, ডাকাইতদিগের উপর নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজ সদনে উপস্থিত হইয়া আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করার জন্য নোটিশ দেওয়া হইল! নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাজির না হইলে, তাহারা অপরাধী, তজ্জন্য বিচারাধীন হইবে। দস্যুদলের নেতা বা দলভুক্ত কেহই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাজির হইল না।

ইহার পর ডাকাইতের সরদার আবিলের পিতা বাসু মহাপাত্র

বামড়ার সীমানার বাহিরে, গভর্ণমেণ্ট এলাকার মধ্যে খালসা পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইল। মধ্যপ্রদেশের শসনকর্ত্তা, ছত্রিশগড়ের পোলিটিক্যাল এজেণ্টকে এইরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপী ডাকাইতির কারণ অনুসন্ধান করিবার এবং ইহাদের শাসন না হওয়া পর্য্যন্ত, তাঁহাকে বামড়ায় অবস্থিতি করিবার আদেশ দেন। অবশেষে সম্বলপুরের পুলিশ সাহেব বহু বহু খালসা পুলিস লইয়া বনাইএর অরণ্য হইতে দস্যুদ্বয়কে বন্দী করিয়া সম্বলপুরে আনিয়াছিলেন। ঐ ডাকাইতদলের প্রধান ব্যক্তি আবিল মহাপাত্র বিচারের পর দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া, সম্বলপুরের জেলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ডাকাইতের সর্দ্দারদের বিচার পোলিটিক্যাল এজেণ্ট দ্বারা সম্বলপুরেই হইয়াছিল। তাহারা উভয়েই আদর্শ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল। দলের অন্যান্য দস্যু ক্রমে ক্রমে ধরা পড়ে এবং বামড়ার রাজদরবারে বিচারান্তে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই দলের বিনাশ সাধনে যথেষ্ট সময়ও লাগিয়াছিল। *

বাত রোগঃ—রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যার সময় রাজবাটীর সম্মুখস্থ নাতিগভীর জলাশয়ে একখানি ক্ষুদ্র নৌকাতে অবস্থিতি করিতেন। যাঁহারা সে সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাঁহারা সেই নৌকাতেই তাঁহার সঙ্গে একত্র বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। অপরাহ্ন হইতে রাত্রি নয়টা দশটা পর্য্যন্ত

* 'They were taken from Bonai to Sambalpur and tried and convicted there by the Political Agent. The gang gave no further serious trouble after the arrest of the leaders. Several of Abil's followers were arrested by the state police and tried by the State Courts,

The Fendatory Chief desires to convey his thanks to the administration of the Central Provinces for the assistance given him in suppressing the outbreak of dacoity" 1901.

রাজা বাহাদুর ঐ জলাশয়ে নৌকায় বাস করিতেন। কেবল তাহাই নহে, অসহ্য গ্রীষ্মের সময়ে সিক্ত বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া বসিয়া থাকিতেন। এইরূপ ভাবে পার্ব্বত্য প্রদেশের উত্তাপ অসহ্য হওয়াতে সর্ব্বদা সিক্ত বস্ত্র ব্যবহার ও শীতল স্থানে থাকার জন্য ক্রমে সুকঠিন বাত রোগের সূত্রপাত হইল। রোগের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে, রোগ ভীষণ আকার ধারণ করিয়া অসীম ক্লেশ দিতে লাগিল। রাজধানী দেবগড়ের চিকিৎসকেরা তাঁহাকে আরোগ্য করিতে পারিলেন না। তাহার পর কটক হইতে চিকিৎসক আসিলেন, তাঁহার দ্বারাও কোন উপকার হইল না। পরে রাইপুরের বাঙ্গালী ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ সিংহ এম্ বি, মহাশয় রাজা বাহাদুরের চিকিৎসার ভার পাইয়া বামড়ায় আসিলেন। তাঁহারই দীর্ঘকালব্যাপী চিকিৎসায় রাজা স্যর বাসুদেব ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। রাধিকাবাবু আমাদিগকে বলিয়াছেন, যে পূর্ব্ববর্ত্তী চিকিৎসকগণ প্রচুর পরিমাণে মরফিয়া ব্যবহার করিয়া রাজার দেহকে একেবারে বিষাক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যাহা হউক, রাজা বাহাদুর এই রোগের তীব্র আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইলেও, সম্পূর্ণরূপে রোগামুক্ত হইতে পারেন নাই, এক পদের জানুসন্ধিতে স্থায়ী বেদনা থাকায়, তাঁহাকে জীবনের শেষাংশে সর্ব্বদাই একটু খঞ্জের ন্যায় যাতায়াত করিতে হইত। এককালীন শয্যাগত থাকার তুলনায় এই পরিমাণ আরোগ্য লাভে তিনি যে বিশেষ উপকার বোধ করিবেন ইহা বিচিত্র নহে, তাই রাজা বাহাদুর রাধিকাবাবুকে এই চিকিৎসার জন্য পারিশ্রমিক বাদে, স্বতন্ত্র ভাবে সোণার ঘড়ি ও চেইন উপহার দিয়াছিলেন। *

পূর্ব্বে বিবৃত কটক ও পুরী যাত্রাকালে ও তথায় অবস্থান সময়ে,

* শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ সিংহ এম্. বি, মহাশয়ের নিকট এই বিবরণ শুনিয়াছি।

রাজা স্যর বাসুদেব সুচলদেব আংশিকভাবে খঞ্জই ছিলেন। স্বর্গীয় মধুসূদন রাও মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহারই সঙ্গে কটক কলেজের বিজ্ঞানাচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় রাজা বাহাদুরের সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। যোগেশবাবু বলিয়াছেন, তিনি উপস্থিত হইলে, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য রাজা বাহাদুর বাতরোগ নিবন্ধন খঞ্জ বলিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বাগত সম্ভাষণে বিলম্ব জন্য, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গ্রন্থি বেদনার উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে এ বেদনাক্রান্ত স্থানের অস্থি পর্য্যন্ত রুগ্ন ও বিনষ্ট বলিয়া বোধ হয়। উত্তরে বিজ্ঞানবিদ্ যোগেশবাবু বলিয়াছিলেন, "আপনার ঐ স্থানের গ্লানি কতটা ক্ষতি করিয়াছে, তাহা সহজেই জানা যাইতে পারে।" এই সংবাদ অবগত হইয়া রাজা বাহাদুর তৎক্ষণাৎ উপায় নির্দ্দেশ করিতে বলেন। যোগেশবাবু বলিলেন, "রণ্টেনের আলোতে ঐ বেদনা-যুক্ত স্থানের আভ্যন্তরিণ অবস্থা সুস্পষ্ট জানা যাইবে। এই সংবাদ অবগত হইয়া রণ্টেনের আলো জ্বালিবার যন্ত্র ও রেডিয়মের স্ফুলিঙ্গ দর্শন যন্ত্র বামড়ার বিজ্ঞানাগারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই বাতরোগের শেষ জের তাঁহার চিরসঙ্গী হইয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে ক্লেশ দিয়াছিল।

এই রোগের হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ না করিলেও এবং কাজকর্ম্মে কোন ব্যাঘাত না ঘটিলেও, গোপনে গোপনে আর একটা ব্যাধি ক্রমে তাঁহার অসীম উৎসাহ, উদ্যম ও কর্ম্মশীলতার শক্তি ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেটা বহুমূত্র রোগ। এই রোগের সূত্রপাত কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহা তিনি বা তাঁহার চিকিৎসকেরা কেহই জানিতে পারেন নাই। এই রোগ যখন আংশিক ভাবে দুরারোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই জানা গেল, এবং চিকিৎসারও সুব্যবস্থা হইয়াছিল। রোগ বৃদ্ধি নিবন্ধন ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী মহামান্য ভারতেশ্বর সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ডের রাজসিংহাসন

অধিরোহন জন্য দিল্লীতে যে বিরাট রাজদরবার হইয়াছিল, সে অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হইয়া ও মধ্যপ্রদেশের শাসনকর্ত্তার বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ক্রমশ রোগে তাঁহাকে অত্যন্ত কাতর করিয়া ফেলিয়াছিল। রাজধানীতে অবস্থান পূর্ব্বক চিকিৎসার দ্বারা যখন রোগের বৃদ্ধি হ্রাস হইল না। তখন আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের ১৭ তারিখে কলিকাতা যাত্রা করেন। এখানে কিছুকাল বাস করিয়া ইংরাজ ডাক্তারদের দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া পীড়া সময়ে সময়ে সামান্য একটু হ্রাস হইলেও, বহুমুত্র রোগের হাত হইতে মৃত্যু ভিন্ন অন্য উপায়ে নিস্তার নাই। কাজে কাজে কথঞ্চিৎ উপসম অবস্থায় পুনরায় রাজধানী দেবগড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই বাতরোগে ও তৎপরে বহুমুত্র-রোগে আক্রান্ত হইয়া জীবনের শেষ কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিলেও, এই সময়টা রাজা বাহাদুর পীড়ানিবন্ধন অলসভাবে কাল কর্ত্তন করেন নাই। উৎসাহ ও উদ্যম তাঁহাকে কোনদিনই একবারে পরিত্যাগ করে নাই। পূর্ব্ববৎ রাজ্যের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যভার যুবরাজ সচ্চিদানন্দের উপর ন্যস্ত করিয়াও, রাজ্যের উন্নতিমূলক সর্ব্ববিধ কার্য্যে ও বিবিধ কল্যাণকর অনুষ্ঠানে নিয়ত মনোযোগী ছিলেন। এই সময়েই মহারাণা নামক জনৈক মান্দ্রাজী চিত্রকর মঞ্জুসার রাজা ও রাজভ্রাতার, তৎপরে শোণপুর প্রভৃতি স্থানের রাজগণের তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া বিশেষ প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন, এই সংবাদ অবগত হইয়া, রাজাবাহাদুর তাঁহাকে বাম্‌ড়ায় আনাইয়া রাজভবনের অনেকের তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া, কুমারগণের হৃদয়ে চিত্রবিদ্যায় অনুরাগ বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সে চেষ্টার উত্তম ফল প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন দুইজন স্থানীয় যুবককে অর্থব্যয় করিয়া ঐ চিত্রকরের নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়াইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ইহারা

আপন আপন অর্জ্জিত বিদ্যাবলে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ও বামড়ার নাগরিক জীবনের সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতে পারিবে। ঐরূপ ভাবে উপেন্দ্র পতি নামক একজন মূর্ত্তিগঠনপটু শিল্পীর নিকট গৌতম নামক জনৈক স্থানীয় যুবককে ঐ শিল্প শিক্ষা লাভের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কুমারগণের উদ্যোগ ও আয়োজনে রাজা স্যর বাসুদেব সুচলদেবের যে মর্ম্মর মূর্ত্তি ইউরোপ হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে, এবং যাহা দেবগড়ের রাজভবনের সম্মুখ ভাগে এক শোভন দৃশ্য ক্ষুদ্র অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ মূর্ত্তির গৌতম কর্ত্তৃক প্রস্তুত প্রতিমূর্ত্তি দেবগড়ের ও গোবিন্দপুরের রাজোদ্যানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উদ্যানের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। আক্ষেপের বিষয় শিল্পী গৌতম নিজ অর্জ্জিত বিদ্যার গৌরব বর্দ্ধনের প্রচুর সুযোগ পাইবার পূর্ব্বেই কালের ক্রোড় আশ্রয় করিয়াছে।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজাবাহাদুর মধ্যপ্রদেশের বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন বৈঠকের সদস্যপদে নিযুক্ত হন। এ কার্য্যের ভার লইয়া নিজ কর্ত্তব্যে একদিনের জন্য আলস্য ছিল না। যত পুস্তক আসিয়াছে, সে গুলির গুণাগুণ পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়া নিজের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই প্রেরণ করিতেন। পীড়ানিবন্ধন এ সকল কাজে অবহেলা ছিল না। পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন বিষয়ে অন্যান্য স্থানের ন্যায় তাঁহার নিকট উপরোধ অনুরোধও চলিত না।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মিথিলাধিপতির সভাপণ্ডিত বাচ্ছা ঝাঁ মহাশয়কে সশিষ্যে দেবগড়ে আনয়ন করেন। ইনি অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি। ইহাকে একশত টাকা বেতনে কিছুকাল দেবগড়ে রাখিয়া মধুসূদন মিশ্র তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে খণ্ডনখণ্ডখাদ্য শিক্ষা দেওয়াইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল ঐ পণ্ডিতের সঙ্গে রাজাবাহাদুরের নানা শাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা চলিয়াছিল।

পোলিটিক্যাল এজেণ্ট আর, বি, চ্যাপম্যান বাহাদুর এই সময়ে

একদা বামড়া পরিদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। এখানে অবস্থিতি কালে, স্থানীয় রাজদপ্তর ও কাছারী, বিদ্যালয় ও ঔষধালয়, পুলিশ ও পাহারা, কারাগার ও কারাবাসীদের শাসন ও পালন, তাহাদের নির্ম্মিত বহু বহু শিল্পের ভাণ্ডার, বিজ্ঞানাগার ও বিজ্ঞান চর্চ্চা ইত্যাদি পরিদর্শন করিয়া গভীর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়েই মান্যবর চ্যাপম্যান সাহেব বাহাদুর ইংরেজ রাজসরকারের প্রতিনিধিরূপে রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবকে একজোড়া বহুমূল্য শাল, ও একটি বহুমূল্য রাজপরিচ্ছদ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

বিদ্যানুরাগী রাজা স্যর বাসুদেব এই পীড়িতাবস্থাতেই বহু ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জ্ঞান ও বিদ্যা বিস্তার কল্পে, সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানে ও ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্য দানে, মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়াছেন। সংস্কৃত ‘কবিকল্পলতা’ অতি দুর্ল্লভ অমূল্য গ্রন্থ। ইহার সুপ্রচার সাধন জন্য রাজাদেশে ও রাজব্যয়ে ইহার একটি সটীক সংস্করণ কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত রামগোপাল কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারা প্রকাশ করাইয়াছিলেন। এরূপ শত শত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতে গেলে, সহজে ফুরাইবে না। তাই এই স্থানেই এরূপ ঘটনা নিচয়ের উল্লেখে বিরত হইতে হইল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

স্বর্গারোহণ

রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের দুরারোগ্য বহুমূত্র পীড়ার প্রকোপ মন্দীভূত না হইয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতেই রাজা বাহাদুর বেশ অনুভব করিতে লাগিলেন ক্রমে হীনবল হইয়া পড়িতেছেন। কলিকাতার চিকিৎসকদের ব্যবস্থামত চিকিৎসা রাজধানীতে বসিয়াই চলিতে লাগিল। ইহার মধ্যে দু'দশ দিন একটু ভাল থাকেন, আবার রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই ভাবে চলিতে চলিতে অকটোবর মাসও শেষ হইল। নবেম্বরে দেহ একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। শেষে ডাক্তার আর, এল, দত্ত মহাশয়ের ব্যবস্থা মত চিকিৎসা চলিতে লাগিল। নবেম্বরের মধ্যভাগে দত্ত সাহেবকে লইয়া যাওয়া স্থির হয় এবং তিনিও বামড়া যাত্রা করেন। কিন্তু ১৯শে নবেম্বর তিনি বামড়া ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধপথে অগ্রসর হইয়া কুচিণ্ডায় পৌঁছিয়া সংবাদ পাইলেন, যে রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের স্বর্গারোহণ ঘটিয়াছে।

১৯ নবেম্বর বেলা দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব মর্ত্ত্যজীবনের পুণ্য কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া লোকান্তরের পথে অগ্রসর হন। দেহত্যাগের সময়ে তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসর, ৬ মাস তিন দিন হইয়াছিল। মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে রাজাবাহাদুর, জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ সচ্চিদানন্দ দেব বাহাদুরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "আমি চলিলাম, চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া একটু বিবেচনা সহকারে রাজকার্য্য পরিচালন করিলে, তোমার কোন অসুবিধা হইবে না। আর যে পথে চলিলে, সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হইবে, আমার

সঙ্গে একযোগে রাজকার্য্যে সহায়তা করিয়া তোমার সে জ্ঞানও যথেষ্ট জন্মিয়াছে।” শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস মহাশয়কে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, “এটি আমার হাতে গড়া কর্ম্মচারী, ইঁহাকে অধিক বেতন দিয়া তোমার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলেও অর্থের অপব্যবহার হইবে না।”

আজ ছত্রিশগড় ও উড়িষ্যায় হাহাকার উত্থিত হইল। রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের স্বর্গারোহণে বামণ্ডার রাজ-সিংহাসন, আদর্শ নৃপতি হারাইয়াছে, ছত্রিশ গড়ের রাজন্যমণ্ডল, রাজচক্রবর্ত্তী গুণ-সম্পন্ন একজন পরিচালক হারাইয়াছনে। উড়িষ্যার সমগ্র সমাজ-জীবন এক অসামান্য শক্তিশালী নেতা হারাইয়া বক্ষে করাঘাত করিয়া হাহাকার করিয়াছে! তাঁহার সাহিত্যসেবায় উৎকল বঞ্চিত হইয়া ম্লান ভাব ধারণ করিয়াছে,-- শক্তিহিসাবে হীনবলও হইয়াছে। উৎকলের সে বাচনিক ও মুদ্রিত ভীষণ আর্ত্তনাদে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। সে সকলের কিছু কিছু তাঁহাদের ভাষাতেই উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। কটক কলেজের বিজ্ঞানাচার্য্য রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহোদয়ের উক্তি ঃ—“উপরি লিখিত বিবরণ শেষ করিবার পর একদিন সংবাদ পাইলাম যে ৩রা অগ্রহায়ণ বামণ্ডাধিপতি স্যর সুঢলদেব কে, সি, আই, ই, স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। প্রায় এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাকে সুস্থ ও সবল দেখিয়া আসিয়াছিলাম। তাঁহার বয়সও অধিক হয় নাই। বোধ করি ৫০।৫২ বৎসরের অধিক নহে। কিন্তু কালের নিয়ম নাই। ক্ষণবিধ্বংসী শরীরের নিশ্চয়তা নাই। ওড়িশায় অনেক রাজা দেখিয়াছি, কিন্তু অত্যল্পই মহারাজ সুঢলদেবের তুল্য ধার্ম্মিক, নীতিমান, বিচক্ষণ ও কর্ম্মকুশল দেখিয়াছি। তাঁহাকে দেখিয়া রঘুবংশ মনে পড়িয়াছিল ঃ—

আকারসদৃশ প্রাজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ।
আগমৈঃ সদৃশারম্ভ আরম্ভ সদৃশোদয়ঃ॥

তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বামণ্ডা রাজ্য সহৃদয় রাজা, বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট

বিশ্বাসভাজন সামন্ত, সংস্কৃত সাহিত্য অনুরাগী ভক্ত, জনসাধারণ বদান্য ও সুজন দেশহিতৈষী, এবং রাজকুমারগণ স্নেহশীল পিতা হারাইলেন। সুখের বিষয়, তিনি যুবরাজ (বর্ত্তমান রাজা) সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেবকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া ও রাজকার্য্যে অভিজ্ঞ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আশা করি নূতন রাজা গুণে পিতার তুল্য হইবেন।”

উড়িষ্যার শিক্ষাবিভাগের ইন্‌স্পেক্টর উৎকল ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় রায় বাহাদুর স্বর্গীয় মধুসূদন রাও মহাশয় লিখিত শোকলহরী :—

শোক লহরী

কি ঘোর বারতা আজি অশনি নির্ঘাতে
পশিলা এ উৎকল ভবনে!
বিদলিত কি দারুণ শোক-ঝঞ্জা বাতে
শত আশালতা হৃদ্‌বনে!
উৎকল গগনরবি দেব শ্রীসুচল
অস্তমিত দিবা-দ্বিপ্রহরে,
ঘোর অন্ধকারে মগ্ন কাতর উৎকল
বিকলে কান্দই আর্ত্তস্বরে।
পুরুবে পশ্চিমে আজি বিলাপর ধ্বনি,
কান্দইরে উত্তর দক্ষিণ,
আকুল কান্দই সর্ব্ব উৎকল-অবনী
চউদিগ শোকে বিমলিন।

(২)

সতে কিহে মহারাজ গঙ্গবংশ-রবি
কোটিনেত্র—নন্দনপ্রতিমা,

বুধকুল মাননীয় মনীষী সুকবি,
স্বদেশর গৌরব-গরিমা,
সতে কিহে পুণ্যশ্লোক পরলোক-দেশে,
মহা প্রস্থানর মহাপথে,
গল চালি এ সংসার তেজিণ নিমেষে,
সুকৃত-পুষ্পক-পুণ্যরথে ?

৩

তেজি শ্রীসচ্চিদানন্দ হৃদয় নন্দনে,
তেজি প্রিয় সুত-সুতা-জায়া,
তেজি রাজ্য রাজদণ্ড রাজসিংহাসনে,
তেজি সংসারর সর্ব্ব মায়া,
এ মর্ত্ত্যধামর সীমা লঙ্ঘিণ ক্ষণেকে
যাইঅছ চালি মহাবাহু !
সে অজ্ঞাত লোক পরলোকে কি ছটকে
যহুঁ কেহি নবাহুড়ে আউ।
যাইঅছ চালি দেব চিরকাল পাইঁ
দিব্যধাম অমর নগরে,
এ মর্ত্ত্য নয়ন আউ বিলোকিব নাহি
বীর্য্যদীপ্ত তব কলেবরে।

৪

শাল-প্রাংশু সে মূরতি, সে বক্ষ বিপুল,
সে প্রশান্ত করুণ নয়ন,
সে দিব্য আকার, যহিঁ একাধারে ঠুল
ভীমকান্ত গুণ অগণন।
আকার সদৃশ প্রাজ্ঞ থিল নরমণি,
শাস্ত্রে অকুণ্ঠিতা তব বুদ্ধি।

অনুসরি জ্ঞানগর্ভ কর্ম্মর সরণী
বিধিরে লভিল মহাসিদ্ধি।
ধন্য ধন্য ক্ষণজন্মা জন্মি রাজবংশে,
ক্ষণস্থায়ী মানব-জনমে
নণ্ডিয়াছ মর্য্যাদার যেউঁ অবতংশে,
যেউঁ মহা প্রয়াস-বিক্রমে,
সেহি মহা প্রয়াসর পবিত্র সংযমে
থিল তুম্ভে মহা কর্ম্মবীর।
আড়ম্বর-শূন্য রাজ-ঋষি রাজ্যাশ্রমে,
গৃহাশ্রমে আদর্শ গৃহীর।

৫

রাজকর্ম্ম কোলাহল- মধ্যে থাই সদা
কেমন্তেহে কহ কর্ম্মীবর,
ভেটিল সেবিল সেহি ভারতী বরদা ?
সৌভাগ্যে লভিল তাঙ্ক বর।
রুচির স্বভাব রাজ্যে, হে রসজ্ঞ কবি,
নিসর্গর সৌন্দর্য্য নিলয়ে,
আনন্দে বিহরি কেতে সুমনোজ্ঞ ছবি,
চিত্রিল হে কবিতা-নিচয়ে,
উৎকলর সুরধুনী উৎকল পাবনী
মহানদী "চিত্রোৎপলা" চিত্র
শ্রীকরে চিত্রিল চিন্তি দিবস রজনী,
মহানদী মহিমা বিচিত্র।
ঝান্সিরাণী লক্ষ্মীবাই শৌর্য্য সুচরিত
শুণি তব ক্ষত্রিয়-শোণিত

সঘনে উঠিলা নাচি তব বীর চিত্ত
গাহিলা হে "বীরবামা" গীত।
উৎকল সাহিত্যাকাশে উইঁ শুভক্ষণে,
ভাষা-যোগে ভবিষ্য মিলনে
সূচিল হে দূরদর্শী, অরুণ যে সনে
সূচে মাধ্যন্দিন-আগমনে।
সুধী কবি জনে আহা কেতে সমাদর
করিঅছ হে গুণ-গ্রাহক।
গুণি গুণি তব গুণ কেতে গুণিঙ্কর
বহইহে নয়নু লোতক।

৬

বামণ্ডা-গৌরব, দেব, বামণ্ডা-মহিমা
রাজধানী দেবগড়-টেক,
উৎকল গীর্বাণ-বিদ্যা- গৌরব গরিমা
বড়াইলা তুম্ভরি বিবেক।
প্রতি দিবসর প্রীতি- পূর্ণ প্রয়াস রে
সে রাজ্য পালিল সুমঙ্গলে,
ত্যেজি তাকু অন্তর্হিত হেল ক্ষণকরে
বিরাজিল এবে দেবদলে।
এবে তব লোকদ্বয়- সাধনি চাতুরী
লভিঅছি অপূর্ব্ব মহিমা।
দেবপুরী যাএ তব জীবন-মাধুরী
প্রসারিত লঙ্ঘি মর্ত্ত্য-সীমা।

৭

বিরাজ বিরাজ দেব। অমর ভবনে,
শুভ্র নব দেব-মূর্ত্তি লভি,

উৎকলর অশ্রুধৌত হৃদয়-গগনে,
প্রতিফলু তব দেব-ছবি।
মহা মহেশঙ্ক শ্রীচরণ ছায়াতলে
লভি দিব্য তেজঃ পুঞ্জ কান্তি,
উভা হোই জ্যোতির্ম্ময় দেবতাঙ্ক দলে,
গাঅ দেব! ওঁ স্বস্তি শান্তি।
সেহি শান্তি-মহামন্ত্র, সোই স্বস্তি গান
সন্তপ্ত এ সংসার-আলয়ে
স্ফুরু নিত্য করু নিত্য অভয় প্রদান
মনুষ্যর হতাশ হৃদয়ে।
সে সঙ্গীত মন্দাকিনী করু মধুময়
লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র মণ্ডল,
সে পরম ঘোষণার অমৃত অভয়
ব্যাপু ব্যোম বায়ু জল স্থল।

সত্যই স্তর বাসুদেব সুঢলদেবের স্বর্গারোহণে উড়িষ্যা ও ছত্রিশ-গড়ের সমগ্র জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে মানব প্রতিভার অস্তগমন সংঘটিত হইয়াছিল। অসংখ্য নর নারীর হাহাকাবে দেশ পূর্ণ হইয়াছিল। সংবাদ পত্রে ও স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত পুস্তিকায় আর্ত্তনাদ গদ্য পদ্যে প্রকাশিত হইয়া বহু লোকের হৃদয়ের কাতরতা প্রকাশ করিয়াছে। দীর্ঘকাল পরেও আমরা সেগুলির অন্তর্নিহিত বিষাদ রাশির আভাস পাইয়া, সে বিলাপের গুরুত্ব বেশ অনুভব করিয়াছি। রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেবের জীবনীর উপকরণ গুলির অনুশীলনকালে সত্যই অনুভব করিয়াছিলাম, ভারতের সামন্ত নৃপতিমণ্ডলে এরূপ প্রতিভাশালী বিরাট পুরুষ অনেক আছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার অকাল মৃত্যুনিবন্ধন বামড়ায় এবং উড়িয্যার অন্য নানা স্থানে বহু সভা সমিতির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দেশের শিক্ষিত সমাজ বহু বিলাপ

করিয়াছেন। সম্রাটশক্তিসম্পন্ন ইংরেজরাজও একজন অনুরক্ত বিশ্বাসভাজন, কর্ম্মশীল ও প্রজারঞ্জনপ্রিয় নৃপতি হারাইয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। মধ্য প্রদেশের রাজকীয় বাৎসরিক বিবরণ হইতে উদ্ধৃত :—

Resolution. The officiating Chief Commissioner notes with much regret the death of Raja Sir Sudhal Dev K. C. I. E. of Bamra. The death of Raja Sir Sudhal Dev was a serious loss.

General :—Raja Sir Sudhal Dev, the late Feudatory Chief died in November last. He had been suffering from Diabetes for upwards of a year and his illness prevented him from attending the Coronation Durbar at Delhi in January 1903. In 1889 he was appointed a Companion of the Order of Indian Empire and in 1895 he was created a Knight Commander of the same Order. His death has removed one of the most distinguished representatives of the older generation of the Chhattisgarh Feudatory Chiefs. The Government of India have recognised the succession of his eldest son under the Style and Title of Raja. S. Tribhuban Dev. Report 1903.

"কর্ম্মবীর বাসুদেব ইহজগত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তিনি নব্য শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজা ছিলেন না। ইদানীন্তন নব্য শিক্ষিত অধিকাংশ রাজাদের মতিগতির প্রতি দৃষ্টি করিলে, কেনা বুঝিবে যে বাসুদেব নব্য শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া বরং বাঁচিয়া গিয়াছেন। নব্য রীতি অনুসারে শিক্ষিত না হইলেও, বাসুদেব যে কেবল সুশিক্ষিত ছিলেন, তাহা নহে, পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত এবং উড়িয়া ভাষায় তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল এবং হিন্দী, বাঙ্গালা এবং সামান্যতর ইংরেজীও তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। নব্য শিক্ষা লাভ না করিয়াও, নব্য শিক্ষার সমগ্র সুফল তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল। নব্য সভ্যতার বিড়ম্বনা হইতে নিজেকে ও রাজ্যকে রক্ষা করিবার

বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা সতর্ক ছিলেন এবং উহার চাকৃচিক্যে মুগ্ধ কিংবা প্রতারিত না হইয়া, কেবল তাহার সারবত্তাকে নিজের সত্ত্বাতে একীভূত করিয়া লইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতায় যাহা কিছু শ্রেয়স্কর, নিজের আয় এবং সামর্থ্য অনুসারে তৎসমুদায় তিনি রাজ্যমধ্যে প্রবর্ত্তিত করাইয়া তাহার সুফল প্রজাদিগের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ এবং হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছিলেন। বামণ্ডা রাজ্যের রাষ্ট্রযন্ত্র এবং শাসন প্রণালী তিনি যে রীতিতে গঠিত করিয়া আসিয়াছিলেন, এবং রাজ্যে ধনাগমের উপায় সকল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, যাঁহারা বামণ্ডা যাইয়া তাহা অতি বাহ্যিক এবং স্থূলভাবে একবার মাত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই আর এ বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিবেন না! বামণ্ডা রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে এবং প্রত্যেক অংশে বাসুদেবের ব্যক্তিত্বের মুদ্রা দেদীপ্যমান বলিয়া অনুভব করিবেন। বাসুদেবসেবিত বামণ্ডায় order & progress. (প্রাচীন রক্ষণশীলতা এবং নব্য অগ্রসরতার) সুন্দর সামঞ্জস্য সমগ্র ভারতবর্ষেই বিরল বলিয়া বোধ হয়।"*

রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব আত্মশক্তির বিকাশ সাধন দ্বারা কিরূপ একটি আদর্শ নৃপতিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া, রায় রাধানাথ রায় বাহাদুরের বিবরণমালা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার স্বর্গারোহণ নিবন্ধন বামণ্ডার, সমগ্র উড়িষ্যার এবং সাধারণভাবে আমাদের দেশের কি ক্ষতি হইয়াছে এবং সেরূপ আর একটি মানুষ লাভ করা কত কঠিন তাহা বুঝাইতেছি :—

"বাসুদেবের ন্যায় নিরাড়ম্বর, নিরভিমান, নিরলস এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রাজা উৎকলীয় সংসারে অতি দুর্লভ। ইতিহাস বলে যে বীর

* রাজার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে রায় বাহাদুর রাধানাথ রায় মহাশয়ের আলোচনা হইতে গৃহীত।

বিক্রমাদিত্যের গৃহসজ্জা একখণ্ড শয্যা এবং একটি জলপূর্ণ ঘটিমাত্র ছিল। বাসুদেবের নিত্যব্যবহার্য্য গৃহের সাজসজ্জা অবিকল সেইরূপ ছিল। গৃহের সাজসজ্জা যেরূপ, শারীরিক বেশভূষাও তদনুরূপ। আড়ম্বর তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। রাজসুলভ আড়ম্বর ত দূরের কথা, সাধারণ লোকদের সময় সময় যেরূপ আড়ম্বর দেখা যায়, তাহাও তাঁহার ছিল না। শিক্ষা করিবার ও পরিশ্রম করিবার জন্য জীবন অভিপ্রেত, (intended) ইহা তিনি কদাচ বিস্মৃত হন নাই, এবং যত নিম্ন শ্রেণীর লোকই হউক না কেন, তাহাদিগের নিকট কোন শিক্ষণীয় বিষয় থাকিলে, তিনি আগ্রহপূর্ব্বক তাহা শিক্ষা করিতেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাকেন যে কবি হইতে হইলে "ব্যুৎপত্ত্যৈ সর্ব্ব শিষ্যতা" জ্ঞানলাভের জন্য সকলের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানলাভের জন্য স্তর বাসুদেব এই পথের অনুসরণ করিয়াছিলেন। কেবল যদৃচ্ছা মিলিত লোকের নিকট জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি যে তৃপ্ত হইতেন, তাহা নহে, সময়ে সময়ে অনেক ব্যয় স্বীকার করিয়া বঙ্গ, উৎকল, বিহার, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং দ্রাবিড় প্রভৃতি অঞ্চল হইতে গুণী এবং মনস্বী ব্যক্তিদিগকে নিমন্ত্রণ দ্বারা নিজের রাজধানীতে আনাইয়া তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। উড়িষ্যার কতজন রাজা এরূপ করেন? অভাবের তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত হইয়া আত্মমর্য্যাদাকে পৃষ্ঠবর্ত্তী করিয়া কদাচিৎ কোন পণ্ডিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দ্বারস্থ হইলে, কৌলিক প্রথা কিম্বা চক্ষু লজ্জার অনুরোধে তাহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিবার প্রথা অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যে প্রচলিত ছিল। নব্য শিক্ষিতাভিমানীদের অভিধানে এরূপ দান আলস্যকে প্রশ্রয় দানের প্রতিশব্দরূপে গৃহীত হইয়া দুঃস্থ গুণবাণের সৎকার করিবার সেই চিরন্তন প্রথা এক্ষণে ক্রমশঃ লোপোন্মুখ হইতেছে। একমাত্র বামণ্ডায় ইহার সত্ত্বা অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়া শোনা যায়। বামণ্ডা রাজকীয় উড়িষ্যার বহির্ভূত এবং

অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী হইয়াও উড়িষ্যার পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত ঘনিষ্ঠতা সূত্রে যেরূপ সম্বদ্ধ, খাস উড়িষ্যায় সেরূপ রাজ্য প্রায় নাই। বাসুদেবের সর্ব্বতোমুখ উৎকর্ষের ইহাই প্রধান কারণ। একাধারে এত গুণের সমাবেশ একমাত্র তাঁহাতেই দেখা গিয়াছিল। বাসুদেব বৈষয়িকের সহিত বৈষয়িক, ভাবুকের সহিত ভাবুক, পৌরাণিকের সহিত পৌরাণিক, কবির সহিত কবি, সমালোচকের সহিত সমালোচক, আলঙ্কারিকের সহিত আলঙ্কারিক, বৈয়াকরণের সহিত বৈয়াকরণ, নৈয়ায়িকের সহিত নৈয়ায়িক, বৈদান্তিকের সহিত বৈদান্তিক, স্মার্ত্তের সহিত স্মার্ত্ত, শাস্ত্রবিদের সহিত শাস্ত্রবিৎ, অশ্ববারের সহিত অশ্ববার, শিকারীর সহিত শিকারী, বণিকের সহিত বণিক, বিন্ধ্যনীর সহিত বিন্ধ্যনী, চিত্রকরের সহিত চিত্রকর, কৃষকের সহিত কৃষক ভাবে মিশিতে পারিতেন। রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে তিনি নিজে নিজের সচিব ছিলেন। অনুষ্ঠানের ভার অন্যের হস্তে ন্যস্ত করিয়া উদ্ভাবন এবং পর্য্যবেক্ষণের ভার নিজের হস্তে ন্যস্ত রাখিতেন। বিশেষতঃ— 'কোষেণাশ্রয় নীয়ত্বং' এই মহাবাক্য স্মরণ রাখিয়া রাজস্ব ভাগ ব্যষ্টিভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিতেন।" তাঁহার স্বর্গারোহণে কেবল যে রাজসিংহাসন আদর্শ রাজা হারাইয়াছে, তাহা নহে, মনুষ্য সমাজও সর্ব্ববিধ গুণসম্পন্ন একটি স্বভাবসুন্দর মানুষ হারাইয়াছে, ইহাই আমাদের নিদারুণ আক্ষেপের বিষয়।

বিদ্যাসাগর বিয়োগকাতর বাঙ্গালী ধনী দরিদ্র ইতর ভদ্র নরনারী ও বিদ্যালয়ের বালক সকলে যেমন সাশ্রু নয়নে হাহাকার করিয়াছিল, উড়িষ্যার সমবেত সমাজজীবনের মধ্যমণি স্তর বাসুদেব সুঢলদেবের মর্ত্ত্যজীবনের অবসানে উড়িষ্যাবাসী জনমণ্ডলীও তদ্রূপ হাহাকার করিয়াছে,—বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিয়াছে।

মাসের পর মাস, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, সংবাদপত্রেও রাশি রাশি শোকগাথা ও বিলাপের বাণী মুদ্রিত হইয়া বাহির হইয়াছে। সে

সময়ে আপামর জনসাধারণ সকলেই অনুভব করিয়াছিল, যেন তাহারা কিছু একটা অমূল্য বস্তু হারাইল। স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের স্বর্গারোহণে উড়িষ্যার মর্ত্ত্যধামে মানুষ এমনি বিকলাঙ্গ হইয়াছিল। গঙ্গাবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজকুলের কৌলিক ও লৌকিক রীতি অনুসারে প্রধান-পাটের নিকটবর্ত্তী "স্বর্গদ্বার" নামক শ্মশান-সমাধিতে রাজদেহ সসম্মানে, লাজসহ বহু অর্থ বিতরণ করিতে করিতে, নীত হয়। বৈদিক প্রথানুসারে রাজদেহ অগ্নিতে অর্পিত হয়। রাজভস্ম ব্রাহ্মণী নদীতে ও পরে ভাগীরথী বক্ষে অর্পিত হইয়াছিল। মৃত্যুর দ্বিতীয় দিবস হইতে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণকে ও দীন দুঃখী জনগণকে ভোজ্য দেওয়া হইয়াছিল। সপ্তম দিবস হইতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শেষের কয়দিন চারি পাঁচ সহস্র লোককে আহার দেওয়া হইয়াছে। পুরী হইতে স্বতন্ত্রভাবে নিমন্ত্রিত ছয়জন পণ্ডিত বামড়া রাজের পুরোহিতের সহিত শ্রাদ্ধ ক্রিয়ায় সহায়তা করিয়াছিলেন। কাশী, মিথিলা, বঙ্গ ও উৎকল প্রভৃতি দেশ বিদেশের অসংখ্য আচার্য্য, অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পাথেয়সহ উপযুক্ত বিদায়দানে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তী নানা রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ ও অসংখ্য শিক্ষিত পদস্থ বন্ধুবান্ধবও নিমন্ত্রিত হইয়া রাজকীয় শ্রাদ্ধবাসরে সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। রাশি রাশি অর্থব্যয়ে দানসাগরের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছিল। কোন ক্রটিই হয় নাই।

সকলেই সেই শোককাতর অবস্থায় স্বর্গীয় রাজার সযত্নে লালিতপালিত ও বর্দ্ধিত জ্যেষ্ঠ রাজকুমার যুবরাজ সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেবের আশ্রয় লাভ করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল। বিধাতা তাহাও দীর্ঘকালব্যাপী হইতে দিলেন না। সার বাসুদেব সুঢলদেবের সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন সুন্দর জীবনচরিত রচনার জন্য তদীয় পুত্রের হৃদয়ে যে আগ্রহ ও অনুরাগ দেখিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে সে রাজ-হৃদয়ে যে পিতৃপূজা ও পিতৃভক্তির ভাব দেখিয়াছি, তাহার তুলনাও

সর্ব্বদা সর্ব্বত্র মিলে না। নিদারুণ মনস্তাপ—অসহ্য গ্লানি সময়ে সময়ে আমাকে এইজন্য ব্যথিত করে, যে, তিনি সর্ব্বাবয়বে গ্রন্থখানি শেষ দেখিয়া যাইতে পাইলেন না। তিনি কেবল তেরটি বৎসর মাত্র বামড়ার রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া রাজজীবনের যে অত্যুৎকৃষ্ট ছবি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রাসঙ্গিক আলোচনা পুস্তকের মধ্যে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত থাকিলেও, তাঁহার সম্বন্ধে আপাততঃ স্বতন্ত্র ভাবে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সংক্ষেপ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে।

উপসংহার

পট পরিবর্ত্তন

বিধাতার ব্যবস্থায় সকলই সম্ভব, সাহারাসদৃশ মরুভূমি সুমিষ্ট সলিলপূর্ণ জলাশয়ে পরিণত হওয়াই বল, আর সুমিষ্ট সলিলপূর্ণ জাহ্নবীস্রোত বালুকাপূর্ণ প্রান্তরে পরিণত হওয়াই বল, সবই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় হইতে পারে। আবার সেইরূপ বিচিত্র পরিবর্ত্তন সাধন সময় সাপেক্ষও নহে, কাহারও উপরোধ, অনুরোধ, অনুনয় বিনয়, কাহারও প্রার্থনা ও আব্দার অপেক্ষা করে না, সে অঘটনপটীয়সী মহাশক্তির ইচ্ছা মাত্র, তাঁহার ইঙ্গিতে সে কার্য্য তখনই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। তাই ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের ভূমিকম্পে আসামে ব্রহ্মপুত্র নদ বহু স্থানে প্রান্তরে পরিণত হইয়া গিয়াছে, আবার শুষ্ক উচ্চভূমি ভাঙ্গিয়া নদে পরিণত হইয়াছে, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বতের কত স্থান উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য নরনারী জীবনলীলা সংবরণ করিয়াছে। অধিক কি, কেবলমাত্র এগার সেকেণ্ড সময় মধ্যে ভূমিকম্পে একদা পর্টুগালের রাজধানী লিস্‌বন নগর অসংখ্য নরনারীসহ ধূলিরাশিতে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং সে লীলাময়ীর লীলায় সকলই সম্ভব, ইহাই আমাদের সান্ত্বনা, তাই আমরা ক্রমে ক্রমে কত অমূল্য রত্নই বিদায় দিয়া এই মরুপ্রায় সংসারে জীবন ধারণ করিতেছি।

এ দীন হীন কাঙ্গাল সংসারে এইরূপে আমরা কতশত অমূল্য রত্ন হারাইয়া হাহাকার করিয়াছি ও করিতেছি, তাহার সংখ্যা নাই। পূর্ব্বতন কালের পুণ্যস্মৃতি আলোচনা ত্যাগ করিলেও, এই সে দিন বর্ত্তমান যুগপ্রবর্ত্তক রামমোহন রায়কে বিদায় দিয়া অক্ষয়কুমার দত্তপ্রমুখ বঙ্গসন্তানগণ অশ্রুপাত করিয়াছেন, আজও আমরা সে অভাবের অবসাদে ম্রিয়মাণ, এই সেদিন বিদ্যাসাগর হেন দয়ার অনন্ত প্রবাহকে আমরা জাহ্নবী-

প্রবাহে মিশাইয়া অশ্রুসিক্ত হইয়াছি, আজও সে চোখের জল শুকায় নাই। এই সেদিন উড়িষ্যা ঐরূপ বিবিধগুণসম্পন্ন বামণ্ডারাজ স্তর বাসুদেব সুঢলদেবকে হারাইয়া বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিয়াছে। তাহাদের সে দুঃখের অবসান হইতে না হইতে, তদীয় গুণবান পুত্র প্রজাবৎসল ও মানবসুহৃদ্ রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব রাজ সিংহাসন শূন্য করিয়া, রাজরাণী, পুত্রকন্যা ও আত্মীয় স্বজনকে শোক সাগরে নিমগ্ন করিয়া, কতশত দীন দরিদ্রের অশ্রু প্রবাহিত করিয়া লোকান্তর গমন করিয়াছেন। আমরাও তাই আজ আর একটি মানুষের মত মানুষ হারাইয়া প্রাণে দারুণ যন্ত্রণাভোগ করিতেছি।

মহারাজ সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব একমাত্র রাজকুমারী শ্রীমতী সুরতরঙ্গিনী জেমামণির কলাহণ্ডির রাজাবাহাদুরের সহিত রাজোচিত সমারোহ সহকারে উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করিতে অর্থব্যয়ে ও সামর্থ্য নিয়োগে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী এই শুভানুষ্ঠান বহু সমারোহে ও বহু শ্রমস্বীকারে সুসম্পন্ন করিয়া সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য ত্বরায় কলিকাতায় বালিগঞ্জের রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। চিকিৎসকেরা সকলে একবাক্যে তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে উপদেশ দেন। আমরা দেখিয়াছি রাজবাটীর চারিদিকে বিশ্রামের হাওয়া বহিয়াছিল। সাধারণ জনতা ও বন্ধু সমাগম অল্প কয়েক দিনের জন্য সুশাসিত বলিয়া মন্দীভূত হইয়াছিল।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, স্বভাবের উপরে কোন শাসন চলে না। এই লোকপ্রিয় সদালাপ ও শিষ্ট ব্যবহারপরায়ণ রাজা কিছুতেই আপনাকে শাসনে রাখিতে পারিলেন না। যিনি যখন আসেন, তাঁহার নিকট তখনই সুলভদর্শন। ফলও বিষময় ফলিল। ৯ই মার্চ্চ সন্ধ্যার 'পর সহসা অচেতন হইয়া পড়িলেন। কলিকাতার অধিকাংশ ইংরেজ ও বড় বড় বাঙ্গালী ডাক্তার মিলিত হইয়া পরামর্শ করিয়া

চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু আর চেতনা হইল না। ১১ই মার্চ্চ শনিবার প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের বহুপূর্ব্বে ঐ রোগে তাঁহার শান্ত সমাহিত আত্মা এ মরণশীল সংসারের সীমা অতিক্রম করিয়া অমরধামের পথে অগ্রসর হইল।

গঙ্গাবংশের গৌরবরবি বাসুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় গৌরবরবি উড়িষ্যার মধ্যাকাশে অগ্রসর হইতে না হইতে স্খলিত হইলেন। উড়িষ্যা আবার অন্ধকারে আবৃত হইল, আবার হাহাকারে ডুবিল।

পূর্ব্বেই রাজকুমারগণের শিক্ষার সমালোচনাক্ষেত্রে রাজা স্যর বাসুদেবের কুমারগণের সুশিক্ষার সুব্যবস্থার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। রাজা স্বয়ং রাজ-সম্মান অপেক্ষা পণ্ডিত-সম্মান অধিকতর গৌরবজনক মনে করিতেন। দেশ বিদেশের মিলিত পণ্ডিতমণ্ডলীর সভায় রাজা বাসুদেবকে শাস্ত্র বিচারে, সংস্কৃত সাহিত্য ও কাব্যে, অলঙ্কার ও দর্শনে কেহ কখনও পরাস্ত করিতে পারেন নাই, তিনি স্বয়ং এরূপ বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ ছিল, কুমারগণের সুশিক্ষা বিধান। তাঁহার সেই সমগ্র যত্নের অগ্রভাগ যুবরাজ সচ্চিদানন্দ ও বড় কুমার বলভদ্রদেবের উপর নিপতিত হইয়াছিল। সকল কুমারগণের মধ্যে, যুবরাজই কি ইংরেজী, কি সংস্কৃত, কি উড়িয়া, কি বাঙ্গালা ভাষায় প্রচুর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্যসেবা ও কাব্য রচনা, দর্শনে দৃষ্টি ও বিজ্ঞানে অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে কলা ও চিত্রবিদ্যায় নিত্য অনুরাগী এরূপ রাজকুমার বা রাজা সচরাচর নয়নগোচর হয় না। এই সকলে আসক্ত ছিলেন বলিয়াই যে, রাজোচিত কর্ত্তব্য সকলের অনুষ্ঠানে, কিম্বা অস্ত্র ধারণে ও প্রয়োজনানুরূপ সাহস ও বীর্য্যবত্তার প্রদর্শনে কোন দিন মুহূর্ত্তের জন্যও পশ্চাৎপদ ছিলেন, তাহা নহে, সকল বিষয়েই সমান অগ্রসর ছিলেন। বামড়া, উড়িষ্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশ এমন একটি মানুষ হারাইল, যেরূপ আর একটি মানুষ গড়িয়া উঠিতে বহু সময়ের ও

সাধনার প্রয়োজন। অবশ্য রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব যে গুণবান জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্য সিংহাসন শূন্য করিয়া লোকান্তরের পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তিনিও যত্ন করিলে, সাধন করিলে, পিতৃপিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক অক্ষয় যশের মালা পরিধান করিতে পারিবেন। বিধাতা কৃপা করিয়া তাঁহাতে এমন বহুমূল্য উপকরণের সমাবেশ করিয়া রাখিয়াছেন।

রাজা সচ্চিদানন্দ কিরূপ ভাবে বিগত তেরটি বৎসর জীবন যাপন, রাজ্য শাসন ও লোক পালন করিয়া গিয়াছেন, তদীয় পিতৃদেব স্তর বাসুদেবের জীবনচরিতের বিস্তৃত আলোচনা ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই এই বিগত ত্রয়োদশ বৎসরের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার বিষয়ে এখানে তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিবার কিছু নাই। প্রয়োজন হইলে, সে কার্য্য পরে হইতে পারে। কিন্তু তত্রাপি প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয়ের ইঙ্গিত আবশ্যক ঃ—

১ম। স্তর বাসুদেব ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তিনি বহু বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতব্যক্তি কর্ত্তৃক, তাঁহার আচার ব্যবহার ও কার্য্যকলাপ সূত্রে প্রতিভাবান্ পুরুষ বলিয়া অভিহিত। এরূপ ব্যক্তি সচরাচর দুর্লভ এবং এরূপ ব্যক্তির কার্য্যকলাপের দীর্ঘস্থায়ী সুফল সকল সময়ে স্থায়ীভাবে জনসমাজ ভোগ করিতে পায় না। জনসমাজের দুর্ভাগাবশে সেরূপ অসাধারণ পুরুষের যদি উপযুক্ত ও উত্তম উত্তরসাধক না থাকে, তাহা হইলে, সে মহাপুরুষের পুরুষকারের পুরস্কার ত্বরায় জন-সমাজের আবর্জ্জনায় পরিণত হয়। এখানে ছত্রিশগড়, উড়িষ্যার রাজন্যমণ্ডল ও শিক্ষিত অশিক্ষিত জন সাধারণের সৌভাগ্যের ফলে, ততোধিক রাজা স্তর বাসুদেবের স্বকীয় সুকৃতির ফলে, উত্তম পুত্রলাভ ঘটিয়াছিল, তাই বাসুদেবের কর্ম্মস্রোত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে। এজন্য রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব সর্ব্বজন সমক্ষে শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রীতিপূর্ণ সমাদরের পাত্র।



রাজা দিবাশঙ্কর সুচল দেব।

২য়। তিনি কেবল যে পিতৃকীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, তাহা নহে, অনেকানেক বিষয়ে রাজ্যের উন্নতি অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন। বামড়াযাত্রীর সামান্য সূক্ষ্ম দৃষ্টিও তাহা ধরিতে পারিবে।

৩য়। স্যর বাসুদেব চিরজীবন মাদকসেবন বিরোধী ছিলেন। তদীয় পুত্র রাজা সচ্চিদানন্দ পিতৃগুণভাগ আত্মস্থ করিয়া এই মাদকসেবনচেষ্টার বিরুদ্ধে নিত্য সমর-ঘোষণা রক্ষা করিয়াছেন।

৪র্থ। স্যর বাসুদেবের রাজদরবারে ও সামাজিক জীবনে নারীর মর্য্যাদা সর্ব্বত্র সমানভাবে সুরক্ষিত ছিল। তদীয় পুত্র যুবরাজ সচ্চিদানন্দ পিতাকর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ ইঙ্গিতে অনুরুদ্ধ হইয়াও, একাধিক দার পরিগ্রহ করেন নাই। অধুনা ভারতবর্ষের সামন্ত রাজ-মণ্ডলে—ঐশ্বর্য্য সম্পদের ক্রোড়ে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন এরূপ শক্তিশালী রাজ পুরুষের মধ্যে এরূপ একদারী নরেশ্বরের সংখ্যা গণনা করিলে, অবশ্যই লজ্জায় মস্তক অবনত করিতে হইবে। এই রাজা সচ্চিদানন্দের রাজদরবার ও সমাজজীবন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র নারীর মর্য্যাদারক্ষায় কৃতসঙ্কল্প। তাই তিনি তদীয় পিতৃদেব রাজা স্যর বাসুদেবের মুখোজ্জ্বলকারী জ্যেষ্ঠপুত্র। তাই রাজা সচ্চিদানন্দ ছত্রিশগড় ও উড়িষ্যার রত্নসম পুত্রধন। তাই কি? হাঁ, তাহাই সত্য। দেশীয় রাজ্যসমূহের সর্ব্বত্র না হউক, অনেক স্থলেই সুরা ও সুন্দরীর বিচরণ সহজ, কিন্তু স্যর বাসুদেবসেবিত বামড়ায়, তৎপরে তদীয় পুত্র রাজা সচ্চিদানন্দের পরিচর্য্যাকালে বামড়ারাজ্যে "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা" আর "মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যম্" এই দুই উচ্চ হিন্দুনীতির গৌরববর্দ্ধন করার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজনের পূজার পাত্র হইয়া পিতাপুত্রে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

বামড়ার রাজধানী দেবগড় পিতাপুত্রের সাধনার ফলে, দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতীতে পরিণত হইয়াছিল। তাই কি? না—না, দেবগড়, অমরাবতী অপেক্ষাও উচ্চতর আদর্শের লীলা নিকেতনে পরিণত হইয়াছিল। কারণ এখানে সুরা ও সুন্দরীর বিচরণ নাই। এই দেবদুর্গ দেবগড়ে দুই

অসাধারণ শক্তিশালী রাজার লোকান্তর গমনে যে সিংহাসন পুনরায় শূন্য হইল, রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব স্বর্গারোহণকালে সেই শূন্য সিংহাসনের জন্য সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, গুণবান পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। পর পর দুই পুরুষ যে রাজ্য উত্তম আশ্রয় লাভ করিয়া গৌরবগর্ব্বে স্ফীত ও সম্মানিত, সেই রাজ্যের গৌরবমণ্ডিত সিংহাসনে আসন গ্রহণ করিয়া তদীয় উত্তম প্রতিনিধি যে সর্ব্বদাই উচ্চ ও উত্তম আদর্শের পরিস্ফুটনে ব্যস্ত থাকিবেন ও তদ্দ্বারা নিজে ধন্য হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক। উড়িষ্যামণ্ডল ও তাহার চারিদিকের অন্যান্য দেশ সকল, বর্ত্তমান রাজার পিতৃপিতামহের অশেষবিধ গুণের অভিনয় দর্শনে, মুগ্ধ মনে, তাঁহার শতবিধ রাজাদেশ ও রাজানুষ্ঠানের প্রতি, উন্নততর আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ জন্য, লালায়িত দৃষ্টিপাত করিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নহে। তাই আমাদের সকলের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ও আশীর্ব্বাদ এই যে রাজা বাহাদুর দিব্যশঙ্কর সুঢলদেব দীর্ঘজীবী হইয়া অসংখ্য জনগণের আশাপূর্ণ করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে বামণ্ডার সুপ্রতিষ্ঠিত গৌরব সুরক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইবে। ইহাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক, কারণ রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব স্বয়ং যেমন পিতার ন্যায় বিদ্যাগৌরবে অলঙ্কৃত ছিলেন, তদ্রূপ বহু যত্নসহকারে নিজ কুমারগণেরও শিক্ষালাভের সুব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করেন নাই। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার, যিনি এক্ষণে পিতার স্বর্গারোহণ নিবন্ধন বামণ্ডারাজ বলিয়া পরিচিত, সেই রাজা বাহাদুর দিব্যশঙ্কর সুঢলদেব সমগ্র গড়জাতের অগণ্য তারকারাজি সদৃশ রাজা ও রাজকুমারগণের মণ্ডলমধ্যে একমাত্র পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুশিক্ষার অমল ধবল কীরণ বিকীর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। রাজা দিব্যশঙ্কর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সুবুদ্ধি ও সুরুচিসম্পন্ন রাজা। পিতৃ-পিতামহের পুণ্যফলে—তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে, নূতন রাজা বামড়ার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রাণপণ যত্ন করিবেন। বিষ্ণুশর্ম্মা নীতি-শাস্ত্রে বলিয়াছেন, "পদ্মরাগ খনিতে কাচের প্রাদুর্ভাব অসম্ভব।"



পট্টায়েত হৃদয়নাথ দেব

তাই আজ আমরা স্তর বাসুদেবের পৌত্র ও রাজা ত্রিভুবনদেবের পুত্রের ভাবী জীবনাভিনয়ে সেই পদ্মরাগমণির নির্ম্মল ও সুন্দর ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া অন্তরে আনন্দ অনুভব করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে শোকের তীব্র জ্বালা কথঞ্চিৎ জুড়াইতে পারিব, ইহাই আমাদের আশা।

শেষ কথা

এ সংসারে জন্মগ্রহণের ক্লেশ স্বীকার নিবন্ধন অসংখ্যকোটী মানবসন্তান নিরাশ্রয় ও অনশনক্লিষ্ট। ছিন্নবস্ত্রে ও বিষন্নবদনে দিন যাপন জগতের লোকের সাধারণ নিয়তি। এই নিয়তিসূত্রে গ্রথিত মানবসমাজে অতি অল্প সংখ্যক লোক ঐ জন্মগ্রহণের ক্লেশ স্বীকার করার পুণ্যফলে রাজসিংহাসন লাভ করিয়া থাকেন। গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, কেবল রাজপুত্র বলিয়া রাজসিংহাসন প্রাপ্তি এ সংসারের সাধারণ নিয়ম। তাই মানব সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক ছোট বড় রাবণ রাজার আবির্ভাব, অনেক দুর্য্যোধনের অভ্যুদয়, অনেক আওরাঙ্গেবের অত্যাচার, অনেক নিরোর নিষ্ঠুরতা সম্ভবপর হইয়াছে। আর সেই জন্যই পৃথিবীর সর্ব্বত্র কোটী কোটী নরনারীর মর্ম্মস্পর্শী হাহাকার, আর্ত্তনাদ ও অশ্রুজল ধরণীবক্ষ তপ্ত ও সিক্ত করিয়াছে, এই নিদারুণ বৈষম্যের শরজালে জনসমাজ জরজর।

এই জীর্ণ জনসমাজের প্রাকৃতজনমণ্ডলীর নিত্যজীবন সংগ্রামের মাঝারে বিবিধ আধিদৈবিক ও অসংখ্যবিধ আধিভৌতিক দুর্ঘটনা মানবমণ্ডলীকে আরও বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে, এই বিড়ম্বনা জালে জড়িত মানব সংসারে নানাবিধ রোগের বিচরণ ও তজ্জন্য লোকক্ষয়, শোক তাপ ও মর্ম্মবেদনা মানুষকে নিত্য ম্রিয়মাণ করিয়া রাখিয়াছে। এই সকলের উপর আবার প্রবলের পীড়ন, বলবানের বলপ্রয়োগ ও ভ্রূকুটি মানুষকে মৃতকল্প করিয়া রাখিয়াছে। এই শতবিধ কারণ-

সম্ভূত হাহাকার, আর্ত্তনাদ, অশ্রুজল সম্বল লইয়া মানবকুল নিয়ত জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত। মানবের জঠরানল নিবারণে এই সংগ্রামের সূচনা, অশেষবিধ ঐশ্বর্য্য সম্পদ অর্জ্জনে, নানাবিধ মণিমানিক্য ও রত্নাভরণে অলঙ্কৃত হইবার বাসনায়—লোকের চক্ষে বড় হইয়া দাঁড়াইবার বাসনা ও সাধনায় এই সংগ্রাম পরিসমাপ্ত। বড়র বড় হইবার বাসনা নিয়তই মানুষকে পাগল করিয়া রাখিয়াছে, তাই জাতির পর নূতন জাতির অভ্যুদয়, রাজ্যের পর নূতন রাজ্যের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে, আর মানবের ইতিহাস তারস্বরে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কত জাতি উঠিল, আবার ধরার ধূলায় মিশিয়া গেল, কত রাজ্য গঠিত হইল, আবার অপর প্রবল শক্তির ক্রোড়ে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া ইতিহাসের পুরাতন পত্রে স্থান লাভ করিল, সে সকলের সংখ্যা নাই। এই উত্থান পতন ও জয় পরাজয়ের লীলাক্ষেত্র মানব-সংসার প্রাতঃসন্ধ্যা অতিক্রম করিতে করিতে কত যুগ যুগান্তর কাটাইয়া দিল।

মানব সন্তানকে ইতর জীবন হইতে উন্নততর অবস্থায়, জীবনের উচ্চ গ্রামে উঠাইবার জন্য কত শত তন্ত্র মন্ত্র, কত শত শ্রুতি স্মৃতি, কত শত জ্ঞান বিজ্ঞান, কত শত বেদ বিধান, কত শত বাইবেল কোরাণ, প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইল, সে সকলের সংখ্যা নাই। এই বিশাল বিশ্বের জনমণ্ডলীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উচ্চতর জীবন যাপনের সংবাদ—ত্যাগ ধর্ম্মের মন্ত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়া মানুষকে উত্তমতর উপদেশ দিতেছে। প্রতীচ্যদেশে প্রাচীনকালে মহাত্মা সক্রেটিস ও গ্যালিলিও সত্যের সেবায় জীবন বিসর্জ্জন দিয়া চিরপূজনীয় হইয়া গিয়াছেন। যিশু, জন, পল ও লুথার একই সত্যের সেবায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে হাউয়ার্ড, লিঙ্কলন, দামিয়ান ও বুথ নর সেবার অত্যাশ্চর্য্য আদর্শ রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। প্রাচ্যদেশে বিশেষ ভাবে আমাদের স্বর্গাদপি



লাল মোহিনীমোহন দেব।

গরিয়সী জন্মভূমি ভারতবর্ষে কি প্রাচীন কি আধুনিক কালে, নরোত্তম পুরুষাদর্শ বিরল নহে। উচ্চ আদর্শের সাধনা ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ ভারতীয় আর্য্যগণের গৌরব গাথার অঙ্গীভূত। নারদ, শুকদেব, সনক, জনক কল্পিত চিত্র নহে, তপস্যার ফল। ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, মনু ও পরাশর তাঁহাদের মহামহিমাময় কর্ম্মশীল যোগজীবনের অমূল্য সম্পদ সকল আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃ-পুরুষগণের, আমাদের, ও আমাদের পরবর্ত্তী জনগণের সুশিক্ষালাভের সোপানাবলীরূপে রচনা করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। শাক্যসিংহ ও শঙ্কর, নানক ও শ্রীচৈতন্য একই তত্ত্বের সমাধানে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য কোটী মানবের অমৃতের আস্বাদনে সহায়তা করিতেছেন। ইঁহারা হইলেন, ভারতের এই অসহায় মানবকুলের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের পথপ্রদর্শক গুরু। আধুনিক ভারতের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে ও আদর্শের অভাব নাই। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ একই উচ্চ আদর্শের পরিচর্য্যায় প্রাণপাত করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের ইঙ্গিতে ও উপদেশে মানুষ চলিতেছে বলিয়া মনে করে, কিন্তু কি এক নিদারুণ ভাগ্যবিপর্য্যয় নিবন্ধন আজ আর সে সাধনা ও সে সাধনার উত্তম ফল নয়নগোচর হয় না। আজ এই বহুকোটী লোকের মধ্যে সে সকল মহামূল্য রত্নের উত্তমবিক্রেতা ও ক্রেতার অভাব হইয়াছে। সে গুরুও নাই, সে শিষ্যও নাই, আছে কেবল একদিকে জ্ঞানার্জ্জন বিমুখতা, ও তজ্জন্য পল্লবগ্রাহিতা, অপরদিকে অজ্ঞ ও অপরিপক্কবুদ্ধি শ্রোতামাত্র। সে গুরু নাই সে শিষ্যও নাই।

তাহার পর ত্রেতার সে অযোধ্যা নাই, সে রাজসিংহাসনও নাই, সে রামও নাই, সে কোদণ্ডটঙ্কারে ধরাকম্পিতকারী বীর রামানুজ লক্ষ্মণও নাই, দ্বাপরের সে ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাপুরও নাই, সে যুধিষ্ঠিরও নাই। আর কুরুক্ষেত্রের সে অসামান্য বীরকুল ধ্বংশকারী কৃষ্ণাশ্রিত

ভীমার্জ্জুনও নাই। তবে আছে কি? আছে পরমার্থ লাভের পথে যেমন আদর্শ ও পন্থা, রাজাদর্শেও তেমনি আছে কেবল আদর্শ ও তাহা পরিপূরণের উপযোগী পন্থা। আজ ইংরেজরাজ ভারতবাসীর সম্মুখে যে বিরাট রাজাদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যে বিরাট সাম্রাজ্যের আদর্শ, গর্ব্বেস্ফীত প্রাচীন ভারতের কুত্রাপি খুজিয়া পাইবে না, আর বর্ত্তমান যুগের এ উচ্চ আদর্শের তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। ইচ্ছা করিলে, ভারতীয় রাজকুল সেই বৃটিশ ভারতের মহাদর্শের ছায়াতলে আপন আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে ও তদ্দ্বারা বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের ও তৎসহ নিজনিজ রাজ্যের ও সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য কোটী প্রজাবৃন্দের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া নিজেরা ধন্য হইতে ও সাম্রাজ্যের সুখৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া চরিতার্থ হইতে পারেন। আধুনিক ইতিহাসে সসাগরা ভারতের সম্রাট-শক্তির আশ্রয়ে বামণ্ডাধিপতি সামন্তরাজ স্যর বাসুদেব সুঢলদেব যে সহজ পথে চলিয়া বামণ্ডারাজ্যের অঙ্কশোভা বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন, সে পথ সহজ সুন্দর ও সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ যোগ্য। সে রাজনীতি বিশারদ বিরাট পুরুষের জীবনতত্ত্ব অবগত হইতে এবং তাহা হইতে উন্নততর পদ্ধতির পরিচয় গ্রহণে যত্নবান হইতে হয়। সেই উচ্চ আদর্শ অর্জ্জনের জন্য এই মহামান্য মহাপুরুষের যাপিত জীবনের আলোচনার প্রয়োজন। আর সেই সঙ্গে ইংরেজরাজের শুভদৃষ্টির ফলে সামন্তরাজ স্যর বাসুদেবের রাজ্য পালন পদ্ধতির অন্তরালে রামরাজত্বের আভাস পাওয়া যায় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কারণ মধ্যপ্রদেশের ইংরেজ শাসনকর্ত্তাগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া বৎসরের পর বৎসর সে রাজ্যপালনের প্রচুর প্রশংসা করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ